মূল্য-প্রাপ্তি।

সাবেক।

ডা. রেবতীমোহন দত্ত ভবানীপুর	২
বাবু শশিমোহন পালচৌধুরী ঢাকা	৫
কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	২৸৶০
বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতা	॥৶০
,, কালীপদ বসু	২॥৶০
শ্রীমতী পঙ্কজিনী দাসী ভবানীপুর	,,
বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রঙ্গপুর	৫
ডাঃ দুর্গানন্দ সেন বারাশত	২৸৶০
মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য দেব বর্ম্মণ বাহাদুর	২৸৶০
শ্রীমতী সুশীলা দাসী তালতলা কলিকাতা	,,
বাবু অদ্বৈতচরণ মল্লিক সিমলা লেন	॥০
,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু	১
,, প্রসন্নকুমার গুপ্ত কন্টাই	৫
যুবরাজ বীরবিক্রম সিংহ দেব বাহাদুর	১।৶০
বাবু হরিমোহন দত্ত পাচুন্দি	২৸৶০
,, মহেন্দ্রনাথ দাঁ	৫
সেক্রেটরী বাগবাজার লাইব্রেরী বাগবাজার	১।৶০
বাবু গোবিন্দলাল দত্ত কলিকাতা	১
,, রাধানাথ দেব ,,	১
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র চেতলা	১।৶০
ডা. কেদারনাথ দত্ত শ্যামবাজার	২৸৶০
বাবু ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ	৪
,, সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী সিঙ্গা	১॥০

অগ্রিম।

রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর দিনাজপুর	২৸৶০
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি বাহাদুর	,,
যুবরাজ বীরবিক্রম সিংহ দেব বাহাদুর	১।৶০
বাবু গৌরীশঙ্কর দে কলিকাতা	২৸৶০
রাণী ইন্দুবালা সোভাবাজার	,,
কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর সোভাবাজার	২৸৶০
মিঃ নলিনবিহারী সরকার বিডন ষ্ট্রীট	,,
মি আর, এন্, মুখার্জ্জি বিডন ষ্ট্রীট	,,
বাবু গৌরহরি সেন ঐ	১।৶০
,, কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	২৸৶০
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র গোয়াবাগান	,,

(ক্রমশঃ)

গ্রাহকদিগের প্রতি।

১৩১২ সালের দ্বিতীয় মাস চলিতেছে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ এ সময় বামাবোধিনীর প্রতি অনুগ্রহ-দৃষ্টিপাত করুন। যাঁহাদের মূল্য শেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্মরণপূর্ব্বক নববর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন্। আর যাঁহাদের নিকট ১৩১১ সালের বা সাবেক মূল্য প্রাপ্য, তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিউন। অধিক বলিয়া এককালে যাঁহারা সমুদায় দেয় পরিশোধ করিতে না পারেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ভি পিতে জ্যৈষ্ঠের বামাবোধিনী পাঠাইবার অনুমতি করিবেন। তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া যেমন দিতে পারেন লিখিলে সেইরূপ মূল্যেরই জন্য ভি পি পাঠান যাইবে। ইহাতে তাঁহাদেরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।



বামাবোধিনী পত্রিকা।

May, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ। ৫০১ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩১২। মে, ১৯০৫। ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡১৪	১৫	১৫	১৭	১৭	১৭
শ	সো	বৃ	বু	ম	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
র	বু	শু	সো	ম	বৃ

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল।

ইং ১৯০৫—১৯০৬।

শকাব্দা ১৮২৭।

সম্বৎ ১৯৬২—১৯৬৩।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৬—৭৭।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বৃ	শু	শ	র	ম	বৃ
৩০	২৯	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৮	১৭	১৬	১৪	১৩	১৫
র	বু	শু	সো	বৃ	বৃ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
ম	বৃ	র	বু	বু	শ

§শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	১	৮	১৫	২২	২৯	বৃ	শু	শ	র	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	২	৯	১৬	২৩	৩০	শু	শ	র	সো	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১	শ	র	সো	ম	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	র	সো	ম	বু	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬		সো	ম	বু	বৃ	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭		ম	বু	বৃ	শু	র	ম
বৃ	র	বু	র	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮		বু	বৃ	শু	শ	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	৩	২,৩০	২৯	২৬	২৫	২৩
পূঃ,	৬	৪	৩	৩০	২৮	১
কৃঃ এঃ,	১৭	১৫	১৪	১২	১০	৯
অ,	২১	২০	১৮	১৬	১৪	১৩

শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা। কৃঃএঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

*** ৬ই বৈশাখ বুধবার ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ২১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা।

* ১লা বৈশাখ শুক্রবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† ৭ই পৌষ রবিবার আরম্ভ, ৩০এ পৌষমাসে শেষ।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ২রা মঙ্গলবার ইত্যাদি।

বৈ-শুক্র-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯, জ্যৈ-সোম-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	২০	২০	১৯	১৭	২২	২১
পূঃ,	২৩	২৪	২৩	২১	২৬	২৬
কৃঃ এঃ,	৭	৭	৭	৮	৭	৬
অঃ	১১	১০	১১	১১	১১	১০

** যথা—৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী ও ২১এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার শুক্ল একাদশী।

এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস এবং বারের স্তম্ভ মিলাইয়া লইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নববর্ষ।

১

এস নববর্ষ! নব বেশ ধরি,
দেব-দূত বলে তোমারে আদরি।
দেখিতে দেখিতে হবে পুরাতন,
করিবে নীরবে শেষে পলায়ন।
বল বল বল কোন্ সমাচার
ধরাতলে এলে করিতে প্রচার?

২

তোমার অগ্রজ পুরাণ বরষ
এসেছিল লয়ে উদ্যম হরষ;
মুখে আলো-কণা—পশ্চাতে আঁধার,
কে জানিত তার এ কপটাচার?
"মৃত্যু" "মৃত্যু" "মৃত্যু" করি ঘণ্টাধ্বনি,
মারি কোটি কোটি, মরিল আপনি!

৩

জীবনের নেতা কত গুরুজন,
আজনম সাথী সুহৃদ্ সুজন,
প্রাণাধিক-প্রিয় স্নেহের পুতুলি,
হরিল সবারে চখে দিয়ে ধূলি।
এক গ্রাম-দেশ-ধরণী-নিবাসী,
কত সহচরে লইয়াছে গ্রাসি!

৪

এ মৃত্যুর মাঝে বরষ নবীন!
দুর্দ্দিনে তুমি কি দেখাবে সুদিন?
মোচন করিয়া অমৃতের দ্বার,
মৃত্যু শোক ভয় করিবে সংহার?
অমৃতের সাথে করা'য়ে মিলন
অমৃত অক্ষয় করিবে জীবন?

৫

রোগ শোক জরা ধরার প্রকৃতি,
ক্ষয় বিবর্ত্তনে সবার বিকৃতি!
জন্ম যে লয়েছে মরিবে নিশ্চয়,
ইন্দ্রিয়-গোচর, পাবে সব লয়!
স্থূলের অতীত সূক্ষ্ম সারাৎসার,
পার যদি বল তত্ত্ব কিছু তাঁর।

৬

নববর্ষ! তুমি বেদিয়ার প্রায়
ভেল্‌কি দেখাও ভুলাতে আমায়।
মরাগাছে শোভে পত্র সুশোভন,
সুগন্ধে পূরিত মলয় পবন,
নাচে গায় পাখী বসি শাখীপরে,
ধরাতল যেন স্বর্গ-শোভা ধরে।

৭

এ কুহক তব রবে কত দিন?
উজ্জ্বল আকাশ হইবে মলিন,
ঝটিকা করকা হিমানী অশনি
অপেক্ষিছে পুনঃ নাশিতে ধরণী।
ধরিবে যতই বেশ পুরাতন,
কুহক তোমার হবে অদর্শন।

৮

অনেক বরষ গত হ'ল হায়!
এ কুহকে প্রাণ ভুলিতে না চায়।
বাহিরে চাকচিক্য অন্তর অসার,
অনিত্য অসত্য সব ফক্কিকার।
ইহা লয়ে হবে তোমার মরণ,
আমারে মারিতে কেন আকিঞ্চন?

৯

জান যদি বল কোথা সেই লোক,
নিত্য শোভা যথা ভাসে নিত্যালোক?
নাহি অন্ধকার, নাহি পুরাতন,
চিরস্থায়ী যথা জীবন যৌবন,
মৃত্যুর যথায় নাহি অধিকার,
নাহি শোক তাপ ভাবনা বিকার?

১০

জান যদি বল কোথা সেই জন,
ধ্রুব সত্য বিভু নিত্য নিরঞ্জন,
দিন রাতি মাস ঋতু সংবৎসর
যাঁহার আদেশে ঘুরে নিরন্তর;
দেশ-কালাতীত দেশে আর কালে
দেখান মহিমা থাকি অন্তরালে।

১১

আয়ুর কারণ জানি দেবগণ
জীবন্ত জাগ্রত চেতন-চেতন,
ভজেন অমৃতে দিয়া মনঃ প্রাণ,
তাই দিব্য লোকে তাঁহাদের স্থান।
তাই জরা মৃত্যু করি পরাজয়,
অজর অমর তাঁহারা অভয়।

১২

ধন্য শত ধন্য বলিব তোমায়,
যদি নববর্ষ তোমার কৃপায়
হয় এ হৃদয় পূর্ণমনোরথ,
মৃত্যু ছাড়ি পাই অমৃতের পথ।
অমৃতের সনে চির-সম্মিলনে
হব মৃত্যুঞ্জয় জীবনে মরণে।

নববর্ষের ব্রত নিয়ম।

আমাদের ১লা বৈশাখ, ইংরাজের ১লা জানুয়ারি ও মুসলমানের নৌরোজ দিবসে নববর্ষের আরম্ভ ও উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আর সকল জাতির অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নববর্ষের উৎসব ধর্ম্মময় ও সাধন প্রকৃষ্ট সাধন। উহাঁদের সকল কার্য্যের মূলে পরোপকার ও দান-প্রধান অনুষ্ঠান এবং তাহা এমন সুন্দর প্রণালীতে নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ব্যয়বসন করিতে পারেন। বিশ্বরাজ-গঠিত সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ ধরা এত সুন্দর যে, মানব ইহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেও আবার এখানে আসিবার কামনা করে। এমন মধুর বন্ধনে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী স্ত্রী ও পুত্র কন্যা মায়া মমতায় মুগ্ধ যে, আজীবন ভোগ করিয়াও অতৃপ্ত; পুনরায় পরলোকবাসীদিগের প্রীতি-কামনায় কত সদনুষ্ঠান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভগবান্ নিজে সুন্দর বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি এত শোভাময়ী! মানবজীবনে শত শত স্নেহ-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত; ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধানুযায়ী কত কামনা বাসনা জাগরিত হয় ও ইহপরকালের মঙ্গল উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হয়! চৈত্র-সংক্রান্তি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের দিন। সে দিন বিধিমত পিতৃ-

পুরুষদের শ্রাদ্ধতর্পণপূর্ব্বক জলদানের ব্যবস্থা হয়। গ্রীষ্মের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয় জলদানে কত মহোপকার সাধিত হয়, ইহা কে না জানেন? এই জন্য প্রত্যেক গৃহে জলদান হয় না বটে, কিন্তু পরলোকবাসিগণের উদ্দেশে হিন্দু-গৃহে যে কলসী উৎসর্গ করা হয়, তাহা কি একটি সুন্দর প্রণালী নহে? কেহ কেহ সমস্ত বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণগৃহে নানা উপচারে জলপূর্ণ ঘট পাখা প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকার দান ধর্ম্ম চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যদিও অধুনা সে সকল কুসংস্কারস্বরূপ গণ্য হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানে আদান প্রদান ও প্রীতিভোজে পরস্পরের সখ্যতা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই পরিবর্ত্তন-বহুল যুগে শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে এ সকল অনুষ্ঠান আরও উৎকৃষ্টরূপে সংশোধিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, নতুবা প্রাচীন নীতিগুলি কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গরমণীগণের মধ্যে যে সকল আচরণ ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য বিচার করিয়া প্রতিপালন করিলে আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বিধবা-গণের জন্য সংযম ও শুদ্ধতা অভ্যাসের নিমিত্ত উপবাসাদি অনুষ্ঠিত হয়। সধবা-গণের মধ্যেও বিনয়, নম্রতা শিক্ষা এবং আদর যত্ন ও সম্মানপূর্ব্বক বন্ধু অতিথি অভ্যাগতবর্গকে সেবার নিমিত্ত নানা আকারে ব্রতাদি সংসাধিত হয় অথচ উহার মধ্যে এমন একটি স্বার্থ সংলগ্নীকৃত হইয়াছে যে, ব্রতধারিণী সোৎসাহে সানন্দে আপনা আপনি উদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় প্রাচীন রীতিনীতিগুলির সংস্করণ না হইয়া বিলোপ হইতে চলিয়াছে। আমরা নববর্ষের উৎসবের মধ্যে দানযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পরম দেবতার কল্যাণবিধি পূর্ণ করিতে যেন সম্পূর্ণ উদ্যোগী হই। ভারতে আর্য্য-মহিলা-কীর্ত্তি পুনরায় জাগরিত হয়, ইহাই নববর্ষের দিনে আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীনি—দেবী।

নববর্ষের পঞ্চবিংশ চিন্তা।

যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং॥১

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন॥১

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥২

বৃক্ষ সকল জীবন ধারণ করিতেছে,

পশুপক্ষীরাও জীবনধারণ করিতেছে, যিনি ব্রহ্মমননে জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবিত॥২

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥ ৩

উত্তম মানবজন্ম লাভ করিয়া ও ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে আপনার হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়॥ ৩

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥ ৪

একাকী নির্জনে প্রতিদিন আপনার হিত চিন্তা করিবে। একাকী আত্মহিত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়॥ ৪

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্তে পূয়তে তু সঃ॥ ৫

পাপ করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। "এরূপ কর্ম্ম আর করিব না" এই বলিয়া যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়॥ ৫

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৬

হে পার্থ, ব্রহ্মে আত্মার যোগস্থাপনকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর মোহে মুহ্যমান হইতে হয় না। অন্তকালেও এই স্থিতি লাভ করিলে মুক্তিলাভ হয়॥ ৬

সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি, মানব পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। ৭

পিতা মাতার ঔরসজাত সন্তান পশু, ঈশ্বরজাত সন্তানই দেবতা। ৮

যে প্রেমিক সে ঈশ্বরজাত।৯

সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।১০

পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।১১

সৎকর্ম্মনিরত লোক ঈশ্বরজাত।১২

যে ব্যক্তি ঈশ্বরজাত, তাহার মতি অসত্য, অন্যায় ও অধর্ম্মের দিকে যায় না। ১৩

যে ঈশ্বরজাত, সে ধর্ম্মদ্বারা সংসারকে পরাজয় করে। ১৪

যে ঈশ্বরজাত, সে ব্রহ্মতেজে রিপুকুলকে ভস্মসাৎ করে। ১৫

যে ঈশ্বরজাত, সে ঈশ্বরে বাস করে, ক্রীড়া করে এবং জীবনের সমুদায় আনন্দ ভোগ করে। ১৬

সংসারের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না, কিন্তু আত্মাকে সংসারের প্রতিকূল-গামী হইতে শিক্ষিত কর। ১৭

সংসার তোমাকে যেন তাহার অনুগত না করে, কিন্তু তোমার আত্মার দেব-ভাব দ্বারা সংসারকে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত কর। ১৮

দ্বিজাত ব্যক্তি নিত্য নূতন ভাবে থাকিবার পথ পান। ১৯

ব্রহ্মাগ্নির সহিত যাঁহার প্রাণ সংযুক্ত, তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্। ২০

ঈশ্বরবিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল। ২১

ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন—সে এই জন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন

হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না, কিন্তু চির-জীবন্ত করিবে, চির-লাভজনক করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এই জন্য যে মৃত ব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহা দ্বারা ইচ্ছানুসারে পৃথিবীকে উন্নত করিতে পারে।

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করং।
তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং॥"

যাহা দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, সে সমস্তই তপস্যা-সিদ্ধ। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ২২

জীবন ক্রমোন্নতির অবস্থা, যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে জীবন নাই—মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ২৩

"আত্মপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ" আত্ম-প্রভাব ও দেবপ্রসাদে সকল সুসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্কল্পের সহায় ঈশ্বর। ২৪

ঈশ্বর চিরকরুণাময়, অবিশ্বাসী ভিন্ন আর কেহই তাঁহার করুণায় নিরাশ হয় না। ২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের নানাস্থানের ২০০০ প্রতিনিধি উৎসাহের সহিত ইহাতে মিলিত হন। কৃষিজীবী অনেক ছিলেন।

কৃত্রিম দুগ্ধ ভারতে গো বংশ ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া খাঁটি দুগ্ধের যেমন অভাব দাঁড়াইতেছে, তেমনি বিলাত হইতে কৃত্রিম ঘন দুগ্ধ আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে। গত বৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ড দুগ্ধ আসিয়াছিল; এ বৎসর ১২ লক্ষ পাউণ্ড দুগ্ধ আসিয়াছে।

রুষ জাপ যুদ্ধ—মুকডেনের মহা-যুদ্ধের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে রুষেরাই ক্রমশঃ হটিতেছে। বল্টিক বহর নিঃশব্দে পূর্ব্ব উপদ্বীপের নিকট পঁহুছিয়াছে। জাপ যুদ্ধজাহাজ সন্ধান লইতেছে। চীনের দক্ষিণে জলযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য—বাবু জয়গোবিন্দ লাহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার নামে এক ফণ্ড স্থাপিত হইয়া ইহাদ্বারা এদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করা হইবে। ইনি রাজোপাধি পাইবার যোগ্য।

হানিমান স্মৃতিসভা—গত ৩০এ মার্চ্চ কলিকাতা বিজ্ঞানসভার গৃহে হোমিওপেথির প্রবর্ত্তক হানিমানের

স্মরণার্থ সভা হয়। ডাক্তার হরনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডাক্তার পি, সি, রায়—ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুর ন্যায় ডাক্তার পি, সি, রায় বিলাত ও ইউরোপের নানাস্থানে পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তাঁহার গবেষণা-শক্তির পরিচয় দিয়া সুখ্যাতি লাভপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এইরূপ সুসন্তান সকল দ্বারা ভারতমাতা গৌরবান্বিত হউন।

উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্প—পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের গবর্ণমেণ্ট ও প্রধান প্রধান লোক ইহার জন্য সহানুভূতি তারযোগে রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সাহায্য-ফণ্ডে লর্ড রথচাইল্ড ৩০ হাজার টাকা এবং লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, আরও টাকা উঠিতেছে। লেডি কর্জ্জন ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈনিকদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজসংবাদ—ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক আগামী নবেম্বর ভারতদর্শনার্থ আসিবেন। সম্প্রতি তিনি পীড়িত হওয়াতে তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসা চলিতেছে। বিধাতা তাঁহাকে শীঘ্র নীরোগ করুন!

কাবুল মিশন—ইহা নিরাপদে সিমলায় প্রত্যাগত হইয়াছে।

শুক-বিদ্যালয়—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে এক রমণী এক বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহাতে তোতা পাখীদিগকে ফনোগ্রাফদ্বারা কথা কহা শিখান হইতেছে।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

মহাভারতে রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের এক উপাখ্যান আছে। রাজা পরীক্ষিৎ বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এক মুনি সেই স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন; রাজা তাঁহার নিকট জল চান, মুনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তাঁহার কথা শুনিতে পাননাই। রাজা মনে করিলেন, মুনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটে একটা সর্পের খোলস পড়িয়াছিল, মুনির অপরাধের প্রতিবিধানার্থ তাহাই তাঁহার গলদেশে জড়াইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মুনির পুত্র শৃঙ্গী বড়ই কোপন-স্বভাব। তিনি পিতার অপমানে মর্ম্মাহত ও কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন "যে ব্যক্তি পিতার গলায় সাপের খোলস জড়াইয়াছে, তক্ষক সর্পের দংশনে সপ্তাহ পরে তাহার মৃত্যু হইবে।" রাজা পরীক্ষিৎ এই দারুণ সংবাদ পাইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু ইহা বিধিলিপি এবং তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড, বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। "আমি নিশ্চয়ই সপ্তাহান্তে মরিব, এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভের উপায় কি?" এই সম্বন্ধে মন্ত্রী, গুরু এবং সভাস্থ পণ্ডিতদিগের পরামর্শ লইয়া স্থির করিলেন জীবন্মুক্ত শুকদেবের নিকট ভগবৎ-মাহাত্ম্য অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া শ্রবণ করিবেন। তিনি পুত্র জন্মেজয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহাতেই ভক্তিরসপূর্ণ ভাগবত পুরাণ রচিত হয় এবং পরীক্ষিৎ ভাগবত শ্রবণফলে ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়া আনন্দচিত্তে মস্তক পাতিয়া তক্ষকের দংশন গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যলোকে চলিয়া যান।

পরীক্ষিতের ন্যায় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি কি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত নই? "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"—যে জন্মিয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে, এইত বিধাতার বিধি; সুতরাং ইহাই প্রত্যেক মানবের পক্ষে ব্রহ্মশাপ। পরীক্ষিৎকে যেমন তক্ষক দংশন করিয়াছিল, কালরূপ সর্প সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে দংশন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তবে পরীক্ষিতের যেমন স্থির ছিল, সপ্তাহ পরে সর্প আসিয়া দংশন করিবে, সাত দিন প্রস্তুত হইবার সময় তাঁহার হাতে ছিল, আমাদের মৃত্যুর জন্য সেরূপ কিছু নিশ্চয়তা নাই। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি"—কে বলিতে পারে আমাদের মধ্যে অদ্যই কাহার মৃত্যু হইবে? আমাদের পক্ষে মৃত্যু যখন এরূপ অনিশ্চিত, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় আমরাও কেন বলি না "আমাকে ত মরিতে হইবে, এখন মুক্তিলাভের উপায় কি করি।" আমাদের এ মনুষ্য-জন্ম কি পশু পক্ষীর ন্যায় আহার বিহারে কাটাইবার জন্য? আমাদের কি মুক্তির প্রয়োজন নাই? ভগবৎপ্রেম লাভে জীবন পবিত্র করিতে পারিলে কালসর্প মৃত্যুকে সুখে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অমরলোক পুণ্যধামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহা না হইলে আমরা ভয় শোক ও দুঃখের অধীন এবং কৃপাপাত্র অতি দীন।

এই পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানব দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক মৃত্যুর বিষয় আদৌ চিন্তা করে না। তাহারা মনে করে এই পৃথিবী চির-বাসস্থান এবং এখানকার ধন মান সুখ সম্পদ—ইহাই জীবনের সর্ব্বস্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক মনে করে মৃত্যু আসিবে বটে, কিন্তু তাহা অনেক দূরে। আর সকলে আগে মরিবে, আমি শেষে মরিব। এই দুই শ্রেণীর লোক আত্ম-প্রতারিত হইয়া বিষয়ভোগে রত হয় এবং যখন মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার আদৌ অবসর পায় না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প; তাঁহারা ভাবেন মৃত্যু আসন্ন, মৃত্যু এ সংসারের সকলি নিমেষে হরণ করিয়া লইবে; পরলোকের সম্বল কি করিলাম? ইহাঁরা বিবেক ও বৈরাগ্য

অবলম্বনপূর্ব্বক অনিত্য সুখের আসক্তিকে বর্জ্জন করেন এবং অশেষাত্র নিত্য ধন-পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

ঠিক্ ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু কেবল আসন্ন নহে, কিন্তু ইহা নিয়ত আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। এই সংসার মৃত্যুরই রাজ্য এবং এখানে ভোজ্য ভোগ্য সকল বস্তুকেই কালসর্প নিয়ত দংশন করিতেছে। এখানকার ভূমি, ধন জন রাজ্য সম্পদ এমন কি আছে, যাহা মৃত্যু কামড়াইয়া কামড়াইয়া উচ্ছিষ্ট ও বিষাক্ত করিয়া দিতেছে না? এই বিষাক্ত বস্তু সকল যাহারা সেবন করিবে, তাহারা যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহার সন্দেহ কি? সর্পদষ্ট একটী পক্ক ফল পাইলে মনুষ্য সাবধান হইয়া তার লোভ পরিত্যাগ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, বিষয়-ফল কালসর্প দংশনে সর্ব্বদা বিষাক্ত, তথাপি তাহার ভোগ-লালসা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

রাজা পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়া সংসারের ভোগাসক্তি যেন আমরা খর্ব্ব করিতে পারি এবং অনন্যমনে ভগবৎপ্রেমসুধারস পান করিয়া যেন মুক্তির অধিকারী হইতে পারি। বিষয়ের রস যেরূপ মৃত্যুর কারণ, ভগবৎ-প্রেমসুধারস সেইরূপ মৃত্যুকে বিনাশ করিয়া অমৃত জীবন প্রদান করে। ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ অমর ও অভয় পুরুষের আশ্রয়ে চির দিন অমর ও অভয়।

অমলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সাগরসঙ্গম-আশে চলে স্রোতস্বিনী।"

মহিমচন্দ্র জাগ; তোমার দুইটী গৃহ-লক্ষ্মী আজি বনদেবী হইতে চলিল। আহা! অকপট প্রণয় এইরূপই বটে। যাঁহারা কখন অন্দরের বাহির হন নাই, যাঁহারা কখনও বনপথে বিচরণ করেন নাই, যাঁহাদের অঙ্গ কখনও বস্ত্র ও অলঙ্কার ভিন্ন অন্য দ্রব্যের ভার বহন করে নাই, আজি তাঁহারাই গভীর নিশীথকালে গৃহের বাহির হইয়া,—ব্যাঘ্র ভল্লুককে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের জীবনের শেষ ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন সামগ্রী মস্তকে লইয়া রণরঙ্গিণী-বেশে নিবিড় অরণ্য-পথ দিয়া চলিতেছেন।

অনতিদূরেই ভৈরবী নদীর তীর; কূলে নৌকার অভাব নাই; একটী বজরা ভাড়া করিয়া অমিয় ও অমলা কমলে কামিনীর ন্যায় জোয়ারের জলে দোদুল্য-মান নৌকায় উপবিষ্ট হইয়া চলিতে

লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা যে কোনও উপযুক্ত স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিবেন, নিকটে এমন স্থান পাইলেন না। অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে চারিটার সময় জঙ্গলবাধালের বসু মহাশয়দিগের পারঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল।

জঙ্গলবাধাল অতি পুরাতন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়; দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় চারিবর্গ মাইল হইবে। গ্রামটীতে বহু ভদ্রলোকের বাস। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণগণই পূর্ব্বে গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহার পর উহা বসু মহাশয়দিগের হস্তগত হয়। পরিশেষে বসুমহাশয়দিগের পরস্পরের অনৈক্যহেতু আজি দুই তিন বৎসর হইল দশ কুড়ি টাকার জন্য জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে উহা নড়ালের উদারচেতা জমিদার বাবু হিরণ চন্দ্র রায় মহাশয়ের জমিদারী। গ্রামটীতে যে ৩০।৪০ ঘর বসু কায়স্থ আছেন, তাঁহারা যথার্থ ভদ্রলোক এবং সকলেই কুলীন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দ্বিবিবাহ বা বহুবিবাহ ঘৃণাজনক বা অশাস্তিকর বলিয়া বোধ করেন না, তথাপি বিদেশীয় পথিকগণকে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অসময়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের মত যত্ন অভ্যর্থনা করিতে পারিলে আপনা-দিগকে ধন্য মনে করেন।

বজরা বসু মহাশয়দিগের ঘাটে পৌঁছিলে অমিয় ও অমলা অগ্রহায়ণ মাসের নিস্তব্ধ অমাবস্যা নিশায় বনপথ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কুলকামিনীগণের "আসি বলে গেলেন কৃষ্ণ" ইত্যাদি সুমধুর সঙ্গীত ও মধ্যে মধ্যে হুলুধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ অমলা আর অগ্রসর না হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, চল্‌তে চল্‌তে আবার দাঁড়ালে কেন?"

অমলা। স্ত্রীলোকের সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছিস না? আবার মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি হচ্ছে!

অমিয়। পাচ্ছি বৌদিদি; বোধ হয় কা'রো বিবাহ হচ্ছে; তাতে আমাদের কি?

অমলা। এত নিকটে লোকজন থাকলে আগুন জ্বাললে যদি দেখতে পায়, তা হলে সব দিকেই বিপদ।

অমিয়। তবে কি করবে?

অমলা। চল, ওদের নিকটে গিয়ে কিছু সন্ধান লয়ে আসি। তাড়াতাড়ি চলে এস, রাত্রি বেশি নাই; এরি মধ্যে সব কার্য্য শেষ কর্‌তে হবে।

উভয়ে সেই তিমিররাশি ভেদপূর্ব্বক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত পথে কণ্টক-বৃক্ষে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গকে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কণ্টককে ভয় করিবেন কেন? অনতিবিলম্বেই অমিয় ও অমলা কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করিয়া পুরস্ত্রীগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কুলকামিনীগণ

শশব্যস্তে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। ক্ষণপরে জনৈকা বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমরা কে, কোথা যাবে? এত রাত্রে এ অন্ধকার পথ দিয়া কেমন করে এলে!"

অমলা। না মা, আমরা দুজন নই; আমাদের সঙ্গে আরো লোক আছে; শরীরের আরামের জন্য আগুন জ্বালাব, তা আপনাদের কথা শুনতে পেয়ে চাটি কাঠের জন্য এসেছি।

বৃদ্ধা। বেশ ক'রেছ মা, বেশ ক'রেছ; এত রাত্রে কোথায় যাবে? যেতে হয় কাল সকালে যেও। এখনও বোধ হয় খাওয়া দাওয়া হয়নি? তোমরা কি জাত?

অমলা। আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা; এত রাত্রে আর খাওয়া দাওয়া করব না।

বৃদ্ধা। তা একটু জল টল না খেলে হয় কি? এখানেও অনেক ভাল বামুনের মেয়ে রয়েছে, আপনাদের যা কিছু আবশ্যক, সব যোগাড় করে দেবে। আপনাদিগকে কিছুই কষ্ট করতে হবে না।

অমলা। না মা, আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি; এখন আর কিছুই খাব না। আমরা একাহারী।

বৃদ্ধা। ওটী আপনার কে?

অমলা। আমার ননদ।

বৃদ্ধা। আহা! এত অল্প বয়সে ভগবান্ ওঁর কপাল ভেঙ্গেছেন। আপনারা যদি কিছু না খান, তবে বিছানা করে দিই, একটু ঘুমান; এখনও রাত রয়েছে।

অমলা। না মা, আমাদিগকে এখনি যেতে হবে; নৌকাতেও সব জিনিষপত্র পড়ে আছে। চাটি জ্বালানি কাষ্ঠ পেলেই আমাদের বিশেষ উপকার হবে।

বৃদ্ধার মুখ হইতে কাষ্ঠ আনিবার আদেশ নির্গত হইতে না হইতে ১০।১৫ জন স্ত্রীলোক নিজ নিজ গৃহ হইতে কাষ্ঠ আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

অমলা আপনার উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মা, তোমাদের এখানটাতে জঙ্গল কিছু কম দেখছি—না?

বৃদ্ধা। কম নয় মা, কম নয়; আপনারা বজরার ভিতর হইতে দেখ্‌তে পাননি তাই; জঙ্গলে কি আর পা বাড়াবার যো আছে মা? আজকাল কি আর গাঁয়ে মানুষ আছে; এত বড় গাঁখানা, খুঁজলে তিন চার শত মানুষ বেরোয় কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে এই গাঁয়'তে পাঁচ হাজারের উপর লোক বেরুতো, তা আবার সব লোকের মত লোক; সবাই বড় বড় আপিসে সায়েব-বাড়ীতে চাকরী করতো। আজ যদি সে সব লোক থাকতো, তাহলে কি আর জঙ্গলবাধালে জঙ্গল দেখতে পেতে মা। লোকে বাস করবারই জায়গা পেতো না, তাতে আবার জঙ্গল থাকবে কিসে? ওলাউঠাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ করলে মা, মাস কতকের মধ্যে গাঁ খানা ধুয়ে নিয়ে গেল; তার উপর আবার ত ম্যালেরিয়া আছেই।

কি করি মা, ঘর দুয়ার ছেড়ে তো আর পালাতে পারি না।

অমলা। যেমনই কষ্ট হ'ক, দেশ কি সহজে ছাড়া যায় মা?

বৃদ্ধা। তাই যদি না হবে, তা হলে কি এত দিন এখানে থাকতুম? এত গেল রোগের জ্বলন; তার উপর আবার কেঁদো বাঘের জ্বালা, সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকতে হয়,—কখন গরু নেবে, কখন ছাগল নেবে, কখন ছেলে নিয়ে টানাটানি করবে, এ এক মহা দুর্ভাবনা। কি করি মা, সারা শীতকালটা ধরে অনেক রাত পর্য্যন্ত টিন বাজাতে থাকি। তাতেও কি আর বাঘ আটকান যায়, কখন যে ফুক্ করে এসে হাজির হয়, তাকি টের পাবার যো আছে মা?

অমলা। পুরুষদিগকে বলে বনগুলো কাটিয়ে দিলে ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার?

বৃদ্ধা। আর মা, কটা কাটাবে বল; আজ কাটবে, কাল হবে; এত জঙ্গল কাটা কি কম পয়সার খেয়াল? তা আমাদের আর আয় কি বল? কোম্পানীর লোক এক একবার এসে হুজুক তুলে আমাদের তেল নিয়ে আমাদেরই মাথায় বুলিয়ে দিয়ে যায়, তাতেই যা কিছু একটু জঙ্গল কম দেখতে পাচ্ছ। তা না হলে এ গ্রামটীও এত দিন বাসুড়ীর মত হতো।

অমলা। বাসুড়ী কোন্ দিকে?

বৃদ্ধা। ঐ যে মা আপনারা যে ঘাটে নৌকা বেঁধেছ, ঠিক্ তার সোজাসুজি নদীর ওপারের গাঁটাকে বাসুড়ী বলে।

অমলা। ওখানটায় কি জঙ্গল বড় বেশী?

বৃদ্ধা। ওমা, সে কথা আর কয়ে কাজনি। এই বাঘের কথা বললুম, আমাদের গাঁয়ে কি আর বাঘ আছে, যত সব তো বাসুড়ীর বন হতে আমদানি।

অমলা। ওখানে কি লোক জনের বাস নাই?

বৃদ্ধা। আছে বৈ কি মা; তা বেশী জঙ্গল হতে অনেকটা দূরে। ওখানে বনের ভিতর বাঘে ধরলে ঝাড়া একপ্রহর কাল যদি একটা লোক চীৎকার করে, তাহলেও কেউ শুনতে পাবে না। ও বনের কথায় কাজ কি মা? তবু যাহ'ক নদীটা গাঁজ, পানা, পাতাড়ি সেওলাতে বুজে থাকে, তাই কতকটা রক্ষা; বাঘে হঠাৎ ইচ্ছা করলেই সাঁতার কেটে আসতে পারে না।

অমলা। নদীর জলে এত পানা গাঁজ! তাহলে ও জল খাওয়া যায় কি করে?

বৃদ্ধা। আর মা পেটের দায়ে সব চলে। গরীবের কি আর মা বাপ আছে যে দেখবে? ঐ সব পচা জল খেয়েই তো ওলাউঠা আমাদের দেশে বার মাসই লেগে আছে। এই ওলাউঠার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আজ আমরা সারা রাত্রি জাগরণ করে কাল প্রাতে বনদেবীর পূজা দেব। মায়ের পূজা দিলে তবু গাঁটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

অমলা। তা হলে তো দেখছি এখানে বাস করা বড় বিপদ।

বৃদ্ধা। সে কথা কি আর বলতে।

অমলা। কি করবে বল মা! ভগবানের খেলা, তিনি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। এখানে আমাদের অনেক দেরী হোয়ে গেল; তবে মা এখন আসি।

বৃদ্ধা ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ অতিশয় আগ্রহ করিলেও তাঁহারা তথায় আর অবস্থান করিলেন না! বৃদ্ধা আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, তাহার পর অমিয় ও অমলা, সর্ব্বশেষে কুলবালাগণ কাষ্ঠের ছোট ছোট বোঝা লইয়া অমিয় ও অমলার পিছু পিছু সারি বাঁধিয়া চলিতেছেন। যেন তাঁহাদের প্রিয় সঙ্গিনীদিগকে বহুদিনের পরে পাইয়া এখন আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

সকলে আসিয়া পারঘাটে পৌছিলে অমিয় ও অমলা বজরায় উঠিলেন; কাষ্ঠে নৌকা পূর্ণ হইয়া গেল। আহা! অমিয় ও অমলার দেহের আরামের জন্য তাঁহারা মস্তকে বহন করিয়া যে কাষ্ঠ আনিয়াছিলেন, সরলা কামিনীগণ জানেন না যে ইহাতেই অমিয় ও অমলার দেহ ভস্মীভূত হইবে।

নৌকায় উঠিয়া মাল্লাগণকে দাঁড় বাহিতে বলিলে পানা গাঁজ ঠেলিয়া বহু কষ্টে নৌকা বাসুড়ীর ঘাটে পৌছিল। অমিয় ও অমলা নৌকা হইতে অবতরণ করিলে, মাল্লাগণ নৌকাস্থিত কাষ্ঠরাশি তীরে নামাইয়া দিয়া আশাতীত বিদায় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন করিল। অমিয় ও অমলা

প্রবেশিলা বনমাঝে তেয়াগিতে প্রাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এ হেন সাধের কাজে কে সাধিল বাদ?"

অমলা এক বোঝা কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন—অমিয় সতীদাহের আয়োজন-সামগ্রী লইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রবেশমাত্র অরণ্য শান্তিময় মূর্ত্তি ধারণ করিল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, সর্পের তর্জ্জন, পক্ষীর কূজন যেন তিমিরে মিশাইয়া গেল। ব্যাঘ্র সকল হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দে লাঙ্গুল আছড়াইতে লাগিল—ভাবিল, বুঝি মা জগদম্বা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর হস্তে তাঁহাদের জন্য আহার্য্য সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন; তাই আজি তারা পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অমিয় ও অমলাকে নির্জ্জন বনমধ্যে লইয়া যাইতেছে। কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত স্থান দেখিয়া অমিয় ও অমলার আনন্দের অবধি রহিল না। অমলার সর্ব্বেন্দ্রিয় সহমরণ-চিন্তায় অভিভূত ছিল, এক্ষণে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ভাবিলেন "অমিয়কে সঙ্গে আনিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি, ও গৃহে ফিরে যাবে কেমন ক'রে।" তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠের বোঝা নামাইয়া অমলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া

পড়িলেন। ইহা দেখিয়া অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, বোসলে কেন? দেরি হলে সকাল হয়ে যাবে যে।"

অমলা। অমিয়! আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

অমিয়। সর্ব্বনাশ কি! বৌদিদি।

অমলা। অমিয়! তুই ঘরে ফিরে যাবি কেমন করে! আমার তখন জ্ঞান ছিল না, তাই তোকে সঙ্গে করে এনেছি।

অমিয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "বৌদিদি, আর কি আমায় বাজে কথায় ভুলিয়ে রাখতে পার?" এই বলিয়া লুক্কায়িত বস্ত্রখানি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "বৌদিদি, আমিও আপনার আয়োজন করে এনেছি, ইহকালেতো এই হ'লো, পরকালের কাজটাও ত করে রাখতে হবে। এতদিন অন্ধ ছিলুম—এইবার চোখ ফুটেছে।"

অমলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "আমি তো একখানা কাপড় আনতে বলেছিলুম, দু'খানা আনলি কেন বোন?"

অমিয়। বৌদিদি, তোমার কি এখনও বিশ্বাস যে, বাড়ী ফিরে যাব বলে তোমার সঙ্গে এসেছি। তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। এই দেখ সব জিনিষই বেশী বেশী করে এনেছি। তুমিও পুড়বে, আমিও পুড়বো; বেশ পাশাপাশি দুটী অগ্নিকুণ্ড সাজাব, কেমন বৌদিদি?

অমলা অবাক্; অমিয়কে নানা রূপে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন অমিয় যে তাড়িত-প্রবাহে চালিত, সে গতি রোধ করে কার সাধ্য? এখন অমিয়ের অক্ষিগোলক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে—এখন অমিয়ের সংসারের অলীকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে;—এখন অমিয় দিব্যজ্ঞানে বলবতী; সে জ্ঞানের কাছে কি সংসারের বা দেহের মায়া স্থান পায়?

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া অমলা অমিয়কে কহিলেন, "তবে যা ইচ্ছা কর্।"

অমিয়। আমার আবার ইচ্ছা কি বৌদিদি, তুমি যা করবে, আমিও তাই করব। আমি যদি এত দিন এ সব জানতুম, তা হলে কি আর এতকাল ধরে ছার দেহটাকে আদর করে পুষে রাখতুম। বৌদিদি, তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি বস, আমি পাশাপাশি দুটী চিতা সাজাই।

অমলা। এ কটা কাঠে হবে না; চল্ তবে প্রথমে কাঠগুলোকে নদীধার হতে ব'য়ে নিয়ে আসি।

পুনরায় উভয়ে দুইটী সখীর ন্যায় নদীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সাধ্যমত বোঝা বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়ে সমস্ত কাষ্ঠ বনমধ্যে লইয়া গেলেন।

কাষ্ঠবহন সমাপনান্তে অমলা কহিলেন, "এবার চিতা সাজান যায় কেমন করে?"

অমিয়। কেন বৌদিদি?

অমলা। নীচে কাঠ উপরে কাঠ দিয়ে নিজেকে মাঝে থাকতে হয়; এখন তুইও যদি সহমরণে যা'স, তাহলে উপরের কাঠই

বা সাজিয়ে দেয় কে, আর আগুনই বা দেয় কে?

অমিয়। এর জন্য চিন্তা কি বৌদি; প্রথমে পাতনের কাঠগুলা বিছয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে নিজে নিজে হাতে করে কাঠ নিয়ে বুকের উপর চাপাব; কাঠ-গুলো একটু নিকটে রাখলেই হবে; আগুনটাও এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন হাত বাড়ালেই পাই।

অমলা। তুই বেশ বলেছিস বোন; এ ভিন্ন তো আর অন্য উপায় দেখি না যে, আর কিছু করা যাবে।

যুক্তি স্থির হইল; কাষ্ঠের শয্যা রচিত হইল; শয্যার পার্শ্বে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জীভূত করা হইল; শিয়রের অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমিত দূরে অগ্নি সংরক্ষিত হইল। বাকী—অন্তিমশয্যায় শয়ন ও স্বহস্তে অগ্নিপ্রদান। এবার তাহারি উদ্যোগ হইতেছে। অমলা ধীরে ধীরে কহিলেন, "অমিয়! নে একখান নূতন কাপড় পর।"

অমিয় একখান নূতন কাপড় লইয়া কহিলেন "বৌদিদি! কাপড়খানার পাড়-গুলো ছিঁড়ে দিই।"

"ছিঁড়বি কিলো?—নিখুঁৎ কাপড় পরতে হয়।"

"বউদিদি! এমন জানলে দুখান থান কাপড় আনতুম; আমি বলি আর কিছু করতে হয়।"

"নালো না, এখন তাতে দোষ নাই; এখন সিন্দুর পরতে হবে, পা কামাতে হবে, ঠিক্ সধবার সাজে সাজতে হবে।"

"না হয় কাপড়টাই যেমন করে হ'ক পরা গেল, সিন্দুর পরব কি! আল্তা পরব কেমন করে!"

"তা বল্লে চলবে না; এখন সবই করতে হবে; মনে করবে আমি সধবা, এখনও বিধবা হইনি; ও সকল না করলে কিছুই ফল হবে না।"

"তা বউদিদি, যদি এই রকমই নিয়ম হয়, তবে না করব কেন? বৌদিদি, তুমি ঠিক্ করে বল্‌ছ? বেশ ভাল রকম জানত?"

"হঁ্যা বোন, না জেনেই কি এ কাজে হাত দিয়েছি।"

অমিয়র আর বলিবার কিছুই রহিল না। উভয়ে নব বস্ত্র পরিধান করিলেন; পুনরায় দক্ষিণ হস্তে লৌহবলয় ধারণ করিলেন। সিন্দুরে সীমন্ত ও অলক্তকে চরণযুগল রঞ্জিত হইল। এইবার মহা-নিদ্রার সময়; উভয়ে আম্রশাখা হস্তে লইয়া নিজ নিজ চিতা সাতবার প্র-দক্ষিণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্ব-রচিত কাষ্ঠশয্যায় শয়ানা হইলেন। ক্রমে ক্রমে বক্ষোপরি স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি সজ্জীকৃত হইল; পরিশেষে দক্ষিণ হস্তে অগ্নি লইয়া মস্তকের কেশদামে ধরাইতে যাইতেছেন, এমন সময় গগন-ভেদী স্বরে দৈববাণী হইল,—

"ত্যজ চিতা, উঠ সতি, কর অন্বেষণ;
সধবা হইয়ে কেন ত্যজিছ জীবন?"

(ক্রমশঃ)

স্বস্ত্যয়ন।

২য় স্তবক—মৃত্যু।*

সাধনেতে সিদ্ধ হয়ে সিদ্ধার্থ সুজন
শ্রাবস্তি নগরে আসি দিলা দরশন।
ধর্ম্মতেজে পূর্ণ তাঁর অপূর্ব্ব মূরতি,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শান্ত ভাব, মধুর ভারতী।
পান করিবারে তাঁর উপদেশামৃত
চারি দিক্ হ'তে জনস্রোত প্রবাহিত।
হেন কালে দেখ কিবা দৈবের ঘটন,
উপস্থিত তথা দীনা নারী একজন।
শ্রীকৃষ্ণা গৌতমী নামে বিধবা রমণী,
এক মাত্র পুত্র তার নয়নের মণি।
কাল ভুজঙ্গমে তারে করিল দংশন,
আর তার পুনরায় না হলো চেতন।
পুত্রেরে কেমনে মাতা দিবে বিসর্জ্জন?
গলায় বাঁধিল তারে করিয়া যতন।
যে যত বুঝায় তারে, না করে শ্রবণ—
বলে পুত্র মরে নাই আছে অচেতন।
আসিয়াছে সাধু শুনি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস;
'বাঁচাবেন পুত্র তিনি' অটল বিশ্বাস।
ঠেলি ভিড় পড়ি সিদ্ধার্থের পদতলে
"বাঁচাও শিশুরে মোর" পাগলিনী বলে।
বুদ্ধদেব ক্ষণে চাহি করুণা-নয়নে,
বলেন "বাঁচাব তব প্রাণের নন্দনে,
কিন্তু এক কর্ম্ম আগে করিতে হইবে
শর্ষপ মাগিয়া আনি একমুষ্টি দিবে।"

"এখনি আনিব বলি" উঠিল রমণী,
সাধু বলে "এক কথা মনে রেখ ধনি!
যার গৃহে মরে নাই কভু আত্মজন,
তার হাতে এ শর্ষপ করিবে গ্রহণ।"
পুত্র-কোলে যায় নারী নাহি বাহ্যজ্ঞান,
এক চিন্তা কিসে তার বাঁচিবে সন্তান।
শর্ষপ আনিলে সাধু ঔষধ সেবনে
নিশ্চয় বাঁচাবে তার প্রাণের নন্দনে।
এক গৃহস্থের ঘরে গিয়া নারী কয়
"ভিক্ষা দাও, বাঁচে যাহে আমার তনয়।
শর্ষপ লইয়া যাব সাধুর সদন,
বাঁচায়ে দিবেন তিনি আমার নন্দন।"
ভিক্ষা লয়ে নারী এক আসিল সত্বর,
ভিখারিণী বলে "আগে দেও ত উত্তর—
তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ।"
সে বলে "বিধবা আমি স্বামি-পুত্র-হীন,
আমাসম ত্রিসংসারে নাহি আর দীন।"
মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণা সে বাড়ী ছাড়িয়া,
ভিক্ষা তরে অন্য ঘরে আসিল ধাইয়া।
"শর্ষপ মাগিগো কিছু শীঘ্র দাও আনি,
বাঁচিবে তাহাতে মোর পুত্রের পরাণি।"
ভিক্ষা লয়ে কন্যা এক আসে তার কাছে,
ভিখারিণী বলে "বাছা! এক কথা আছে—
তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ।

* বুদ্ধদেব-চরিতের কৃষ্ণা গৌতমী উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

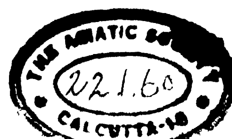
সে বলে "অনাথা আমি পিতৃমাতৃহীন,
বাস করি পর-গৃহে আমি পরাধীন।"
ভিক্ষুকী নিরাশ হয়ে অন্য বাড়ী যায়,
শর্ষপ পূর্ব্বের মত যাচে পুনরায়।
মুষ্টি শর্ষা লয়ে এক আসিল যুবতী,
কৃষ্ণা বলে "আগে শুনি, বল গো সুমতি!
তোমার ঘরেত কেহ কভু মরে নাই?"
সে বলে "মরেছে মোর সাত বোন
ভাই।"
"ভিক্ষা লইব না তবে" বলিয়া রমণী,
অন্য গৃহ পানে ছুটে চলিল অমনি।
তথায় কুটীরে এক জরাজীর্ণ বুড়ি,
গৃহ-কার্য্য করিতেছে চলি গুড়ি গুড়ি।
গৌতমী শর্ষপ ভিক্ষা করে তার ঠাঁই,
ভিক্ষা আনি বলে বুড়ি "লও এই ভাই।"
ভিখারিণী বলে "মাগো! শুনহ বচন,
মরেনিত তব গৃহে কভু কোন জন?"
বুড়ি বলে "পুত্র কন্যা সব গেছে চলে,
আমারে লয়নি যম না জানি কি বলে?
তোমার ছেলের মত কত চাঁদ মুখ
শ্মশানে পোড়ায়ে ধরি এ পাষাণ বুক।"
ভিক্ষা লওয়া হইল না—চলে যায় নারী,
মনে ভাবে কোথা যাব বুঝিতে না
পারি।
সকলের ঘরে মৃত্যু করেছে হরণ
পিতা মাতা ভাই বোন স্বামী পুত্র-ধন।
ভাবিতে ভাবিতে হলো দিব্যজ্ঞানোদয়,
বুঝিল সংসার এই শুধু মায়াময়।
কণ্ঠ হতে মৃত সুতে ছুঁড়ে ফেলি দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে শাক্য সিংহেরে ভেটিল।
বলে "প্রভু! দয়া কর এ অধম জনে,
অনিত্য সংসার মোহে ছিনু অচেতনে।
দিব্যজ্ঞান পাইলাম তোমারি কৃপায়,
রাখ মোরে চিরদিন দাসী করে পায়।"
বুদ্ধদেব তার আশা করিলা পূরণ,
ধর্ম্মব্রতে গৌতমীরে করি নিয়োজন।
মৃত্যুর আঁধারে দেখি অমৃত আলোক,
ঘুচিল কৃষ্ণার জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক।

বিজ্ঞান-তত্ত্ব।

সমুদ্রের আশ্চর্য্য।

সমুদায় পৃথিবীর ৩/৪ অংশ অর্থাৎ বার (৸০) আনা ভাগ সমুদ্রে আচ্ছাদিত। ৩৫০০ ফিট নিম্নে তরঙ্গ অনুভূত হয় না। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত সমুদ্র-জলের তাপ-পরিমাণ সমান, ইতর বিশেষ অতি সামান্য। এক মাইল নিম্নে সমুদ্র-জলের ভার প্রত্যেক বর্গবুরুলে ১ টন, অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ। ৬ ফিট খোলালো একটি বাক্স সমুদ্র জলে পূর্ণ করিয়া রাখিলে সেই জল যখন উভিয়া যাইবে, তখন বাক্সের নীচে ২ বুরুল লবণ জমিয়া থাকিবে। পৃথিবীর সমুদ্র সকলের গভীরতা যদি গড়-পড়তা তিন মাইল হয়, সমুদ্রের সমস্ত জল বাষ্প হইয়া গেলে সমুদ্র সকলের খোলে ২৩০ ফিট লবণ জমিয়া থাকিবে। সমুদ্রের

২৩০৭



উপরিভাগ অপেক্ষা তলার জল ঠাণ্ডা। নরওয়ে প্রভৃতির উপসাগরের উপরিভাগ অপেক্ষা তলদেশের জল অগ্রে বরফে পরিণত হয়।

তরঙ্গ সকল বড়ই ভ্রান্তিজনক। ঝটিকার সময় দেখিলে বোধ হয় সমুদায় জল চলিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ যেখানকার জল প্রায় সেইখানেই থাকে, কেবল গতিবেগ চলিতে থাকে। ঝটিকাকালে এক এক সময় তরঙ্গ ৪০ ফিট উচ্চ হয় এবং ঘণ্টায় ৫০ মাইল চলে। অত্যন্ত দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোতের বেগ ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র। তরঙ্গের উচ্চতানুসারে তাহার ভিত্তি বা তলভূমি পরিমাণের একটি সঙ্কেত আছে। তরঙ্গের উচ্চতা যত হয়, তাহার তলভূমি পরিমাণ তাহার ১৫ গুণ। এই নিয়মানুসারে সচরাচর তরঙ্গের উচ্চতা ২৫ ফিট ধরিলে তাহার তলভূমির পরিমাণ ৩৭৫ ফিট হইবে। তরঙ্গ সকল যেরূপ বেগে তীরে পতিত হয়, তাহাতে জলের পরিমাণ এক এক বর্গ গজে ১৭ টন অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মণ।

শব্দপরিচালক।

সাধারণতঃ যে বস্তুর ঘনত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা * যত অধিক, সে বস্তু তত উৎকৃষ্ট শব্দপরিচালক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১২৫ ফিট, জলের মধ্যে ইহার গতি-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০৯ ফিট। আবার ঘন বস্তুর মধ্যে শব্দের গতি বায়ু এবং জলের মধ্যে যত, তদপেক্ষা আরও অধিক। ধাতু সকল বেশী স্থিতিস্থাপক, এ জন্য শব্দ-পরিচালকদিগের মধ্যে তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বায়ো নামক ফরাসী পণ্ডিত পারিসের ফাঁপা জলের পাইপ দ্বারা প্রমাণ করেন, শব্দ তাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৮২২ ফিট পরিচালিত হয় অর্থাৎ বায়ুমধ্যে যত হয়, তাহার পনর গুণ। বায়ুমান যন্ত্রে বায়ুশূন্য স্থানে ঘণ্টা বাজাইলে কোনও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। হাইড্রজেন বাষ্পের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি এত মৃদু হয় যে, প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, হাইড্রজেন বাষ্প অতি লঘু বায়ু এবং তাহার পরমাণু সকলের ঘনত্ব অতি কম। সোণা ও প্লাটিনম ঘনতম বস্তু বলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট শব্দ-পরিচালক।

* রবারের যে গুণ থাকাতে টানিলে বাড়ে এবং চাপিলে ক্ষুদ্রাকার হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

সাধক ও রবীন্দ্রনাথ।

বর্ত্তমান সময়ের একেশ্বর-উপাসক সম্প্রদায় সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই শত বর্ষের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল সঙ্গীত ছিল,

তাহার ভাব ও ভাষা তত কোমল ও হৃদয়-গ্রাহী ছিল না এবং স্থানে স্থানে সংস্কার ও রুচিও অপরিমার্জ্জিত ছিল। যে সময়ে ইংরাজের গৌরব-সূর্য্য প্রাচীতে উদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জ বিকীর্ণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, সে সময়ে বঙ্গ-দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা অন্ধকারের কোন্ গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া-ছিল, তাহা কেহ জানে না। তাহার পর ইংরাজী-শিক্ষা যখন বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতের সুপ্ত চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা পুনরায় জাগাইয়া তুলিল, তখন একে একে অনেক ভক্তের ভক্তিধারায় বঙ্গদেশ অবগাহন করিয়াছে। ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। গায়ক বিষ্ণুরাম ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত গাইয়া যে আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ উচ্ছ্বসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের স্মরণ থাকিবে। বিশ্বাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মা (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) একতন্ত্রি-সংযোগে বঙ্গবাসীকে যে সঙ্গীতসুধায় তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাও ভুলিবার নহে। কিন্তু কবিবর রবীন্দ্রনাথ যে অমৃতের অনন্ত উৎস খুলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় মানবহৃদয়কে চিরদিন স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিবে। সংসারের প্রলোভন, দারিদ্র্য, পরীক্ষা ও অশান্তির মধ্যে তাহা মানবাত্মাতে শক্তি ও সান্ত্বনা দান করিবে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে সেক্ষপীর, মিল্টন্, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও আধুনিক কবি টেনিসন সকলেই সঙ্গীতের মহিমা বর্ণনা করিয়া-ছেন। সঙ্গীত, চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় ইটালী অতুলনীয়। সুতরাং সভ্য-জগতে সঙ্গীতের আদর অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশেও বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে কয়েকটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে —সঙ্গীতের আলোচনাও হইতেছে। আশা করি এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতবিদ্যায় আমার এমন কোনও অভিজ্ঞতা নাই, যাহা দ্বারা সঙ্গীতের রাগ রাগিণী বিষয়ক সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধীয় যত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার অনেক গুলিই শুনিয়াছি ও সম্ভোগ করিয়াছি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেমন প্রাণকে স্পর্শ করে—তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি পংক্তি যেমন হৃদয়কে পূর্ণরূপে ঝঙ্কারিত করে—হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি যেমন ফুটাইয়া তুলে, অন্য কাহারও সঙ্গীতে সেরূপ অনুভব করি নাই। তাঁহার সঙ্গীতে হৃদয়ের প্রত্যেকটী তার বাজিয়া উঠে এবং মানস-রাজ্যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে—সে সঙ্গীতে মনঃপ্রাণ কোথায় কোন্ অনন্তে ছুটিয়া যায় এবং এক অদৃশ্য অস্পৃশ্য সৌন্দর্য্যের স্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়।

যখন রবিবাবুর "নৈবেদ্য" প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বোধ হয় তিনি জানিতেন না যে,তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বঙ্গীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বারা সঙ্গীতে পরিণত হইবে। যে বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকশ্রেণী উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত অপর কিছুর স্বাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই দেশে রবিবাবুর "নৈবেদ্য" যে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার গ্রন্থের গৌরবের পরিচায়ক। তাঁহার "নৈবেদ্য" শুধু বঙ্গের গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে, এমন নহে—তাঁহার কবিতাগুলি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা "নৈবেদ্য" চক্ষে না দেখিলেও তাহার দুই একটী কবিতা সঙ্গীতরূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা কাহারও কাহারও নিকট অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন ভক্ত রামপ্রসাদ ও সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তুলনা করিয়া দেখেন। ভক্তির আবেগে রামপ্রসাদ যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, ভক্তের নিকট তাহা কখনই উপেক্ষার বস্তু নহে। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃত গাম্ভীর্য্য ও গভীরতার যে অভাব আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে শান্ত সমাহিত সাধনার ভাব পরিস্ফুট। একদিকে রামপ্রসাদ "এবার কালী তোমায় খাব" ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ—

"তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

গাহিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠক এ উভয়ের ভাব ও ভাষার বিচার করুন।

রামপ্রসাদ সন্দেহের সহিত গাহিয়াছেন, "তুমি সাকারা কি নিরাকারা?" আর রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ বিশ্বাসে গাহিলেন—

তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি মানবাত্মাকে সাধনার এক স্তর হইতে অন্য স্তরে লইয়া যায়। কতদিন পূর্ব্বে তিনি গাহিয়াছেন—

"দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি
কবিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে
প্রক্ষালন।"

আবার তিনি অল্প দিন গাইয়াছেন—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো—
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।"
"তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে—
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।"

যাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা বেশ দেখিতে পাইবেন যে, এক ধারাবাহিক সাধনার পথে এ সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে এইরূপ সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? দৈনিক জীবনের সাধনার সহিত—দৈনিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার সহিত যদি সঙ্গীতের ভাব এক না হয়—প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত যদি সঙ্গীতের তরঙ্গে পরমাত্মার নিকট প্রকাশিত না হয়, তবে সে সঙ্গীতে প্রয়োজন কি? ভক্তের সঙ্গীতে ভক্তিমার্গাবলম্বী উপকৃত হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি যাঁহারা একাধারে জীবনে সাধন করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে সাধকের জীবনবেদ স্বরূপ যে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সঙ্গীতের প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র কবিতাদ্বয়।

(জনৈক দশমবর্ষীয়া বালিকার বৈধব্য উপলক্ষে)

সমাজের প্রতি।

২১এ জানুয়ারি, ১৯০৫, পূর্ণিমা।

কত দিন বল্ আর বল্ কত দিন,
করিবি সমাজ! ওরে, নারী-নির্যাতন,—
বালবিধবার অশ্রু, বদন মলিন,
দেখিবার আরো সাধ আছে কি এখন?
পাষাণেও জল আছে, তবে কিবে তোর
হৃদয় পাষাণ হ'তে আরো সুকঠিন?
কবে বল্ হবে তোর অমানিশি ভোর—
আসিবে ভারতে শুভ প্রভাত নবীন?
পায়ে ধরি, সাজাওনা সাজাওনা আর,
বিধবার অশ্রু ডালি করিয়া যতন,
বাঁধিওনা বালিকার হাত সুকুমার—
বলিওনা তারে প্রজাপতির বন্ধন!
বুকফাটা দুঃখ এত, এত হাহাকার,
দুঃখিনীরা কার পাপে করিবে বহন?

প্লেগ।

(১৩ই মার্চ্চ, ১৯০৫, পাটনা)

প্রাচীন পাটলীপুত্র ভীষণ শ্মশান!
কৌমুদী সুষমারাশি, বসন্ত সমীর
হানিছে হৃদয়ে আজি বিদ্রূপের বাণ—
মৃত্যুর করাল ছবি করিছে অধীর!
ত্যক্ত নগরীর শূন্য রাজপথ দিয়া,
ক্ষীণকণ্ঠে 'রাম' নাম করি উচ্চারণ,
অবিরাম মৃতদেহ বহন করিয়া—
চলিয়াছে নরনারী শ্মশান-সদন!
একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, লীলা ভয়ঙ্কর—
তোমার এ রুদ্রছবি একি ভগবান্?
মানবে কি দিবে তুমি শিক্ষা নিরন্তর,
জীবন ও মৃত্যুমাঝে নাহি ব্যবধান?
উভয়ের সন্ধিস্থলে, তবে হে অমর—
বিশ্বাস-আলোক যেন করে না প্রয়াণ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের দাম্পত্য জীবন।

সেই যুগ যুগান্তরের কথা আজি আলোচনা করিতেছি কেন? ভারতের সে দিন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, হয় তো জন্মের মত গিয়াছে, তথাপি সে দিন স্মরণে পুণ্য আছে, মঙ্গল আছে, আর আমাদের মনে একটী দুরাশাও আছে—ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে! ভারতবাসী কি ছিল আর কি হইয়াছে, যদি এই কথা ভাবিয়া একটী হৃদয়ও ব্যথিত হয়, যদি আবার সেই দিনের সাধনায় কেহ শক্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। তাই আজি এই পুরাতন কথার অবতারণা করিতেছি।

দাম্পত্য-ধর্ম্ম জীবন-গ্রন্থের একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ। আর্য্যগণ জ্ঞানধর্ম্মে জগতের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা দাম্পত্য-ধর্ম্ম কিরূপে পালন করিতেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আর্য্যজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় আর্য্য বালকগণ শৈশব-কাল অতীত হইলেই বিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত সেখানে শিক্ষালাভ করিতে হইত; সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল লিখিতে পড়িতে শেখা, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করা নহে। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ উৎকর্ষ সাধন। সে শিক্ষায় বিবিধ বিদ্যানুশীলনের সহিত শিক্ষার্থীর শরীরের স্বাস্থ্য, মনের জ্ঞান এবং আত্মার পবিত্রতা লাভ হইত। ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়া ছাত্র-গণ সেই মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতেন; তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সেই সকল সদ্ভাব ও সুপ্রবৃত্তিসমূহ বিকশিত ও সার্থক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। ঐরূপ গৃহধর্ম্মার্থীর বিবাহ-ক্রিয়া এক অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য। তাঁহার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ,

"গৃহাশী সদৃশীঃ ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।"

অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেচ্ছু ব্যক্তি নিজ সদৃশী অনিন্দিতা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন। কিরূপ পাত্রী বিবাহযোগ্যা, হিন্দু শাস্ত্রে তাহাও লিখিত আছে, আমরা বাহুল্য-ভয়ে তাহা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। যাহাহউক শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠতম। মনু বলেন,

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ "বিশেষ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা বর কন্যার আচ্ছাদন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদ্যা-সদাচারসম্পন্ন বরকে কন্যাদান; সেই দান-সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়।" যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিবেন,

তাঁহারা এই ব্রাহ্ম বিবাহকেও অনুশীলন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত দেখিতে পাইবেন। যাহা-হউক, বিবাহকালে বর কন্যাকে সংযত ও নিয়মস্থ হইয়া সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে মঙ্গলময় প্রজাপতির পবিত্র নামে, বিশ্ব-তেজঃস্বরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা হয়; বধূকে বর বলেন,

"সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাম্ ভব।
সাম্রাজ্ঞী ননন্দরি ভব, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥"

বর বধূ উভয়ে বলেন,—"ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে আমরা উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিব না।" তার পরে উভয়ে বলেন, "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক।" এই-রূপে বধূকে গৃহের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক দুইটী জীবন একত্র মিলিত করাই হিন্দু আর্য্যদিগের বিবাহ-ক্রিয়া। বিবাহের পরে গৃহাশ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের পালনীয় ব্রতস্বরূপ।

পবিত্র প্রীতি অনুশীলন, বিকাশ ও চরিতার্থ করিবার জন্য বহু উপদেশ ও বহু বিধি প্রচলিত আছে। আনুপূর্ব্বিক সে সকল কথা লিখিতে পারি, আমা-দিগের শক্তি ও সময়ে তাহা অসম্ভব। সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা বুঝিতে পারা যায় যে, দম্পতী পরস্পরের শরীর, মন, আত্মার কল্যাণার্থ সহায় হইবেন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাগতিক কর্ত্তব্য সকল পালন করিবেন, ইহাই আর্য্যগণের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মহদুদ্দেশ্যেই দম্পতীর ভগবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা, ধনোপার্জ্জন, গৃহকার্য্য, সুসন্তানপ্রাপ্তি ইত্যাদি সকল সদ্ভাব ও সুকার্য্যের প্রবর্ত্তক। জীবনের সহভাগিনী পত্নীকে তাঁহারা কি চক্ষে দেখিতেন, আমরা তাহা সংস্কৃত শ্লোক হইতে দেখিতে পাই,

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥"

অর্থাৎ ভার্য্যা মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই মোক্ষের মূল।

"ব্রতীনাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং সুভার্য্যা বৈ তত্র দেশে চ দৃশ্যতে॥"

সংসারবিরাগী তপস্বিগণের দেবতা স্বর্গে দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা, তিনি নিজ-গৃহেই দেবতা দেখিতে পাইয়া থাকেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, আর যে কুলে তাহাদের অনাদর, সে কুলের সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

এই সেই ভারতবর্ষ! আজিকার দিনে এখানে স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষা দিতে ইংরাজ-প্রমুখ বিদেশীয়গণ ভারতবাসীদিগের শিক্ষক। যাউক যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি; পত্নীর প্রতিও বহুবিধ উপদেশ আছে; আমরা বাহুল্যভয়ে দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥"

যে রমণী পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্তা এবং সদাচারিণী ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ পাইয়া থাকেন।

"যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুয়া দম্পতী ধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভং॥"

উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ করাই দম্পতীর মঙ্গলময় কর্ত্তব্য, যিনি ইহা বুঝিয়া পাতিব্রত্যে ও সংযতাচারে অবিচলিতা, তিনিই সহধর্ম্মিণী ভার্য্যা।

মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্টি ও পালন উদ্দেশ্য রক্ষার্থে আর্য্যগণ দাম্পত্য ধর্ম্মাচরণ করিতেন। উভয়ে উভয়ের ত্রিবিধ শক্তির সহায় হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ ও লোকরক্ষা করিবেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই।

মানবের ব্যক্তিগত জীবন নশ্বর হইলেও জাতীয় জীবন অমর। সেই জন্য সুসন্তান লাভ করা মানবের বহু পুণ্য ও বহু ভাগ্যের ফল। সে কালের ঋষিগণ যেমন তাঁহাদের তপস্যালব্ধ ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ রাখিয়া যাইতেন, সেকালের গৃহস্থেরাও সেইরূপ ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ সুসন্তান রাখিয়া যাইতে একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। সুসন্তান লাভের আশয়ে তাঁহারা পরিমিতাহারী, নিয়মস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইতেন। * এইরূপ ব্রতাচরণের পরে সন্তান জন্মিলে তাহার স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব বিকাশকরী শিক্ষা দিয়া সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়া দিতেন। পুত্রের শিক্ষা সম্পন্ন হইলে, এবং যথোচিত উপযুক্ত হইলে গৃহধর্ম্মের ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দম্পতী বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেন।—উভয়ে সাংসারিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি অনুশীলন করিতেন। জগতের নশ্বর বস্তুর সমস্ত আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক অমূল্য নিত্য রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা সম্পন্ন করিতেন।

উপসংহারকালে একটী কথা বলা আবশ্যক। আর্য্যদিগের মত জ্ঞানী, শুদ্ধচেতা সংকল্পনিষ্ঠ পুরুষের, একজন ক্ষুদ্রাশয়া অশিক্ষিতা রমণী সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহযোগিনী ভার্য্যা হইলে বিবাহের মহদুদ্দেশ্য সকল অবশ্য সুসাধিত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে আর্য্যজাতি সমাজের অর্দ্ধাংশরূপা স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বৈদিককালে রমণীদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে জ্ঞানানুশীলন হইত। আর্য্যমহিলাদিগের অনেকেই বেদ-

* অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
মহাভারত।



রচয়িত্রী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে যখন আর্য্যগণ বুঝিলেন, কেবল জ্ঞানানুশীলন স্ত্রীজাতির পক্ষে উচিত নহে, জ্ঞানের সহিত ভক্তি এবং গৃহধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষাই নারীজীবনের উপযোগী; তখন হইতে স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইয়া "পঞ্চম বেদ" রূপ অদ্বিতীয় গ্রন্থ মহাভারত স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রচারিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞান, ভক্তি, নীতি, গার্হস্থ্য উপদেশ—সকল বিষয়েই মহাভারত অতুলনীয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ মহিলাকুলের বহুল শ্রম ও বহ্বায়াস বিদূরিত হইল, অথচ এই রমণীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহারা বহুল জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের উপযোগী সকলপ্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" জানিয়া বালিকার শিক্ষা বিষয়ে আর্য্যগণ বিশেষ মনোযোগী হইতেন। এই জন্যই আর্য্য-যুবকগণ "আত্মসদৃশী আনন্দিতা ভার্য্যা" গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতেন।

আমরা আর্য্যগণের দাম্পত্য-জীবন অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। যাঁহারা অম্লানমুখে আপনাদিগকে আর্য্য-কুলোদ্ভব বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিয়া থাকেন, সেই বঙ্গবাসিগণ একবার চাহিয়া দেখুন, ভারতবর্ষ কি ছিল, আর কি হইয়াছে! দেশ পরাধীন, রাজা বিদেশী—সে জন্য এ অধঃপতন হয় নাই, যাঁহাদের শরীরে আর্য্য-রক্ত আছে, তাঁহারা মনুষ্যত্বলাভের চেষ্টা করিলে এ পতিত দেশ আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ বেদনা আবার দূর হইবে।

শ্রীমা।

সম্রাট মার্কাস অরিলিয়সের উপদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। প্রাতঃকালে যখন অনিচ্ছাপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবে, তখন এই চিন্তা করিও যে আমি মানবোচিত কার্য্য করিতে যাইতেছি। যে জন্য আমি বাঁচিয়া আছি এবং যাহার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা করিতে কেন অসন্তুষ্ট হই?

২। মনে যে কিছু ক্লেশকর কিম্বা অনুপযুক্ত চিন্তা আছে, তাহা দূরীভূত ও অপনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তচিত্ত হওয়া কত সহজ।

৩। প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্য যাহা স্বভাবতঃ তোমার উপযুক্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখ এবং অন্য লোকের কার্য্য বা বাক্য দ্বারা তোমার যে অখ্যাতি হয়, তাহাতে চঞ্চল হইও না। যে কার্য্য বা বাক্য উত্তম, তাহা তোমার পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করিও না।

৪। যে সকল গুণ তোমার নিজের

আয়ত্তাধীন, তাহা প্রদর্শন কর। সেগুলি এই :—"সারল্য, গাম্ভীর্য্য, শ্রমসহিষ্ণুতা, সুখে অপ্রবৃত্তি, নিজভাগ্যে এবং অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, পর-হিতৈষণা, ঋজুতা, অনাবশ্যক বিষয়ে অরুচি, তুচ্ছ বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং মহানুভবতা।"

৫। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা ঘটে, তাহা তাহার ভাগ্যের উপযুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব ঘটনা অপ্রিয় হইলেও তাহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ কর; কারণ তোমার অপ্রিয় হইলেও সমস্ত বিশ্বের স্বাস্থ্য, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখের জন্য তাহা প্রয়োজন।

৬। ধর্ম্মনিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া যদি সর্ব্বত্র সফল না হও, তাহাতে বিরক্ত, ভগ্নোৎসাহ বা অসন্তুষ্ট হইও না। যখন অকৃতকার্য্য হও, তখন নিজকার্য্যে ফিরিয়া আইস এবং তোমার কার্য্যের অধিকাংশ যদি মানব-স্বভাব-সঙ্গত হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও এবং যে কার্য্যে ফিরিয়া আইস, তাহাতে অনুরাগী হও। মহানুভবতা, স্বাধীনতা, সরলতা, সমচিত্ততা এবং ঈশ্বরভক্তি তোমার অধিক প্রিয় কিনা, তাহাই ভাবিয়া দেখ।

৭। যদি কোনও মানুষ কোনও গুণকে যথার্থ উৎকৃষ্ট ভাবে—যেমন বিজ্ঞতা, মিতাচারিতা, ন্যায়পরতা, সহিষ্ণুতা; তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট গুণের সহিত যাহার মিল নাই, তাহার কথা তিনি শুনিবেন না।

৮। সচরাচর তোমার চিন্তা যেরূপ, তোমার স্বভাব সেইরূপ হইবে; কারণ আত্মা চিন্তার রঙে রঞ্জিত হয়। অতএব আত্মাকে অবিশ্রান্ত সৎ চিন্তাতে রঞ্জিত কর। মানুষ যেখানে জীবন ধারণ করিতে পারে, সেখানে উত্তমরূপে সাধু-জীবন ধারণ করিতে পারে।

৯। মানুষ স্বভাবতঃ যাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহা তাহার ঘটে না। বাহ্যবস্তু সকল আত্মাকে স্পর্শ করে না, তাহারা আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে না এবং ইহাকে নাড়িতে চাড়িতে পারে না। আত্মা স্বাধীন, আপনা আপনি নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এবং যে সকল বস্তু ইহার নিকটবর্ত্তী হয়, তৎসম্বন্ধে যেরূপ অভিমত উপযুক্ত মনে করে, তাহাই মনে পোষণ করিতে পারে।

১০। সুখ বা দুঃখে শরীরে যে চঞ্চলতা হয়, তাহা শরীরের নেতা ও শাসনকর্ত্তা আত্মাকে যেন বিচলিত না করে। আত্মা সে সকলের সহিত যেন মিলিত না হয়, কিন্তু আপনি আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদিগেরও সীমা যেন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

১১। এইগুলি স্মরণে উপকার পাইবে। স্মরণ কর কতগুলি অপ্রিয় বিষয় সহ্য করিতে পারিয়াছ; কতগুলি সুখ ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়াছ; লোকে যাহা সম্মানকর বলে, তেমন কতগুলি বিষয়ে পদাঘাত করিয়াছ; এবং কতগুলি দুর্ম্মতি লোকের প্রতি সদাশয়তা প্রকাশ করিতে পারিয়াছ।

১২। সৌভাগ্যজনক কি ? না মানুষ যাহাতে সৌভাগ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্মার সদ্ভাব, সদ্‌বৃত্তি ও সৎকার্য্য সকল সৌভাগ্য।

গৃহকর্ম্ম।

বকুল পিঠা।

ক্ষীর মৃদু জ্বালে বেশ দলা পানা করিয়া লও। তার পর তাহাদ্বারা হাতে ছোট ছোট নেচী লুচীর আকারে প্রস্তুত করিয়া রাখ। অনন্তর কিছু টাট্‌কা ছোলার বেসন দুগ্ধে ফেনাও এবং তাহার সঙ্গে কিছু টাট্‌কা সফেদা মিশ্রিত কর। ইহার ভিতর অল্প পরিমাণে কিছু চিনিও দেওয়া আবশ্যক। ইহার পর একটি পরিষ্কার পাত্রে খানিকটা ঘৃত উঠাইয়া গরম কর। অনন্তর সেই চাকৃতিগুলি এক এক-খান করিয়া এই মিশ্রিত বেসনে ডুবাও আর সেই গরম ঘিয়ে ছাড়। তার পর আস্তে আস্তে নাড়িয়া চাড়িয়া এপিঠ ওপিঠ কর। বেশ লাল হইলে ঘি ঝরাইয়া একতার রসে ডুবাইয়া রাখ; মধ্যে বেশ রস গেলে তুলিয়া খাও। টাটকা ক্ষীরে ডুবাইয়া খাইয়া দেখ, বেশী আস্বাদন পাইবে।

লক্ষ্মীবিলাস।

ক্ষীর /১ এক সের, ছানা /॥০ আধ সের ও নারিকেল কোরা /।০ এক পোয়া। এই সব জিনিস একত্র করিয়া তিন ভাগের এক ভাগ সুজি তাহার সঙ্গে মিশাইবে। বেশ করিয়া মাখিবে। তার পর কচুরীর আকারে পুরু পুরু করিয়া বানাইয়া ঘিয়ে বাদামী বর্ণে ভাজিয়া একতার রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ করিতে একটু দেরী হইবে। বেশ রসপূর্ণ হইলে খাইয়া দেখিবে কেমন উত্তম পিষ্টক।

দোমে মুগের ডাল।

বেশ পরিষ্কার মিঠে ভাজা মুগের দাল রাঁধিবার উপযুক্ত পরিমাণ লইয়া একটী কড়াতে অল্প ঘি দিয়া অল্প ভাজিয়া লও। তৎপরে অন্য একটী হাঁড়ীতে খানিকটা ঘি দাও। ঘি গরম হইলে তার ভিতর কয়খানা তেজপত্র, কয়টা লবঙ্গ, গোটা-কত এলাচীর দানা ছাড়িয়া দাও। এগুলি ভাজা হইলে ডালের পরিমাণে লবণ দাও। তার পর জিরামরিচ, লঙ্কা, ধনে ও হলুদ-বাটা তার ভিতর ছাড়িয়া দাও। লঙ্কা একটু বেশী পরিমাণ দিবে, কারণ ইহাতে লঙ্কা ফোঁড়ন নাই। হলুদও একটু পরিমাণ হইতে বেশী দিবে। (হলুদ ভাজা হইলে তার গন্ধ থাকে না)। এই সব মসলা একত্র

করিয়া ভাজিয়া লও, দেখিও বেশী ভাজা হইয়া যেন দড়ি দড়ি হইয়া না যায়। তার পর তার মধ্যে ডাইলের পরিমাণে জল দাও। জল গরম হইলে ডালগুলি ছাড়িয়া দিবে এবং পাকপাত্র ঢাকিয়া রাখিবে। ডাল বেশ সুসিদ্ধ হইলে হাতা-দ্বারা নাড়িয়া নামাইবে। তার পর ঘি ও গরমমসলা দিবে। শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডীয় যুবরাজ এ দেশে আসিলে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের উপরে আসন পাইবেন না। তিনি যেখানে দরবার করিবেন, লর্ড কার্জ্জন আপনার সম্মানরক্ষার্থ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন না।

২। উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্পের এখনও বিরাম নাই। গত ৯ই মে সুলতানপুর এবং কুলু নামক দুইটী স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে অনেক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে।

৩। লেডী কার্জ্জনের পীড়াকালে কলিকাতাবাসিগণ গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সহৃদয়া লেডী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কলিকাতায় একটী জলের ফোয়ারা দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৪। বর্ত্তমান কালে মার্কিন দাতাকর্ণ কার্ণাজি নানাবিধ হিতকর কার্য্যে প্রায় ৪০ কোটি টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার শেষ দান দুই কোটি টাকাতে একটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সুদের টাকা হইতে সংযুক্ত রাজ্যের সরকারী অবসৃত শিক্ষক প্রভৃতিকে পেন্‌সন্ দেওয়া হইবে।

৫। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগমের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি নিজ অর্থকোষ হইতে কলিকাতা মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন।

৬। জাপানের অভ্যুদয় বিষয়ে যে তিন জন লেখকের বাঙ্গলা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরী তাঁহাদিগকে তিনটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। রাজনীতি, সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রবন্ধের এই চারি পরিচ্ছেদ হইবে। আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদক, বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

৭। গত ৩১শে বৈশাখ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি-প্রস্তর তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভে স্থাপিত হইয়াছে।

৮। বল্টিক রণতরীব্যূহ চীন সমুদ্রে

উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের সহিত শীঘ্র সংঘর্ষণের সম্ভাবনা।

৯। সম্প্রতি ট্রান্সভাল হীরকখনিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার ওজন প্রায় একসের এবং মূল্য ৮ লক্ষ টাকা।

১০। পাতিয়ালার হার্ম্মুল জেলায় ষোলটী মার্ব্বেল-খনি আছে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিভবননির্ম্মাণে সেই মার্ব্বেল ব্যবহৃত হইবার জন্য তাহার অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা কয়েকখানি প্রস্তরফলক রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

১১। কুচবেহারের মহারাজা স্থানীয় কলেজ-গৃহের ভিত্তি সমারোহে সংস্থাপন করিয়াছেন।

১২। ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যার্থ লর্ড কার্জ্জন ও কিচেনার দুইটী পৃথক্ দাতব্য খাতা খুলিয়াছেন। কার্জ্জনের খাতায় প্রায় তিন লক্ষ এবং কিচেনারের খাতায় ১৭ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

১৩। ইন্দুর প্লেগরোগের কারণ বলিয়া ইহার ধ্বংসের বিধিমত ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক মৃত ইঁদুরের জন্য দুই পয়সা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। গত এক মাসের মধ্যে তিনটী-ব্লকে ৪০হাজার ইন্দুর হত হইয়াছে।

১৪। জাপানে শিক্ষার কড়াকড়ি নিয়ম। বালকবালিকাকে ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতেই হইবে। প্রথম চারি বৎসর জাপানী ও চীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে ইংরাজী শিখিতে হয়।

১৫। স্পেনে কুঁজো লোকের সংখ্যা যত, পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়।

১৬। রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭। বোম্বাই সহরে অন্ধদিগের জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল নামে যে বিদ্যালয় আছে, তাহার ফণ্ডে ২১,৩৬০ টাকা জমিয়াছে।

১৮। আগামী ১লা জুলাই হইতে তারের খবর চারি আনায় ৮র পরিবর্ত্তে ১০ কথা যাইবে, ঠিকানার দাম লাগিবে।

১৯। গত ১৮ই মে আলবার্ট হলে বুদ্ধদেবের ২৪৪৯ বার্ষিক পরিনির্ব্বাণ উৎসব হইয়াছে।

২০। গ্রীণলণ্ডের এক একটা তিমি ওজনে ৮৮টা হাতীর সমান।

গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১। সতীশতক—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী প্রণীত ও শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত এক শত সতী রমণীর জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেণুকা ও

চন্দ্রাবতী এই কয়েকটী রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি গ্রন্থখানি শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু নারীদিগের অধ্যয়নোপযোগী সদুপদেশপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিণত হইবে।

২। চিত্তস্পন্দন—৯ নং কেণ্ডেরডাইন লেন হইতে শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা কোনও ধর্ম্ম-প্রাণা চিন্তাশীলা মহিলার রচনা। অনেকগুলি কবিতায় লেখিকার কবিত্ব, গভীর-তত্ত্বদৃষ্টি এবং ধর্ম্মভাবে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী সম্পূর্ণ উৎসাহলাভের যোগ্যা। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ কবিতায় অতি অল্প লোকই এরূপ সুন্দর লিখিতে পারেন।

৩। পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত, মূল্য ৷৷০ আট আনা। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে তাঁহার শিষ্য প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি একত্র করিয়া পত্রাবলীর ১ম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি অতি উপাদেয়। ইহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের নানাস্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত জানা যায়।

৪। বসন্তগাথা—উৎকল কবি শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও প্রণীত কাব্য শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী কর্ত্তৃক অনুবাদিত, মূল্য ।৴০ আনা। মূল কাব্যের ভাব রক্ষা করিয়া শ্রীমতী সরস্বতী গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সুললিত কবিতায় অনুবাদ করিয়া আপনার শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবিতাগুলি সুনীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ। রচয়িতা ও অনুবাদিকা উভয়েই ইহাতে গৌরবান্বিত হউন।

৫। নারীধর্ম্ম—মূল্য ৷৷০ আনা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী রচিত। এই গ্রন্থখানির ২য় সংস্করণ অল্প দিন মধ্যে হইয়াছে, ইহাতে ইহার উপাদেয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা প্রথম সংস্করণে প্রত্যেক হিন্দুনারীকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। ইহা টেক্‌ষ্ট বুক্‌কমিটী-অনুমোদিত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সাধারণ্যে ইহার অধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৬। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। ইহা উপরিলিখিত নারীধর্ম্মের পরিশিষ্ট। গৃহস্থজীবন যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের আবশ্যক কর্ত্তব্য সকল সাধনের উপযুক্ত হয়, গ্রন্থকর্ত্রী তাহারই জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদারতা, গভীর দৃষ্টি এবং সমাজসংস্কারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত দেখিলে আমরা সুখী হই।

বামারচনা।

বর্ষের প্রতি।

যাও হে যাও হে বর্ষ ফিরে যাও ঘরে।
বার মাস ছিলে হেথা,
হয়েছিল যে সখ্যতা,
পাতা সনে ফুল যথা শোভে থরে থরে।
স্মৃতির বিমল রূপ সুশুভ্র অম্বরে
সুখ দুখ রহে লেখা,
পাষাণে অঙ্কিত রেখা,
সদাই উজ্জ্বল রহে আখরে আখরে।
তোমারে বিদায় দিয়ে নূতনে ডাকি।
এস ওহে নব বর্ষ,
লইয়া আমোদ হর্ষ,
বরিষ মঙ্গল-ধারা অমৃতে মাখি।
সাদরে তোমায় মাথে বরণ করি।
পূর্ণকুম্ভ পুষ্পমালা,
লাজে পূরি হেম থালা,
আরতি-প্রদীপমালা সুগন্ধে ভরি।
তব শুভ আগমনী বৈশাখী-সমীরে।
এনেছে চাঁপার গন্ধ,
প্রাণ মনে স্নিগ্ধানন্দ,
পূরিয়া হৃদয় মন শান্তির নীরে।
অপসারি শৈত্য হিম তুষার রজনী।
তরুণ অরুণ ছটা,
প্রীষ্মালোকে নভ-ঘটা,
বিমল মুকুরে ছায়া সুন্দরী ধরণী।
এস হে নবীন বর্ষ কর বীণাধ্বনি।
এনেছ হে ফলাফল,
সুখ দুঃখ শতদল,
ফুটিবে যাহার ভাগ্যে লিখিত যেমনি।

এস হে বিধাতৃ-দূত লইয়া সম্ভার।
তোমার ও মুখপানে
চেয়ে আছে জনে জনে,
এনেছ পূরিয়া তব নবীন ভাণ্ডার।

আমরা মানব অতি সুখের প্রয়াসী।
অহরহ সে কামনা,
জীবনের সে সাধনা,
আমরণ সদাকাল এক অভিলাষী।

মধুকর হেন সদা চাহি পুষ্প-সুধা।
পিয়ে পিয়ে সে অমৃত,
তবু নহে তিরাপিত,
পুরেনা আকাঙ্ক্ষা সাধ, মিটেনা ক্ষুধা।

নূতনে প্রমত্ত সদা মানবের মন।
দেও হে নূতন জ্ঞান,
নব মন্ত্র কার ধ্যান,
সজীব উৎসাহ লয়ে করি আয়োজন।

অক্ষয় অব্যয় যিনি চির অপ্রাচীন,
করিব তাঁহার সেবা
দিয়ে ভক্তি মনোজবা,
এ হৃদি কন্দরমাঝে থেকো চিরদিন।

প্রবেশ নবীন বর্ষ সদয় হইয়ে।
চরণ-কমল তব,
প্রস্ফুটিত নব নব
সুরভি প্রসূনরাজি রহিবে ছাইয়ে।
গাইব তোমার গুণ আমোদে মাতিয়ে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

গৃহী কে ?

সেই গৃহী যাঁর গৃহে
শোকার্ত্তের তরে
আছে দুটী আশ্বাস বচন।
যে করেছে নিজ হৃদে
তাপিতের তরে
আসন রচন।
সেই গৃহী, যাঁর গৃহে
দুঃখি-আতুরের
আছে জুড়াবার স্থান;
পরদুঃখে ঝরে যাঁর
সকরুণ আঁখি দুটী,
ব্যাকুল পরাণ।
গৃহী সেই, যাঁর চিত্ত
শান্ত সমাহিত
সংগ্রামের মাঝে।
বিপদ দুর্দ্দিনে যাঁর
অনিমেষ আঁখি দুটী
"তাঁর" প্রতি রাজে।

সেই গৃহী, যাঁর গেহে
সদা গুরুভক্তি—
অতিথির সেবা,
ধন্য সেই গৃহী জনা
ধরা-ধামে তাঁর মত
সুখী আছে কে'বা ?
যে গৃহের নারী নরে
প্রতিদিন ভক্তিভরে
পূজে "প্রতিভায়",
সে পূত গৃহের শিরে
বরষিত হয় ধীরে
বিধাতার শুভাশীষচয়।
গৃহী সেই, যার গৃহে
নিত্য আরাধনা
বিধাতার নাম গুণ গান;
যেই গৃহে জন্মিয়াছে
কুলের তিলক সুধী
ধার্ম্মিক সন্তান।

শ্রীমতী সরলা দত্ত, মেদিনীপুর।

আমার ভাইটী।

এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার !
ওষ্ঠখানি কি সুন্দর টুকটুকে লাল,
রাঙ্গা রাঙ্গা আভা তার কমনীয় গাল।
এমন সুন্দর ভাই হয়েছে আমার।
পদতল টুকটুকে মরি কি বাহার !
দেখিতে সর্ব্বদা আমি বড় ভালবাসি,
প্রাণাধিক ভাইটীর বদনেতে হাসি।
শুনিতে সর্ব্বদা মোর বড় অভিলাষ,
অনুপম ভাইটীর আধ আধ ভাষ।
এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার !

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যদ্যপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যদ্যপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার জ্বর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যদ্যপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাত্রে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ?

থাইসিস ইনহেলেসন খাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আঘ্রাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাণু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্‌ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের "থাইসিস্ ইনহেলেসন্" ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আঘ্রাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫৲ টাকা, প্যাকিং খরচ ৵০ আনা। ডাক-মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার "থাইসিস ইন্‌হেলেসন্" ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পত্রবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদালজী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর সানিটেরিয়াম, খাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" খুব উপকারী ঔষধ; সর্ব্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার স্ত্রীর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা, অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস্,
১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

সন্তানরক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের "সন্তানরক্ষক" মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ ; প্যাকিং খরচা ।/০ ; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ।৶০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,
১৯নং ডাক্তার লেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট "মিশ্র" উপাধিধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক্ তাহাই ছিল। আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার "সন্তানরক্ষক" ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, সন্ন্যাসী

অশ্বগন্ধাটনিক

(দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত)।

প্রসবান্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক রক্তস্রাব নিবারণ, সর্বাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, দূষিত রক্তের শোধন, নূতন রক্তের উৎপাদন, পেটের কনকনানি ও শরীরের মেজমেজানি দূর, তৃষ্ণা ও শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বলাধান ও সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার এক শিশি ব্যবহারেই প্রসূতি বল ও স্ফূর্তি পাইবেন।

ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন ভত্ত করা, স্মরণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে কোন রোগান্তে ও প্রসবান্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সুস্থ শরীরে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য।

যাহাদিগকে অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কচালনা করিতে হয়, যথা—ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম, উকীল—তাহাদের ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠাভ্যাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। ফলতঃ ইহা কডলিভার অয়েল, সালসা, ও মল্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী। কর্ণেল কে, পি গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ কে, ডি, বসু, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ এস, এন, বসু, এল, এম এস, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মুজিবর রহমান ও সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য—৮ দিনে সেব্য চারি আউন্স শিশি দেড় টাকা, মাশুলাদি নয় আনা। কমিশন—বার শিশি দেড় টাকা, ৬ শিশি দশ আনা ও ৩ শিশি সাড়ে চারি আনা। ৬ শিশি বা তাহার অধিক একবারে লইলে মাশুলাদি সম্বন্ধে সুবিধা হইয়া থাকে।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কনসল্টিং ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

Registered No. C. 134.

No 502 3. June & July, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০২-৩ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২। ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

"বামাবোধিনী"র কয়েকটী নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১।/০, [illegible] "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে।০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন পৃষ্ঠা ২॥০ ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূ[ল্য] পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ন[ামে] ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৩২শে আষাঢ়, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

অগ্রিম।

বাবু মহাতাপ মল্লিক বিডন ষ্ট্রীট	২৷৵০	যুবরাজ বীরবিক্রম সিংহ দেববাহাদুর	
,, জগবন্ধু দত্ত বাঁকুড়া	,,	ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	২॥৵০
ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ কলিকাতা	,,	বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় মৃজাপুর	,,
বাবু অনন্তরাম ঘোষ ঐ	,,	,, আশুতোষ বিশ্বাস ,,	,,
,, করুণা দাস বসু ঐ	,,	,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ,,	,,
,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র ,,	,,	শ্রীমতী সরলতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	,,
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত ,,	,,	বাবু মতিলাল দে কলিকাতা	,,
ডাঃ প্রাণধন বসু ,,	,,	,, ভূপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ,,	,,
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ ,,	,,	,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহা কলিকাতা	[illegible]
বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ,,	,,	,, নিমাইচরণ সেন শ্যামবাজার	২॥৵০
,, সত্যপ্রিয় ঘোষ ,,	১।/০	,, গোষ্ঠবিহারী দত্ত ফিয়ার্স লেন	
,, সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ,,	,,	ডাঃ আদিনাথ বসু ভবানীপুর	
জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ঠীতলা	২॥৵০	মিঃ এম্ এন্ বানার্জি বিডন ষ্ট্রীট	
শ্রীমতী সরসীবালা সিংহ কলিকাতা	,,	অনারেবল এ, এম বসু দমদমা	
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর কলিকাতা	৬	বাবু গিরীশচন্দ্র রায় ভবানীপুর	
বাবু সুবলচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা	২॥৵০	শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী রায় ঝিখড়	
,, ললিতমোহন দাস ক্রিক রো	১।/০	বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	
,, শরৎকুমার লাহিড়ী কলিকাতা	২৷৵০	,, রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কলিকাতা	

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি।

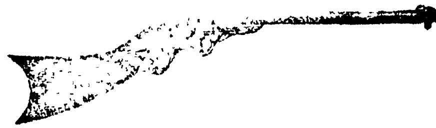
অন্য বাজে দোকানের জঘন্য কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রশংসিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ষ্টিরিয়াসকোপ্ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মণী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪৲ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১॥০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৵০ হিঃ পড়িবে। যেরূপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে।



ইতিপূর্ব্বে যে ১ নং বন্দুক ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪৲ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্ব্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মনুষ্যকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দরুণ ১৲ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কৌটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ।৴০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

"ওই বুঝি বাঁশি বাজে!"

পথ দিয়া কোন ভিখারী এই সুন্দর গানটীর একটী কলি গাহিয়া যাইতেছিল। আর আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া, জানালার ধারে বসিয়া তাহার সেই মধুর গান শুনিতেছিলাম। গানটীর সুরও যেমন সুন্দর, ভাবও তেমনি মধুর। কিন্তু সে মধুরতায় মগ্ন হইবার উপযুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ আমার ছিল না। সর্ব্বদাই আমার মাথাটা ঘুরিত, এক এক সময় চোখে যেন অন্ধকার দেখিতাম। কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। মস্তিষ্ক গরম হওয়ায়, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছিল। ভিখারী চলিয়া গেল—আমি একা সেই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া রোগের কথা চিন্তা করিতেছি। সহসা পথিপার্শ্বস্থ একখানি লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা আছে—"কেশরঞ্জন তৈল শিরোরোগের মহৌষধ।" মনে ভাবিলাম—অনেক রকম ত করিয়াছি—কিছুই ফল পাই নাই। কেশরঞ্জনের পরীক্ষাটা আর বাকী থাকে কেন? তার পরদিনই একটী টাকা দিয়া আমি এক শিশি কেশরঞ্জন আনাইয়া মাখিতে লাগিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই উপকার বোধ হইল। মাথার গরমটা কাটিয়া গেল—এক সপ্তাহের পর আমি পূর্ব্ববৎ হইলাম। আমার ন্যায় ভুক্তভোগীদের অনুরোধ—তাঁহারা যেন একবার শিরঃপীড়াক্ষেত্রে কেশরঞ্জনের পরীক্ষা করেন।

প্রতি শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য	...	১৲ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি	...	।৴৹ পাঁচ আনা।
তিন শিশি	...	২॥৹ টাকা।

মাশুলাদি ॥৶৹ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার,

কলিকাতা।

আহত সেনানীর রুধিরধারা।

দেখিলে আপনি শিহরিয়া উঠেন। আপনার করুণামাখান কোমল হৃদয়খানি ধীর-সমীর-চালিত শরপত্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে। আপনি মনে মনে ভাবেন—শরীরের অতি প্রয়োজনীয় সারাংশ—জীবনশক্তির আধার শোণিত যখন প্রস্রবণের ন্যায় ইহার শরীর হইতে বাহির হইতেছে, তখন ইহার জীবনের আশা খুব কম। এ ভয়ানক দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দেখিয়া আপনি বিচলিত হইবেন—শিহরিয়া উঠিবেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনার পরিবারভুক্ত কোন আত্মীয় ভয়ানক অর্শরোগে অতিশয় যাতনা পাইতেছেন—প্রতিদিন তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে—কই আপনি ত তাহা দেখিয়া ততটা শিহরিয়া উঠেন না! আপনি এরূপ স্থলে হয়ত টোটকা টুট্‌কী দ্বারা রোগ নিবারণের চেষ্টা করেন—অথবা মুর্খ মান্দ্রাজী ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি একবারও ভাবিয়া দেখেন না? অর্শরোগ যে আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, তাহা আপনার ধারণাতেই আসে না। আমাদের "অর্শোহর বটিকা" যে অন্তর্বলি ও বহির্ব্বলি-জাত সর্ব্ববিধ অর্শ নির্দ্দোষে আরাম করিতে সক্ষম, তাহাও আপনি জানেন না। সময় থাকিতে আর অবহেলা করিবেন না। রোগীকে আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সেবন করিতে দিন। অর্শজনিত সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া রোগ নিরাময় হইবে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১৷০ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

বঙ্গদেশে শিশুর অকালমৃত্যু।

সরকারী রিপোর্টে—মানবের চক্ষের সমক্ষে, দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফুট ঘটনা এই যে, বঙ্গদেশে শিশুদের অকালমৃত্যু বাড়িয়াছে। শিশুদের অকালমৃত্যুর সহিত বাঙ্গালীর বংশলোপ হইতেছে—সুখময় গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। অধিকাংশ শিশুই যকৃৎ-বিকৃতি-জাত রোগ হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একদিকে যেমন এই ভীষণ রোগের প্রকোপ—অন্য দিকে আবার প্রকৃত ঔষধ নাই বলিয়া—গগনভেদী আক্ষেপ নিনাদ। যদি শিশুদিগকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে চান—যদি ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে সুস্থ ও পুষ্টকায় করিতে চান—তবে রোগের প্রকৃত প্রতিকারক ঔষধ আমাদের "যকৃদরি-কষায়" আমাদের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে সেবন করাইবেন। শিশুচিকিৎসা প্রকৃত পক্ষে বড়ই দুরূহ। উগ্র ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধাদি শিশুদের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 502-3. June & July, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০২-৩ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২। | ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ প্রথম বিভাগ ৩৯৮; দ্বিতীয়,—১০৬৬, তৃতীয়,—১৫৫৭, মোট—৩০২১ জন।

এফ, এ—প্রথম বিভাগ—৮৩, দ্বিতীয়,—৩৭৭, তৃতীয়,—৭২৭, মোট—১১৮৭ জন।

বি, এ, —পাশ—৪৫৩, অনর—৭৬ জন।

এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিভাগানুসারে উত্তীর্ণ ব্রাহ্ম বালিকাদিগের বিবরণ এই—

হেমবতী চক্রবর্ত্তী	২য় বিভাগ	ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত	৩য়	ঐ
[illegible]কিরণবালা পাল	,,	বাঁকিপুর ফিমেল স্কুল।
[illegible]বালা মজুমদার	,,	ময়মনসিং বালিকাবিদ্যালয়।
[illegible]বালা সেন	,,	ইডেন ফিমেল স্কুল।
[illegible]বালা সেন	,,	বেথুন কলিজিয়েট স্কুল।

এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা—

নির্ঝরিণী ঘোষ	১ম	বেথুন কলেজ।
শোভনবালা রক্ষিত	২য়	ঐ
প্রতিভা গুহ	,,	ঐ
হেমন্তকুমারী বাগচী	,,	ঐ

বল্টিক ফ্লিট—রুষীয়েরা যে অর্ণব-পোত ব্যূহের বড় অহঙ্কারী ছিল, তাহা অনেক কষ্টে জাপানের নিকটে না আসিতে আসিতে জাপ এডমিরাল টোগোর কৌশলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে!

শান্তি সূচনা—মার্কিন্ প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্‌ট্ রুসিয়া ও জাপানের সম্মতি লইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার সাধু-চেষ্টার সহায় হউন।

হেয়ার উৎসব—গত ১লা জুন কলেজ স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ৬৩ বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক গুলি অনুরাগী ও প্রবীণ লোক উপস্থিত ছিলেন।

সুবিচার—হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট কেরী সাহেব অনেক দিন অনেকের উপর জবরদস্তি করিয়া পার পাইয়াছেন। এবার রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র বাবু প্যারীমোহন রায়ের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্নপদস্থ করিয়া সারণে বদলি করিয়াছেন।

ভূমিকম্পে দান—কলিকাতার বণিক সমাজ ইহার জন্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছেন।

মৃত্যু—গত ২৭শে মে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন জ্ঞানচর্চ্চা, স্বদেশহিতৈষিতা এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত যশোমান লাভ করিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন। সর্ব্বদা ইহাকে উৎসাহ দান করিতেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সময় সময় ইহাতে প্রবন্ধও লিখিতেন। তাঁহার বিয়োগে ভারতমাতা এক পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। শান্তিদাতা বিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি এবং তাঁহার নিরাশ্রয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীর প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন্।

কাবুল মিশন—রাজদূতগণ নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া বিলাতে গিয়াছেন। আমীরের সহিত যে পুরাতন সন্ধি ছিল, তাহা পাকা করা হইয়াছে। তবে এখন হইতে আমীরকে রাজার ন্যায় "রাজশ্রী" (His Magesty) বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে।

ভূমিকম্প-নিদান নিরূপণ—জাপানের বিখ্যাত ভূমিকম্পতত্ত্ববিৎ ডাক্তার এফ ওরেমি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ধর্ম্মশালা ও মুসোরী গমন করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে প্রায় দুই মাস বাস করিয়া তিনি ভারতের ভূমিকম্পের কারণ স্থির করিবেন।

দুর্ঘটনা—(১) সম্প্রতি জলপ্লাবনে কাশ্মীর বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শ্রীনগরের চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান জলমগ্ন রহিয়াছে। ২২ খানি গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২) লক্ষ্ণৌয়ে দুই দিবস ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে।

কার্ণাজির উদারতা—দানবীর কার্ণাজীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার মাতার কোচম্যানের সহিত বিবাহিত হওয়াতে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই মহা বিরক্ত। কিন্তু কার্ণাজী তাঁহাকে ৭৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়া বলিয়াছেন "আমার ভাইঝি কোনও হীনচরিত্র লর্ডকে বিবাহ না করিয়া যে এই সচ্চরিত্র কর্ম্মশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

তারের সুবিধা—আগামী জুলাই হইতে ঠিকানা ও সংবাদ সহিত ১০টী কথার ডেফার্ড (বিলম্ব) টেলিগ্রাম চারি আনায় যাইবে।

ফ্রেজারগঞ্জ—ছোটলাটের এক কীর্ত্তি

যেমন রাঞ্চী কলেজ, আর এক কীর্ত্তি সুন্দরবনে শ্বেতাঙ্গগণের স্বাস্থ্যনিবাস জন্য অরণ্য কাটিয়া নূতন বাসস্থান ফ্রেজারগঞ্জ প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার—জন্তুদিগের ন্যায় উদ্ভিদদিগের হৃৎপিণ্ড ও সূক্ষ্ম ধমনী আছে এবং শারীরিক প্রাণ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে উভয়েরই সৌসাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া লণ্ডন সোসাইটীতে পাঠাইয়াছেন।

কুক্কুর-প্রদর্শনী যুবরাজের আগ্রা ভ্রমণ কালে তথায় একটি বড় গোচের কুক্কুর-প্রদর্শনী হইবে।

মার্কিন মহিলা সমিতি—আমেরিকান "International Women's Association" নামক মহিলাসমাজ প্রেসিডেণ্ট কুলিজ-টকে এক দরখাস্ত দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন যে মার্কিন যুবকগণ চিরকুমার থাকিবার প্রতিজ্ঞা করাতে লক্ষ লক্ষ রমণীকে অবিবাহিত অবস্থায় কাল কাটাইতে হইতেছে, শীঘ্র একটী আইন প্রণয়ন করিয়া এ অনিষ্টের প্রতিষেধ করা দরকার।

মূকবধির হাঁসপাতাল —আমেদাবাদের ধনাঢ্য সেট্ নারুভাই রাইচাঁদ স্থানীয় হাঁসপাতালে মূকবধিরদিগের জন্য একটি বিভাগ স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কাশীবাসিনী। *

আমি বড় দুঃখিনী। আমার বিশ্বাস আমার মত দুঃখিনী এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি অল্পই আছে। ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপই জানেন, কারণ উপস্থিত আমি আপনার দুঃখ লইয়াই মহাব্যস্ত, এ সময় অন্যের দুঃখ দেখিবার অবসর আমার নাই।

আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, আমার নাম ঐক্যলতা। পিতা যখন আমাকে পাত্রস্থ করেন, তখন আমি ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা। যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি বেশ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রূপবান্ এবং ধনবান্ যুবক, আমি তাঁহাকে পাইয়া নারীজন্ম সফল মনে করিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে পাইয়া বিষম বিষাদিত হইলেন, কারণ আমি দেখিতে সুন্দর ছিলাম না।

বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে আসিয়া ঘরকন্না দেখিয়া শুনিয়া লইলাম। ঘরে শাশুড়ী ছিলেন না, সমুদয় কাজই আমাকে করিতে হইত। শ্বশুর ঠাকুর আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আমিও প্রাণপণে তাঁহার সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করিতাম। অল্পদিনের মধ্যে দাসদাসী লোকজন আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর যত্ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমার রূপ নাই, গুণে আমি বিশ্ব-

* সত্যমূলক ঘটনা।

ব্রহ্মাণ্ডকে বশীভূত করিব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম। এ প্রতিজ্ঞা অল্প পরিমাণে পূর্ণও হইল। স্বামিদেবতা ভিন্ন সকলেই আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। শ্বশুরের স্নেহ, দাস-দাসীদের ভক্তি ও গ্রামবাসীদের ভালবাসা লাভ করিয়াও একমাত্র স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিবা যামিনী যাপন করিতে লাগিলাম। ধিক্ অবলা জাতি!!

হাসিতে দেখিলেও দিন থাকে না, কাঁদিতে দেখিলেও দিন থাকে না। দিন চলিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমি গর্ভবতী হইলাম, অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া নিজেও সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। পেটের ভিতর পীড়া হইল, লেডি ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "জরায়ু খারাপ হইয়া গিয়াছে, ইহার আর কখনও সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই।" আমি নীরবে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলাম, বুঝিলাম সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অনাদরও বৃদ্ধি হইল।

মন্দভাগিনী আমি এই দুঃসময়ে পিতৃতুল্য শ্বশুরের স্নেহেও চিরবঞ্চিত হইলাম, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। আমি সংসারসাগরে ক্ষুদ্র তৃণবৎ ভাসমানা রহিলাম।

পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া এক দিন স্বামী আমাকে ডাকিলেন "ঐক্যলতা!"

আমি অধোমুখে উত্তর দিলাম "আজ্ঞে।"

স্বামী—ঐক্যলতা, আমি আবার বিবাহ করিতে চাই।

আমি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিলাম "কবে?"

স্বামী—অল্পদিনের মধ্যেই।

আমি—কালা অশুচে?

স্বামী—ক্ষতি কি?

আমি—দোষ হয়।

স্বামী—কি দোষ?

আমি—বিবাহিতা স্ত্রী শীঘ্র বিধবা হয়।

স্বামী—আমি মরিব না, সে ভয় নাই।

আমি অঞ্চলে মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি ধীরে ধীরে সে কক্ষহইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বলিতে লজ্জা করে, তারপর ছয়-মাসের মধ্যে স্বামী দেবতা সুমুখী-নাম্নী এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তিনি যতই নির্দ্দয়াচরণ করুন, আমি তাঁহাকে দেবতাই ভাবিব। বিবাহের পর একদিন তিনি আমাকে কহিলেন "ঐক্যলতা।"

আমি "আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিলাম।

স্বামী যথেচ্ছাচরণ করিলেও স্ত্রীর তাঁহাকে পূজা করিতেই হইবে। হায়! স্ত্রীভাগ্য! তিনি কহিলেন "ঐক্যলতা, তুমি কাশী গিয়া থাক।"

আমি নতমুখে কহিলাম "কেন?"

তিনি আর কোনও উত্তর দিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আমার সেই "কেন" প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য হাস্যমুখে সুমুখীর একজন প্রাচীনা পরিচারিকা আসিল। সে কহিল "হ্যাগা, তুমি কাশী বাস করিবে?"

আমি—স্বয়ং স্বামীও অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, কেন যে তোমরা আমাকে কাশীবাস রূপ মহাধর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছ, তাহা কি শুনিতে পাই না?

পরিচারিকা—তবে শোন।--তোমাকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া তোমার স্বামী সুমুখীকে বিবাহ করিয়াছেন। তা তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, আর কোথায় বাহির হইয়া যাইবে? কাশী গিয়ে থাক।

পরিচারিকার কঠিন কথা শেলের মত আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া প'ড়লাম।

দাসীদের শুশ্রূষায় জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া স্বামীকে ডাকিলাম। তিনি সুমুখীর গৃহ হইতে আসিলেন। এত দিনের মধ্যে ভয়ে একদিনও স্বামীর নিকট অবগুণ্ঠন মুক্ত করিতে পারি নাই, আজ করিলাম। যোড় হাত করিয়া কহিলাম "কাশী গিয়ে কাহার আশ্রয়ে থাকিব? এখনও আমার বয়স আছে।" তিনি কহিলেন "কেন? কাশিতে তোমার জ্ঞাতি খুড়শ্বশুর আছেন, তাঁহার নিকটে গিয়ে থাক।"

আমি তাঁহার পদানত হইয়া কহিলাম "আচ্ছা। আপনার সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকিতে চাই না।"

তিনি কহিলেন "পঞ্জিকা দেখিয়াছি কাল প্রাতে দিন ভাল।"

আমি কাঁদিয়া কহিলাম "আমার দিন অদিন আর কি? একদিন অপেক্ষা না করিয়া আজই যাইতাম, কিন্তু আপনার ভালমন্দ আমাকেই দেখিতে হইবে। কালই যাইব।"

তিনি সুমুখীর ঘরে চলিয়া গেলেন।

আমার কালস্বরূপ হইয়া শীঘ্র সে কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। সুমুখী আসিয়া আমার হাতে গোটা কয়েক টাকা দিল। আর বলিল "দিদি! তোমার টাকা পয়সার দরকার হইলে আমাকে লিখিও।"

স্বামী আসিয়া কহিয়া গেলেন "শীঘ্র শীঘ্র, ঐক্যলতা, লগ্ন বহিয়া যায়।" দুইজন ভৃত্য এবং দুইজন দাসীর সঙ্গে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। সে সময় শরীর কাঁপিতেছিল, হৃদয় বিঁধিতেছিল, কিন্তু পোড়াচক্ষে জল ফেলিলাম না, পাছে তাঁহার অমঙ্গল হয়। আজ হইতে তিনি সম্পূর্ণ সুখী হইলেন ভাবিয়া মনে একটু সুখও হইল। ধন্য ধন্য সাধ্বী নারী-চরিত্রকে, আর শত ধন্য ইহার রচয়িত্রী সেই মহামহিমাময়ী জগৎজননীকে।

২০বৎসর গত হইল, ইহার মধ্যে গুটি কয়েক পুত্র কন্যা রাখিয়া সুমুখী স্বর্গা-

রোহণ করিল। তাহার শিশু সন্তান গুলির প্রতিপালনের গুরুভার তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উপর অর্পিত হইল। অল্পকালের মধ্যে সুমুখীর দিদি দেখিলেন তিনি পরের সংসারের মায়া জালে বৃথা জড়িত হইতেছেন। এই সময় তিনি আমাকে একবার তলব করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইতে আর স্বীকৃত হইলাম না।

কাশীতে আমাদের বিষয় ছিল অতএব কাশীতেই স্বামীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আমার দেখা হইত।

একদিন আমি স্বামীকে কহিলাম "সুমুখীর দিদি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর হাঁটিবার খাটিবার শক্তি নাই; বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে পতিত আছি, বৎসর বৎসর পতিপদ-দর্শন পাই, ইহার চেয়ে সুখ স্ত্রীলোকের আর কি আছে? তবে আপনিও যদি এইরূপ আজ্ঞা করেন, তবে তাহা আমাকে পালন করিতেই হইবে।"

তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি এখনও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

একদা কাঞ্চনকান্ত বসন্ত উদয়,
কিন্তু ভ্রান্ত বঙ্গ নিজ দুরদৃষ্ট দোষে
একবার তার পানে দেখিল না চাহি।
সময়ে সে চলি গেল সাধি নিজ কাজ,
মাগিল না কারো কাছে করুণা মমতা,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে চলিল স্বদেশে!
যবে সে মিশিয়া গেল অসীম-শরীরে,
তখন জাগিল বিশ্ব তাহারি সৌরভে!
নিরখিল ফুলকুল পড়িছে ঝরিয়া,
বিরত বিহঙ্গগণ মধুর সঙ্গীতে,
পলায় মলয়ানিল, খুলিছে প্রকৃতি
সবুজ সোণালী বাস দীর্ঘ শ্বাস ফেলি।
তখন খুঁজিল তারে সমস্ত ধরণী,
সারমাত্র অস্থিরতা—কোথা পাবে তারে?
হেন জাগরণ হায়! কাঁদিতে কেবলি,
সমস্ত জীবনে জাগে সেই হাহাকার!
তেমতি বঙ্গের দশা অদৃষ্টের দোষে,
কিম্বা বুঝি ব্রহ্মশাপে থাকিতে সময়,
বোঝেনি সে কি যে মণি শ্রীমধুসূদন!
মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা, পদ্মাবতী আদি
কত রত্ন ভরি দিলা মায়ের অঞ্চল,
চিনিল না অভাগিনী—আপনি ছিঁড়িল
আপন সৌভাগ্যমালা জনমের মত!
সে দারুণ অনাদরে কবিকুলরাজা,
চলি গেল উপেক্ষিত আঁখিজলে ভাসি!
সেদিন অনেক দিন গিয়াছে চলিয়া,
নিষ্ঠুর চেতনা আজি দিয়াছে জাগায়ে,
বুঝেছে মা—ছিল পুত্র অমূল্য রতন।

বুঝেছে সে দিয়ে গেছে অফুরন্ত নিধি,
আর কি পাইবে তারে ?-হায় এ চেতনা
শত মরণের চেয়ে নির্ম্মম নিষ্ঠুর !
তাই গড়ে স্মৃতিস্তম্ভ বিশুভ্র পাষাণে,
জীবন চরিত্র লেখে অমর অক্ষরে ;
কবির বিদায় দিনে বিরাট শ্মশানে,
তাই বঙ্গবাসি নেত্রে বহে শত ধারা !
আজি তাই জন্মোৎসব করে সবে মিলি,
"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষী-তীরে।"
এত নহে আর কিছু—বঙ্গ অভাগিনী
করিছে মা প্রায়শ্চিত্ত মৌন অনুতাপে।

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী।

পুষ্পোদ্যান।

পাপসাগরে নিমগ্ন ভোগরত মানবের বাসভূমি এই পৃথিবী এবং পুণ্যসাগরে নিত্য সন্তরণশীল অনন্ত সুষমায় পূর্ণাকর মানবের মস্তকোপরি ঐ বিচিত্র নভঃ—এই দুইটীই পরমেশের নিজহস্তরোপিতোদ্যান। এই উদ্যানদ্বয়ের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যাকর দেবতা তাঁহার নিজ সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া পৃথিবী এবং আকাশকে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ লীলাভূমি করিয়াছেন। সেই অপার মহিমাময়ের মহিমা-কণিকা আদিত্য দেব যখন এই পৃথিবী পানে দৃষ্টিপাত করেন—তখন এই উদ্যান হাসিতে পূর্ণ হয়—তখনই ধরা স্বর্গীয় সুগন্ধযুক্ত হইয়া পাপদগ্ধ মানবকেও কিয়ৎকাল সেই মহিমার অনন্ত সৌরভে মুগ্ধ করে।

একদিন নিম্নোদ্যানের একটী জীব উন্মত্তবৎ কি যেন ভাবিতেছে—একবার সুদূর আকাশপানে এবং একবার নিম্ন পৃথিবীপানে তাকাইয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আবার কি ভাবিতেছে—পৃথিবীর উদ্যানে স্তবকে স্তবকে কুসুমরাশি বিকশিত হইয়াছে আর ঐ আকাশের উদ্যানেও তারাফুলদল ফুটিয়াছে।

কি প্রাণ বিমোহন, কি সুন্দর, কি মধুময় দৃশ্য! নিম্নোদ্যানের সৌন্দর্য্য মোহিত হইয়া ভৃঙ্গ উন্মত্ত, প্রাণ মোহিত। আর এ অনন্ত বিস্তারের সুষমায় মোহিত হইয়া চকোরও তদবস্থাপন্ন। নানাবর্ণের নানাবিধ ফুল—গোলাপ, মল্লিকা, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা পৃথিবীর উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর ঐ আকাশের তারা ফুলও নানাবর্ণে—কেহ শ্যামল, কেহ নীলাভ, কেহ নবসূর্য্যের রক্তিম রাগে রঞ্জিত। মহিমার কি অপূর্ব্ব বিকাশ! তারাফুল আরও মনোরম ফুল, আরও ভাবের বিচিত্র ক্ষেত্র। এ ফুল পৃথিবীর ফুল অপেক্ষা শত গুণে সুন্দর, উজ্জ্বল ও উন্নত। পৃথিবীর ফুলে যদি একটি সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, স্বর্গের ফুলে শত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। পৃথিবীর ফুল স্বার্থদ্বেষপাপের

গভীর সাগরে নিমগ্ন ক্ষুদ্র মীনের—প্রকৃত সৌন্দর্য্যাস্বাদনে—এমন কি মানবচক্ষেও নিরীক্ষণে অক্ষম জীবের নিমিত্ত। আর ঐ আকাশের ফুল পবিত্রতা-নির্ম্মলতা-পুণ্যের অনন্ত সুষমামগ্ন পরমেশ-চিরাশ্রিত দেবগণেব মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। তাহাতেই এত পার্থক্য, এত স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

উদ্যানের আর একটি দৃশ্যে তুমি দৃষ্টিপাত কর। পৃথিবীস্থিত উদ্যানের বহুপুষ্পসমাকীর্ণ ঐ চন্দ্রকিরণস্নাত বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া আকাশোদ্যানের আর একটি দৃশ্য দেখ। ঐ যে বিস্তৃত হীরকখণ্ড উদ্যান-নৃপতির মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, মানব উহা কি? উনি কি শারদীয় পূর্ণ-শশধর? না, তাহা নহে। মহিমা-ময়ের উদ্যানের আর একটি মহিমার জ্বলন্ত বিকাশ। নিম্নোদ্যানের সরোবরে কমলিনী কুমুদিনী সতত শোভা পায়। পৃথিবীর উদ্যানে যাহা এত মধুর, প্রকৃতি-দেবীর এত মধুর রত্নভাণ্ডার আকাশো-দ্যানে কি তাহা নাই? ঐ দেখ আকাশের এ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড উদ্যান সরোবরে উৎপলরূপে শোভার অতুল কিরণঘটা বিক্ষিপ্ত করিয়া উদ্যানভ্রমণকারী দেব-দেবীর প্রীতিসাধনার্থ বিরাজমান। আকাশোদ্যানের পদ্ম হাসিতেছে, বড় বড় মধুর। আর সেই হাসি চুরি করিয়া নিম্নোদ্যানের কুসুমগুলি নীরবে হাসি-তেছে; যূঁই, চামেলী, মল্লিকা সকলেই হাসিতেছে—হাসির তরঙ্গমালা স্তরে স্তরে উঠিয়া মধুরে মধুর মিশাইতেছে। স্বর্গীয় উদ্যানের মাধুর্য্য ভ্রান্তজীবের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করা বড় কঠিন। মানব! যদি হৃদয় থাকে, যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে কামনা কর, যদি মহিমাময়ের অপূর্ব্ব মহিমা হৃদয়ে ক্ষণেক উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই উন্নত প্রাণীর মত একবার সুন্দর আকাশপানে আর একবার পৃথিবীর উদ্যান পানে দৃষ্টিপাত কর এবং ফুলের সৌরভে তোমার নরদেহ আমোদিত কর। বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিতেছে—ফুল কখনও নিজসুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সতত তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ও দেবগণের প্রীতি সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পুষ্পজীবন বড় পবিত্রতাময় —ভাবের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ! মানব! একবার দিব্যচক্ষু উন্মীলন কর—একবার পুষ্পজীবনের অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। তুমিও কি ফুলের মত পবিত্রতা নির্ম্মলতা ও স্বার্থত্যাগের মধুর আকর হইয়া মানবের কার্য্যে, দেবের কার্য্যে তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে পার না?

অমলা।

(৫০১ সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠার পর)

দৈববাণী শ্রবণে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল ; হস্তস্থিত বহ্নি ভূমে পড়িয়া গেল ; বক্ষোপরিস্থ স্তূপীকৃত কাষ্ঠ চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ; উভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কাষ্ঠশয্যায় উপবিষ্টা হইলেন।

বহুক্ষণ উভয়ে নীরব ; উভয়ের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। অমলা তাঁহার সংশয়োৎপাদনকারী আত্মাকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছেন ; অমিয় আশা ও সংশয়-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেলিত হইতেছেন। অমলার দৃঢ়বিশ্বাস হইল তিনি সধবা ; অমিয় ভাবিতেছেন মনুষ্যের মৃত্যুর পর তাহার দেহ ভস্মীভূত হইবার ৬।৭ বৎসর পরেও যদি সেই মনুষ্যের পূর্ব্ব দেহ, বয়স, প্রকৃতি, স্মৃতি লইয়া পুনরায় আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবেই তিনি সধবা ; নচেৎ নয়। ক্ষণকাল পরে অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, এ আবার কি ? এমন সাধের কাজে বাদ সাধিল কে ? পাছে কোনও বাধা বিঘ্ন হয়, সেই ভয়ে এমন নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে এলুম, তবুও নিস্তার নাই ; তবে কি আমাদের এ দশার আর উদ্ধার হবে না ?

অমলা। একে বলে দৈববাণী ; আমরা বিধবা ভেবে মরতে যাচ্ছিলেম বলে ভগবান্ আমাদি'কে নিষেধ ক'রলেন।

অমিয়। তা হ'লে বৌদিদি, ভগবান্ তোমাকেই নিষেধ করেছেন,—আমায় করেন নি। তবে তুমি পুনরায় আমায় কাঠ সাজিয়ে দাও ; আমি তো আর সধবা নই ; তুমি হ'লেও হতেপার ; কেননা তোমার বিশ্বাস তুমি বিধবা নহ, সধবা।

অমলা। এ দৈববাণী দুই জনেরই উদ্দেশে।

অমিয়। না বৌদিদি, আমি মর্‌ছিলেম বলে হয়ত ভগবানের মনটা কেমন কেমন করেছে, তাই আমাকে ভুলাবার জন্যে বল্লে কি না আমি সধবা ; বৌদিদি আর কি আমি কথায় ভুলি, তা যাই হ'ক, বাবাই হ'ক আর ভগবানই হ'ক, কারো কথা শুনছি না।

অমলা। না অমিয়, ভগবান্ কখনও মিথ্যা করে ভুলাতে চান না। হতে পারে ঠাকুরজামাই বিদেশে কোনও গোলযোগে পড়ে আসতে পারেন নি। তুই আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি তুই সধবা। ঈশ্বরের কথার কি আবার দুই হবার যো আছে ?

অমিয়। "এ কি করে সম্ভব হতে পারে বৌদিদি ? আমি শুনেছি তিনি মহল হতে টাকা আদায় করে মেদিনীপুরের কালেক্টরীতে দাখিল ক'রতে

আসছিলেন, পথে ডাকাতেরা তাঁকে আর তাঁর তিনজন সঙ্গীকে মেরে টাকা কড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। অন্য যে তিন জনকে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছিল, তাদের লাস পাওয়া গিয়েছিল ; কিন্তু তাঁর—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমিয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখে যাহা বলিতে অসমর্থা হইলেন, অশ্রু তাহা বলিয়া দিল।

অমলা। তবেই দেখনা, সবার মৃত-দেহ পাওয়া গেল, আর তাঁর দেহটা পাওয়া গেল না কেন? হতে পারে ঠাকুরজামাই দৌড়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন; এটা কি আর অসম্ভব কথা? আমি নিশ্চয় বলছি তিনি বেঁচে আছেন।

অমিয়। বৌদিদি! তা হ'লে আজ ৬।৭ বৎসরের মধ্যে তিনি একবারও বাড়ী এলেন না কেন?

অমলা। তার কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

অমিয়। আচ্ছা বৌদিদি, আমার না হয় তাই হলো; দাদা বেঁচে আছেন বলে তোমার বিশ্বাস হবার কারণ কি? তোমার তো প্রথম হতেই বিশ্বাস তুমি বিধবা হওনি।

অমলা। আমার সেই বিশ্বাস এখন দৃঢ়তর হলো;—আমি সধবা।

অমিয়। কেমন ক'রে জানলে?

অমলা। সেই পাখীটাই জানালে।

"কি করে?"

"পাখীটা 'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা' বলে ডাকে, তুই শুনিসনি?

"সময় সময় ডাকে বটে "

"সময় সময় নয়,—সদা সর্ব্বদা।"

"তাই না হয় হলো,—তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?"

"ঐ অঞ্জনা কে—জানিস?"

"না"

"ও একটী খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক"।

"কে বল্লে?"

"তোর দাদাই বলেছেন।"

"পাখী তার নাম জানলে কেমন করে?"

"ওটী তার পোষাপাখী।"

"তবে আমাদের বাড়ী এলো কেমন করে?"

"কি রকমে একজন সন্ন্যাসী তাকে পেয়েছিলেন; তিনি আবার তোর দাদাকে ঐ পাখীটা দেবার সময় বলে-ছিলেন যে এ যার পাখী, তেমন সুন্দরী রমণী পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।"

"অঞ্জনার বাড়ী কোথায়?

"তা জানি না।"

"দাদা কিছু বলেন নি?"

"পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে কোন পাহাড়ের নিকট,—প্রায় ছয় মাসের পথ; তাও যে কোন্ দেশ, সে কথা সন্ন্যাসীও তোর দাদাকে বলেননি, আর তিনিও আমাকে বলেননি। তবে এমন হতে পারে সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছেন, কিন্তু তিনি আমার কাছে এ বিষয় গোপন করেছেন।

"তাই না হয় হলো,—তাতে পাখী কি করলে ?"

"ঐ পাখীটা দিনরাত 'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা' করে ডাকত, তাতেই তোর দাদার মনটা যেন তার দিকে বড় টেনেছিল।"

"তুমি কেমন করে জানলে ?"

"প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনি বলতেন 'পাখীটা বেশ ডাকে—'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা'; যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা করে দেয়—এ পাখী যার, তার কথা কেমনই না মিষ্ট;—আহা! সে পাখীটাকে হারিয়ে কত ভাবছে!—যদি তার সন্ধান পেতুম, তা হলে তার পাখী তাকে দিয়ে আসতুম;—তাহলে সে আমায় কত ভালবাসতো।' এতেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম যে হয় তো একদিন সেই অঞ্জনারই অনুসন্ধানে বাহির হবেন।"

"এখন যে দাদা অঞ্জনাকেই খুজতে গেছেন, তার ঠিক্ কি? যারা দাদার সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলেন, তারা দাদার যে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলে, এ সকল কি মিথ্যা কথা ?"

"তাঁরা যেমন দেখেছেন, তেমনি বলেছেন; তাঁর ছিন্ন ভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র দেখে এসেছেন, তাঁর দেহতো দেখে আসেননি।"

"এ কথা সত্য; কিন্তু বৌদিদি, কাপড়গুলো ছিঁড়ে রেখে গিয়ে দাদার ফল কি ?

"ফল এই, তা হলে সবাই ভাববে যে বাঘ ভাল্লুকে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে; আর কেহ খোঁজ করবে না।"

"আর তুমি যে এত কাঁদবে,—কি এমন হয়ে পুড়বে, তাতে কি তাঁর প্রাণ কাঁদবে না ?"

"তা হলে কি আর যান। যা কিছু সব আমার কপালের দোষ।"

"তুমি না জেনে শুনে দাদার উপর দোষ দিচ্ছ কেন ?"

"তিনি যে ছল করে অঞ্জনার সন্ধানে বেরিয়েছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। অমিয়! তিনি যেখানে ইচ্ছা যান, তাতে ক্ষতি নাই;—তবে এত দুর্গম পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে নিরাপদে যাবেন কেমন করে, সেই চিন্তায় আমার মন হু হু করছে।"

"তাহলে দাদা বেঁচে আছেন ?"

হাঁ। পথে যদি বিপদ না হয়, তাহলে তিনি এখনও জীবিত আছেন।"

"ভগবান্ আমার দাদাকে বাঁচিয়ে রেখো!"

নিবিড় জঙ্গল মধ্যে উভয়ে একমনে এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু যামিনী যে অংশুমালীর আগমন সম্ভাবনায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অরণ্য হইতে দ্রুতবেগে অপসৃতা হইতেছেন, সে দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। অবশেষে যামিনী বধূর অলঙ্কারের ঝনাৎকারে উভয়ের চৈতন্য উদয় হইল। গায়ক পক্ষীর সুস্বর লহরী ও বায়সের কাকা রবে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে শর্ব্বরী প্রভাতা। আর বিলম্ব করা চলে না; এখনও সকলে জাগরিত হয় নাই;

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। এখন মহাবিপদ্—তাঁহারা জঙ্গলের বাহিরে আসেন কিরূপে?

অমলা কহিলেন "অমিয়! এখন কি করা যায় বল্ দেখি? জঙ্গলের বাহিরে গেলে যদি কেহ আমাদিগ্‌কে দেখে চিন্‌তে পারে, তাহলে কি হবে! কেবল যে কোন্ গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে পারবে, সে ভয় নাই; আমাদিগ্‌কে স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে পারলেই বিপদ। বাঙ্গলা দেশের কেমন একটা রোগ আছে, সুন্দরী পরস্ত্রী দেখলেই পিছু ফেউ লাগ্‌বে—ধর্ম্ম বজায় রাখা দায় হবে।"

অমিয়। "তবে পুরুষের মত কাপড় পরি এসোনা, তা হলেই তো হবে; এক-খান করে বেশী কাপড় আছে, গা ঢাকা দিবারও উপায় রয়েছে।"

অমলা। মাথার চুলগুলোর কি করা যাবে? কাঁচি নাই যে এগুলোকে কেটে ফেলি।

অমিয়। বৌদিদি, এক কাজ করি এসনা; দিয়াশালাই রয়েছে আর আগুনও রয়েছে; চুল গুলোকে পুড়িয়ে দিই এস, তাহলে সব জ্বালা চুকে যাবে।"

অমলা। এ বেশ যুক্তি, এখন তাই করা যাক্। আরও এক কাজ করতে হবে, এই যে আগুন রেখেছিলুম, তার যে ছাই পড়েছে ওতে করে সর্ব্বাঙ্গ মাখাতে হবে, যেন গায়ের রংটা আদৌ টের পাওয়া না যায়। আর এই কাপড় গুলোর পাড়গুলো ছিঁড়ে দিয়ে ধূলা বালি মাখিয়ে কাপড় গুলোকে ময়লা করে ফেলতে হবে, তাহলেই এখনকার মত চলবে।

যুক্তি স্থির হইল; যে কুন্তলরাশি নানাবিধ সুগন্ধি তৈলে সুবাসিত হইত, যাহা স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারে সুশোভিত থাকিত—যাহাকে স্বজাতীয় সমষ্টি ভাবিয়া অলিকুল পুনঃ পুনঃ তদুপরি বসিবার চেষ্টা করিলে পিছলাইয়া পড়িত—আজি সর্ব্ব-ভুক্ তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ করিল। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা অসীম উৎসাহে জীবনের একটী মহৎ ব্রত উদ্যাপন করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন, আজি সেই নববস্ত্রই আবার ছিন্ন ভিন্ন মলিন ভিখারিণীর বসনে পরিণত হইল; যে গাত্র সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত হইত, আজি তাহা ভস্মাচ্ছাদিত হইল; যে চরণ-যুগল ক্ষণপূর্ব্বে অলকরাগে রঞ্জিত ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা কর্দ্দমাবৃত হইল! লোকের মানসিক ভাবের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ ও বাহিক ভোগবিলাসের ভাবও সেইরূপ হয়। এক সময়ে যে দ্রব্যের অভাবে মনে কষ্ট হয়, আর এক সময় সেই দ্রব্য নিকটে না থাকিলেই সুখ হয়; এক সময় যাহা ভোগ করিতে পাইলে মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, আর এক সময় তাহা ভোগ করা দূরে থাকুক, তাহার কথা মনে উদয় হইলেই মহা কষ্ট হয়। একদিন যাহাকে আদর করিবে, পরদিন তাহা চক্ষুশূল হইবে।



আজি অমিয় ও অমলার বেশ অন্তের চক্ষে যেরূপ লাগুক, কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষে বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল;—কেন না আজি এই ভিখারিণীর বেশই তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধির সহায় হইবে।

ধর্ম্ম ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন ভাল কিছুই নাই। ভাল মন্দ বলিয়া একটী সাধারণ জিনিস জগতে দৃষ্ট হয় না। যাহা আমি ভাল বলি, তাহা হয়তো আর একজন মন্দ বলে; যাহা আমি মন্দ বলি, হয়তো অন্য একজন তাহাকে ভাল বলে; অতএব ভাল মন্দ আবশ্যকতা ও রুচি-সাপেক্ষ। আজি অমিয় ও অমলা তাঁহাদের রুচি ও আবশ্যকতা অনুযায়ী মনোরম বেশে বিভূষিতা হইয়া ভিক্ষান্নে উদরপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হারা পতি অন্বেষণার্থে অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন। তখনও সূর্য্যদেব শীতের ভয়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। ছদ্মবেশা সতীদ্বয় আসিয়া বাসুড়ীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশু পক্ষিগণ নীরব হইয়াছিল, এখন যেন তাঁহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া সকলে এত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত রোদনের কারণ অবগত হইবার জন্য পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকী মারিতে লাগিলেন।

বাসুড়ীর ঘাটে বহু লোক আসিয়া পারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরিশেষে ভৈরবীপারের কাণ্ডারী নধর চিক্কণ-কালবরণ অম্বিকা ওরফে ঝড়ু গজেন্দ্রগমনে দুলিতে দুলিতে সুদীর্ঘ বেণুদণ্ড স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই নদীপার হইবার জন্য ব্যস্ত; সকলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু অমিয় ও অমলা যেন নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থ, যেন সংসারে তাহাদিগকে কোনও কার্য্য করিতে হইবে না। সংসারে উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্য অপেক্ষা কষ্টের জীবন কার? প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক,—যাহা ভিন্ন মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারে না। অমিয় ও অমলার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা তাঁহারা এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক ভগ্নতরী ও ঝড়ুর সাহায্যে তাঁহারা নদী পার হইলেন।

চিন্তাকুলা চলে উভে বসুন্ধিয়া পথে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে আহার আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই ক্রিয়ার ফলে শারীরিক উত্তাপ




উৎপন্ন হয়। জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকম ক্রিয়া হয়, এই সমস্ত ক্রিয়াই শরীরকে রক্ষা করে। কিন্তু সকল সৃষ্ট পদার্থই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুই দিন বা দুই শত বৎসর হউক না কেন, কখন না কখনও অবশ্যই তাহার পরিবর্ত্তন হইবে ও অবশেষে নাশ হইবে। আমাদিগের শরীরও সৃষ্ট পদার্থ, ইহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে আহারের দোষে শরীর অতি শীঘ্রই পীড়িত হয় এবং দেহ দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

দারুণ মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা, নিদ্রারাহিত্য, শোক, দুঃখ উদ্বেগ, হর্ষ প্রভৃতি কারণেও আহারের প্রবৃত্তি মন্দীভূত হয়। এরূপ অবস্থায় বহুপ্রকার মিষ্টান্নাদি আহার করিলে জীর্ণ হয় না, বরং উদরাভ্যন্তরে তাহা নানাপ্রকার রোগোৎপাদক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। মাদক দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব এই সমস্ত কারণেও স্নায়বিক শক্তির হ্রাস হয় এবং তজ্জন্য ক্রমে আহার-চেষ্টা মন্দীভূত হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে আহার সহজে পরিপাক জন্য অনুত্তেজক পদার্থই প্রশস্ত। দুগ্ধদ্বারাই জন্ম কাল হইতে আমাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাসায়নিক প্রণালীতে দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে তাহাতে বহু পরিমাণ জল, কিছু চিনি, কিছু ঘৃত, কিছু কেসিন (casin) নামক পদার্থ ও অত্যল্প মাত্রায় লবণ জাতীয় দ্রব্য আছে। এই সমস্ত পদার্থই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নিম্নে মাতৃস্তন্য ও গো দুগ্ধে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

	মাতৃস্তন্য	গো দুগ্ধ
জল	৮৯০ ভাগ	৮৫৮ ভাগ
কঠিন পদার্থ (solid)	১১০ ,,	১৪২ ,,
	১০০০ ,,	১০০০ ,,
এই কঠিন পদার্থ সমূহের মধ্যে		
কেসিন (Casin)	৩৫ ,,	৬৮ ,,
মাখন বা ঘৃত (butter)	২৫ ,,	৩৮ ,,
চিনি Sugars)	৪৮ ,,	৩০ ,,
লবণজাতীয় দ্রব্য (Salts)	২ ,,	৬ ,,
	১১০ ,,	১৪২ ,,

মাতৃস্তন্যে মিষ্টরস কিছু অধিক, এই জন্য তাহা শিশুর মুখে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হয়। মাতৃস্তন্য অভাবে গো-দুগ্ধ দেওয়া যায়, কিন্তু গো-দুগ্ধ তত সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য অধিক জল দিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়, নতুবা শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

ডিম্বের মধ্যেও এই সমস্ত পদার্থ আছে, কিন্তু জলীয় ভাগ কম, এজন্য ডিম্ব শিশুর আহারের উপযোগী নহে। যাঁহারা জীব-হিংসা অবৈধ মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ডিম্ব আহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। শিশুর ৫।৭ বৎসর বয়স হইলে এবং

দুধে দাঁত সমস্ত পড়িয়া গেলে কঠিন পদার্থ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দেওয়া যায়; তাহাতে শরীর পোষণ ও বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা হয়। কৈশোর বয়স মধ্যে গুরু-পাক আহার বিধেয় নহে। যাহার যে রূপ কার্য্য, তাহার আহারও সেইরূপ হওয়া উচিত।

যুবাকালে আহারের কোনও বিশেষ নিয়ম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন নাই। কারণ এ সময় প্রায় সকল রকম আহার্য্যই চলিতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে মাংসাদি আহার প্রচলিত। কিন্তু মাংসাদির ব্যয় অধিক, বাঙ্গালা দেশের জলবায়ুও প্রত্যহ মাংসভক্ষণের বিরোধী। গ্রীণলণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত শীত, তথাকার অধিবাসীরা তিমি মৎস্যের চর্ব্বি এবং কাঁচা মাংস (বল্গা হরিণের মাংস) প্রচুর পরিমাণে আহার করে। এক জন যুবা ব্যক্তির আহার প্রায় প্রত্যহ ৵৩৷৹ সের কাঁচা মাংস ও ৵২৷৷ সের চর্ব্বি। এই জাতীয় লোক "এস্কুইমো" নামে খ্যাত। আমাদিগের দেশে পুরাণাদিতে ইহারা সম্ভবতঃ রাক্ষস নামে অভিহিত।

বৃদ্ধাবস্থায় দন্তহীন হইলে গুরুপাক আহার উচিত নহে। দুগ্ধ, পরমান্ন, শক্তু প্রভৃতি ও পরিপক্ক ফল মূলাদি অল্প মাত্রায় প্রশস্ত আহার।

এক্ষণে দেখা যাউক—শাক সবজি নিরামিষ আহার ও মাংসাদি আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত কি?

আহারের জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ (Nitrogenous food) এবং শ্বেতসার (Starchy food) এবং অল্প মাত্রায় তৈল, মাখন বা ঘৃতের ন্যায় পদার্থ (Fatty matter) আবশ্যক। ডাল প্রভৃতি আহার করিলে নাইট্রোজেনের অভাব হয় না। মাংস প্রভৃতিতে শতকরা ২৩ভাগ নাইট্রোজেন পদার্থ আছে। ডালে শতকরা ২৮ ভাগ আছে। ডাল বেশ করিয়া বাটিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। শ্বেতসার পদার্থ চাউল, গম, ময়দা ও ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের মধ্যে বহু পরিমাণে আছে, মাংসে অনেক কম। তৈল বা ঘৃতজাতীয় পদার্থ মাংসে অধিক, চাউল প্রভৃতিতে প্রায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কেবল আহারের দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে নিরামিষ আহার ও আমিষ আহারের বিশেষ পার্থক্য নাই। আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্য অধিক প্রচলিত, আহার সম্বন্ধে লোক সকলেরই রুচি বিভিন্ন প্রকার। শরীর পীড়াতে অবসন্ন হইলে বা ক্ষয়রোগ থাকিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে মাংসাদির ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু কেবল জিহ্বার তৃপ্তির জন্য জীবহিংসা ভাল নয়।—ইংলেণ্ডের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"Never to blend our pleasure or our pride
With sorrow of the meanest thing that feels"

আমাদিগের আমোদ জন্য কিম্বা মদান্ধতাবশতঃ কোনও ক্ষুদ্র জীবকে ব্যথিত করা উচিত হয় না।

এই পর্য্যন্ত গেল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। কিন্তু আহার দ্বারা মানসিক অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় কিনা, তাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ নিশ্চয় করিয়া বলেন নাই। এ বিষয়ে এ দেশের চিকিৎসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু বিচার এবং খাদ্যাখাদ্যের নির্দ্ধারণ দেখা যায়।

প্রত্যেকেই সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে আহারে মানসিক অবস্থার তারতম্য হয়। যে ব্যক্তি কখনও লঙ্কা খাইতে পারেন না, তাঁহাকে যদি লঙ্কা খাওয়ান যায়, তবে সমস্ত দিন তাহার অসুস্থতা বোধ হয়, কর্ম্মে মন লাগে না। সেইরূপ সাধারণতঃ আহার সম্বন্ধেও বলা যায়।—এই স্থানে আহার সম্বন্ধে মহাত্মা ব্যক্তিদিগের মত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়।

ক্রোধী ব্যক্তি যদি পিত্ত বৃদ্ধিকর আহার, লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি ভক্ষণ করেন—যাঁহার শরীরে কাম প্রবৃত্তি প্রবল, তিনি যদি মাংস মিঠাই, গুরুপাক মশলাযুক্ত আহার, ঘৃত, মধু প্রভৃতি ভোজন করেন, লোভী ব্যক্তি যদি তিক্ত আহার করেন, সংসারে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্ল আহার করেন, অভিমানী ব্যক্তি যদি অধিক লবণ আহার করেন, অহংকারী ব্যক্তি যদি অধিক মসুর ডাল খান, তবে তাঁহাদের ঐ সকল প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর মন উভয়ই বিকৃত হয়।

সকলেই আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া আহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ অবগত হইতে পারেন এবং এই উপায়ে আহার সম্পন্ন করিলে সুস্থমনে ও সুস্থ শরীরে বিদ্যার্জন, ধনোপার্জন এবং ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারেন।—জি।

পিতৃভক্তি সাধন।

ঈশ্বরভক্তির পর পিতৃমাতৃ ভক্তি মানবের প্রধান ধর্ম্ম। সকল জাতির সকল শাস্ত্রে ইহার ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সকল দেশে পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানদিগের গৌরব কীর্ত্তিত। প্রাচীন কালে কি হিন্দু, কি গ্রীক, কি হিব্রু, কি চিন, কি রোমান, সকল জাতিই পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং তাহাদের জন্য ধন, মান, সুখ—এমন কি প্রাণ উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন আছে—

"মাতরংপিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের সেবা করিবেক। ইহুদিদিগের বাইবেলে ঈশ্বরের এই আদেশ "তোমার পিতামাতাকে ভক্তি কর, তাহা হইলে যেখানে থাকিবে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখী হইবে।"

পিতৃভক্তি উদ্দীপক কয়েকটী শ্লোক প্রথমে দিয়া পরে কয়েকটী সাধুচরিত এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।

পিতা স্বর্গের ন্যায় উচ্চ, ধর্ম্মের আদর্শ এবং পিতাই তপস্যার শ্রেষ্ঠ সহায়। পিতা প্রসন্ন হইলে সমুদায় দেবতা প্রসন্ন হন।

পিতৃ-প্রণাম।*

পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে নমঃ।

সদা আরাধ্যতম পিতা, তোমার চরণে নিত্য নমস্কার। তুমি বিমল জ্ঞানদাতা এবং গুরু, তোমাকে নমস্কার।

অপরাধক্ষামণে চ সুখায় সুখদায় চ,
নমঃ সদাশুতোষায় শিব-রূপায় তে নমঃ।

তুমি অপরাধ-ক্ষমাকারী, সুখস্বরূপ এবং সুখদাতা, সদা আশুতোষ এবং কল্যাণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ।

যাঁহার প্রসাদে ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত এই দুর্লভ মানবশরীর আমি লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার, সেই পিতাকে নমস্কার।

পিতৃভক্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা।

১। পুরাকালে সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা-বলে এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি-দিগের শিক্ষা দীক্ষায় তিনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পরম ধার্ম্মিক বলিয়া আপামর সাধারণ সকলের গৌরব ও আদরভাজন হইলেন। রামচন্দ্র হর-ধনুর্ভঙ্গে সকল নৃপতি ও বীরদিগকে পরাস্ত করিয়া ও লোকসামান্যরূপবতী ও গুণবতী জনক-দুহিতা সীতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিমাতা মধ্যম রাজ-মহিষী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এবং কনিষ্ঠা রাজ-মহিষী সুমিত্রার যমজপুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাম ভাইদিগকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং তাঁহারাও ইহাঁকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা দশরথ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যভারবহনে অক্ষম হইয়া পাত্রমিত্র-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রামচন্দ্রকে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিবেন। অভিষেকের সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত, নানা দেশ হইতে নিম-ন্ত্রিত ঋষি মুনি ও রাজন্যবর্গ উপস্থিত, অযোধ্যা নগর অশেষ শোভায় সু-সজ্জিত ও আনন্দকোলাহলময়। এমন সময় কি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল —"কালি রাম রাজা হবে আজি বনবাস।" কৈকেয়ীর এক প্রিয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম মন্থরা। রাম রাজা হইলে কৈকেয়ী ও তাহার পুত্র ভরতের বড়ই দুর্দ্দশা হইবে। সে কৈকেয়ীকে ইহা বুঝাইয়া দিল এবং কৈকেয়ীর সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাহাকে বহুদিন পূর্ব্বে যে

* শান্তিস্তোত্র হইতে গৃহীত।

দুইটী বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহারই এক বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস এবং অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিতে বলিল। দাসীর কুপরামর্শে কৈকেয়ী তাহাই করিল। রাজা দশরথ কি করেন—অনেক অনুতাপ বিলাপ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে যথোচিত অনুযোগ ও ভৎর্সনাও করিলেন। কিন্তু তিনি অটল। রাজা নিজে সত্য প্রতিপালনে বাধ্য, কিন্তু রামকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। এদিকে রামচন্দ্র অভিষেকের পোষাক পরিয়া মধ্যম রাজমাতার গৃহে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা সেখানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রাম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী লজ্জা ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া রামকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বলিলেন রাজা যদি আপনার সত্য পালন না করেন, আমি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিব :—

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"

রাম পিতার মুখে কোনও কথা শুনিবার আর অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন "আমি প্রাণ দিয়া পিতৃসত্য পালন করিব। পিতা সত্য হইতে পতিত হইলে নরকগামী হইবেন, ইহা অপেক্ষা সন্তানের পক্ষে দুর্ভাগ্য ও ক্লেশের বিষয় আর কি আছে? আমি এখনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং গৃহ পরিবার সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। মা! তুমি ও রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন পিতৃসত্য রক্ষা করিয়া পিতাকে অঋণী ও চিরসুখী করিতে পারি।" তৎপরে রামচন্দ্র রাজপরিচ্ছদ ছাড়িয়া জটা বাকল পরিয়া সকল গুরুজনের নিকট বিদায় লইলেন। সাধ্বী পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ কোনও মতে তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না—তাঁহারাও সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল, সকলেই জানেন—রামচন্দ্র অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং মহাযুদ্ধে হারা পত্নী সীতাকে রাক্ষসহস্তহইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যাতে আসিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ রাজা হইয়া রামরাজ্য চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতৃভক্তদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি পিতাকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিত্য সুখের অধিকারী করিবার জন্য ঐহিক সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ এবং আপনার সুকুমার মস্তকে গুরুতর দুঃখভার বহনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধন্য কুলপাবন সৎপুত্র শ্রীরামচন্দ্র!

২। মহাত্মা ভীষ্মদেবও অদ্ভুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি কুরুরাজ শান্তনুর একমাত্র পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁহার মাতা গঙ্গাদেবী অতি শৈশবে তাঁহাকে ফেলিয়া যান। শান্তনু-তনয় যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, তখন তাঁহার পিতা সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধা-নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ধীবর-

কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু ধীবরের দৃঢ়পণ "আমার কন্যার গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইবে, তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী না করিলে কন্যাদান করিব না।" রাজা সেই কন্যাকেই চান। আবার উপযুক্ত পুত্রকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইবেন, এই জন্য বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ভীষ্মদেবের নাম তখন দেবব্রত ছিল। তিনি পিতার মনোগত ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং এই বিবাহের ঘটকতা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধীবররাজের নিকট উপনীত হইয়া পিতার অভীষ্টসাধনার্থ তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন বলিলেন। ধীবর বলিলেন "আমার কন্যার গর্ভস্থ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে—এই সত্য করিলে তোমার পিতাকে কন্যাদান করি; কিন্তু ইহা হইলে, তোমার দশা কি হইবে ভাব। তাহা কি স্বীকার করিতে পার?" ভীষ্ম বলিলেন "পিতৃদেবের সন্তোষের জন্য আমি সকলই করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি পৈতৃক রাজ্যে আমার যে স্বত্বাধিকার, এখনই তাহা পরিত্যাগ করিলাম।" দাসরাজ বলিলেন "এ কথায় প্রত্যয় কি? আর বাপু, তুমিই যদি রাজ্যলোভ পরিত্যাগ কর, তোমার সন্তানাদি যাহারা হইবে, তাহারা যে রাজ্য লইয়া বিবাদ করিবে না, তাহার প্রমাণ কি?" দেবব্রত তখনই ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি কখনও দার-পরিগ্রহ করিব না। তাহা হইলে ত আর সন্তান হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।" কথিত আছে যখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণ করিলেন, তখন এক আকাশ-বাণী হইল "ভীষ্ম" অর্থাৎ কি ভয়ানক! যৌবন ধন সম্পদ ও প্রভুত্বসম্পন্ন, পৈতৃক রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপুত্র পিতার সন্তোষার্থ চিরজীবনের জন্য সমুদায় ভোগসুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন, ইহার অপেক্ষা ভীষণ প্রতিজ্ঞা মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে? তদবধি দেবব্রত "ভীষ্ম"নামেই পরিচিত হইলেন। ধীবররাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তখন শান্তনুকে কন্যাদান করিলেন। ভীষ্ম-দেব কি কঠোরতার সহিত যাবৎ জীবন আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। স্বয়ম্বরস্থলে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিয়া কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে আনিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাহ দেন এবং আপনি রাজ্যরক্ষণের সমুদায় ক্লেশ ভার গ্রহণ করিয়া ভ্রাতাদিগকে রাজত্ব ও রাজভোগের অধিকারী করেন। কেবল তাহাই নহে, ভ্রাতাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদের নিরাশ্রয় অপগণ্ড পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে মানুষ করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যাধিকারী করেন এবং পরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের রাজত্বকালে কেবল

গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করেন। ভীষ্মের ন্যায় ত্যাগশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণ জীবনের উদাহরণ অতি বিরল।

৩। রাজা পুরু, পুরাণপ্রসিদ্ধ শকুন্তলার সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়া ভরতনামে পুত্র জন্মে এবং সেই ভরত হইতে ভারতবর্ষ, তিনিও একজন আদর্শ পিতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন। এই পুরু চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির সন্তান। রাজা যযাতি বাল্যকাল হইতে বিষয় ভোগ করিয়া জরাগ্রস্ত, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভোগ-লালসার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার ভোগের সামগ্রী যথেষ্ট রহিয়াছে, ভোগবাসনাও আছে, কিন্তু জরা প্রযুক্ত ভোগশক্তি নাই। যযাতির ৫টী পুত্র ছিল—যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু। রাজা একে একে সকল পুত্রকে ডাকিয়া আপনার জরার বিনিময়ে তাহাদিগের যৌবনাবস্থা তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। "কিন্তু জরাতে দুঃখ বিপুল, উহা আধি-ব্যাধি-সমাকুল" এই ভয়ে জ্যেষ্ঠ চারি পুত্রের কেহই তাহা গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার সুখের জন্য আত্মবলিদান করিলেন। তিনি পিতার জরা গ্রহণ করিয়া আপনার নবযৌবন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। যযাতি যৌবনের উদ্দাম সহকারে পুনরায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরু পিতাকে সুখী করিয়াই সুখী, আপনার ক্লেশ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। পুরাণে বর্ণিত আছে, তাঁহার এই অসাধারণ পিতৃভক্তি হেতু তাঁহার বংশই ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব লাভ করিল। তাঁহার ভ্রাতারা এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

৪। পিতৃভক্ত সন্তানের দৃষ্টান্ত যেমন ভারতবর্ষে, তেমনি অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। ফরাসীবালক "ক্যাসাবিয়াঙ্কা" পিতৃ-আজ্ঞাপালনে প্রাণ দিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধ-জাহাজে পিতা অধ্যক্ষ, তিনি আপনার বালক সন্তানকে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলেন 'আমার অনুমতি ব্যতীত এ স্থান পরিত্যাগ করিবে না।" পিতা নিহত, জাহাজের অন্যান্য লোক বিনষ্ট, আগুন ধূধূ করিয়া সকল পোড়াইয়া ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে। তথাপি সন্তান অটল ও নির্ভয়। "পিতা এ স্থান কি ছাড়িব ?" বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া বালক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল !

৫। ডলনি বেকনারের গল্প অনেকে পড়িয়াছেন। বেকনার এক জাহাজের নাবিক হইয়া সমুদ্রপথে যাইতেছিল, এক ভীষণ হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে। পুত্র তাহা দেখিতে পাইয়া এক তরবারির আঘাতে হাঙ্গরকে প্রতিহত করে। ইহাতে পিতার প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্তু হাঙ্গর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করে। পুত্র পিতার উদ্ধারে আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

৬। এটনা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতকালে

আনাপিয়স ও আম্পিনোমস নামে দুই সহোদর মূল্যবান গৃহসামগ্রী সকল পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক প্রস্থান করে। কথিত আছে এই ভক্তিমান্ পুত্রেরা যে পথ দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে অগ্নিস্পর্শ হয় নাই এবং তাহা "Field of the Pious'—ধর্ম্মক্ষেত্র—বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

(ক্রমশঃ)

বিবি বেসাণ্টের বালিকা-বিদ্যালয়।

বিবি বেসাণ্টের কীর্ত্তি সম্বন্ধে আর বিশেষ পরিচয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে দিতে হইবে না। এই বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার একটি নূতন কীর্ত্তি সম্প্রতি কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশী ও বিজাতীয়গণের জন্য প্রাণ ঢালিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-চেষ্টার প্রথম দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ইনিই দেখাইলেন।

বেনারস হিন্দুকলেজ স্থাপনপূর্ব্বক বালকগণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া বিবি বেসাণ্ট নিশ্চিন্ত হন নাই; তিনি সম্প্রতি হিন্দুবালিকাগণের জন্য একটী সুন্দর বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইহা একটি বিস্তৃত নূতন ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বাড়ীটি হিন্দুস্ত্রীলোক-দিগের উপযোগী, কোনও পুরুষের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দুইটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-বিশিষ্ট সুপরিষ্কৃত একতল গৃহ। ইহাতে কতকগুলি সুপ্রশস্ত কক্ষ ও বাতায়ন আছে। প্রধান কক্ষে প্রথম শ্রেণীর বালিকাদিগকে পড়ান হয়। এখানে মিস পামার-নাম্নী একটি ইয়োরোপিয়ান থিয়োসফিষ্ট মহিলা ইংরাজী শিক্ষা দেন। দুধারি ছোট ছোট কাষ্ঠাসন। একটী একটী বালিকা বসিবার উপযুক্ত আসন-গুলি—অবশ্য চেয়ারের মত নহে, পিঁড়িও বলা যায় না। ইহা ছাড়া কয়েকখানি বোর্ড টাঙ্গান আছে। আলমারীতে মেয়ে-দের শ্লেট, পেন্‌সিল ও পুস্তকাদি থাকে।

অপর চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য (Brush, Painting) রং, তুলি, খাতা প্রভৃতিও আছে। এই কার্য্যের ভার আর একটি ইংরাজ মহিলার উপর। ইহাঁর নাম মিস এরেণ্ডেল। ইনি এই বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল। ইহাঁর ভগিনী-পুত্র (বোন-পো) মিষ্টর এরেণ্ডেল এক্ষণকার হিন্দু কলিজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। ইহাঁরা অবৈতনিক ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া কার্য্য করিতেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি শ্রেণী, তাহাতে ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষা শেখান হইয়া থাকে। বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য একটি হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং হিন্দি পড়াইবার জন্য

একটি ক্ষত্রিয়াণী আছেন। ইহা ব্যতীত দু-একটি হিন্দু থিয়োসফিষ্ট ভদ্র মহিলারাও গিয়া বালিকাগণকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া শিল্পশিক্ষাও হয়।

বালিকাগণের শিক্ষা ব্যতীত এখানে আর একটি অতি শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইয়াছে। বিবাহিত বালিকা ও বয়ঃস্থা মহিলাগণের জন্য সপ্তাহে তিন দিন করিয়া একটি ক্লাশ খোলা হইয়াছে। সেখানে চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফ, শিল্প ও গীতাপাঠ এবং ইংরাজি কথাবার্ত্তা, যিনি ইচ্ছা করেন, শিখিতে পারেন। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকের শ্রেণী একটি ভিন্ন গৃহে স্থাপিত। সেখানে দেশী ধরণে বসিবার বন্দোবস্ত। সে গৃহটি আরও নির্জ্জন। এই সকল সুব্যবস্থার পর পাঠার্থিনীগণকে আনিবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি বৃহৎ ঢাকা দেওয়া 'অম্নিবস' গাড়ী আছে। কিন্তু এত সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও দেশীয় ভগিনীরা নিশ্চেষ্ট, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

বারাণসী তুল্য প্রধান নগরীতে এইরূপ মহৎ আশ্রমের আদর ও প্রতিষ্ঠা না হইলে আর কোথায় হইতে পারে? আমাদের স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রতি আমরা নিজে উদাসীন। দৈন্য দরিদ্রতা ভারতের সর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে সকলকে নিরুৎসাহ করিয়া তুলিয়াছে। বিদেশীয়েরা অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া যখন আমাদের এত উপকার করিতে প্রস্তুত, তখন আমাদেরও উৎসাহ প্রদর্শন করা সুসঙ্গত।

সকলেই জানেন যে সমাজের এক-দিক্ ধরিয়া তুলিলে সে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হয়েন না।

বারাণসীস্থ থিয়সফি সোসাইটির কয়েকটি ইংরাজ মহিলার দ্বারা এই সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে দেশীয় ভগিনীগণের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল। বিবি বেসান্টের সাধু কার্য্যের ফল যেন অচিরে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়, ইহাই প্রাণগত কামনা।

শ্রীনিঃ।

দেব ও আনন্দের দীক্ষা।*

বৈশাখের প্রখর নিদাঘে
ভাই দেব আনন্দে—দুজনে
শুভহস্তে দেও দিব্য দান,
এল প্রভু তোমার সদনে।
তব স্নেহ-আতপত্র-ছায়ে,
রাখ নাথ সদা নিরাপদে,

* ১৩১২ সালের ৩১শে বৈশাখ উপনয়ন উপলক্ষে।

নীতিপথে হোক অগ্রসর,
ধ্রুব লক্ষ্য রাখি তব পদে।
ধীর বলীয়ান্ কর প্রাণ,
জ্ঞান-সুধা অজস্র সিঞ্চনে;
যতদিন রাখ এ ধরায়,
দাস করি রাখ ও চরণে।
তব নাম লয়ে যেন নিতু
যায় দিন ধরমে করমে।
সুখে দুখে অচল অটল,
তুমি থেকো অতল মরমে।
তব স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ-ধারা
ঝরে শিরে সারাটী জনমে।
স্বর্ণফুল সম ফুটি দুটি
দেবের সৌরভে মাতাইয়া,
আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিয়া,
সব প্রাণ দেয় জুড়াইয়া।

বাজে সুললিত দেব-বীণা,
আনন্দের উৎস প্রবাহিত;
প্রতি মুখে হর্ষলীলা খেলে,
হৃদি নাচে হ'য়ে প্রফুল্লিত।
দুটি ভাই নববেশে সাজি,
আসিয়াছে তব দ্বারদেশ;
মাগিতেছে শুভ শিক্ষা দীক্ষা,
জীবনের আকাঙ্ক্ষা অশেষ।
দেও দেব শুভ বর দান,
ইহাদের হউক কল্যাণ,
শান্তিসুখ সুসম্মান,
ধর্ম্মে মতি, আয়ুষ্মান্
বিনয়ী উদারপ্রাণ,
নিঃস্বার্থ করুণালয়ে তোমার আগারে
চিরদাস করে রাখ যুগল ভ্রাতারে।

পিসীমার আশীর্ব্বাদ।

উদাসীনের চিন্তা।

একদা কোন এক মহিলার সহিত বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলাম। মহিলা নিরক্ষরা ছিলেন বটে, কিন্তু সাধুশীলা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমার সহিত তাঁহার সেই প্রথম সাক্ষাৎ, সুতরাং একবার দর্শনে তাঁহার চরিত্রের গূঢ় স্থান সকল দেখিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি প্রবাদবচন আওড়াইলেন, তাহা এই—"সাধুর বাতাস লাগিলে গায়, আপনা আপনি স্বভাব যায়।" এই বচনটি তলিয়ে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। প্রথম কথা স্বভাব। স্বভাব বলিলে কি বুঝায়? সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা চাই। স্বভাবের আর এক নাম প্রকৃতি। স্বভাবই মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। সহজ কথায় বলিতে গেলে স্বভাবই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থল। যাহার স্বভাব যেরূপ, তাহার কর্ম্মও সেরূপ হইবে। স্বভাব ভাল হইলে কর্ম্ম ভাল হইবে, স্বভাব মন্দ হইলে কর্ম্মও মন্দ




হইবে। কোন সৎস্বভাবান্বিত ব্যক্তি যদি অসৎ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে উহা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে অসৎস্বভাব ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিতে চাহিলেও সমর্থ হইবে না। সুতরাং স্বভাবই কর্ম্মের মূল। স্বভাব যখন কর্ম্মের মূল হইল, তখন স্বভাব পরিবর্ত্তন না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন মানবের শক্তিসাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে স্বভাবের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া আমি জন্মান্তরবাদের বিবাদময় ভূমিতে পদার্পণ করিব না। সাধারণের বোধগম্য দুই একটি কারণের অবতারণা করিব। পিতা মাতা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষদিগের স্বভাব উত্তরাধিকারসূত্রে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তানবর্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাদক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা কিয়ৎ-পরিমাণে পিতৃপুরুষ হইতে সন্তানবর্গে সংক্রামিত হয়। এতদ্ভিন্ন স্বভাবের আরও কোনও বিশেষ বিশেষ ধারাও পরবর্ত্তী পুরুষে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বিবর্ত্তনবাদীদিগের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান পুরুষের স্বভাবের অনেক সূত্র (trait) পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ হইতে অবতরণ করিয়া অনুক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই অবতরণের উপর জীবের কোনও হাত নাই। এক অলঙ্ঘ্য বিধানের অধীনে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সুতরাং এই পিতৃপরম্পরাগত স্বভাবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবের সহিত আরও কতগুকলি সূত্র যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা জীবের স্বোপার্জ্জিত দৃঢ়ীভূত অভ্যাস-সমষ্টি। অভ্যাসের জনয়িতা জীব স্বয়ং, সুতরাং কোনও অভ্যাস উৎপাদন সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। সে ইচ্ছা করিলে উহা জন্মাইতে, রূপান্তরিত করিতে এবং সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত করিতে সমর্থ। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে যে প্রবচনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা কি কেবল স্বভাবের শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য? না পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত অংশ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য? সাধুতার সংস্পর্শে যদি কেবল স্বোপার্জ্জিত স্বভাবের বিলয়-প্রাপ্তিই সম্ভবপর হয়, আর যদি জন্মের সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহার বিনাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করা হইল, অন্য-দিকে দুঃস্বভাবান্বিত সাধকের প্রাণেও গভীর নিরাশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইল। যদি স্বভাবের কোনও অংশ চিকিৎসার বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে পাপী ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া অন্তকালেরই




প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। এ মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে অনন্ত নরকের বিভীষিকাই প্রাণকে আকুলিত করিয়া তুলে। আমার মতে স্বভাবের কোনও অংশই অপরিবর্ত্তনীয় পর্ব্বতবৎ অটল বলিয়া বোধ হয় না—সমস্ত অংশই পরিহার্য্য। স্বোপার্জ্জিতই হউক কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণই হউক, স্বভাব সর্ব্বাবস্থাতেই পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনসাধনের বহুবিধ উপায় আছে। আমি আজ কেবল সাধুসঙ্গেরই আলোচনা করিব।

উল্লিখিত প্রবচনে দেখিতে পাই যে, সাধুসঙ্গের গুণে বিনায়াসে দুঃস্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আর এক জন কবি লিখিয়াছেন—

"মলয় বাতাস পেয়ে যেমন মালতী
ফুটেরে বনে,
তেমনি সাধুর প্রাণের বাতাস পেয়ে
নাম ফুটে শ্রবণে।"

এই উভয় বাক্যই সাধুসঙ্গ-পিপাসু ব্যক্তির সাধুসঙ্গে গমনকল্পে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তৎপরে স্বভাব-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ একটা অপরিলক্ষিত নিয়মের আধিপত্য মানিয়া লইতেছে। পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ করিয়া কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে লম্ফ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু তৎপরে পাদদেশে পতনের উপর তাহার আর কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না, মাধ্যাকর্ষণের অলংঘ্য বিধি তাহাকে নিম্ন দেশে আকর্ষণ করিয়া লয়। উল্লিখিত দুই বচনের ভাবার্থ যাহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য কি না? সাধুসঙ্গে যাইবামাত্র কিম্বা সাধুর সহিত বহুক্ষণব্যাপী সঙ্গ করিলে বিনা চেষ্টায়ও দুঃস্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় কি না? যদি সাধুর সঙ্গকারী কোনও ব্যক্তি সাধুর চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলেও কেবল দেহটাকে সাধুর সম্মুখীন করিয়া রাখিলে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে কি না? অর্থাৎ সাধুর পবিত্র হৃদয় হইতে সাধুতার স্বর্গীয় জ্যোতিরাশি স্বশক্তিতে বিকিরিত হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে কি না? প্রভাতের নবীন সূর্য্যালোক যখন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন যে কোন ব্যক্তি গৃহের বাহির হইলেই যেমন সূর্য্যোত্তাপ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে থাকে, সাধুর হৃদয়ও তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তিকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সুকঠিন, কারণ সাধুসঙ্গরূপ মহৌষধে কিরূপে দুঃস্বভাবান্বিত ব্যক্তির রোগোপশম করিয়া থাকে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। আমার মনে হয় ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি হাত পা গুটাইয়া নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়ভাবে সাধুসন্নিধানে প্রত্যহ উপবিষ্ট থাকিলে কেবল সাধুর শক্তিবলে তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন

হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি আবার আত্মনির্ভরশীল অভিমানী প্রবর্ত্তক সাধক সাধুর শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল স্বচেষ্টায় আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেও সক্ষম হইতে পারে না। উভয় শক্তির সংমিশ্রণে এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধু এক অলক্ষিত সূত্র অবলম্বন করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, উপবিষ্ট ব্যক্তি সে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া লয় এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হইতে থাকে। "আপনা আপনি স্বভাব যায়।" এ কথার অর্থ এই বুঝিতে হইবে না যে সাধুর সঙ্গে থাকিলে আর কোনও চেষ্টাই করিতে হইবে না, পুরুষকারকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সাধুর শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। তাহা যে করে, সে ব্যক্তি সাধুসঙ্গের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

নবীন ভারতী।

এক নদীর এপারে এক ব্যক্তির ⁄৩৷॰ কাঠা জমী আছে। ইহা পৈতৃক এবং নিকটে জ্ঞাতি গোত্র অনেক আছে। জমীটুকুতে তার কুলায় না। দুটা গাছ যদি দেয়, বাড়ি ঘরের স্থান হয় না। একটী পুষ্করিণী কাটিতে গেলে বাস উঠাইতে হয়। চাষবাস করিয়া যে কিছু শস্য সঞ্চয় করিবে, তাহারও যো নাই। ইহার উপর প্রতিবেশীদিগের সহিত সেই জমী লইয়া নিত্য বিবাদ বিসম্বাদ ও মকদ্দমা করিতেও অনেক ব্যয়, ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। লোকটীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশের জমীদার তাহাকে নদীর ওপারে এক খণ্ড বৃহৎ জমী দান করিলেন, তাহাতে পাকা বাড়ি আছে, প্রশস্ত দীর্ঘিকা এবং সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও তাহার সংলগ্ন চাষের জমীও যথেষ্ট আছে। উৎপন্ন শস্য ফলাদি সে নিজে ভোগ করিয়া আরো কত লোককে বিতরণ করিতে পারে। সেখানে দায়াদ বা ভাগিদার কেহ নাই, কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই। এ পারে দরিদ্রতা কষ্টে যখন লোকটী অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়, অথবা জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত যখন বিবাদ ও মকদ্দমায় হায়রাণ হয়, তখন মনে করে আর এদেশে থাকিব না, নদীপারে গিয়া সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইব। কিন্তু সেই পৈতৃক চৌদ্দপোয়া জমীটুকুর এত মায়া যে কোন ক্রমেই তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে বার বার প্রতিজ্ঞা করে, সকলকে বলে এবং বুচ্‌কি বাঁধিয়া কতক দূর চলিয়াও যায়, কিন্তু তখনি মনে হয় এ যে পৈতৃক ভূমি, ছাড়িব কেমন করিয়া? আবার সে ফিরিয়া আসে এবং যে

কষ্টের জীবন সেই জীবনই অতিবাহন করে।

সাধারণ মানুষের এই অবস্থা। এই চৌদ্দ পোয়া জমী শরীর এবং ইহার ভোগ্য স্থান এই ক্ষুদ্র সংসার; তাহাতেই মানুষ মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে তাহার প্রাণের সাধ মিটে না, আশার সুসার হয় না; তথাপি সে ইহার মায়াতে বদ্ধ। করুণাময় বিশ্বরাজ ভব-নদীর পারে তাঁহার প্রেমরাজ্যে মানুষকে অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকার দিয়াছেন। তথায় কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই অথচ সকল প্রভুত্ব ও সুখে সকলেরই পূর্ণ অধিকার আছে। মানুষ এ সংসারে রোগ শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর জ্বালায় জ্বালাতন হয়, বাহিরের এবং অন্তরের শত্রুগণ সর্ব্বদাই তাহাকে উত্ত্যক্ত করে ও তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র। মানুষ যখন মর্ম্মান্তিক ক্লেশ যন্ত্রণা পায়, তখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার জন্য কত ইচ্ছা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সময় সময় মরকট বৈরাগ্যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেও উদ্যত হয়। কিন্তু পৈতৃক চৌদ্দ পোয়া জমীর মায়া কাটাইতে পারে না। আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া সংসার কারাগারে আসিয়া প্রবেশ করে; আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক মায়ার বেড়ি পায়ে দেয় এবং সংসারী দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া মৃত্যুর রাজ্যেই জীবন অতিবাহন করে। অমৃতের রাজ্যে এ জীবনে আর তাহার যাওয়া হয় না। যে মায়া ত্যাগ করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে ঝাঁপ দেয়, সেই মুক্ত হয় ও শান্তি পায়।

সন্ন্যাসিনী ও ক্রুজেডার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিন প্রভাতকালে অটাভিনো সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে আগমন করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে তেমনি পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে অর্চ্চনা-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু হায়! সেই বাতায়ন-দ্বার, যাহা হইতে প্রতিদিন তিনি প্রেমের সুমধুর সৌন্দর্য্যরস পান করিতেন, তাহা সে দিন আর উদ্‌ঘাটিত হইল না। সে দিন মন্দিরে কুমারী মেরি দেবীর একটা উৎসব সম্পাদিত হইতেছিল। সেই বহুক্ষণব্যাপী উৎসবকালে যদিও লুসিয়ার সুমধুর সঙ্গীতসুধা তাঁহার কর্ণে বর্ষিত হইতেছিল, কিন্তু সে বাতায়ন পুনরায় আর উদ্‌ঘাটিত হইল না। তিনি সে দিন উপাসনান্তে ক্ষুব্ধমনে ভজনালয় হইতে বাহির হইলেন। প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে সেই গ্যালারির সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিয়া লুসিয়াকে

দর্শন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে আর অন্য কোন বাসনা ও অভিলাষ ছিল না। যখন পুনরায় সন্ধ্যাকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইল, তিনি ভজনালয়ে গমন করিয়া তেমনি ব্যগ্রনয়নে সেই বাতায়ন পানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু বাতায়ন যেমন দৃঢ় আবদ্ধ, তেমনি রহিল—আর সে মনোহর মূর্ত্তি সে বাতায়ন-সন্নিধানে আসিয়া উপবেশন করিল না। লুসিয়ার অদ্যকার এই অদর্শনে হয়ত তাহাদের পরস্পরের অনুরাগের বিষয় অপর সন্ন্যাসিনীগণের গোচরীভূত হইয়াছে, এই অনুমান যখন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, তখন তিনি ব্যথিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। হায়! তিনি কি লুসিয়ার দর্শনে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন? তৎপর দিন প্রভাতকালে পুনরায় তিনি নিরাশা-ব্যথিত ম্লান আননে সর্ব্বাগ্রে ভজনালয়ের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধীরচিত্তে ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভজনালয়ের সন্নিকটবাসী জনবৃন্দ যখন প্রাভাতিক উপাসনার জন্য মন্দির-দ্বারে সমবেত হইল, তখন তাহারা ম্লান-মুখশ্রী সেই সম্ভ্রান্ত যুবককে সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া অত্যুৎকট ঐশ্বরিক ভক্তিতে তাঁহার এইরূপ ম্লানতা অনুভব করিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। যখন সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিল, তখন অটাভিনোও তাঁহার প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেদিনও সেই বাতায়ন পূর্ব্বদিনের ন্যায়ই আবদ্ধ রহিল। কিন্তু লুসিয়ার সুস্বর সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেক দিনের ন্যায় সে দিনও তাঁহার কর্ণে মধুর-রূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে লুসিয়ার মনোহর মূর্ত্তি একটি বার দর্শনের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্বও তিনি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু আর কখনও সে মূর্ত্তি তাঁহার নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হইল না। সে দিন হইতে তিনি প্রত্যেক দিন প্রাভাতিক ও সায়াহ্নিক অর্চ্চনাকালে সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে কেবল লুসিয়ার সুস্বর শ্রবণার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নিশীথে অদৃশ্য দেবদূতের কণ্ঠনিঃসৃত গূঢ় রহস্যাত্মক স্তোত্রগীতির ন্যায় সেই অন্তরালবর্ত্তিনী গায়িকার সঙ্গীত শ্রবণ করাই (যে সঙ্গীতধ্বনি সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গীতময় মূর্ত্তির স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিত) তাঁহার একমাত্র সুখের কারণ হইয়া উঠিল। সেই গ্যালারি আসনে উপবেশন করিয়া লুসিয়া তাঁহার নিকটেই অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহার নিশ্বাস-পবিত্রীকৃত বায়ুতে তিনি নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এ চিন্তাও তাঁহার হৃদয়ে গভীরতর আনন্দ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! লুসিয়ার সে সুস্বর সঙ্গীত-শ্রবণানন্দ হইতেও তিনি শীঘ্রই বঞ্চিত হইলেন।

ইহার একমাস পরে একদিন সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে তাঁহার উদ্‌গ্রীব কর্ণে লুসিয়ার অন্তরাল-প্রবাহিত সঙ্গীতধ্বনিও আর সিঞ্চিত হইল না। সে দিন জীবনের এই একমাত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি গভীর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কত দিন তিনি সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানার ভজনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অদৃশ্য সন্ন্যাসিনীর সুস্বর শ্রবণ আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এক্ষণে তিনি একরূপ "মরিয়া" হইয়া উঠিলেন। জীবনের প্রতি তাঁহার আর কোনও মমতা রহিল না। যে কোন প্রকারে তিনি জীবন পরিত্যাগে বদ্ধপরিকর হইলেন। একদিন প্রভাতকালে যখন তিনি সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া নগরের জনতাপূর্ণ স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের বহুসংখ্যক অধিবাসীকে দলে দলে বলগ্না নগরের প্রধান ভজনালয়ে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। কেন তাহারা এরূপ দলে দলে সে ভজনালয়ে সমবেত হইতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনিও উৎসুকচিত্তে সেই বিপুল জনতার অনুসরণে ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে অর্থাৎ একাদশ খৃষ্টাব্দে জিরারডো ডি স্ক্যানাবিচি নামক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলগ্না নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিসপ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বিসপ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে বলগ্না নগরের শাসনভারও অর্পিত হইত। এই সময়েই পবিত্র তীর্থস্থল জেরুজেলম বিধর্ম্মী মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়াছে, এই সংবাদে সমস্ত খ্রীষ্টান ইউরোপভূমি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টানগণের পবিত্র তীর্থস্থানকে বিধর্ম্মী মুসলমানগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পোপ হইতে সামান্য ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক খৃষ্টানুরাগী স্ব স্ব প্রদেশের সাধারণ খৃষ্টান জনগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইতে অবিরত উত্তেজিত করিতেছিলেন। বলগ্না নগরের বিসপ জিরারডি স্ক্যানাবিচি বিশেষ বাগ্মিতাসম্পন্ন এক ধর্ম্মযাজককে বলগ্নার প্রধান ভজনালয়ে নগরবাসিবৃন্দকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান জন্য বক্তৃতা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবার জন্য অন্য বিপুল জনতাস্রোত বলগ্না নগরীর প্রধান ভজনালয়ে প্রবাহিত হইতেছিল। পিটার যখন সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টভক্ত ধর্ম্মোন্মত্ত খৃষ্টানদিগের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধের সপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল, অদ্য বলগ্না নগরীর প্রধান ভজনালয়ে এই ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতায় সমবেত জনবৃন্দ তেমনি অধীর উত্তেজনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ চিহ্নসূচক গৌরবান্বিত ক্রুশ-কাষ্ঠ

গ্রহণ করিল। অটাভিনো জীবন পরিত্যাগের ইহাই মহাসুযোগ ভাবিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহে ধর্ম্মযুদ্ধব্রতে সেই যাজকের নিকট ক্রুশ-কাষ্ঠ দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। "আমি ঈশ্বরের ক্রুশ-কাষ্ঠ বহন করিব" দীক্ষাসময়ে, তাঁহার এই আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এক্ষণে এত দিন কেন তিনি (যাহা তাঁহার নিরাশ প্রেমের প্রতীকারস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিত) তাঁহার মুক্তিদাতার জন্মভূমি উদ্ধারার্থ ধর্ম্মসংগ্রামব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন নাই, তাহাই তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লুসিয়া যেমন সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তিনি তেমনি এক্ষণে ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবনকে ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধগামিচিহ্ন ক্রুশ-কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমান্বিত সৈনিকরূপে চিহ্নিত হইলেন এবং একেবারে তাঁহার সৌন্দর্য্যশালী স্বদেশ, বন্ধুবর্গ ও গৃহ হইতে প্যালেষ্টাইনে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যদিও ইটালীর প্রত্যেক প্রদেশ খৃষ্টের জন্মভূমি উদ্ধারার্থ বহুসংখ্যক সৈনিক ও যোদ্ধৃপুরুষ প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু নব-উদীয়মান জেনোয়া ও ভেনিস নগরীদ্বয়কে ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অধিক তৎপর দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্মাপেক্ষা বাণিজ্য-ব্যাপারে লাভবান্ হইবার অভিসন্ধিই তাহাদের এই তৎপরতার কারণ ছিল। এই সুযোগে তাহারা নাবিক-বিস্তায় অনভিজ্ঞ ভিন্নজাতীয় ধর্ম্মযুদ্ধগামী বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণকে বহু অর্থ বিনিময়ে তরণীসমূহ ভাড়া দিয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এই সঙ্গে তাহারা অবাধ বাণিজ্যের পথ উদ্ঘাটন করিয়া পূর্ব্বদেশজাত বহুমূল্য রেশমি বস্ত্র ও অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যজাত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরবরাহ করিয়া অচিরে অপরিমেয় ধনাগমে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। ইহার পরবর্ত্তী কালে তাহারা যে শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং যে উন্নত রুচি ও সৌষ্ঠবশালিত্বের শ্রেষ্ঠতার জন্য ইউরোপের নগরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে আরব্ধ হয়।

ভেনিসের পক্ষ হইতে অটাভিনো বহুসংখ্যক ধর্ম্মযুদ্ধযাত্রী ব্যক্তির সহিত প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করিলেন। যে দিন সন্ধ্যা বেলা ধর্ম্মযুদ্ধগামী তরণীব্যূহ ভেনিসের খালসমূহ হইতে উন্নতগ্রীব মরালদলের ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করিল, সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সেণ্টক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয় হইতে সন্ধ্যার্চ্চনা সঙ্গীতধ্বনি (যাহা এক সময়ে অটাভিনো উৎফুল্ল আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন) সান্ধ্যনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। সেই সঙ্গীতশ্রবণে

স্বদেশ, বন্ধুবর্গ, স্বদেশের সুন্দর দৃশ্য-রাজি—এ সকলের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি চিরকালের জন্যই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সেই যুবতী সন্ন্যাসিনী, যাহার চরণে তিনি জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার বিরহ-স্মৃতি অতি বিষাদভারে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। অনুকূল বায়ুভরে গমন-শীল তরণীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অধীর ফেণময় সমুদ্রের ঢেউদলের সহিত যুবক বহু উষ্ণ অশ্রুজল মিশাইতে লাগিলেন।

কবির তুলিকায় ধর্ম্মযুদ্ধের যুগ কবিত্ব ও উপন্যাসের সৌন্দর্য্যে চিত্রিত হইয়াছে বটে,কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাসে তাহার কোনও ভিত্তি নাই। ইতিহাস সেই যুগকে চৌর্য্য, অজ্ঞতা ও ক্রুরাই পাশব বৃত্তির যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ধর্ম্ম-যুদ্ধ-যাত্রী অনেকের পক্ষে ইতিহাসের এই যথার্থ উক্তি যে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাব্য-চিত্রিত প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন উন্নত-হৃদয় ধর্ম্মবীরের অসদ্ভাব ছিল না। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মযুদ্ধব্রতে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অটাভিনো যে তরণীর আরোহী হইয়াছিলেন, তাহাতেও কবিচিত্রিত কোমলহৃদয় যোদ্ধৃপুরুষের অসদ্ভাব ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময় অতিবাহন করিবার জন্য নিম্ন-বর্ণিত সঙ্গীত সসম্ভ্রমে গাহিতেছিল :—

স্থাপিনু এ ক্রুশকাষ্ঠ হৃদয়ের পরে,
ত্যজি রাজগৃহ মরি "ফিরিণা* সুন্দরী"
চলিলা প্রণয়ি-সহ দীনযাত্রিসম,
যথা শোভে দূর দেশে প্যালেষ্টিন পুরী।
যুঝিলা বিধর্ম্মি-সহ থাকি নাথ-পাশে।
গৌরবের কার্য্যশেষে একত্রে দোঁহায়
প্রভুপদ-স্পর্শ-ধন্য পূত তীর্থভূমে
লভিলা বিশ্রামশয্যা—চির শান্তিছায়।†

এই সঙ্গীত শুনিয়া অটাভিনো এরূপ মৃত্যুর বিশ্রামলাভ সুমধুর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু লুসিয়া যখন সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে শেষ বিশ্রাম লাভ করিবে, তখন তিনি দূর জেরুজেলম-ভূমের সমাধিতলে চির-নিদ্রিত থাকিবেন, ইহাই কি তাঁহার ভাগ্যে লিখিত হইয়াছে? এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষাদ-ভারে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। না না, তা হইবে না—সুদূর জেরুজেলম-ভূমে বিধাতা তাঁহার শেষ বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। (ক্রমশঃ)

* Fiorina ফিরিণা সুন্দরী।

† এই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গল্প সে সময়ের সকল জাতীয় ধর্ম্ম-যুদ্ধগামী যাত্রিদলের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

অর্থনীতি।

জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন।

জ্ঞা। অর্থনীতিতে ৩টী বিষয় শিক্ষা হয় বলিয়াছি :—(১) অর্থের উৎপত্তি, (২) অর্থের বিভাগ, (৩) অর্থের বিনিময়। প্রথমে অর্থের উৎপত্তি কিরূপে হয় বলি। পৃথিবীর সব লোক "ধন" "ধন" করিয়া পাগল। ধন পাইবার উপায়টা জানা বড় আবশ্যক।

স। আমাদের বাবুরা ত চাকরী ক'রে ধন আনেন। আর কি সহজ উপায় আছে ?

জ্ঞা। চাকরী করিয়া যে ধন পাওয়া যায়, সে অল্প, তাহাতে কোনও লোক মস্ত বড় মানুষ বা কোনও জাতি মহাধনী হইতে পারে না।

স। ব্যবসা বাণিজ্য করে, জমীদারী করেত লোকে বড় মানুষ হয় ?

জ্ঞা। তা ঠিক্। কিন্তু ইহারও কতকগুলি নিয়ম আছে। ধন উৎপত্তির ৩টী উপায় মনে রাখিবে :—(১) স্বভাবদত্ত বস্তু, যেমন জমী, জল প্রভৃতি ; (২) শ্রম, (৩) মুলধন বা পুঁজি।

স। এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দেও। আমিও মনে করি অনেক জমী থাকিলে জমীদার হওয়া যায়। জমীদারেরা বিনা শ্রমে অর্থের কুবের হয়।

জ্ঞা। কেবল জমী থাকিলে ধন হয়, মনে করিও না। জমী যদি পতিত থাকে, পাহাড়ে জঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকে, তাতে কি লাভ ? এদেশে সুন্দরবনে ও মধ্য ভারতবর্ষে কত জমী এইরূপ পতিত আছে। তাহার ভুস্বামীদের আয় অতি সামান্য।

স। তা বটে, জমী চাষ আবাদ করার জন্য লোক চাই।

জ্ঞা। জমী ছাড়া শ্রম একটা জিনিষ। শ্রমের গুণে জমীতে সোণা ফলান যায়। সুন্দরবন আকাট জঙ্গল হয়েছিল, তাতে কিছু লাভ ছিল না ; জমী যত হাসিল হচ্চে, কত শস্য হচ্চে, কত টাকা আসছে। রাণীগঞ্জে কয়লার খনি কত যুগযুগান্ত ধরিয়া মাটীর নীচে পোতা ছিল, পরিশ্রম দ্বারা তাহা উঠাইয়া লইয়া কত রেলগাড়ী চলিতেছে, রন্ধনাদির কত সাহায্য হইতেছে !

স। আচ্ছা, স্বভাবদত্ত আরও অনেক বস্তুত আছে, যেমন সোণারূপা প্রভৃতি ধাতু ও মণিমুক্তা প্রভৃতি রত্ন। এ সকল লইয়াইত ধনীদের ধন ?

জ্ঞা। এ সকল ধন কি সহজে মিলে ? সোণা এক এক স্থানে নদীর তলে বালুকার মধ্যে ধুলার মত থাকে, যেমন সুবর্ণরেখা নদী। অনেক পরিশ্রমে অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া গালাইয়া লইতে হয়। সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা তুলিবার জন্য ডুবুরীরা প্রাণ হাতে করিয়া ডুব দেয়, কত লোক হিংস্র জলজন্তুর কবলে পড়ে।

কাঠ, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে গিয়া বাঘ ভাল্লুকের মুখে কত লোক প্রাণ হারায়। ঈশ্বর স্বভাব বা সৃষ্টিরাজ্যে অনেক মূল্যবান্ বস্তু রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু বিনা শ্রমে তাহা সংগৃহীত বা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না।

স। আচ্ছা, শ্রমত অল্প লোকে করিয়া ধন সংগ্রহ করে, আর অধিকাংশ লোক বসিয়া বসিয়া তাহা ভোগ করে।

জ্ঞা। ধনের মানে লইয়া আবার ভুল করিও না। ধন কেবল টাকা কড়ী, ধা সোণারূপা ও মণি মুক্তা নয়। গো-ধন, শস্য-ধন তোমাকে বলিয়াছি। যে বস্তুর কিছু মূল্য আছে, তাহাই ধন। অনেক লোক অনেক প্রকারে শ্রম করিয়া এইরূপ বিবিধ ধন উৎপন্ন করিতেছে।

স। আচ্ছা, ধন উৎপত্তিতে পরিশ্রম চাই মানিলাম। কিন্তু মূলধনের কি প্রয়োজন? জমী আছে, চাষ করিলাম, শস্য হইল, তাহা বেচিয়া টাকা পাইলাম।

জ্ঞা। জমী ও শ্রমের ন্যায় মূলধন বা কিছু পুঁজি ভিন্ন ধন উৎপন্ন হয় না। যাহারা জমী চাষ করিবে, তাহারা কি খাইয়া করিবে? আর চাষ করিলেই কি রাতারাতি ফসল হইয়া উঠিবে? গাছ তৈয়ার হইতে, শস্য ফলিতে কত মাস গত হয়! তারপর শস্য কাটিতে ও বিক্রয় করিতে কত সময় চাই?

স। টাকা পুঁজি না থাকিলেও খাবার জিনিষ থাকিলেত হয়?

জ্ঞা। ভুলিও না, মূলধন অর্থে কেবল টাকা নয়, যে কোনও বস্তুর মূল্য আছে তাহাই ধন। শস্য ও অন্য খাদ্য দ্রব্যও ধন। এই মূলধন না থাকাতে কত লোকের জমী আছে ও খাটিবার শক্তি আছে, অথচ তাহাদিগকে আহারের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয়। অর্থোৎপাদন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভারতে জমীর অভাব নাই, শ্রমজীবীরও অভাব নাই, অথচ মূলধন অভাবে জাতীয় অর্থের উন্নতি নাই। ইউরোপীয়েরা মূলধন দিয়া এখানে কত কল কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিতেছে!

স। কেন, আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোক ও রাজা রাজড়াদের হাতে কি টাকা নাই? এক একজন ত অর্থের পাহাড়।

জ্ঞা। বলিতে দুঃখ হয়, এদেশের ধনী লোকেরা ধনের ব্যবহার জানেন না। তাঁহারা হয় কৃপণ হইয়া টাকা গাদি করিয়া রাখেন, শেষে চোর দস্যুতে লুটিয়া নেয়। আর তা না হয় অপব্যয়ে টাকা ফুঁকিয়া দেন। টাকা বাঁচাইয়া তাহা অর্থ উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিলে তবে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

রসায়ন-বিদ্যা।

কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড বা কার্ব্বণিক এসিড বা দ্যম্ল অঙ্গার।

চিহ্ন CO_2 ; মৌলিক গুরুত্ব ৪৪।

ইতিহাস—১৭৫৭ খৃঃঅব্দে ব্ল্যাক (Black) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন ; তিনি ইহাকে স্থায়ী বায়ু (Fixed Air) কহিতেন।

শতাংশিকের ০° উষ্ণতায় ৭৬০ মিলি-মিটর তাপে ১১.১৯ লাইটর CO_2 ভার ২২ গ্রাম, অতএব ইহা সম-আয়তন হাইড্রো-জেন অপেক্ষা ২২গুণ ভারী।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় ১০,০০০ লাইটর বায়ুতে প্রায় ৪ লাইটার এই গ্যাস বিদ্যমান আছে। প্রাণীদিগের নিশ্বাস সহকারে ইহা বহির্গত হয়। অন্ধকারে বৃক্ষাদি হইতেও ইহা বহির্গত হয়। অগ্নি-স্থানে উদ্ভিদাদিদাহে ইহা উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদিক পদার্থ পচিলেও ইহা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে এবং আগ্নেয়গিরির গুহা হইতে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। সংযুক্ত অবস্থায় ইহা জলে, সুরাবিশেষের বোতলে, চা খড়ি, মার্ব্বেল প্রস্তর, প্রবাল ও শঙ্খাদিতে আছে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ ; ঈষৎ অম্লাস্বাদ ; ঘ্রাণে অম্লরস অনুভূত হয় ; ইহা না দাহক না দাহ্য, পরন্তু অগ্নি-নির্ব্বাপক। ইহা বিষধর্ম্মী, যবক্ষার-জলমধ্যে কোনও প্রাণী নিমজ্জিত হইলে সে অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যায়। কিন্তু অক্সিজেন সহযোগে কার্ব্বণিক এসিড প্রশ্বসিত হইলেও অনিষ্ট হয়। ইহা উদ্ভিদ উৎপত্তির প্রধান উপাদান। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫২৯। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনা যায়। ইহা ৫৪০ পাউণ্ড বায়ুর চাপে তরল হয়, ০°শ শৈত্যে ও ৩৬ গুণ বায়ুর চাপে তরল হয়। কিয়ৎপরিমাণে চাপ অপসারিত করিলে তরল কার্ব্বণিক এসিডের কিয়দংশ তৎ-ক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া যায়, অবশিষ্টটুকু জমিয়া কঠিন হয়। ফুসফুস (Lungs) পরিত্যক্ত ১০০ পাউণ্ড বায়ুতে ৩.৫ পাউণ্ড CO_2 থাকে। ইহা জলে দ্রব হয়। ১০০ পাউণ্ড জলে ১০০ পাউণ্ড দ্রব হয়। চাপ দ্বারা ঘনীভূত করিলেও সম-আয়তন জলে সমান দ্রব হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে চাপ উঠাইয়া লইলেই অতিরিক্ত CO_2 বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কার্ব্বণিক এসিড-দ্রবীভূত জল খাইলে শরীর স্নিগ্ধ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। যাহা সোডা ওয়াটার বলিয়া আমরা পান করি, তাহা ঘনীভূত CO_2 দ্রবীভূত জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিমিত্ত বোতলের কাক খুলিবা-মাত্র অতিরিক্ত CO_2 বুদবুদ আকারে

উদ্গত হয়। কূপতলে ও পাথুরিয়া কয়লার খনিতে কখন কখন এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে শীত নিবারণ জন্য অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে কয়লা জ্বালাইয়া নিদ্রা যাওয়াতে অনেক সময়ে ইহার আধিক্য নিবন্ধন জীবন নষ্ট হইয়াছে। এ দেশে অবরুদ্ধ সূতিকাগৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালাইবার প্রথায় যে অনিষ্ট হয়, তাহা লোকে অতি অল্প বুঝিয়া থাকে। ফলতঃ অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালা অথবা একত্রে অধিক লোক নিদ্রা যাওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। দ্রাম্ল-অঙ্গার বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য গৃহের মেজের উপর সঞ্চরণ করে, অতএব মেজের উপর শয়ন না করিয়া খট্টাদির উপর শয়ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে তত্রত্য বায়ুর শত করা ১০ ভাগ CO_2 সঞ্চিত হয়, তথায় অবস্থান করা উচিত নহে। নাট্য-গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম-স্থলে দ্রাম্ল-অঙ্গারের আধিক্য বশতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদেরা বায়ুস্থ দ্রাম্ল-অঙ্গার হইতে C গ্রহণ করে ও O_2 পরিত্যাগ করে; এবং সেই O মনুষ্যেরা গ্রহণ করিয়া CO_2 পরিত্যাগ করে। সুতরাং মনুষ্যাদিগের শ্বাসের সহিত বৃক্ষ-দিগের শ্বাসের পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বৃক্ষেরা যে কার্ব্বণ গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা—একটী কলসের খানিক জল পূর্ণ করিয়া উহার মুখ এই গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করুন ইত্যাদি বায়ুতে দেখ। বৃক্ষগণ বায়ু হইতে C গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা কোন ফ্লানেলের উপর শরিষা বীজ ইত্যাদি বায়ুতে দেখ।

প্রস্তুতপ্রণালী—

১। কোন কার্ব্বণেটের (Carbonate) উপর বীর্য্যবান্ এসিড ঢালিলে CO_2 উৎপন্ন হয়। সচরাচর হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid) ফুলখড়ি ($CaCO_3$) দ্রব করিয়া কার্ব্বণিক এসিড প্রস্তুত করে:—যথা $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$.

২। অঙ্গারকে বায়ুমধ্যে বা অম্লজান মধ্যে দগ্ধ করিলে ইহা উৎপন্ন হয়।

৩। অগ্নিদাহকালে (Combustion), মনুষ্য ও জন্তুর নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে, সকল বস্তুর পচন দ্বারা এবং বীজ সকলের অঙ্কুরোৎপত্তিকালে CO_2 উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা—

১। কার্ব্বণ-পূর্ণ কোন বোতল বায়ু-পূর্ণ কোন বোতলের মধ্যে স্থাপন করিলে গুরুতা-প্রযুক্ত উপরিস্থিত বোতলের CO_2 নিম্নের বোতলে পড়িবে; এবং উপরের বোতলের বায়ু উপরে আসিবে। তখন কোনও জ্বলন্ত দীপশিখা উপরের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে জ্বলিবে, নীচের বোতলে দিলে নিবিয়া যাইবে।

২। কোন দীপশিখার উপর কার্ব্বণিক এসিড-পূর্ণ বোতল ধরিলে দীপনির্ব্বাণ হইবে।

৩। ইহা নীল লিটমস্ কাগজকে লোহিত করে।

৪। চূণের জলকে দুগ্ধবৎ সাদা করে।

৫। CO২ পূর্ণ বোতলের মধ্যে কোনও জন্তু নিমগ্ন করিলে মরিয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

কবিতা-বিন্দু।

১। মধুপুর।

এইত নন্দনবন সুর-অঙ্গনার,
ফুটিছে মহুয়া গাছে পারিজাত ফুল,
"পত্তরো"* প্রবাহে বহে মন্দাকিনী-ধার,
অনন্ত বসন্তানিলে পরাণ আকুল!
এ রাঙ্গা মাটীতে কার রাঙ্গা পা দুখানি
যুগযুগান্তর আগে পলকের তরে
রেখেছিল, আ'জ তাই মনে অনুমানি
শিহরিছে শাল বন পর্ব্বতে—প্রান্তরে!
অগণ্য মৈনাকসম ক্ষুদ্র গিরিমালা
ঘিরে আছে চারিদিকে জাগ্রত প্রহরী,
জন-কোলাহল ত্যজি শান্তি দেববালা
বিরাজে এ বনভূমে রাজরাজেশ্বরী!
শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থগণ বসি পদছায়
আলাময় জীবনের যাতনা জুড়ায়।

২। গিরিধি।

আঁধারে আলোক ফোটে যাঁর করুণায়,
যাঁর করুণায় বহে যমুনা জাহ্নবী,
পাহাড়ে এ পুষ্পবন তাঁরি মহিমায়,
চরণে প্রণাম তাঁর করে দীন কবি!
প্রকৃতি আপন করে প্রেম-তুলিকায়
আঁকিয়া রেখেছে এই চারু চিত্রপট,
ভাসিছে শান্তির রাজ্য সৌন্দর্য্য বন্যায়
লাবণ্যের লীলাভূমি বরাকর-তট!
গিরিধির গিরিশৃঙ্গে দেববালাগণ
প্রতিদিন আসে যায় মাখিয়া চরণে
সায়াহ্ন-রবির রক্ত অলক্ত কিরণ,
হাসে তাই চারিদিক কাঞ্চনবরণে!
এ সৌন্দর্য্য—এ লাবণ্য হেরিলে নয়নে,
আলয়ে ফিরিতে আর নাহি লয় মনে।

৩। দেওঘর।

(দেবগৃহ বা বৈদ্যনাথ।)

অনাদরে অনিয়মে হেলা উপেক্ষায়,
হারায়েছি যেই রত্ন বঙ্গে নিজবাসে,
সেই স্বাস্থ্য,—সে সম্পদ খুঁজিতে হেথায়
আসিয়াছি দেবগৃহ! তব পদপাশে।
শুনেছি মায়ের মত তুমি সযতনে
মুছাইয়া দেও যত ধুলামাটী ছাই,
রোগ শোক তাপ তব কর-পরশনে
থাকিতে পারে না দেহে, শুনিবারে
পাই।

অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া যতনে
আসিয়াছি তাই তব চরণছায়ায়,—
বঞ্চিত ক'রোনা কৃপাকণা বিতরণে,
কলঙ্ক রটে না যেন দেব-মহিমায়!
দেবগৃহ, পুণ্যভূমি, দেবনিকেতন
দরিদ্রের মনোবাঞ্ছা করিও পূরণ।

২০-১০-০৪

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ্র।

---

* মধুপুরের পাদদেশবাহী ক্ষুদ্র নদ।

সতীপঞ্চক।*

১। পদ্মা।

পদ্মা অনরণ্যনামক রাজার কন্যা। ইনি সুন্দরী, সুশীলা, প্রিয়ভাষিণী, শুদ্ধা ও বিদ্যাবতী ছিলেন। একদা পুষ্পভদ্রা নদীতে স্নান করিবার সময় তিনি পিপ্পলাদ-নামক মুনির দৃষ্টিতে পতিত হন। মুনি জরাজীর্ণ জটাবল্কলধারী তাপস, কিন্তু রাজকন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উন্মত্ত হন। তিনি স্বয়ং রাজার নিকটে আসিয়া কন্যার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করেন এবং না দিলে শাপে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভস্মসাৎ করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। রাজার এই একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যা। রাজা ও রাণী উভয়েই মুনিবরের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক্ ও ভয়বিহ্বল। কিন্তু কর্ত্তব্যবিষয়ে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন "কন্যা ষোড়শী, স্বয়ংবরের উপযুক্ত, তাঁহার মত লওয়া হউক।" সকলের বিশ্বাস, এ অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজকুমারী কখনই মত দিবেন না। সুলোচনানাম্নী দাসী তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। পদ্মা পিপ্পলাদ ঋষির সেবার অধিকারিণী হইয়াছেন জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মানিলেন এবং যাহাতে সত্বরই বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। উদ্বাহক্রিয়া যথা-বিধানে সম্পন্ন হইল। পদ্মা আপনার দিব্য-পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণ সকল দরিদ্র-দিগকে বিলাইয়া দিয়া জটা বল্কল ধারণ-পূর্ব্বক পতির সহিত অরণ্যবাসিনী হইলেন। এই ঘটনায় রাজা বনবাসী এবং রাণী শোকে মর্ম্মাহত হইয়া গতাসু হইলেন।

কিছু দিন অতীত হইলে পর, কথিত আছে, ধর্ম্ম এক সুন্দর রাজার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আইসেন এবং তাঁহার রূপগুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বৃদ্ধ পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিতে বলেন। পদ্মা কোপজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "দূর হ নৃপাধম, এরূপ পাপ কথা পুনরায় বলিলে ভস্ম হইবি। তোর বলিতে লজ্জা হয় না, মুনিশ্রেষ্ঠ পিপ্পলাদকে বর্জ্জন করিয়া তোর ন্যায় স্ত্রী-জিত কামান্ধকে ভজনা করিব? আমার শাপে কামের দ্বারা তোর ক্ষয় হইবে।" ধর্ম্ম তখন নিজ পরিচয় দিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করি-লেন এবং তিনি কু-অভিপ্রায়ে আসেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পদ্মা বলিলেন "তুমি ধর্ম্ম, তোমার নাশে সৃষ্টিনাশ। কিন্তু সতীবাক্য অলঙ্ঘ্য। তুমি নিষ্কাম হইয়া সত্যযুগে পূর্ণাঙ্গ থাকিবে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে উত্তরোত্তর কামাতিশয্যে তোমার এক, দুই ও তিন পাদ ক্ষয় হইবে। কলির

* সতী-শতক হইতে সংগৃহীত।

শেষে সত্যযুগের আগমনে তুমি পুনরায় পূর্ণাঙ্গ হইবে। ধর্ম্ম কোন্ কোন্ স্থলে থাকিবেন, না থাকিবেন সতী তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মের বরে বৃদ্ধ পিপ্পলাদ মুনি নব যৌবন ও দিব্যরূপ লাভ করিলেন এবং পদ্মা সৌভাগ্যবতী ও বহুপুত্রবতী হইয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সহিত সুখে যাপন করিলেন।

২। ধন্যা।

ধন্যা বিদেহরাজ জনকের সহধর্ম্মিণী। তিনি স্বামীর ন্যায় সংসারে অনাসক্তা ও ভোগবাসনা-বিবর্জ্জিতা ছিলেন। জনক বহু সময় তপস্যা ও ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নীও উপবাসী থাকিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন। পরে স্বামী যখন আহার করিতেন, তিনি তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেন। পতির প্রসাদ ভিন্ন তিনি আর কিছু আহার করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি সমান স্নেহবতী ছিলেন। জনককন্যা সীতা তাঁহার গর্ভজাতা না হইলেও তিনি তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার লালনপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে স্বামীর অনুমতি লইয়া তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

৩। সুকন্যা।

সূর্য্যবংশের রাজা শর্য্যাতির চারি সহস্র পত্নী থাকিলেও একমাত্র সন্তান। ইনি অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী এবং সকলের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। রাজধানীর সন্নিকটস্থ এক সরোবর-তীরে ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষি বহুকাল ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন, ইহাতে তাঁহার শরীর বল্মীকসমাচ্ছন্ন হয়। রাজা একদিন পত্নীগণসহ সেই সরোবরে জলক্রীড়ায় রত, সুকন্যা সখীগণসহ তীরদেশে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। মাটির ঢিবির ভিতর মুনির চক্ষু দুটি জ্বলিতেছিল। অবোধ রাজকুমারী জোনাকী পোকা জ্বলিতেছে মনে করিয়া কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, পরে মুনির চিৎকারে ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলেন।

এই দুর্ঘটনায় অমাত্য ও সৈন্যগণ সহ রাজার মল মূত্রাদি হঠাৎ বন্ধ হইয়া মহাযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ইহা মুনির প্রতি অবহেলনের ফল অনুমান করিয়া রাজা একে একে সকলকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহার নিকট কোনও সন্ধান পাইলেন না। এমন সময় সুকন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিলেন। রাজা কন্যার প্রতি মুনির ক্রোধ সম্বরণের জন্য অনেক স্তবস্তুতি করিলে তিনি বলিলেন "আমি কাহার প্রতি রাগ করি নাই। তবে অন্ধ হইলাম, আমার পরিচর্য্যা করিবে কে?" রাজা বলিলেন "আপনার সেবার্থ বহু দাসদাসী নিযুক্ত করিব।" মুনি বলিলেন "তাহাতে তপোবিঘ্ন হইবে। আপনার কন্যাটিকে আমাকে দিলেই সন্তুষ্ট হইব।" মন্ত্রিবর্গসহ রাজাকে মহা-

চিন্তাকুল দেখিয়া সুকন্যা পিতৃচরণে নিবেদন করিলেন "আমি মুনিবরকে দারুণ কষ্ট দিয়াছি, আমিই আত্মসেবা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন্।" রাজা রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কন্যাকে এরূপ পাত্রে দান করিতে অস্বীকৃত। অবশেষে কন্যার দৃঢ়পণ দেখিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন রাজধানীস্থ সকল লোক সুস্থ হইল। সুকন্যা সন্ন্যাসিনী-বেশে পতিসহ বন গমন করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সেবায় মুনির আর কোনও অভাব রহিল না। রাজকন্যার অদ্ভুত পতিনিষ্ঠা দেখিয়া স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে ছলিতে আসিলেন। তাঁহারা অনেক প্ররোচনা-বাক্যে মুনি হইতে তাঁহার মন টলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন "আমাদের দুইজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা স্বামিরূপে বরণ কর, চিরসুখী হইবে।" সুকন্যা বলিলেন "আপনারা দেবতা হইয়া আমাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কুলটা হইতে বলিতেছেন ? শীঘ্র দূরে যাউন, নতুবা অভিসম্পাত করিব।" অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সতীত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধ স্বামীকে রূপযৌবনসম্পন্ন সুপুরুষ করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে রাজা শর্য্যাতির ইচ্ছা হইল পত্নীসহ বনবাসিনী কন্যাকে দেখিয়া আসেন। তিনি বনমধ্যে এক সুন্দর যুবাপুরুষের সহিত সুকন্যার মিলন দেখিয়া সে দুশ্চরিত্রা হইয়া গিয়াছে, স্থির করিলেন এবং অতি তীব্র ভাষায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সুকন্যা তাঁহার চরণে পড়িয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মুনিবরও সাক্ষ্যদান করিয়া সন্দেহভঞ্জন করাতে রাজা ও রাণী সুস্থির হইলেন এবং কন্যার সতীত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪। রেণুকা।

রেণুকা যমদগ্নি ঋষির পত্নী ও পরশু-রামের জননী। পরশুরাম যখন পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যমদগ্নিকে নিহত করেন। মুনির আশ্রমে এক কামধেনু ছিল, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজা সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যান। পরে তিনি দত্তাত্রেয় হইতে শক্তিলাভ করিয়া যমদগ্নির নিধন সাধনপূর্ব্বক কামধেনু হরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া পরশুরাম ক্রোধে অগ্নি-অবতার হইয়া মাতার নিকটস্থ হইলেন। মাতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনি পতির সহমৃতা হইলেন। মাতার নিষেধ সত্ত্বেও পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

৫। চন্দ্রবতী।

ইনি কুশদ্বীপের ত্রিভুবন-বিজয়ী দানবেশ্বর ঘোরের পত্নী। ঘোর বহুকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী এ সময় ব্রহ্মচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া ছিলেন। পরে স্বামী গৃহে ফিরিলে তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ বহুবিধ অনুষ্ঠান করেন। দৈত্যরাজ অতি ধার্ম্মিক ও রাজধর্ম্মপালনে সুদক্ষ ছিলেন। চন্দ্রবতী পতির ধর্ম্ম বা কর্ম্মের বিরোধিনী না হইয়া তাঁহার চিরসহায় ছিলেন। এক সময় রাজকুমার বজ্রদণ্ড পিতাকে অন্যরাজ্য জয়ার্থ উত্তেজিত করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন না এবং দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য পুত্রকে উপদেশ দেন। পুত্র কিছুতেই জিদ্ পরিত্যাগ না করাতে তিনি নিজে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের অনুমতি দান করেন। পরে বজ্রদণ্ড ত্রিপুর রাজ্য জয় করেন। দৈত্যরাজ ঘোরের তপঃপ্রভাবে দেবগণ ভীত। তাঁহারা ইঁহাকে বিপথ-গামী করিবার জন্য দেবর্ষি নারদকে আপনাদের দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। নারদ ধর্ম্মচ্ছলে তাঁহাকে অধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ঘোর বার বার নারদের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দানব-মনের দুর্ব্বলতা এবং কুমন্ত্রণার মোহিনী শক্তির প্রভাবে তিনি অবশেষে সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পাপে ও ভোগবিলাসে যুক্ত হইলেন। চন্দ্রবতী তাঁহাকে সুপথে পুনরায় আনিবার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং প্রধান মন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহাকে অনেক প্রকার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু কিছুতেই রাজার চৈতন্য হইল না দেখিয়া রোদন-পরায়ণ হইলেন। এদিকে সতীবাক্য হেলনপূর্ব্বক ঘোর দানব দুর্গাদেবীকে হরণ করিবার মানসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বালক ধর্ম্মার্থীদিগের প্রতি।

দশ বিধি।

১। প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা করিবে।

২। প্রতিদিন ভক্তিভাবে গুরুজনের সেবা করিবে।

৩। ভাই ভগিনী ও বয়স্যদিগের প্রতি স্নেহ ও প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করিবে।

৪। দুঃখীদিগকে দয়া করিবে ও সাধ্যানুসারে সকলের উপকার করিবে।

৫। পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতির জন্য একমনে চেষ্টা করিবে।

৬। প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা করিয়া আপনার দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করিবে

এবং পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

৭। ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন (অর্থ, সময় ও আর আর জিনিষ) তাহার সদ্ব্যবহার করিবে।

৮। শরীর, বাক্য ও মন পবিত্র রাখিবে।

৯। সন্তোষ ও ধৈর্য্যের সহিত জীবনের সকল কর্ত্তব্য সাধন করিবে।

১০। সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খল হইবে। যেখানকার জিনিষ, তাহা সেইখানে রাখিবে।

দশ নিষেধ।

১। মিথ্যা কথা, কটু কথা ও অশ্লীল কথা কহিও না।

২। ঝগড়া বিবাদ করিও না।

৩। গুরুজনের অবাধ্য হইও না।

৪। আলস্যে সময় কাটাইও না।

৫। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিও না।

৬। কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও না।

৭। অন্যের দ্রব্যে লোভ করিও না।

৮। মনে মনেও কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট-চিন্তা করিও না।

৯। শরীরকে অপবিত্র করিও না।

১০। কোন প্রকার ব্যসন বা নেসা করিও না।

সাহাকুলের দুই রাণী।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ক্ষত্রিয়সমাজে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিপ্রবর্গমধ্যে, দক্ষিণাবর্ত্তের বৈশ্যবর্ণে এবং বঙ্গদেশের গন্ধবণিক্, মাঝি, ভাস্কর প্রভৃতি হিন্দু জাতির উপাধিতে "সাহা" শব্দ ব্যবহৃত ও প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা প্রদেশে সাধারণতঃ শৌণ্ডিক জাতিই সাহা নামে বিশেষরূপে পরিচিত। কিন্তু মদ্যব্যবসায়ী শুঁড়ির সাহা উপাধির উচ্চারণ ও লিখন এতদুভয়েই ভ্রম দৃষ্ট হয়; শুঁড়ির প্রকৃত উপাধি স্বাহা। ঋক্, যজু প্রভৃতি চারিবেদে অগ্নিপত্নী "স্বাহা" নামে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিতা হইয়াছেন। বৈশ্বানর-সহধর্ম্মিণীর ইহাই যথার্থ নাম। মদ্য অত্যন্ত প্রজ্বলনশীল, এজন্য মদ্যপ্রস্তুতকারী ও মদ্যবিক্রেতৃগণ সাধারণতঃ স্বাহাপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে, ইহারই অপভ্রংশ স্বাহা। কিন্তু "সাহা" যাহাদিগের উপাধি, তাহারা বৈশ্যবর্ণভুক্ত এবং বণিক্ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গে বৈশ্য সাহাদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ধনবান্, সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ বণিক্, জমিদার এবং প্রতাপশালী। সাহাদিগের অনেক পুণ্যচেতা পুরুষের এবং ধার্ম্মিকা রমণীর কীর্ত্তি, সদ্গুণ ও সৎকর্ম্মের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাহাকুলের

মুখোজ্জ্বলকারী এক ধনাঢ্য ও পুণ্যশীল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐ গৃহস্থ-প্রাসাদের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ দুইটী হিন্দুরমণী বা রাণীর পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দুবলহাটী রাজবংশ সাহা-বণিক্-সমাজের প্রধান অলঙ্কার। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে দুবলহাটী প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রখ্যাতা পদ্মা নদীর পুর্ব্বোপকূলস্থ যজ্ঞেশ্বর-পুরনিবাসী জগৎরাম রায় নামক এক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথিত আছে, ইনি লবণ, সোহাগা, রসাঞ্জন, ধান্য, শর্ষপ প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জগৎরাম বাবু এক দিবস নৌকাযোগে ব্যবসা-স্থলে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া নদীমধ্যে বিষম বিপদে পতিত হন, এবং অতি কষ্টে সায়ংকালে কশ্‌বা-নামক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশিযাপন করেন। জগৎ রায় বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভীরু, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব সুন্দর এবং মনের প্রবৃত্তি সাধুজনোচিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, কেহ কেহ কহেন তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। অর্দ্ধরাত্রে তিনি গভীর ধ্যানাবস্থায় দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ভগবান্ যেন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া অনুজ্ঞা করিতেছেন "হে বৎস! তুমি এই সুশোভন ও সুজনপূর্ণ পল্লীতে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও।" ভগবদ্‌বাক্যে জগৎরামের অটল ভক্তি ছিল, প্রত্যাদেশে তিনি বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং সত্বর ঐ গ্রামে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ দেবালয় অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া জগৎরামের প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তির এবং উপাসনা-প্রবৃত্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মন্দিরে এখন "রাজরাজেশ্বরী"-নাম্নী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই মূর্ত্তি জগৎরামের সমসাময়িক নহে, ইহা তাঁহার দেহান্তরের পরে স্থাপিত। অপর কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহার উৎসর্গ ও প্রতিষ্ঠার সময় "রাজরাজেশ্বরী" মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ দেবীকে তিনি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। যাহা হউক ধার্ম্মিক জগৎরাম কিয়ৎকাল মধ্যে বিশেষ বিক্রমী ও বিত্তশালী পুরুষরূপে পরিণত হইয়া জমিদারী ক্রয় করেন। ক্রমে পঞ্চবিংশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া বিস্তৃত সম্পত্তির সূত্রপাত করেন। মুসলমান সম্রাটেরা ইহা অবগত হইয়া জগৎরামের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করায়, জগৎরাম রায় তাহাতে অণুমাত্র আপত্তি না করিয়া রাজভক্তিসহকারে দেশাধিপতি মুসলমান নরপতিকে কর প্রদান করিতে থাকেন। সম্রাট্‌প্রবর ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষসহ জগৎরামকে "তুরী

(১) "সিদ্ধান্ত সমুদ্র", ষষ্ঠ খণ্ড—৬৬ পৃষ্ঠা।

ও ডঙ্কা" ব্যবহারের অনুমতি দেন। তৎকালে তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করা নিতান্ত সম্মানের নিদর্শন ছিল। ক্রমে নহবৎ রাখিবার অনুমতিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট্‌-কুলতিলক সাহাজানের সমসাময়িক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুরাম রায়কে সমুদয় সম্পত্তির সাত আনা অংশ প্রদান করিয়া নিজে নয় আনা গ্রহণপূর্ব্বক মৈনাম নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ রঘুরাম দুবলহাটী পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অল্পকালমধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশ লুপ্ত হয়, রঘুরামের বংশধরগণ আজও দুবলহাটীতে বর্ত্তমান আছেন। লর্ড কর্ণোয়ালিশের শাসনকালে রাজা কৃষ্ণনাথ দুবলহাটী জমিদারীর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান হইয়া স্বর্গবাসী হইলে পর ইহাঁর বিধবা পত্নী যাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হরনাথ রায়চৌধুরী। খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি গ্রহণ করিবার সময়ে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহাঁর বহুল পুণ্য কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে প্রজা সাধারণের বিশেষ সাহায্য করেন, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্ব্যতীত কলিকাতার ইডেন হিন্দু হষ্টেল, পশুশালা, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতির জন্য অনেক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর, জেলার বৃটীষ কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রার্থনায় এবং মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধে নূতন মহকুমার কাছারী বাটীর জন্য বিস্তৃত ভূমি বিনামূল্যে দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সুখ্যাতির পাত্র হন। সরকারী জেলা স্কুলের উন্নতির জন্য বার্ষিক পঞ্চ সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাবাহাদুর তদঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারণ-পক্ষে প্রকৃষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার জন্য তিনি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, চিররোগী প্রভৃতির অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতাল এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সদাশয় মহাত্মার যত্নে ও ব্যয়ে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বদান্যবর রাজা বাহাদুরের স্বর্গগমনের পরে তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণী রাণী শ্যামাসুন্দরী ও রাণী উমাসুন্দরী মহাশয়াদিগের দ্বারাই দুবলহাটীর বিস্তৃত জমিদারী সুযোগ্যতাসহ পরিচালিত হইতেছে। রাজ-সম্বন্ধী প্রবীণ সুদক্ষ দেওয়ান বাবু শশিভূষণ রায় রাজার জীবৎকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্যভার যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, বিজ্ঞতা ও অনুরাগের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তিনি অগণ্যধন্যবাদার্হ। এক রাণী তাঁহার সহোদরা এবং রাজকুমারদ্বয় তাঁহারই

পুত্র। এক্ষণে উভয় রাণীই পরস্পর সহোদরাতুল্য সদ্ভাবে জীবন কাটাইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। রাজকুমারদ্বয়ের নাম—বরদাকুমার এবং কঙ্কননাথ। মহামান্য ছোটলাট সার চার্লস্ ইলিয়ট বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে রাণী মহোদয়াদ্বয় "ইলিয়ট দীঘি" নামক এক বিস্তৃত সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। এই দীর্ঘিকা দ্বারা বহুলোকের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। ইহাঁরা চিকিৎসালয়ের জন্য নূতন ও প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া অনেক দরিদ্র ও পীড়িত নরনারীর উপকার সাধন করিয়াছেন। রাজসাহীর জুবিলী টেক্নিকাল ইনষ্টিটিউট, দুবলহাটীর এন্‌ট্রান্স স্কুল,দুর্ভিক্ষকালে বহুসংখ্যক মানবের প্রাণদান, বহু অতিথির সেবা, অগণ্য দীন দুঃখীর প্রতিপালন প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যের জন্য রাণী মহোদয়াদ্বয় গবর্ণমেণ্টসমীপে এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিতা। দুঃখের বিষয় এই, বাবু সতীশচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় সমাজ" পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠায় দুবলহাটীর সাহাবণিক্ জাতীয় শুদ্ধাচারিণী বৈশ্যবর্ণা রাণী মহাশয়াদিগকে ভ্রমক্রমে শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) জাতির অন্তর্ভুক্তা করিয়া দিয়াছেন। সতীশ বাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাঁহার বিষম ভ্রমের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ১৮৯১ অব্দের সেন্‌সস রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও এই রাজবংশকে বণিক্ অর্থাৎ বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশের পুরুষ লেখকেরা অনেক সময়ে সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, পরোপকারিণী এবং সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতা রমণীদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এদেশের সমাজ এরূপ ভাবে গঠিত যে, উচ্চকে নীচশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিলে উচ্চের মনে বজ্র অপেক্ষা অধিকতর বেদনা উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে লেখকদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার শেষ বিবরণ।

মান সরোবর হইতে পাণিঘাট নামক স্থানের মধ্য দিয়া এবং একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া লোহবন নামক স্থানে যাত্রা রহিল। এখানে একটী কুণ্ড এবং গোপীনাথজী নামক বিগ্রহ দর্শন আছে। এখানে একদিন যাত্রা থাকিয়া পরদিন একটি গ্রামের মধ্য দিয়া আনন্দী বিনোন্দী নামক দেবী দর্শন করিয়া এবং তথাকার কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া দাউজী নামক

স্থানে যাত্রা থাকে। এখানে ক্ষীরসাগর-নামক একটী কুণ্ড এবং দাউজী অর্থাৎ বলদেবজীর প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য ও মনোহর মূর্ত্তি এবং তৎপত্নী রেবতী জীউয়ের তৎপরিমাণ সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এ স্থানটী একটী সহরের মত বোধ হয়। প্রতিদিন দেবদর্শনে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া থাকে এবং মহাসমারোহে পূজাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। নানাবিধ ভোগের সামগ্রীর মধ্যে মাখন মিশ্রি ভোগই এখানকার প্রসিদ্ধ। গোঁসাইয়ের যাত্রা এখানে ৩ দিন থাকে এবং মহামহোৎসবের সহিত কাঙ্গালী প্রভৃতির ভোজ হয়। এখান হইতে যাত্রা উঠিয়া একটী গ্রামের মধ্য দিয়া বা বাঁধা সড়ক দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যমুনার ধার দিয়া যাত্রা চলে। পরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটনামক ঘাটে স্নানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুরাতন গোকুল, এক্ষণে যাহার নাম মহাবন হইয়াছে, তথায় গিয়া যাত্রা থাকে। মহাবনের অতি নিকটেই ব্রহ্মাণ্ডঘাট। ব্রজবাসিগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোমতীকে এই-স্থানে বদনমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। এখানে মাখনমাটির দলা বিক্রয় হয়। বাস্তবিক সে মাটি খাইতেও সুস্বাদ লাগে এবং মুখে মিলাইয়া যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ব্রহ্মাণ্ডবিহারী নামে যুগল-মূর্ত্তি, একটি শিবলিঙ্গ এবং হনুমানজী ও কতকগুলি চিত্র দর্শন আছে। এখানকার সকল দর্শনই সুদৃশ্য এবং মনোহর। আর ব্রজবাসী বলেন, এই পুরাতন গোকুল অর্থাৎ মহাবনই শ্রীশ্রীনন্দ মহারাজের আদি বাসস্থান। বহুকালের প্রাচীন ইষ্টকপ্রস্তরাদিনির্ম্মিত অতি উচ্চ উচ্চ টিলার ন্যায় ভিত্তি সকল অদ্যাপিও বিরাজমান হইয়া অতীত কালের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রজবাসিগণ বলেন এই সকল নন্দবাবার গৃহভিত্তি। এই সকল উচ্চ উচ্চ টিলার উপরে নানা প্রকার দর্শন আছে। তন্মধ্যে কোনটীতে যোগমায়ার জন্মস্থান অথবা মা যশোদার সূতিকাগার, কোনটিতে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল, কোনটীতে গর্গাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, ইত্যাদি অনেক দর্শন আছে। ইহার মধ্যে অতি দীর্ঘ একটী দালানের মধ্যে ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগকে লইয়া বড় আনন্দ করে—বলে এইস্থানে মা যশোদা আপন বালককে ঝাউবনে হাউ দেখাইয়াছিলেন; তোমরা বল ঝাউ-বনে হাউ, ঝাউ বনে হাউ এবং সকল যাত্রিগণ তাহাই বলে, আবার কোন স্থানে বলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চাঁদ দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, চাঁদ ডাকিয়া তোমরা নৃত্য কর; আর অমনি সকল যাত্রী চাঁদ আয় চাঁদ আয় বলিয়া নাচিতে থাকে। আবার কোন স্থানে বলে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ করিয়া হাস্য করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিলেন, তোমরাও হাস্য করিয়া বেড়াও। অমনি বহুতর যাত্রী "হা হা" রবে উচ্চহাস্য করিয়া বৃহৎ দালানের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বাস্তবিক তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই

প্রকার চারিটা থাম্বা অর্থাৎ খুঁটি দেখাইয়া বলে, এই চারিযুগের চারি থাম্বা দর্শন স্পর্শন কর, পয়সা দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রজবাসিগণ আরও অনেক স্থান দর্শন করায়। এখানে পুতনাথাল এবং নন্দবাবার নবলক্ষ গাভীর গোবরটীলা, দাউজী, নারদজী, ছিদাম সুদাম সত্যনারায়ণ প্রভৃতি অনেক দর্শন আছে। আর এখানে একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। দর্শনাদি করিয়া এক রাত্রি এখানে থাকিয়া পরদিন নূতন গোকুলে যাত্রা যায়। এ স্থানটী যমুনার ধারে সুশোভন মথুরা সহরের ন্যায় বোধ হয় এবং গোকুলবাসিগণ প্রায় সকলেই ধনবান্ এবং সভ্যতাসম্পন্ন। এখানে অনেক আড়ত দোকান পসার, বাজার ও সদাব্রত আছে। এখানে যমুনাছাড়া আরো সুন্দর দুইটী কুণ্ড আছে এবং মনোরম একটী বাগিচা আছে। গোঁসাইজীয়ের যাত্রা এখানেই থাকে এবং গোঁসাইজীয়ের বসত বাটীও এইখানে। দেড়মাস পরে গোঁসাইজী যাত্রা করিয়া ঘরে আসেন, তাহাতে গোকুলবাসিগণ প্রায় সকলেই মহানন্দে মগ্ন হয়েন এবং রাত্রিতে বিবিধপ্রকার আলো ও নানা প্রকার বাদ্য বাজনা করিয়া গোপালজী বাহির হন। কোন স্থানে নৃত্যগীত, রাসোৎসব, কোন স্থানে আতশবাজী, কোন স্থানে ভোজনোৎসব প্রভৃতিতে সমুদয় গোকুল নগর যেন টলমল করিতে থাকে। সে মহানন্দের স্রোত দুই তিন দিন ব্যাপিয়া চলে। এখানে দাউজী, মদনমোহনজী, মা যশোদা, নন্দবাবা, গোপাল লাল প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দর্শন আছে। এই স্থান হইতেই পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, মুলতানী প্রভৃতি যাত্রার লোক নিজ নিজ দেশে গমন করে, মথুরাবাসীরা মথুরায় গমন করে। আমরাও মথুরাবাসীদিগের সঙ্গে আসিয়া একদিন মথুরায় থাকিয়া পরদিন শ্রীবৃন্দাবনধামে নিজ কুঠরীতে আসিলাম। এইখানে ব্রজচৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা এবং বনভ্রমণ সমাপ্ত হইল। ইতি

আপনার বনবাসিনী কন্যা।

মালিনী।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "মালিনী" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকের হিসাবে ইহা যে খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; তাহা হইবারও কথা নয়। কারণ যদিও নাটকের ধরণে রচিত, তথাপি মালিনী নাটক নয়;—মালিনী ক্ষুদ্র একখানি কাব্য।

কিন্তু মালিনী নাটকই হউক, কিম্বা কাব্যই হউক, ইহার মধ্যে যে একটি

পবিত্র, উন্নত ও মহদ্ভাবের আস্বাদন পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাঙ্গলা ভাষার সামাজিক উপন্যাস ও নাটক অনেক হইয়াছে। তাহা পড়িয়া সাহিত্য রসের আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু মহৎ ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্র বাবু মালিনীর চরিত্র পবিত্রতার শুভ্র সুষমায় এমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন,—মহত্ত্বের বিমল রশ্মিতে এমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, ইহা পড়িতে পড়িতে মন স্বতঃ উন্নত হইয়া উঠে। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কাব্য-রসেরও নিতান্ত অভাব নাই।

এই গ্রন্থের নায়িকা মালিনী—এক রাজার কন্যা। রাজা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু কন্যা কাশ্যপনামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় হইতে সুখের লালসা এবং ভোগস্পৃহা দূরীভূত হইয়াছে। সমস্ত ধরণীর দুঃখের তরঙ্গস্রোতে তাঁহার অন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল—অসীম বিশ্বে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। মালিনী ভাবিতে লাগিলেনঃ—

"ব্যথাসম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে!"

কিন্তু মালিনী তাঁহার জননীর নয়নের মণি, অঞ্চলের ধন। তিনি মালিনীকে বেশভূষা ও স্বর্ণাভরণবিহীনা সন্ন্যাসিনী দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন, তিনি মালিনীকে বলিতে লাগিলেন :—

"আমার সোণার ঊষা
স্বর্ণ প্রভাহীনা; এও কি চোখের পরে
সহ্য হয় মা'র?"

মালিনী মাকে বুঝাইতে লাগিলেন—"মাগো, কখনো কি রাজার ঘরে ভিখারিণী জন্ম গ্রহণ করে না?" মা আবার কন্যাকে বলিতে লাগিলেন "বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, তাহারা যাদুবিদ্যা জানে; তাহারা প্রেতসিদ্ধ; তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া শিবপূজা কর, শিবের ন্যায় বরের কামনা কর; কারণ রমণীর পতিই দেবতা; রমণীর—

"ধর্ম্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে!"

অতঃপর রাজা—অর্থাৎ মালিনীর পিতা আসিয়া মালিনীকে বলিতে লাগিলেন—"তুমি নূতন ধর্ম্মলাভ করিয়াছ, তাহা গোপনেই রাখ, বাহিরের মানুষকে জানাইয়া লাভ কি?"

রাজার এই অন্যায় কথা রাজমহিষীর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন "ছিছি মহারাজ, তুমি কন্যাকে রাজনীতির কুটিলতা শিক্ষা দিতেছ? মানুষের ভয়ে ধর্ম্ম চাপা দিবেক? তেমন মেয়ে আমার নয়।" রাজা বলিলেন "মহারাণি; প্রজাগণ যে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

তাহাঁরা মালিনীর নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিতেছে; কারণ রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।"

নৃপতির কথার উত্তরে তেজস্বিনী রাজমহিষী বলিয়া উঠিলেন—

"ধর্ম্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?
আর ধর্ম্ম নাই ? তাদেরি পুঁথিতে লেখা
সর্ব্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার লেখা
এ বিশ্বসংসারে ? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে,
ডেকে নিয়ে এস ! আমার মেয়ের কাছে
শিখে নিক্ ধর্ম্ম কারে বলে !"

রাজমহিষী রাজাকে শুধু এই কথাগুলি বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ধর্ম্মশীলা সত্যপরায়ণা কন্যার তেজস্বিনী জননী। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে বলিলেন,

"ওরে বাছা, আমি লব নব মন্ত্র তোর,
* * তোমারে পাঠাবে নির্ব্বাসনে ?
নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য
বালিকা ?
ওগো তাহা নহে ! এ যে দীপ্ত অগ্নি-
শিখা !
আমি কহিলাম আজি শুনি লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছেন ঘরে ! করিও না হেলা,
কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার,—
রাজ্য ধন সব দিয়ে পাইবে না আর !"

জননীর এমন অপূর্ব্ব চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সন্তান নূতন ধর্ম্ম—নূতন সত্য গ্রহণ করিলে, এবং সংসারধর্ম্মে বীতরাগ হইলে এদেশের জননীগণ কখনো অশ্রুজলে গণ্ড ভাসাইয়া, কখনো তিরস্কার ভৎর্সনা করিয়া সন্তানকে বিব্রত করিয়া তোলেন, সন্তান যাহাতে তাহার মহৎ সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সত্যের প্রতি অবহেলা করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়েন, তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন; এত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে মনের ক্ষোভে সন্তানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ! আর বাঙ্গালা লেখনীতে এ কি চিত্র ? জননী স্বয়ং কন্যার নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া কন্যাকে উৎসাহান্বিত করিতেছেন ! মালিনী নাটকে রাজমহিষীর চিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র নাটকখানি পড়িলে দেখা যায়, রাজমহিষীর সুনির্ম্মল হৃদয় একদিকে যেমন সুকোমল—স্নেহ-করুণা ও বাৎসল্যরসে সুমধুর ; অন্যদিকে সত্যে তাঁহার চিত্ত সুদৃঢ় ; ধর্ম্মে তাঁহার অন্তঃকরণ সমুজ্জ্বল। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এইরূপ তেজস্বিনী জননীরই নিতান্ত প্রয়োজন।

ইহার পর মালিনী পিতাকে কহিলেন—

"প্রজাদের পুরাও প্রার্থনা ! মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে ! দাও মোরে নির্ব্বাসন।"

কন্যার বাক্যে পিতার প্রাণ বিগলিত হইল। পিতা কন্যাকে নির্ব্বাসন দিতে চাহিলেন না। তখন কন্যা পিতা মাতাকে

কহিলেন, "জানি না সংসারে আমার কি আছে? আমার চিত্ত সকল লোকের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। গৃহে ত তোমাদের আরো পুত্রকন্যা আছে। তোমরা তাহাদের লইয়া থাক; আমাকে আর মায়া-পাশে বাঁধিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

এইবার জননীর প্রাণে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

জননী কহিলেন,

"মা আমার,
তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল সংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে;—আমাদের মা কে আছে
তুই চলে গেলে?"

মালিনী কহিলেন;—

"রাজকন্যা আমি,—দেখি নাই
বাহির সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দ্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো? বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা,—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি!"

রাজাও মালিনীর পিতার উপযুক্ত কথা কহিলেন,—

"যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়, কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ!"

অবশেষে একদল ব্রাহ্মণ মালিনীর নির্ব্বাসনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তন্মধ্যে সুপ্রিয়নামক সুপণ্ডিত উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম কাহাকে বলে? একটি নির্দ্দোষী বালিকাকে তোমরা নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতে চাহ, ইহাতেই কি তোমাদের ধর্ম্ম হইবে?"

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য পাষণ্ড-দলনী অট্টহাসিনী সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পাষণ্ডদলনীর পরিবর্ত্তে স্নেহ-করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি মালিনী আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মালিনীকে দর্শন করিয়া সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্কর নামক দুই জন ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই মালিনীকে জগদ্ধাত্রী দেবী বলিয়া মনে করিলেন; এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মালিনী আপনাকে রাজার দুহিতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন;—

"আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কি করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি,—কখনো গবাক্ষমূলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কি ব্যথা তার

জানি না ত কিছু! শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের নব পরিচয়
তোমাদের সাথে!"

রাজকন্যার এই সকরুণ ও সুমধুর বাণী শুনিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মালিনী মানবী নয়,—দেবী। তাঁহারা যে রাজদ্বারে এই দেবীর নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে পাষণ্ড এবং পামর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা মালিনীকেই যথার্থ করুণাময়ী জননী মনে করিয়া, তাঁহার জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্কর সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে যোগদান না করিয়া দূরে রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রিয় মালিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মালিনীর অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন 'এত দিন শাস্ত্রে ধর্ম্ম খুঁজিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্র আমাকে কোন তৃপ্তিই দিতে পারে নাই। শাস্ত্রের দেবতা আমার দেবতা নয়। আমি এত দিন পরে মর্ত্ত্যে এই ধরণীর মাঝে মানবের ঘরেই আমার দেবতাকে প্রাপ্ত হইলাম;— অর্থাৎ মালিনীকেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী বলিয়া মনে করিলেন। ক্ষেমঙ্কর হিন্দুধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। তিনি সুপ্রিয়কে কহিলেন,—

"আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম্ম হয়
আপন কল্পনা। * * *
যে সৌন্দর্য্য মোহ তব ঘিরেছে হৃদয়,
* * * ধর্ম্ম বল তারে?"

ক্ষেমঙ্করের এই উক্তিও কি সুন্দর! মানুষ যখন সৌন্দর্য্যমোহে আকৃষ্ট হয়, তখন সেই সৌন্দর্য্যের নিকট ধরণীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। মানুষ এইরূপ আত্ম-প্রতারণায় কত বারই আপনার মহান্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, ক্ষেমঙ্কর যখন দেখিলেন কাশীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিনী মালিনীকেই দেবী বলিয়া মনে করিতেছে, তখন তিনি বিদেশে সৈন্য সংগ্রহার্থ বাহির হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধে রাজাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কাশী হইতে বিতাড়িত হইবে।

অতঃপর সুপ্রিয় মালিনীর কাছে গমন করিয়া আপনার হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া বলিলেন,—

"পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবি জ্যোতির্ম্ময়ি—তাই আমি চাই
একটি আলোক-রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে!"

সুপ্রিয়ের কথা শুনিয়া মালিনীর হৃদয় আজ কি রকম এক অভাব অনুভব

করিতে লাগিল। মালিনী আপনাকে বড় দরিদ্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রিয়কে বলিলেন,—

"মহাধর্ম্ম-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে! মনে হয়
বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান গণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী,
হবে কি সহায় মোর?"

সুপ্রিয় কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে চাও, তাহা হইলে আমাকে আমি ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব, আমার এ জীবন সর্ব্বদা তোমারই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখিব।"

এ দিকে ক্ষেমঙ্কর রত্নাবতী নগরীর রাজগৃহ হইতে সৈন্যসামন্ত লইয়া মালিনীর পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আসিতেছেন, সুপ্রিয়কে বিশ্বাসী বন্ধু মনে করিয়া তৎসংবাদ-সম্বলিত একখানি পত্র লিখিলেন। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের পত্রখানি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা মৃগয়ার ভাণে সৈন্যদলসহ ক্ষেমঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। ক্ষেমঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত হইল। রাজা তাহাকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন; এবং সুপ্রিয়কে আলিঙ্গন দান করিয়া পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিলেন। সুপ্রিয়ের হৃদয়ে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। মালিনী সুপ্রিয়ের হৃদয়ের ভাব সকলই জানিতেন। তিনি পিতার নিকট বন্দী ক্ষেমঙ্করের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা ক্ষেমঙ্করকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার তাহার বীরত্ব পরীক্ষা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তা ছাড়া রাজা মালিনীর লজ্জার আভাময় রাঙা মুখখানি দেখিয়া এবং মালিনী ও সুপ্রিয়ের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, উভয়ে উভয়ের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে রাজার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মালিনী যে কখনো পরিণয়-পাশে আবদ্ধা হইবেন, এরূপ আশাই তাঁহার ছিল না। তদ্ভিন্ন সুপ্রিয় জ্ঞানী, পণ্ডিত; তাহার অন্য ত্রুটি থাকিলেও হৃদয়ের মহত্ব অতি উচ্চ।

ইহার পর ক্ষেমঙ্করের বিচারের দিন উপস্থিত হইল; রাজা তাহাকে কহিলেন "যদি প্রাণ ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি!" তেজস্বী ক্ষেমঙ্কর কহিল;—

* * "পুনর্ব্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্ত্তব্যের ভার,—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে!"

অর্থাৎ ক্ষেমঙ্কর পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইবেন। রাজা শুনিয়া কুপিত হইলেন; এবং ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি বাঁচিতে চাহ না? তবে তোমার যাহা কিছু প্রার্থনা থাকে, এই বেলা তাহা গ্রহণ কর।" ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুকালে একবার তাহার প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয়কে দেখিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের কাছে আসিলেন। দুই বন্ধুতে দুই বন্ধুর কর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তর্ক

বিতর্ক, অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই তর্ক বিতর্ক ও কথাবার্ত্তা এক এক স্থানে এমন চমৎকার হইয়াছে, যে, ইচ্ছা হয়, সমস্তই উদ্ধৃত করি। কিন্তু উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিবে। আমরা এখানে শুধু আমাদের প্রয়োজনীয় দু একটি কথা উদ্ধৃত করিব। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন, "এই বৃহৎ বিশ্বে অসংখ্য লোক, প্রত্যেকেরই বিচিত্র স্বভাব, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য নক্ষত্র; অথচ তাহারা যেমন পরস্পর ঝগড়া কলহ করে না; তেমনি তোমার আমার ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন হউক, তাই বলিয়া আমরা বিবাদ করিব কেন?"

উত্তরে ক্ষেমঙ্কর কহিলেন;—

সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্ব্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি, অনন্ত এ ভবে!

* * * *

হে সুপ্রিয়! প্রেম এত সর্ব্বপ্রেমী নয়!
ছিল চির দিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার,
বন্ধু মোর? উদারতা এত কি উদার?"

ক্ষেমঙ্কর পুনরায় সুপ্রিয়কে কহিলেন "বন্ধু, বাল্যকালে কতদিন সারারাত্রি তর্ক করিয়া কে সত্য বলে, কে মিথ্যা বলে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রভাতকালে গুরুর উদ্দেশে যাইতাম; সেইরূপ এস, আজ দুই জনেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাই, যেখানে সত্য সমুজ্জ্বল; যেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল বিচার বিরোধ বাষ্পের মত কোথায় চলিয়া যায়!"

সুপ্রিয় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ক্ষেমঙ্কর হস্তের শৃঙ্খলদ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত করিলেন। সুপ্রিয়ের তাহাতে মৃত্যু হইল। ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর মৃত দেহের উপর পতিত হইয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! এইবার ঘাতককে ডাকা হউক।" রাজা ঘাতককে খড়্গ সহ আসিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু তখন মালিনী রাজার নিকট ক্ষেমঙ্করের জন্য পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্রন্থ এইখানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

শান্তি।

(১)

সংসার-দুঃখেতে দেখি! হ'য়ে জ্বালাতন,
তব পদ সেবিবারে, করেছি মনন।
দয়া করি বল মোরে কোথা তব বাস?
তাপিত-জনের শুধু, তুমি মাত্র আশ।
যিনি কোটি-পতি কিম্বা যিনি মহারাজ;
যশোরাজ্যে কিম্বা যিনি করেন বিরাজ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত পালঙ্ক উপর

শুভ্র দুগ্ধ-ফেন শয্যা অতি মনোহর,
তদুপরি শত লোক যাঁর সেবা করে,
প্রতিবাক্যে প্রতিধ্বনি সদা যাঁর ঝরে,
কোকিল মধুর কণ্ঠে করিয়া সঙ্গীত
শশিরূপা নারী যাঁরে করে আমোদিত,
ইন্দ্রিয়-সুখেতে যেই সতত মোহিত,
কহ গো! তুমি কি তথা হও অবস্থিত?

(২)

কিম্বা তুমি দরিদ্রের শ্রীহীন কুটীরে,
পতি-হীনা সতী যথা ভাসে অশ্রুনীরে,
উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গে, গভীর ভূতলে,
বিজন বিপিনে, কিম্বা বারিধি-সলিলে,
ভয়দ শ্মশানে, সুখ-অঙ্কুর বাসরে,
ধূ ধূ বালীস্তূপে, কিম্বা প্রশস্ত প্রান্তরে,
ঘাটে, পথে, বিপণিতে, গভীর নিশায়,
ফলে, ফুলে, মুকুলে বা শিশুর ক্রীড়ায়,
নীলপীত নানাবর্ণ পক্ষি-কাকলিত—
মধু-শব্দে; হও কিগো সদা অবস্থিত?

(৩)

কিম্বা তুমি ধ্যান-মগ্ন তাপস-অন্তরে,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে যারা ব্রহ্মেতে বিহরে,
সর্ব্বজীবে সম দয়া, নাহি হিংসা-লেশ,
রাগী ন'ন সুখ-ভোগে, দুঃখে নাহি ক্লেশ,
ঈশ্বর-সেবায় সদা সমাহিতচিত,
কহ গো! তুমি কি তথা হও অবস্থিত?

(৪)

কিন্তু হায়! এ অভাগা যে দিকেতে
চায়,
অশান্তি-পূরিত হেরে, নাহি শান্তি পায়।
বুঝিয়াছি তাই মতিঃ—খুঁজি সর্ব্ব ঠাঁই।
সকলি অশান্তি-রাজ্য, শান্তি কোথা নাই।
ধরাধামে তুমি দেবি! কায়াহীনা হ'য়ে
করিছ রাজত্ব সদা অভিধানে র'য়ে।
তব তরে মম আশা,—মরীচিকা প্রায়,
বুঝেছি যাইবে প্রাণ, অশান্তি-কারায়।

শ্রীফণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। লেখনীর পুরাতত্ত্ব।

১। অতি প্রাচীন কালে লোহার শলাকা বা বাটালি কলমের কাজ করিত এবং পাথরের উপর তাহা দ্বারা লেখা হইত।

২। মিশর এবং অন্যান্য পূর্ব্ব অঞ্চলে উটের লোমে পেন্‌সিল তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইত।

৩। পালকের কুইল অনেকের মতে নিতান্ত আধুনিক, তথাপি কেহ কেহ বলেন ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চলন হয়।

৪। ওলন্দাজেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুইল প্রস্তুত করিত। তাহাদের এক একটী কুইলের মূল্য সচরাচর ২ পাউণ্ড অথবা ৩০৲ টাকা ছিল।

৫। যখন পার্চমেণ্ট নামক চামড়ার কাগজ এবং পেপিরাস নামক বৃক্ষ-বল্কলের কাগজ ব্যবহৃত হয়, তখন খাঁকড়ার কলম চলিত হয়।

৬। পারস্য, গ্রীস, এবং সিরীয়াতে ধাতু, অস্থি বা হস্তিদন্তের এক মুখ সূঁচল করিয়া কলম করা হইত।

৭। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২০ বৎসর পূর্ব্বে সোণার কলম তৈয়ারের ১৬টী কুঠি ছিল। ২৫৪ জন কর্ম্মকারক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কলম প্রস্তুত করিত।

৮। কাঁচের কলম ধাতুর অনুকরণে নির্ম্মিত হয়, ইহাতে কালি রাখিবার জন্য পার্শ্বে ছিদ্র করা, কিন্তু ভারি এবং শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এইজন্য ব্যবহারের অযোগ্য।

৯। ১৮০৩ সালে ওয়াইজ নামে এক ব্যক্তি ধাতুর দ্বারা বর্ত্তমান আকারের ষ্টিল পেন বা বেরেল পেন প্রস্তুত করেন। ইহা কুইলের অনুকরণে নির্ম্মিত।

১০। ১৮২০ সালে জোজেফ গিলট খেলনা প্রস্তুতকারী এক ব্যক্তি ষ্টিল পেন প্রথম প্রস্তুত করেন এবং তাহা সাদরে গৃহীত হয়। মেসন, মিচেল ও পেরী ইহারা এই কলমের আরও উন্নতি সাধন করেন। ইহারা সকলেই ইংরাজ।

২। শুভ শুক্রবার।

১। মুসলমানেরা শুক্রবারকে খৃষ্টানদের রবিবারের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করে, কারণ ঐ দিন মহম্মদ মক্কা জয় করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিন শুক্রবার।

২। ১৭৩২ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জন্মদিন।

৩। বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলি তিন জনেই শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন।

৪। ১৬০৯ সালের ২৫এ মার্চ্চ শুক্রবার হডসন নদী আবিস্কৃত হয়।

৫। ১৪৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার বার্গণ্ডির সাহসী চার্লস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য রাজা ছিলেন।

৬। টমস সটন যিনি স্পেনের আরমেডা-নামক বিরাট রণপোত-ভীতি হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করেন, তাঁহার জন্মদিন শুক্রবার।

৭। ১৪৯৬ সালের ৫ই মার্চ্চ শুক্রবার ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রি জন ক্যাবটকে সনন্দপত্র দেন। ইহার বলে উত্তর আমেরিকা আবিস্কৃত হয়।

৮। ১৪৯২ সালের ১৩ই জুন শুক্রবার কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৯। তাপমান যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা গাব্রিয়েল ফার্‌নহিট ১৫৮৬ সালের ১৪ই শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

১০। ১৪৬৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মেলেনডেগনামক এক ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে সেণ্ট অগষ্টাইন নগর স্থাপন করেন।

১১। ১৭৭৬ সালের ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার ইংলণ্ড হইতে ষ্টাম্প আইন উঠিয়া যায়।

১২। যুক্তরাজ্যের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে—১৭৭৬ সালের ৭ই জুলাই শুক্রবার জন এডামস্ কংগ্রেস সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৩। ১৮১৪ সালের ২৮এ নবেম্বর শুক্রবার লণ্ডন টাইমস্ সংবাদপত্র বাষ্পীয় কলে মুদ্রিত হয়।

৩। শোক-পরিচ্ছদ।

১। গাঢ়নীল-বস্ত্র বোখারাবাসীদের শোকচিহ্ন।

২। ফ্যাকাসে পাটলবর্ণ পারস্য-দেশের শোকচিহ্ন।

৩। শ্বেতবস্ত্র চীন ও ভারতবাসীদের শোকচিহ্ন।

৪। মেটে কটা রং ইথিওপিয়ান ও আবিসিনিয়ানদের।

৫। গাঢ় রক্তবর্ণ বস্ত্র ফরাসী রাজারা সময় সময় ব্যবহার করিতেন।

৬। সমগ্র ইয়োরোপে কাল রঙের পরিচ্ছদ প্রচলিত।

৭। পীতবর্ণ মিশর ও ব্রহ্মদেশের।

৮। ব্রিটেনী কৃষকদিগের মধ্যে বিধবারা হরিদ্রাবর্ণের টুপী পরিধান করে।

৯। বেগুনী ও বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ রাজকীয় চিহ্ন। ফ্রান্সের রাজা এবং পুরোহিতদিগের মৃত্যুতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

১০। তুরস্কে বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ শোকপ্রকাশক।

বিধবা-বিবাহ বিষয়ে গোটা দুই কথা।

রাণী মৃণালিনী আবার বিবাহ করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটি প্রশংসার যোগ্য না হইলেও সৎসাহসের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অন্ধ সমাজ লৌহাবরণে অঙ্গ বাঁধিয়া শিশু বালিকাদিগের রক্তশোষণপূর্ব্বক মনের সুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। রাণী মৃণালিনী সমাজের সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছেন, এ কি সামান্য সাহসের কথা!

হিন্দু-ঘরের বালবিধবাদিগের দারুণ দুর্দ্দশা অবলোকন করিলে পশুপক্ষীর প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু হিন্দুসমাজ বিচলিত হয় না।

সমাজ যতই শাসন করুক না কেন, মানবপ্রবৃত্তি মানবকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করে না, করিতেও পারে না। বালিকাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধ করিতে থাকে, যুদ্ধ করিতে করিতে কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কাহারও দেহ ভগ্ন হয়, কেহ ভগ্নদেহে মৃত্যুমুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, কেহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বর্গগমনের জন্য প্রস্তুত হয়, কেহ কলঙ্কিনী হইয়া কুলে কালী দেয়। হিন্দু-সমাজে এই সব ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতে সতীত্বধর্ম্মের যেমন আদর ছিল, বেদব্যাস-বর্ণিত স্বর্গেও তদ্রূপ দেখা যায়

না। হায়! হিন্দুধর্ম্মের কঠোর আচরণে, সমাজের কঠিন পীড়নে দিন দিন ভারতে সেই মহা মূল্যবান্ বস্তুর ঘোর অপমান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আমি একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার তালিকা দিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে যদি বালিকা বিধবা এত হয়, তবে সমস্ত ভারতে কত পাওয়া যাইবে!

বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার তালিকা।

৮ বৎসর	১ বৈশ্য।
পঞ্চম বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।
দ্বাদশ বৎসর	১ রাজবংশী।
৯ বৎসর	১ বৈশ্য।
১১ বৎসর	১ বৈশ্য।
১০ বৎসর	১ বৈশ্য।
৮ বৎসর	১ কায়স্থ।
১৩ বৎসর	১ ঐ।
৮ বৎসর	১ ঐ।
১০ বৎসর	১ মাঝি।
১৬ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৮ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৩ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৯ বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।

২০।২৫ এবং ৩০।৩৫শের ত সীমা পরিসীমা নাই। অবোধ বালিকাগুলি বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অল্পসংখ্যকই সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনে নিরতা রহিয়াছে, আর সমস্তই মহাযুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া ঘোর কলঙ্কপঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে। অহো কি বিষম পরিতাপের বিষয়! যে ভারতের নারীকীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া টড্ বিখ্যাত, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারীর ন্যায় সতী মহিলাদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই ভারতের আজ এই শোচনীয় অবস্থা! সমাজের বিপরীত পদ্ধতিই এই অধঃ-পতনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

যে সব বালিকা বিধবা হওয়ার পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও পতিপ্রেমে মুগ্ধা হইয়াছিল, যাহাদের হৃদয়পটে স্বামি-মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, শাস্ত্র তাহাদের বিবাহের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান, অন্ধসমাজ এ পবিত্র নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া বিপরীত পথে চলিতেছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, সমাজ এই আদর্শ ধরিয়া শিশু বালিকাদিগের কলঙ্কের পথ মুক্ত করিতেছে। সমাজ এমনি নির্দ্দয়াচরণে রত যে, পঞ্চম বৎসরের বিধবা বালিকার আত্মীয়গণও পুনরায় সেই শিশুর বিবাহ দিতে বিষম ভীত। দুর্ব্বলচিত্ত বিধবা রমণীগণ কলঙ্ক-সাগরে ডুবিবে ইহাও স্বীকার, তথাপি বিবাহ করিয়া সমাজের অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে সাহস পায় না। হায় সমাজ! তোমার এমনি শিক্ষা! কিন্তু সমাজের এই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রাণী মৃণালিনী বাহির হইয়াছেন। সমাজ তাঁহাকে কু বলিয়া গালি দিক্, বিষ বলিয়া পরিত্যাগ করুক, তাহাতে তিনি

ভীতা, দুঃখিতা বা লজ্জিতা নন। সমাজ সকলকে শিক্ষা দেয়, এবার তেজস্বিনী মৃণালিনী সমাজকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে সমাজ-সংস্কারক সকলেই এক-বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া সাহসের প্রশংসা করি।

রাণী মৃণালিনী এক্ষণে বয়ঃস্থা হইয়াছেন। তিনি যে এক দিন স্বামিপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রচিত পুস্তকে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পুস্তক প্রকাশের অগ্রেই বিবাহ করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করুন, তাঁহার স্বামীর আত্মাও তাঁহাকে ক্ষমা করুন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু হায়! তাঁহার সেই সর্ব্বজনপ্রশংসিত পবিত্র পুস্তক নির্ঝরিণী একেবারে শুকাইয়া গেল। এই ঘটনায় সমস্ত মেয়ে কবিদের মুখ নত হইল। রাণী মৃণালিনী ১৩০২ সনে নির্ঝরিণী প্রকাশ করিয়া আমাদের সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অদ্য ১৩১২ সনে তিনি আমাদের সকলের শিরশ্ছেদ করিলেন মনে হইতেছে।

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা,
"প্রভাতী" ও "প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

স্নেহ-নিদর্শন।*

(১)

জয় মা! প্রকৃতি! চির-প্রেমময়ী!
　জয় প্রজাপতি! প্রেমের ঈশ্বর!
তোমাদের প্রেম—ত্রিভুবন জয়ী—
　প্রেমেতে সৃজিলে বিশ্ব চরাচর!
কোথা থাকে রবি? ফোটে কমলিনী,
　কোথা কুমুদিনী? হাসে শশধর!
নীরদের কোলে নাচে সৌদামিনী;
　বসন্তেতে ছোটে কোকিলের স্বর!
তটিনী—সাগরে, লতা—তরুবরে;
　পবন—মিশিছে পবনে,
নাহি—দূর, কালো, সবে বাসে ভালো,
　এ বিশ্ব প্রেমের ভুবনে!

(২)

"বিবাহ" রহস্য, তোমারি সৃজন;
　প্রেমময় বিধি! অর্দ্ধনারীনর!
তোমারি এ ছায়া—অনন্ত বাঁধন—
　নারী—শক্তিরূপা, "নর" মহেশ্বর;
তোমারি প্রেমের ফুলময় পথে—
　দু'টী প্রাণ, প্রভু! আজি অগ্রসর!
তোমারি সে খেলা, তোমারি জগতে,
　খেলিবে হে আজ নব "বধূ" "বর"!

---

* শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর শুভোদ্বাহ উপলক্ষে।

তব—ধরাধামে—"জায়া""পতি" নামে
বহিবে নবীন প্রবাহ!
বড় আদরের, "প্রতিভা" মোদের,
আজি তা'র শুভ বিবাহ!

(৩)

ধরহে, অনন্ত-নীল-নভস্থল!
শিরে "চন্দ্রাতপ" তারকা ঝালর!
মাখি মন্দারের নব পরিমল,
ধীরে ধীরে, বায়ু ঢুলাও চামর!
"এয়ো" হ'য়ে তুমি এসগো রজনি!
মঙ্গলপ্রদীপ—জ্বালো শশধর!
সধবার বেশে সাজ মা ধরণী!
কর মা বরণ—নব বধূ বর!
নব রসময়ী, ওগো ফুলরাণি!
সাধের বাসর সাজা'না।
ঝঙ্কারি ভ্রমরি! দেলো হুলুধ্বনি,
পাপিয়ালো! শাঁখ বাজা'না!

(৪)

প্রকৃতির কক্ষে—কে আছ কোথায়—
সুরাসুর! যক্ষ! রক্ষ! নাগ! নর!
শুভকার্য্যে আজি হওগো সহায়,
এই ভিক্ষা মাগি সবার গোচর!
কর আশীর্ব্বাদ—লোকপালগণ!
বিঘ্ন বিড়ম্বনা—হর' বিঘ্নহর!
সুখে দুঃখে যেন এ দু'টী জীবন—
কর্ত্তব্যপালনে হয় অগ্রসর!
ধর্ম্মের পিপাসা, যশ পুণ্য আশা,
দিও দুজনের লাগিয়া!
সত্য—সদাচার—পর-উপকার—
থাকে যেন মনে জাগিয়া!

(৫)

এসো মা! "প্রতিভা" পরি ফুল-সাজ;
প্রবেশ' সংসারে, ধরি' পতি-কর;
গৃহরাজ্যে তুমি—রাজরাণী আজ,
পতি হোক তব রাজরাজেশ্বর!
"শত রমণীর প্রাণ" বুকে ল'য়ে—
শতপাকে বাঁধি স্বামীর অন্তর,
থেকো পতিকুলে—"ধ্রুবতারা" হ'য়ে,
বিপদে সম্পদে অজর অমর।
পতি—ধ্যান, জ্ঞান, পতি—প্রাণ, মন,
শিবের শিবানী যেমতি;
সিঁথির সিঁদুরে, উজলি' ভবন,
"আয়তি" রেখ মা! তেমতি।

(৬)

"স্নেহ" ভক্তি প্রীতি লহ হাতে তুলে,
দয়া মায়া প্রেম সোহাগ আদর,
পরাণ সঁপিয়া—পতি পদ-মূলে,
হাসি হাসি মুখে সুখে করো ঘর!
পতি—গতি মুক্তি, পতিই দেবতা,
জেনো রমণীর—অবনী ভিতর,
সাবিত্রী সমান হ'য়ো পতিব্রতা,
এই শিক্ষা মনে রাখি নিরন্তর!
ধনে পুত্রে—মাগো হয়ো বিভূষিত,
সুষমার কোলে সুষমা!
সে শোভা বর্ণিতে হবে পরাজিত,
কত "কালিদাসী উপমা।"

আশীর্ব্বাদক
তোমার কাকাবাবু।

নূতন সংবাদ।

১। ময়মনসিংহ আলেকজান্দ্রা বালিকা-বিদ্যালয়ে এক ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য মাসিক ৬৲ ছয় টাকা বোর্ডিং ফি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২। মুক্তাগাছার জমীদার বাবু জগৎকিশোর চৌধুরীর পুত্র বাবু জিতেন্দ্রকুমার পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর স্মরণার্থ ময়মনসিংহ ছাত্রীনিবাসে একটী ৬ টাকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। পার্লেমেণ্টের সভ্য ভারতবন্ধু ওয়েবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বরাবর ভারতের হিতার্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

৪। কলিকাতায় ইউরোপীয়দিগের জন্য ৩১,০০০ টাকা ব্যয়ে একটী শবঘাট প্রস্তুত হইতেছে। অনেক ইউরোপীয় 'গোর' অপেক্ষা শবদাহের পক্ষপাতী হইতেছেন।

৫। গত ১৫ই জুন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যম পুত্র বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহিত পাইকপাড়ার রাণী মৃণালিনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতিতে ও ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে সম্পন্ন হইয়াছে। মৃণালিনী ১৪ বর্ষমাত্র বয়সে বিধবা হন, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মনোনীত পাত্রকে জীবনের সঙ্গিরূপে বরণ করিয়াছেন। এই বিবাহে দম্পতী চিরসুখী হউন্।

৬। ষ্টেটসেক্রেটারী এ হাউওয়ার্ডকে ভারতীয় কৃষিবিভাগের এক উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি পুনায় থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

৭। তিব্বৎ যুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইয়ংহজব্যাণ্ড সাহেব কেম্ব্রিজ কলেজের বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন ও "ভারতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

৮। ঢাকার বদান্যবর লালমোহন শাহানিধির শ্রাদ্ধে দানসাগর হয় এবং সকল বিষয়েই মহাসমারোহ হইয়াছিল।

৯। বাবু যতীন্দ্রনাথ সেন এম এ ১৯০২ সালে বার্ষিক ১৪০০ টাকা হিসাবে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। তিনি আর ৩ বৎসর এই বৃত্তি ভোগ করিবেন।

১০। মেট্রোপলিটান কলেজের সুবিখ্যাত সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল।

১১। রঙ্গপুরে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডিমলার রাজা জানকীবল্লভ সেন গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১২। জাপানপ্রবাসী ভারতছাত্রগণ টোকিওতে শিবজী মহোৎসব করিয়াছেন।

১৩। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম ধনী রকফেলারইর সম্পত্তির মূল্য ১৫০ (দেড় শত) কোটি টাকা, সুবিখ্যাত এ কার্ণাজীর ৭॥ কোটি মাত্র।

১৪। ভূমিকম্পে দান—রথচাইল্ড ৩০,০০০, কর্পূরথালার মহারাজ ১৫,০০০, সার জেম্‌স ওয়াকার ১০০০, সার এডমণ্ড এসিস ২৫,০০০, কাশী মহারাজ ৫০০০, জেকব সেমুন ২০০০, লাভার টীকা সাহেব ৫০০০, মালের কোটলার দরবার ৩০০০ টাকা।

১৫। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা কটক কলেজের ছাত্রাবাস জন্য ৭৫৫০ এবং পারসী মহিলা পেটিট বোম্বাইয়ের এক হাঁসপাতালের জন্য ২৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

১৬। বজবজের বাবু মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রায় ৩০ জন ডাকাত পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুট করে। শেষে বাটীর এক রমণী হেঁসো অস্ত্রাঘাতে এক দস্যুকে মৃতপ্রায় করে। ইনি বীরাঙ্গনা।

১৭। জাপানের যুবরাজ আসিমুগোরা সস্ত্রীক লণ্ডনে মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গৃহাভিমুখী।

১৮। ভাগলপুরে তেজনারায়ণ স্থাপিত কলেজের সাহায্যার্থ তাঁহার পুত্র বার্ষিক ১৪০০ এবং বনেলীর রাজকুমার ১২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

১৯। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানির কর্ত্তা ম্যাকিনন সাহেবের স্কটলণ্ডে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ৪০,৮৩,৮৭৭ টাকা। অবশ্য ভারতই ইহার মূলাধার।

২০। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের সন্তোষের দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা দিনমণি চৌধুরাণী ক্ষয়কাশ-রোগীদিগের বাসস্থান জন্য দার্জ্জিলিং সহরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণকল্পে পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২১। রাজকুমার ডিউক অব কনটের জ্যেষ্ঠা কন্যা মারগারেটের সহিত সুইডেনরাজের পৌত্র গষ্টাভসের বিবাহ মিসর দেশে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২২। পূর্ব্ব বৎসরের ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে গত বৎসর প্রায় ২২ লক্ষ টাকার সিগারেট ভারতবর্ষে কাটিয়াছে। আর ৫৮ কোটি সিগারেট এ দেশে আসিয়াছে। এ নেশা চলিত না হইলে কত লক্ষ টাকা বাঁচিত! কে বলে ভারতে অর্থাভাব।

২৩। কোরিয়া প্রণালী-জলযুদ্ধে ৬৫১২ জন রুষ জাপানীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছে।

২৪। নবাধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিয়া দেওয়াতে জাপান-সম্রাটকে ধর্ম্মগুরু পোপ ধন্যবাদসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

২৫। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে অস্থায়িভাবে বর্দ্ধমানের কমিশনার-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৬। আগামী বড় দিনের সময় কাশীতে কংগ্রেসের সহিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

২৭। রুষিয়ার অন্তঃশত্রু কি ভয়ানক! সম্রাটের শিশু পুত্রের ধাত্রী শিশুকে তপ্ত জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী পূর্ব্বাহ্ণে টের পাইয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

২৮। পরলোকগত রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের নামে একটি সুবর্ণ মেডেল বিতরণ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১৪০২ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার আয় হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের যে ছাত্র প্রবেশিকায় প্রথম হইবে, তাহাকে সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং যে ছাত্র এফ এ, পরীক্ষায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রথম হইবে, তাহাকে নয় টাকার পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

৩০। লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজের গৃহনির্ম্মাণার্থ বলরামপুরের মহারাজা ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩১। গ্রীসদেশের প্রধান রাজমন্ত্রী ডিলেসিস হত হইয়াছেন। ইঁহার অভাবে গ্রীস দেশ বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩২। গত ৩রা জুলাই বিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক বিতরণে ময়ুরভঞ্জের মহারাজা সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩৩। বড়ই পরিতাপের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!!

বামারচনা।

জীবনের ভুল।

থাকি এই সুবিশাল ধরাপ্রান্তভাগে,
শুধু খেলা ধুলা আর ভাল কি গো লাগে?
মিছা সুখ মিছা দুঃখ মিছা হাসি গান,
মিছা কথা সাধ আশা মান অভিমান।
এ কি গো মিথ্যার রাজ্য—সবি মিথ্যা হেথা,
মিছা সে আঁখির জল পরাণের ব্যথা?
মিথ্যা বেচা কেনা এই ভবের বাজারে,
হেথাকার সবি কি গো ক্ষণেকের তরে?
তাই যদি হয় পিতা! তবে ত কেবলি
মিথ্যার ভাণ্ডার লয়ে যায় দিন চলি!
আর তো লাগে না ভাল পরাণ আকুল,
জীবনের প্রতি পলে শুধুই যে ভুল!
বৃথা দিন বয়ে যায় কোথা ভগবান্!
দেখিবে কি প্রাণে হায়! বহে কি তুফান?
জীবন-কর্ত্তব্য-পথ রুদ্ধ চারিধার,
যে দিকে চাহিয়া দেখি আঁধার আঁধার।
শূন্যের ভবনে শুধু শূন্য সিংহাসন,
কে যেন আঁধারে করে ভ্রূকুটি ভীষণ।
এ আঁধার বড় তীব্র সহা নাহি যায়,
কি এক নৈরাশ্য-ছায়া ঘিরিছে সদায়।
এ ভ্রূকুটি বড় তীব্র বড়ই ভীষণ,
অন্তরের অন্তঃস্থল করিছে দংশন।
এ অশান্ত হৃদি লয়ে কোথা যাব হায়!
পাব কি আশ্রয় পিতা ও চরণ-ছায়?

আবেগ-রচয়িত্রী।

নিদাঘ-তপন।

কেন ওহে দিবাকর,
ঢালিতেছ খর কর,
অনল প্রদীপ্ত তেজোরাশি।
মধ্যাহ্নে যৌবন মূর্ত্তি
ঝলসিছে এ ধরিত্রী,
বিবশ মলিন মুখশশী।
আছে তবু বক্ষ পাতি,
না হইয়ে আত্মঘাতী,
আতপের তীব্র জ্বালা সহি;
সরসী কর্দ্দমাবিল,
উড়ে দলে দলে চিল,
জলচর মরে রৌদ্রে দহি।
নলিনীও নাহি হাসে,
তোমার উত্তপ্ত শ্বাসে,
মুখ তার হয়েছে মলিন।
তমাল পিয়াল তরু
নম্র শিরে ভার গুরু,
ক্লিষ্টকায় অতি দীনহীন।
কোটরে মুদিয়া আঁখি,
বিহগ বিহগী সখী,
তব ও প্রচণ্ড রূপ হেরে;
নীরবে সভয়ে থাকে,
ডাকে না কাতর ডাকে,
পাছে তব রোষাগ্নিতে মরে।
শিথিল-শরীর পান্থ,
ঘর্ম্ম ঝরে অবিশ্রান্ত,
আতপত্রে বাঁচাইছে শির;
পদতলে বহ্নি জ্বলে,
ধরণীর সর্ব্বস্থলে,
জীব জন্তু অধীর অস্থির।
তব রুদ্র দীপ্ত তেজে,
অবশ শিথিল সাজে,
মৃতকল্প তরু গুল্ম লতা;
কোমল কুসুমগুলি,
মুরছি লুটায় ধূলি,
প্রাণে তব নাহি কি মমতা?
জগৎ-সবিতা বলে, আর্য্য মুনি ঋষি দলে,
অর্ঘ্য দেন তোমার উদ্দেশে;
মহাকাল মূর্ত্তি ধরি, দশদিক্ দাহ করি,
প্রলয় কি ঘটাইবে শেষে?
শীতল জগৎ-প্রাণ, হলে তুমি অন্তর্দ্ধান,
মহাশূর নিদাঘ-তপন!
তোমারে বিদায় করি, সন্ধ্যারতি গান ধরি,
অস্তাচল কর আরোহণ।

বাসনা।

বেশী নয় শুধু একটী বার
তোমারি সুনাম জাগায়ো মনে;
একটুকু দান নিতুই যেন
দিতে গো বাসনা হয় দীন জনে।

ব্যথিতের তরে একবারো শুধু
যেন গো জলেতে নয়ন ভাসে;
রোগীর সেবায় যে'টুক পারি,
এ দেহ যেন গো কাজেতে আসে ॥
দিবসের শেষে পতির চরণ
একবার শুধু বন্দনা করি,
শয়নকালে আত্মচিন্তা টুক্
যেন গো কদাপি নাহি পাসরি ॥
জ্ঞানহীনা অতি বালিকা আমি
বেশি বেশি কিছু চাহি না তাই,
এক একটী করে শিখিতে বাসনা,
তা না হ'লে সব ভুলিয়ে যাই ॥

শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত—দ্বারভাঙ্গা।

পুনরাগমন।

দূরদৃষ্টা! কেন পুনঃ প্রবেশ সংসারে?
ভাবিছ কি শত সুখ বিরাজে হেথায়?
বহ্নি-মুখ পতঙ্গ না চেনে হুতাশন,
শুধু তার তীব্র রূপ নেত্রপথে ভায়!
পুণ্য পূত ব্রহ্মচর্য্যা আশ্রম তেয়াগি
সংসারের সুখ মোহ এত কি মধুর?
অহো! কেবা সুবিমল পয়োধারা ত্যাগি
দূষিত পঙ্কিল বারি-পানে তৃষাতুর?
কি ভ্রমে—কি ভ্রান্তি-বশে ভুলি আপনায়
জগতে অতুলনীয় শ্রদ্ধা-সিংহাসন,
পদাঘাতে ভাঙ্গি যাহা করিয়াছ চুর,
কি আছে আত্মার তৃপ্তি তাহার মর্দ্দন?
জনক জননী ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ,
বন্ধুদের ভালবাসা, দেব-আশীর্ব্বাদ,
পর-উপকার-ব্রত পোষিত হৃদয়ে
চির জনমের, ভুলি পিছলিলা পাদ!
কি বলিব নয়নের তমঃ আবরণ
খসিয়া পড়িবে আহা! যে দিন তোমার,
দহিবে কি দুঃখে প্রাণ সহিবে কেমনে
আজন্মের প্রীতি স্নেহ বিরহ সবার?
যেখানে হইতে পারে প্রেমে অবহেলা,
পুত্র-শোকানল যথা দহিছে জীবন,
কর্ত্তব্য পালিয়া শান্তি-সুখ প্রাপ্য নয়—
কেন সে অনল মাঝে পুনরাগমন?
শরতের দেবী-পীঠ দিয়াছিল সবে,
দুষ্কর তপস্যা চির ব্রহ্ম-চারিণীর,
তাই তব হীনাদর্শে মানবের প্রতি
জন্মে অবিশ্বাস, প্রাণ এতই অধীর।
যাঁর কুলবধূ বলি চেয়েছিলে বর,
ম্লান নত মুখ তাঁর নয়নসলিলে,
স্বর্গগত পতি তব প্রত্যাশায় ওই
দাঁড়ায়ে, মৃণাল কেন ঝাঁপিলে অতলে?
প্রতিধ্বনি নির্ঝরের কল্লোলিনী বীণা
নীরব নিষ্ফল এবে সকল সাধনা,
শ্রোতার সুখের শেষ নিঃশেষিত মধু,
কলকণ্ঠ ত্যজি হায়! কোথা পিকবধু।

দুঃখ-পীড়িতা শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

নৈশ শোভা।

এ চাঁদনি রাতে এ মলয় বাতে
প্রফুল্ল কুসুম হাসে ;
গগনে সুন্দর পূর্ণ শশধর
কিরণ-সাগরে ভাসে।
হাসি সমীরণ করছে ব্যজন
কুসুম সৌরভ ল'য়ে ,
দিগন্ত ছড়ায়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
হাসিতে বিভোর হ'য়ে।
নীরব রজনী স্তবধ অবনী
চাঁদের কিরণধারা
নেহারি নয়নে আকুল পরাণে
হইবে আপনা-হারা।
কতই কামনা নবীন বাসনা
পরাণে জাগিয়ে উঠে।
হৃদি অভ্যন্তরে মরমের স্তরে
প্রেমের লহরী ছু'টে।

হৃদয় তাহার যাতনার ভার
ক্ষণেকে ভুলিয়া যায়,
তাই বার বার পরাণ আমার
শশাঙ্কে দেখিতে চায়।
বল সুধাকর ! তোমার অন্তর
কেন এত সুধাময় ;
কি গুণে তোমার জগতে সবার
হৃদয় করেছ জয়।
চাঁদ ! তব হাসি বড় ভালবাসি
পরাণ তোমারে চায়।
বাহিরে আসিয়ে বিরলে বসিয়ে
দেখিতে মানস ধায়।
চিরদিন শশী এইরূপে হাসি
ঢাল মম মনে সুধা,
করিয়ে শীতল হৃদয় অনল
মিটাও প্রাণের ক্ষুধা।

শ্রীউষা প্রমোদিনী দাসী।

বকুলফুলের প্রতি।

বকুল ! তোমার কাল ছিল যে বাহার,
বল কেন আজ হলো অভাব তাহার ?
আকুল হইয়ে লোকে সৌরভে যাহার,
সযতনে রেখেছিল হৃদয়মাঝার,
হায় ! কেন তাহাদের আজি ভাবান্তর,
খেদে মরি দেখি তব হেন অনাদর।
ত্যজিয়ে সুগন্ধ এবে গিয়েছ শুকিয়ে,
পথিমধ্যে পড়ে আছ পরিত্যক্ত হয়ে,

কর না কাহারো আজ চিত্ত আকর্ষণ,
বড় ব্যথা হয় মনে দেখে এ লাঞ্ছন।
শিরোপরি যাহাদের পেতে তুমি স্থান,
মাড়িয়ে তোমায় তারা করিছে প্রস্থান।
স্বার্থপর মানবকে কি বলিব হায় !
আজ তুমি শুষ্ক বলে পায় দলে যায়।
তোমার অবস্থা দেখে পাই বড় ভয়,
সবার অদৃষ্টে আছে এ দশা নিশ্চয়।

শ্রীনিরুপমা দত্ত রায়।

সন্তানরক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের "সন্তানরক্ষক" মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲; প্যাকিং খরচা ৶৹; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল।৶৹।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,
১৯নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট "মিশ্র" উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক্ তাহাই ছিল। আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার "সন্তানরক্ষক" ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি।

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী।

অশ্বগন্ধা টনিক

(দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত)।

প্রসবান্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক রক্তস্রাব নিবারণ, সর্ব্বাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, দূষিত রক্তের শোধন, নূতন রক্তের উৎপাদন, পেটের কনকনানি ও শরীরের মেজ মেজানি দূর, তৃষ্ণা ও শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বলাধান ও সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার এক শিশি ব্যবহারেই প্রসূতি বল ও স্ফূর্ত্তি পাইবেন।

ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন হু হু করা, স্মরণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে কোন রোগান্তে ও প্রসবান্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সুস্থ শরীরে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য।

যাহাদিগকে অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কচালনা করিতে হয়, যথা—ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম, উকীল—তাহাদের ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠাভ্যাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। ফলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সালসা, ও মল্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী। কর্ণেল কে, পি গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ কে, ডি, বসু, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ এস, এন, বসু, এল্, এম্, এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়-কুমার চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মুজিবর রহমান ও সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য—৮ দিনে সেব্য চারি আউন্স শিশি দেড় টাকা, মাশুলাদি নয় আনা। কমিশন—বার শিশি দেড় টাকা, ৬ শিশি দশ আনা ও ৩ শিশি সাড়ে চারি আনা। শিশি বা তাহার অধিক এককালে লইলে মাশুলাদি সম্বন্ধে সুবিধা হইয়া থাকে।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কন্সল্টিং ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র নিধি; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

Registered No. C. 134.

No 504. August, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগষ্ট ১৯০৫। | ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵৹, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৶৹, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৴৹, না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে।৹ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বৎসরের জন্য প্রতিমাসে কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২॥৹ ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।৹। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক বিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আণ্টিনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২০এ শ্রাবণ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

বামাবোধিনীর প্রাপ্য মূল্য গ্রাহকগ্রাহিকাগণ স্মরণপূর্ব্বক সত্বর সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা ভি পিতে কাগজ লইয়া অল্প অল্প করিয়া আদায় দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, অন্য গ্রাহকগণ কিরূপ হিসাবে ভি পিতে ক্রমশঃ দিতে পারেন, জানাইবেন। ভাদ্র মাসের পত্রসহ কাহার নামে কিরূপ ভি পি হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

৪ মাস গত হইয়াছে, নূতন বর্ষের মূল্য পাঠাইতে গ্রাহকগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২০এ শ্রাবণ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কাঙ্গালের-ব্রহ্মাণ্ডবেদ।

ব্রহ্মাণ্ডবেদ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগ্রহ এবং হিন্দুগ্রন্থাদির তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান। সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, বিজয়বসন্ত প্রণেতা, ঋষিপ্রতিম সাধক প্রবর, মহাত্মা কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ সহ আত্ম ও সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া নির্গুণ অপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে, ব্রহ্ম স্বরূপ, রূপ, রস, গুণ, সাকার নিরাকার লীলাতত্ত্ব ও উপাসনা পদ্ধতি, যোগ সাধন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সহজ ভাষায় সন্নিবিষ্ট। ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত ইহার সূত্র; ব্রহ্মাণ্ডবেদ তাহার ক্রম বিকাশ। ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশে যে কি কার্য্য হইয়াছে, তাহা আমরা কিছু বলিতে চাহি না, সে সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্রের সারাংশ প্রকাশ করিলাম; তাহাতেই উপলব্ধি হইবে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মানবের আবশ্যকীয় অমূল্য গ্রন্থ।

বিলাত প্রত্যাগত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পার্ব্বতিচরণ রায় বি, এ, দারজিলিঙ্গ হইতে লিখিয়াছিলেন :—"...... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠ করিয়াছি। উহাতে অনেক বিষয় আছে, যাহা পাঠ করিয়া অনেকে উপকৃত হইবেন। ......"

দ্বারভাঙ্গার উকীল শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত বি, এল, লিখিয়াছেন :—
"... ব্রহ্মাণ্ডবেদের বিষয়ে কি আর লিখিব? প্রার্থনা ইহা সত্বর [illegible] বিশিষ্ট হউক, এবং ব্রহ্মাণ্ডে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করুক।......"

উদাসীন শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ আগন্তুক আশ্রম হইতে লিখিয়াছেন :— "...... ইহাতে যেরূপ তত্ত্ব ও অধ্যাত্মভাবের সামঞ্জস্যতার সহিত প্রস্তাবাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবের পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ।......"

নোয়াখালী কালেক্টরী আফিস শ্রীঅন্নদাচরণ দাস লিখিতেছেন :—
"...ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠে অতীব শান্তি লাভ করিতেছি। আমি যাহা খুজিতেছিলাম, তাহা ভাগ্যক্রমে আপনার সর্ব্বফলপ্রদ সিদ্ধির ঝুলিতে সকলই মিলিতেছে।...."

শান্তিপুরের শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক বলিতেছেন :— "... ব্রহ্মাণ্ডবেদের কোন কোন বিষয় পড়িয়াছি। উহা আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের পক্ষে মহামূল্য রত্ন স্বরূপ। সামান্য অর্থে এই রত্ন লাভ বড়ই লাভ বলিয়া বোধ হইল। ...."

কুলীন গ্রামের শ্রীনবীনমাধব রায় রক্ষিত লিখিয়াছেন :— "... ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার গভীরভাব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার অতি উদার মত দেখিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম।

নলছিটীর মিউনিসিঃ ভূঃ পূঃ ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন লিখিতেছেন :—
"... বেদ প্রচার কার্য্যে হিন্দুমাত্রেরই সাহায্য করা অতীব কর্ত্তব্য কার্য্য। কাঙ্গাল মহাশয় প্রকৃতই একজন মনস্বী, তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বে সম্যক উন্নত, ধর্ম্মপথে একজন উন্নত অগ্রবর্ত্তী পথিক। তাঁহার পাণ্ডিত্যে, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় আপামর সকলেই মুগ্ধ। ...."

টাঙ্গাইলের উকীল শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :— "... বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র হইতে সার উদ্ধার করিয়া কোন একটী লক্ষ্য স্থির করিয়া চলা আমাদের ন্যায় লোকের কষ্টকর। এমত অবস্থায় অনেক সময় এইরূপ মনে আন্দোলন হইয়াছে যে, কোন

একখানা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে, অনেক প্রকারে হিন্দুসমাজের উন্নতির কারণ হয়। মহাশয়ের প্রচারিত পুস্তকে সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।......"

ঢাকা হইতে শ্রীজয়চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :— "... ব্রহ্মাণ্ডবেদে আমার কত উপকার হইতেছে, তাহা আমি এক মুখে কত বলিব? এদানিক উপাসনা, কথায়, পূজা অর্চ্চনাদি বিষয় অধ্যয়নে আমার হৃদয়ের অনেক অন্ধকার মোচন হইয়াছে।"

জমিদার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাদাস মিত্র বারাণসী হইতে লিখিতেছেন :— "...আপনার দ্বারা সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাইয়া ও পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ পাইলাম। সাহায্য দশ টাকা পাঠাইলাম।"

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তী যোগঘর ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :— "...আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। অনেকেই আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ লইতে ইচ্ছুক।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বসু মহাশয় মজঃফরপুর হইতে লিখিয়াছিলেন :— "...ব্রহ্মাণ্ডবেদের এরূপ শোচনীয় অবস্থ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ইহাতে যে লোকের কত উপকার হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ...

রামপুর বোয়ালিয়া শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচী লিখিতেছেন :— "... ব্রহ্মাণ্ডবেদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আপনি সাধু ব্যক্তি, ভগবানের কৃপায় সাধন পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন।....."

এই অমূল্য গ্রন্থ বেদ বৃহদায়তন রয়েল প্রায় ৪০০ ফর্ম্মায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাহাতে এই উপাদেয় বেদ সকলের গৃহেই দিন পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করে, সেই জন্য ইহার মূল্য যথা সম্ভব কমাইয়া ৬৲ ছয় টাকা স্থির করা গেল কাঙ্গালের এই জ্ঞানভাণ্ডার যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেরই অধিগম্য হয়, সেই জন্য কোন প্রকার অর্থাগমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা ইহার এত কম মূল্য ধার্য্য করিলাম। এই মূল্য ব্যতীত ডাকমাশুল খরচা এক টাকা লাগিবে। সাধক প্রবরের সাধনলব্ধ মহারত্ন প্রচারই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদ আমাদের নিকট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত !

বাউল সংগীত সম্বন্ধে ভক্তিভাজন জ্ঞান-বৃদ্ধ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক লিখিতেছেন :— "বাউলের দেহাত্মসংক্রান্ত সংগীত আরম্ভ হইয়াছে, বড়ই ক্ষোভ হইতেছে, এমন সুভাবপূর্ণ সংগীতের একটীও পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। এই সংগীত শুনিয়া কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলে সমভাবে আর্দ্র হইয়াছিল। তৎকালের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর। + + + তথাকার ভদ্র লোকেরাও ভাবাবেগে উন্মত্ত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সে কি আনন্দ! কি উচ্ছাস! তত্ত্ববোধিনী। মাঘ। ১৩০৫ সাল। সেই সমস্ত সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥৵০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ ৫১০ পয়সা।

কলিকাতা শ্রীগুরুদাস চট্টোঃ ২০১ নং কর্ণওয়াঃ; মজুমদার লাইব্রেরী ২০ নং কর্ণওয়াঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার কুমারখালী, (নদীয়া)

মনোজবা।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবী প্রণীত। বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্যাল এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে ভাল বাঁধা ১৲ টাকা; কাগজের মলাট ৸৹ মাত্র। কলিকাতা ৭৹ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটীবুক সোসাইটীতে এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

সিটী কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ সুগন্ধে সুরভিত। লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে লইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভ্রাত্র, সখ্য, স্বদেশপ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সর্ব্বভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাঙ্কনে আপনার লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থখানিকে সদ্ভাব ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ করিয়াছেন।

কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর। গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ের স্নিগ্ধ পূত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত। আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।—ভক্ত যেমন "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যদেবকে রক্তজবা অর্পণ করেন, গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তিচন্দনে মাখা এই মনোজবাটী স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন। এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় পিতৃপদে দিবার উপযুক্ত।

"আবেগ।"

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত।

Abega—"Emotion" is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece "Enlisted Coolies in Assam" draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। এরূপ সুলভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং জি, এন হালদারের দোকানে প্রাপ্তব্য।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা দুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৸৹ আনা করিয়া ১৷৹; আজকাল এই সিরাপদ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহাত্ম তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্ব্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্য্যন্ত সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্ব্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৸৹। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি ঘৃত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেব্য ও সুস্বাদু। আহারান্তে দুগ্ধসহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমত স্থলে প্রাতে সিলাযত্বাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সন্তান বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্রীখণ্ড তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৸৹। সিলাযত্বাদি সিরাপ মূল্য ১৲। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 504 August, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগষ্ট ১৯০৫। | ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শুভ সংবাদ—(১) ইংলণ্ডের যুবরাজ-পত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। (২) বর্দ্ধমান-রাজাধিরাজ-পত্নীও আলিপুরের বিজয়মঞ্জিলে নবকুমারের মুখ দর্শন করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাদিগকে কুশলে রাখুন্।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—আগামী অক্টোবরের প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের যুবরাজ "রিনাউন" জাহাজে সস্ত্রীক ও সদলবল পোর্টমাউথ বন্দর হইতে যাত্রা করিবেন। তাঁহার ভারতভ্রমণের মোটামুটি তালিকা এই ; আবশ্যকমতে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে :—

আগামী ৯ই নবেম্বর বোম্বাই পৌঁছিবেন। ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন। তৎপরে আজমীর যাইবেন। তথায় ১৬ই ও ১৭ই থাকিবেন। উদয়পুর ১৮-২০, জয়পুর ২১-২৪, পেসোয়ার ২রা-৪ঠা ডিসেম্বর, জম্মু ৫ই, দিল্লী ৭ই এবং ১০ই, দিল্লীতে প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে ১১-১২, আগরা ১৬-১৯, ভরতপুর ২০-২১, গোয়ালিয়র ২১-২৫, লক্ষ্ণৌ ২৬-২৮, কলিকাতা ২৯ ডিসেম্বর—৬ই জানুয়ারী, দার্জ্জিলিং ৭-৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০-১২, রেঙ্গুণে ১৩-১৫, মান্দালে ১৬-১৮, নদীতে ১৯-২০, রেঙ্গুণে ২১, জাহাজে ২২-২৩, মান্দ্রাজে ২৪-২৮, বাঙ্গালোর এবং মহীশূরে ২৯এ জানুয়ারী—৭ই ফেব্রুয়ারী, হায়দ্রাবাদে ৮-১৫, ইন্দোর ১৬, বেনারস ১৮-১৯, নেপাল ২০ ফেব্রুয়ারী—২রা মার্চ্চ। নেপাল হইতে সম্ভবতঃ শিমলা এবং অন্যান্য স্থানে যাইবেন। কোয়েটায় ১২-১৬ই মার্চ্চ থাকিবেন। করাচিতে ১৭-১৯ মার্চ্চ। ১৯শে তারিখে করাচি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

পুরস্কার—(১) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু হরিনাথ দেব সংস্কৃতে পারদর্শিতাহেতু ২০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(২) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গ্রিয়ারসন

সাহেব ভাষাতত্ত্বানুসন্ধানে নৈপুণ্যহেতু ফ্রান্সের একাডেমী হইতে ১২০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

কংগ্রেসে দান—আগামী কংগ্রেস উপলক্ষে কাশীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইবে, তাহাতে কাশ্মীর-মহারাজ ১ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী কমিটীর অভিভাবক হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দৌহিত্র ও ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসুর পুত্র মিঃ এম এন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

কর্জন-কিচেনার বিবাদ ভঞ্জন—ষ্টেট সেক্রেটারী ব্রডারিক উভয়ের মান রক্ষা করিয়া সামরিক-শাসন-বিষয়ে রাজ-প্রতিনিধি ও প্রধান সেনাপতির বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

রুষ-জাপ সন্ধি—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মহাত্মা রুষভেল্টের অনুরোধে উভয় পক্ষ সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন চিন গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, তাঁহাদের সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ না লইলে তাঁহারা সন্ধি গ্রাহ্য করিবেন না।

জাপানের নূতন জয়—জাপান সাগালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জয় করিয়া লইয়াছেন। রুষেরা ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মৃত্যু—উত্তরপশ্চিমের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট উইলিয়ম মুইরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নামে এলাহাবাদের মুইর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিনের বাসনের কারখানা—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্থাপিত কারখানায় জাপান-শিক্ষিত বাবু সত্যসুন্দর দেব অধ্যক্ষতা করিবেন। সত্যসুন্দর ৩।৪ মাস মধ্যে ফিরিবেন।

সহানুভূতি—ব্যারণ রথচাইল্ড স্নায়বিক পীড়ায় বরাবর কষ্ট পান, এজন্য মৃত্যুকালে এইরূপ পীড়াক্রান্ত লোকদিগের জন্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ প্রায় ১৩ কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

আমীর-মহিষীগণ—বিবি আঙ্গাস হামিল্টন কাবুলে ছিলেন, তিনি বিলাতের এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন আমীরের পাটরাণী একজন ক্রীতদাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বহুগুণবতী ও তেজস্বিনী। প্রথমা পত্নী ১ লক্ষ, দ্বিতীয়া ৮০ হাজার, তৃতীয়া ৪০ ও ৪র্থ ২০ হাজার টাকা ভাতা পান। আমীর মোল্লাদিগের অনুরোধে ২টী বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোরাণ মতে ৪ পত্নীতে দোষ নাই।

দীনে দয়া—কুচবিহারের মহারাণী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গোবরার এলবার্ট বিক্টার কুষ্ঠাশ্রমের ৯০ জন রোগীকে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

নূতন কীর্ত্তি—প্রসিদ্ধ ধনী আগা খাঁ

বিক্টোরিয়া হলে যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর মার্ব্বল-প্রস্তর-খোদিত যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

সমাজ-সংস্কার—বরদার "Social Reform Committee" (সমাজ-সংস্কার সমিতি) নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। ডি, জি ভাণ্ডারকার তাহার সভাপতি। বরদা মহারাজের ইচ্ছা হিন্দু সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার গুরুতর প্রশ্ন ইহাতে আলোচিত হয়।

রাজ ভ্রমণ—বরদার গুইকমার মহিষী-সহ বিলাত ভ্রমণ করিতেছেন। ক্রিষ্টাল-প্যালেস দর্শনে গিয়া তথায় ভোজ পাইয়াছেন।

শোক-সংবাদ—কাশ্মীর-মহারাজের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র গতায়ু হইয়াছে!

কমিশনার সমিতি—গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও দার্জ্জিলিংএ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বঙ্গের সমুদায় বিভাগীয় কমিশনারদিগের সম্মিলন হইবে। অলিম্পসে গ্রীক দেব-সভা মানব-ভাগ্যের মীমাংসা করিত, এ দেব-সভার হস্তে বঙ্গভাগ্য কিরূপে নিয়মিত হয়, কে বলিবে?

বঙ্গচ্ছেদ বিধিপ্রচার—১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে লর্ড কর্জন যে অস্ত্র শাণাইতেছিলেন, দেড় বৎসরে তাহা ক্রমশঃ ধারাল করিয়া এক আঘাতে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন। ছিন্ন বঙ্গ নামে 'বেঙ্গল' রহিল। ইহা হইতে চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগ, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাই-গুড়ি, মালদহ এবং কুচবিহার রাজ্য সরাইয়া লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। ইহা এক পৃথক্ ছোট লাট দ্বারা শাসিত হইবে। বঙ্গদেশে প্রায় ৬ কোটি লোকের বাস ছিল, নূতন প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৩॥০ কোটি হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী ভাই ভাগনীগণ! এই দুর্দ্দিনে মাতৃভাষার দৃঢ়তর মিলনে এক হইয়া এই রুধিরাক্ত-শরীরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে রাজভক্তির পরীক্ষা দানে কৃতকার্য্য হও।

প্রত্নতত্ত্ব।

প্রাচীন নগর।

"সহস্র বৎসর নগর ও সহস্র বৎসর বন" ইহা নিতান্ত অমূলক প্রবাদ নহে। আমাদিগের নিকটস্থ সুন্দরবনই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল। ইহার বিগত গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গরাজধানী গৌড়, রাজগৃহ, শোণপুর বা শোণিতপুর (বাণ রাজার রাজধানী) এবং কান্যকুব্জ, হস্তিনা প্রভৃতিও অন্যতর উদাহরণ। অনেক নগর কাল-

গ্রাসে পতিত হইলেও তাহাদিগের ধ্বংস-রাশি হইতে নূতন নগর সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রামচন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই কোশল রাজধানী অযোধ্যা সরযূগর্ভসাৎ হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার সরযূপকূলে নূতন অযোধ্যার পত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারকাও তাঁহার তিরোভাবের পর সমুদ্রসাৎ হয়, অধুনা অনতিদূরে নূতন দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রপ্রস্থের স্থানে নূতন দিল্লী, পাটলীপুত্রের স্থানে পাটনা ইত্যাদি অনেক প্রাচীন নগরের ভস্মের উপর নব নগরের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অদ্যাপিও এমন অনেক নগর বিদ্যমান আছে, কালের করাল কবল যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কাশী, মথুরা, এথেন্স, রোম ও জরুসলাম তাহার সাক্ষী। এই সকল নগর পূর্ব্বসীমা অতিক্রম করে নাই বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি পায় নাই। সপ্তগিরি-সম্বলিত রোম নগর পূর্ব্বতন সীমা অতিক্রম না করিলেও এখন আর রমুলসের রোম নাই। নগ-বেষ্টিত জরুসলাম আর হিরডের জরুসলাম নহে এবং দিবোদাসের কাশী বরুণা, অসী ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইলেও আর পূর্ব্বভাবে অবস্থিত নাই। বোধ হয় ভূমণ্ডলে কাশীর ন্যায় প্রাচীনতম নগর আর দ্বিতীয় নাই, তথাপি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বিশেষ কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হন না। স্থানে স্থানে খনন দ্বারা পূর্ব্বকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সকল ধ্বংসরাশি বিশ্লেষ করিয়া তৎসমকাল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মধুদৈত্য বা লবণের প্রতিষ্ঠিত মথুরাও বহুযুগের নগর। ঘটনাবিপর্য্যয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বিশেষতঃ যবন-উপদ্রবে ইহারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনও কংসরাজ্যের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু শত্রুঘ্নের বা পরবর্ত্তী রাজন্য সকলের কিছু মাত্র নিদর্শন নাই। খনন দ্বারা ইহারও পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

পাঠিকারা হোমরের বর্ণিত ট্রয় বা ত্রয় নগরের কথা শুনিয়াছেন। ইহা খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহার পত্তন-স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া চেষ্টা হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার শ্লিমান্ (Dr. Schlimann) ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়া আশ্চর্য্য রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ত্রয়ের পত্তন নয় বার হইয়াছে অর্থাৎ খনন দ্বারা নয়টী পৃথক্ পৃথক্ স্তর দৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম স্তর পুরাবৃত্তের পূর্ব্ব যুগ। ইহার ধ্বংসাবশেষ অত্যন্ত প্রাচীন, তদ্দৃষ্টে কিছুই নির্ণয় করা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে দুর্গপ্রাকার ও বৃহৎ বৃহৎ তোরণের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের ধ্বংসরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাতে অপর কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না। চতুর্থ ও পঞ্চম স্তর তৃতীয়ের অনুরূপ। ষষ্ঠ স্তর অতীব

রহস্যপূর্ণ। ইহাই প্রকৃত হোমর-বর্ণিত ত্রয় নগর। ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান সকলের মধ্যে হোমর-বর্ণিত অনেক স্থান নির্ণীত করা যায়। সপ্তম স্তরে ত্রয় ধ্বংস হইলে পিজিস্‌ট্রেটসের * বন্ধু আর্কানক্স (Archœanax) তদুপরি যে নূতন পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রাকারাংশ ও গৃহাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম স্তরে গ্রীক গৃহ সকলের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয় এবং নবম স্তরে রোমীয় সভ্যতা ও উন্নতিজ্ঞাপক অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ত্রয় নগরের এ ধ্বংসাবশেষ স্তূপ সকল ব্যতীত আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। মুস্যুর সিভালিওর (M. Chevalior) বলেন বর্ত্তমান বোনারবাচি গ্রামই ত্রয়ের ধ্বংসরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সমুদ্রতীর হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। নগোপরি বন্য উড়ুম্বর বৃক্ষশ্রেণী অদ্যাপি ইলিয়নের ভগ্ন দুর্গদ্বার হইতে স্কামান্দারনদের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মন্দিরাকৃতি স্তূপ সকল সমাধিক্ষেত্র পরিব্যঞ্জক মাত্র। অনেক স্তূপের মূলদেশ শত পদেরও অধিক। সিভালিয়র বলেন, এই সকল ত্রয়-যুদ্ধের বীরদিগের সমাধি। অজাক্স, হেক্তর, অখিলেশ, পেত্রক্লশ ও আণ্টিলোকস প্রভৃতি বীরগণ ইহাদেরই মধ্যে মহাশয়নে শয়ান আছেন। ত্রয়যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ অব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়।

প্রাচীন আসেরিয়ার অন্তঃপাতী বেবিলনিয়া প্রদেশে নিপ্‌পুর নামে একটী নগর ছিল। ইহা টাইগ্রিস ও ইয়ুফ্রেটীস নদদ্বয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহুকাল কালকবলে নিহিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইতস্ততঃ অনেক ভগ্নাবশেষ স্তূপ সকল দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তূপ খনন করিয়া সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই নগর ও উপর্য্যুপরি অন্যূন সাতবার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরিভাগে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত ছিল, তাহা খৃষ্টীয় ২০০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তন্নিম্ন স্তরে খৃঃ পূঃ আড়াই শত বৎসরের ধ্বংসচিহ্ন। তৃতীয় নিম্ন স্তরে রাজা অসুরবন পালের মন্দির-চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। এই রাজা খৃঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তন্নিম্ন চতুর্থ স্তরে খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দের ধ্বংসরাশি। পঞ্চম স্তর উররেব সমকালীন খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দ। তন্নিম্নস্থ ষষ্ঠ স্তরের গৃহচিহ্ন সকল খৃঃ পূঃ ৩৮০০ অব্দের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই স্তরে একটী পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যে ২৫,০০০ লিখিত ফলক (tablets) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার হিল্‌প্রেস্‌ট্‌ (Dr. Hillprecht) অনুমান করেন ন্যূনাধিক দেড় লক্ষ ফলক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই পুস্তকালয় ইলামাইট্‌ বা

* পিজিস্ট্রেটস্‌ এথেন্সের রাজা ছিলেন। ব্যাসদেব যেমন বেদ সংগ্রহ করেন, সেইরূপ তিনি হোমরের কাব্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন।

য়িহুদী আদি পুরুষ এব্রাহামের শত বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। সর্ব্বশেষ স্তর ৩১ পাদ ভূনিম্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত প্রাচীন নিপ্‌পুর। তথায় কয়েকটী প্রাচীনতম ভগ্ন দেবমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন ইহা খৃঃ পূঃ ৬-৭ সহস্র বৎসরের হওয়া সম্ভব। মথুরা ও কাশী এইরূপে খনন করিলে আরও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আবিষ্কার হওয়া সম্ভব।

স্নেহ।

স্নেহ নামটি বড় মধুর; বড় ভাবুকতা-পূর্ণ। ইহা কবির কল্পনা কুসুমতরু, ভাবুক-হৃদয় নির্ঝরিণীর স্বর্গীয় স্রোত। কবি! তুমি তোমার অক্লান্ত পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া নক্ষত্রাবলীর ভুবনমোহনরূপে মোহিত হইয়াছ; কখন কখন বন-বিহঙ্গের তানে মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে বিচরণ করিয়াছ, অস্ফুটস্থ ভাবের মধুর মিলনে তোমার কল্পনা সঙ্গিনীকে কি ভূষিত করিবে না? ধর্ম্মরত পবিত্রচিত্ত সাধু! তুমি ধর্ম্মসাধনার নিমিত্ত কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, কত পূজা হোম যাগ যজ্ঞ করিয়াছ; একবার কি এই ভাবে মোহিত হইয়া তোমার ধর্ম্মসাধনার চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে না?

অই দেখ রোগগ্রস্তা মাতা শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বেদাভিষিক্তদেহে স্নেহপুত্তলী কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহার নয়নমণি হৃদয়ের ধন সুস্থশরীরে থাকিবে, এই চিন্তায় দিবারাত্র নিমগ্না। এই মা কখন কখন তুহিনাবৃত হিমানীপ্রদেশে প্রফুল্লহৃদয়ে যাবতীয় শীত-বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া প্রাণপ্রতিমার দেহখানি আবরিত করিতেছেন! অবিরত তুষারপাত! ব্যাত্যা-বিতাড়িত প্রচণ্ড শীত! এই প্রচণ্ড দুর্য্যোগে স্নেহ-তরঙ্গিণীর অতলতল-নিমগ্না মাতা সন্তানরক্ষার্থ স্বীয় হৃদয়খানি উৎসর্গ করিতেছেন!! স্বার্থত্যাগের কি জ্বলন্ত উদাহরণ!! এই কলুষময় সংসারে যদি কাহারও হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতির কণামাত্র বিরাজ করে, তবে সে মাতার কোমল হৃদয়ের ঐ নিভৃত কন্দরে। সেই কন্দর হইতে এই স্নেহধারা চিরকালই সমভাবে তটিনীর খরস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া স্বার্থান্ধ অপবিত্র মানবের মোহান্ধ মনে সর্ব্বস্নেহ-পূর্ণাকরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে।

ঐ দেখ আর একটি স্নেহ-গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া দুইটি অপূর্ব্ব স্নেহপুত্তলী স্নেহের প্রভা বিকিরণ করিয়া দণ্ডায়মান—ভ্রাতা ভগিনী। এই স্থানে কবি! তোমার কবিত্বের পূর্ণবিকাশ। স্নেহের অনন্ত-ধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে মিশিয়াছে। কবি! তুমি তারা-ফুলদ্বয়ের

মিলন দেখিয়া নীরবে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছ, ময়ূরদম্পতীর নৃত্য দেখিয়া হৃদয়ানন্দে আপ্লুত হইয়াছ; একবার এই স্বর্গীয় স্নেহপট তোমার হৃদয়সমীপে ধারণ করিয়া কল্পনার আর একটি স্বর্গদ্বার উন্মোচন কর। আহা! ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধটি কি মধুর, শৈশবাবধি একত্র আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনে হৃদয় মধ্যে এক নৈসর্গিক মধুর স্নেহহার গ্রথিত হয়। যিনি এই পুষ্পহার গলদেশে ধারণ করিয়াছেন, যিনি কখনও কাহাকে স্নেহ-দানে স্বর্গের অপূর্ব্ব ছায়া বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তিনি এই অনন্ত স্নেহভাণ্ডার—ভ্রাতা ভগিনীর অনন্ত স্নেহের পবিত্রতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি কিছুতে পবিত্রতার নির্ম্মল জ্যোতি এই পাপকুহকময় স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে। এই সুবাসিত স্নেহ-কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, মানব মুগ্ধ, কবিকল্পনা নবরসে আপ্লুত। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এই স্নেহ মোহান্ধ ভোগ-রত সংসারকীটদিগের স্মৃতিপথে অনন্ত প্রেমাধারের অনন্ত স্নেহ-স্মৃতি জাগরিত করিবে।

কুমারবিক্রম মজুমদার।

মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুৎসব।

গত ২৯এ জুন কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ৩২ সাম্বৎসরিক উৎসবে শতাধিক নানাজাতীয় নানা-শ্রেণীস্থ লোক মিলিত হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মিরর-সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ—মুসলমান ভ্রাতারা বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া বঙ্গকবির গৌরববর্দ্ধনে দিন দিন অধিক সংখ্যায় সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের একজনের পঠিত একটী কবিতা সাদরে নিম্নে প্রকটিত হইল, ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ সকলই অতি প্রশংসনীয়।

১

এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান,
ভক্তিপূর্ণহৃদে এস আজি সবে,
কর্ত্তব্য মোদেরে ডাকিছে গম্ভীরে,
এস ভাই এস এ মহা উৎসবে।
আষাঢ়ের নব জলদ-আহ্বানে
এস ভ্রাতৃবৃন্দ শ্রীমধু-শ্মশানে,
বর্ষিতে শোকাশ্রু আজি;
অর্পিতে তাঁহারে ভক্তি-উপহার,
দেও কবিবৃন্দ বীণায় ঝঙ্কার,
সমীর এনেছে সৌরভের ভার,
ফুটেছে কুসুমরাজি।

সবারি হৃদয়ে বিষাদের স্মৃতি,
সবারি হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম-প্রীতি,
সবাই মেতেছে, সবাই জেগেছে
আজি এ মহোৎসবে ;
আকাশে দেবতা বর্ষিছে কুসুম,
বঙ্গকবিদের ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
শোক-গাথা গাহে সবে।
গাইছে কোকিল বিষাদের গান,
ধরেছে পাপিয়া হৃদয়ের তান,
গাইতেছে শ্যামা মাতায়ে পরাণ,
দয়েল কাতর রবে।

২

বঙ্গের অতুল কবি !
ছেড়ে গেছে ধরা হ'ল বহুদিন,
আজো তব শোকে হ'য়ে বিমলিন,
বরষে আসার, সবে অনিবার,
স্মরি তব প্রেম-ছবি।
তোমারি শ্মশানে, মিলি এক প্রাণে,
জাতীয় সমাজ গড়িয়া যতনে,
জাতীয় সঙ্গীত গ'াব একতানে,—
উদিবে নবীন রবি।

৩

তুমিই যতনে এ মৃত ভাষায়
দিয়েছিলে নব-প্রাণ,
তাই কবি-কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কারে,
আজিও উঠিছে তান !—
তাই বর্ষে বর্ষে দীন বঙ্গকবি
তোমারি শ্মশানে আসি,
স্মরিয়া তোমারে পুজিছে মায়েরে,
জাগাতে স্বদেশবাসী।

৪

তোমারি চরণে বরষে বরষে
বরষি নয়ন-জল,
তোমারি ভাবেতে বিভোর হইয়া
লভিব নূতন বল !
তোমার ভাষায় গাইব গীতিকা,
গাঁথিব হরষে সুচারু মালিকা,
পরাতে মায়ের গলে ;
হিন্দু-মুসলমান দ্বেষ-হিংসা ভুলি,
এস সবে মিলি করি কোলাকুলি
মায়ের চরণতলে।

৫

হা মধুসূদন !
আমাদের লাগি অকাতরে তুমি
ক'রেছ কত না শ্রম,
কৃতঘ্ন আমরা চিনিনি তোমারে
নিদয় নিঠুর-সম !
আজি ক্ষুণ্ণ প্রাণে তব এ শ্মশানে
এসেছি কাঁদিতে সবে,
জানি না হে তুমি ত্রিদিব হইতে
কি ভাবে মোদেরে লবে।

৬

সদা অনাদরে বিষণ্ণ অন্তরে
যাপিয়াছ ও জীবন,
দারিদ্র্য-পীড়নে নিপীড়িত হ'য়ে
ত্যজিয়াছ এ ভুবন !
অসহায় তব তনয় ছুইটি,
ক্ষুধায় কাঁদিল যবে,
দেখিনি আমরা তুলিয়া নয়ন,
এক মুষ্টি অন্ন দিইনি তখন,
ছি ! মোরা কৃতঘ্ন ভবে।

৭

হা মধুসূদন !
কে আছে এ বঙ্গে তোমার সমান ?—
কবিকুলেশ্বর তুমি মহাপ্রাণ,
স্বভাবের শিশু তুমি ;
তব মেঘনাদ সাহিত্য-গগনে
শোভিছে অতুল, সোণার কিরণে
উজলিয়া বঙ্গভূমি।
তব ব্রজাঙ্গনা প্রেমের ঝরণা,
তব তিলোত্তমা চির নিরুপমা,
কি সুধা বরষে প্রাণে !
সে সৌন্দর্য্য-প্রভা জগমনোলোভা,
চরিত মধুর স্বরগের শোভা
কি স্বপ্ন হৃদয়ে আনে !
যে অমৃত-স্রোত সঞ্চারিলে তুমি
এ মৃত ভাষার প্রাণে,
একবিন্দু তার লভি এই কবি
আপনারে ধন্য মানে !

৮

হা মধুসূদন !
তব জন্মভূমি না হ'য়ে এ বঙ্গ
হ'লে অন্য স্থান, হ'ত তীর্থ-অঙ্গ—
হ'ত পূত পুণ্যভূমি !
ধন্য কবি ! ধন্য তোমারি শকতি,
শত ধন্য তব স্বদেশ-ভকতি,
মরিয়া অমর তুমি !

৯

তোমার অভাবে আজি বঙ্গমাতা
মৃতপ্রায় অচেতন,
ডাকিলে তাঁহারে না দেন উত্তর,
না মেলেন দুনয়ন।
আজি ক্ষুণ্নমনে তাঁহারি চরণে
পড়িব লুটিয়া সজলনয়নে,
কাঁদিব আকুলপ্রাণে ;
হৃদয়ের দুঃখ, মরম-বেদনা,
শতবর্ষব্যাপী অশেষ যাতনা,
নাশিব দীপক-তানে।

১০

তোমারি প্রসাদে লভি নব বল
গাইব দীপক গান,
দুঃখিনী মায়ের মৃত জড় দেহে
সঞ্চারিব নবপ্রাণ !
বল দেব ! বল বারেক আমায়
হেন দিন কবে হ'বে,
যখন মায়ের অযুত সন্তান
জাগিয়া উঠিবে সবে ?
কবে তারা নিজ-অভাব বুঝিবে,
উন্নতির পথে কবে বা ছুটিবে,
ঘুচাতে মায়ের দুখ ?
কবে বা ঘুচিবে কোটি কু-আচার,
কবে ঘুচে যাবে স্বার্থ-অন্ধকার ?
হিন্দু-মুসলমান হয়ে একপ্রাণ
উজলিবে মার মুখ !

১১

তুমি মহাকবি কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বঙ্গের যত অবসাদ,
ঘুচুক কুয়াসা ঘোর !
ঘুচুক আলস্য, ঘুচুক জড়তা,
ঘুচুক সুষুপ্তি, মোহ দুর্ব্বলতা,
হউক তামসী ভোর !
ভাই ভাই মোরা মিলি প্রাণে প্রাণে,
আসিয়াছি আজ তোমার শ্মশানে

ফেলিতে নয়ন-লোর!
তোমারি শ্মশান হ'ক পীঠস্থান,
উঠুক জাগিয়া হিন্দু-মুসলমান—
দুঃখিনী মায়ের যতেক সন্তান—
পরিয়া একতা-ডোর!
'জয় ভগবান্' ভারত-বিধাতা,
বল ভাই সবে 'জয় বঙ্গমাতা',
'শ্রীমধুসূদন ত্রিদিব-দেবতা'
উঠুক বিজয়-সোর।

কড়ৈয়া সাহিত্য-সমিতি।
কায়কোবাদ।

মহাত্মা তুলসীদাস।

এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী যমুনার উপকূলে রাজাপুর গ্রামে সম্বৎ ১৫৮৩ অব্দে মহাত্মা তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ জানিবার উপায় নাই। কথিত আছে যৌবনকালে বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আনুরক্তি প্রদর্শন করিতেন, এমন কি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিবাহ অবধি কখনও তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠান নাই। তাঁহার শ্বশুর তজ্জন্য সর্ব্বদা ক্ষোভ করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও কন্যাকে নিজ-ভবনে আনিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীর নিজের অনুরোধ উপরোধও কোনও কার্য্যের হয় নাই। একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি দূরস্থ হাটে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার শ্যালক আসিয়া ভগ্নীকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান। তুলসী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তদ্‌গতভাবে বসিয়া দুঃখ ও পরিতাপ করেন। পরিশেষে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। বিষম বর্ষাকাল। গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, যমুনায় বন্যা আসিয়া দুকূল প্লাবিত করিয়াছে, গাঢ় অন্ধকারে পার্শ্বস্থ পদার্থও দৃষ্ট হয় না। তুলসীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। ভিজিয়া ভিজিয়া অন্ধকারে সন্তরণ দ্বারা শববদ্ধ বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া মহানদী যমুনা পার হইলেন এবং বহুকষ্টে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহের দ্বার বন্ধ, নিশীথ-সময়, বিশেষতঃ ঈদৃশ দুর্যোগে ডাকিয়া সাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে সংকল্প করিয়া বাটী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীর শয়ন-গৃহের পশ্চাৎ দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড কালসর্প ঝড় বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইয়া

রহিয়াছে। তাহার আস্যদেশ বিবরমধ্যে নিহিত এবং দীর্ঘ পুচ্ছ প্রাচীরদেশে লম্বমান। বিদ্যুদালোকে রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মোহবিহ্বল তুলসী রজ্জুভ্রমে সর্পপুচ্ছ ধারণ করিয়া প্রাচীরে উঠিলেন এবং লম্ফ দিয়া বাটীর মধ্যে নিপতিত হইয়া স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই দশা প্রমত্ত বিল্বমঙ্গলেরও ঘটিয়াছিল। চিন্তামণির বিরহ অসহ্য হওয়াতে সেও এইরূপ দুর্যোগে ও নিশীথে শবাবলম্বনে নদী পার হইয়া ও সর্পপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক চিন্তামণির কুটীরে প্রবিষ্ট হয়। চিন্তামণি তদবস্থ বিল্বমঙ্গলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যেমন তাঁহার নবজীবন লাভের সহায়তা করিয়াছিল, তুলসীপত্নীও স্বামীর ধর্ম্মজীবন লাভের তদ্রূপ সহকারিণী হইয়াছিলেন। হঠাৎ স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া তুলসীপত্নী চমকিয়া উঠিলেন এবং পরিশেষে চিনিতে পারিয়া মিষ্টভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "ছিছি! আমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্থিমাংসময় নিরয়-দেহের জন্য আপনার এত আকিঞ্চন? যদি নিস্তারকর্ত্তা প্রভু রামের জন্য এরূপ আগ্রহী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।" স্ত্রীর এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে তুলসীর দিব্যজ্ঞান হইল এবং "তুমি ঠিক্ বলিয়াছ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পার্থিব অনিত্য প্রেমের উপশান্তি হইল—প্রতিঘাতে নিত্য পূতপ্রেমে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। তুলসী ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক হইলেন—তুলসী উদাসীন হইলেন। তিনি শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত পদব্রজে গমনপূর্ব্বক একবারে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামের প্রতি অচলা ভক্তি লাভের জন্য বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর বরাহক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মনোমত গুরু লাভ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার কাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বমত তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাত্মা বাল্মীকির ন্যায় রাম-নামে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামসীতাবিগ্রহ ও মহাবীরের মূর্ত্তি অদ্যাপি এখানে বিদ্যমান আছে। যেখানে রামায়ণ পাঠ হইত, তিনি সেইখানেই গমন করিতেন এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইতেন। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ সাধারণের জন্য তিনি হিন্দিতে রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দুস্থাননিবাসী—বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের ইহা অতীব আদরের সামগ্রী।

মহাত্মা তুলসীদাসের আশ্রম ভাদানিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ স্থানটী মণিমর্ণিকা হইতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দক্ষিণ এবং লোলার্ক কুণ্ডের সন্নিহিত গঙ্গার তীরবর্ত্তী। কাশীর অন্তর্গত হইলেও ইহা তখন বিজনকাননসঙ্কুল ও বন্য জন্তুর আলয় ছিল। সাধু যতিগণ পবিত্র কাশীধামে মলমূত্র

পরিত্যাগ নিষিদ্ধ বলিয়া নগরের প্রান্ত-ভাগে অবস্থিতি করেন এবং অনেকে গঙ্গার অপর পারে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করেন। মহাত্মা তুলসীদাসও তদনুশাসনে প্রত্যহ গঙ্গা পার হইয়া রামনগরে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য সওয়া হস্ত ও প্রস্থ অনধিক এক হস্ত। তদুপরি আরোহণ করিয়া তিনি গঙ্গা পার হইতেন। এই পরিমাণের একখানি জীর্ণ ভগ্ন ক্ষুদ্রতরী ও এক যোড়া খড়ম অদ্যাপি তাঁহার মঠে রক্ষিত আছে। যাত্রী ও দর্শকদিগকে ইহাই তাঁহার ব্যবহৃত নৌকা ও খড়ম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পরম ভক্ত ছেত্তি টোডরমল পর্ণকুটীরের স্থানে ত্রিতল পাষাণময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অধুনা পাষাণগৃহের কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভসাৎ হওয়াতে তদুত্তরে ইষ্টকময় গৃহাংশ সংযুক্ত করা হইয়াছে। এখানে প্রতি বৎসর যথাসময়ে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে বিলক্ষণ ব্যয়-ব্যসনও হইয়া থাকে। শতাধিক বিদ্যার্থী ছাত্র এখানে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়মিত অধ্যয়নাদি করিয়া থাকে। মঠ বা গৃহটী প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর, গঙ্গার অব্যবহিত উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমধিক সুন্দর ও রমণীয়। গঙ্গার উপরে তুলসী-ঘাটও অতি সুন্দর।

মঠ হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে তুলসীর তপোবন। তথায় ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত উদ্যানমধ্যে সঙ্কটমোচন মহা-বীর-বিগ্রহ। অধুনা পঞ্চায়েৎমণ্ডলী তদুপরি দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে, তাহার শাখা প্রশাখা ও ঝুরি অনেক দূর বিস্তৃত, ছায়াতলে বসিলে বড়ই স্নিগ্ধ বোধ হয়। সম্প্রতি গুরুপ্রসাদ সুকুল নামে একজন বৃদ্ধ ভক্ত ইহার মূল বাঁধাইয়া দিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মহাবীরের সম্মুখেও শ্রীরামের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন। যাত্রিগণ ও সাধারণের সুবিধার জন্য তথায় একটী পুষ্করিণীও খনন করিতেছেন। স্থানটী স্বভাবতঃ মনোহর, তাহার উপর এই সকল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আরও মনোহর হইয়াছে।

মহর্ষির জন্মদিন।*

১৭ই মে, ১৯০৫।

দূরে থাক্ কোলাহল, বৃথা আড়ম্বর—
বাক্যজাল-বিজড়িত পূজা আয়োজন!
মৌন ভক্তি-ধারা আজ ভেদিয়া অম্বর
করিয়াছে পূর্ণ এই সমাধি-প্রাঙ্গণ!

* হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সমাধি-প্রাঙ্গণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিস্তম্ভপার্শ্বে বসিয়া লিখিত।

ভ্রান্ত জগতের একি চেষ্টা ভ্রান্তিময়,
চিরজীবিতের মৃত্যু করিতে প্রমাণ—
ভব-নাট্যে কেন হেন মিথ্যা অভিনয়?
মিথ্যা ল'য়ে কে পেয়েছে সত্যের সন্ধান?
নিত্য তব জন্মদিন—নিত্য তব গান
পূর্ণ করে অনন্তের আরতি মঙ্গল,
যে টুকু অপূর্ণ থাকে হে দিব্য মহান্!
সেও তব মহত্ত্বের অযাচিত ফল!
এ বিজনে তব নামে জাগিয়াছে প্রাণ—
শুষ্ক পত্রসম দূরে থাক্ কোলাহল।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে চারিটি স্তর আছে। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রজনী ও চন্দ্রশেখরকে প্রথম স্তরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরাকে দ্বিতীয় স্তরের, রাজসিংহকে তৃতীয় স্তরের এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা প্রতিভাশালী ও সূক্ষ্মদর্শী লেখকদিগের উপন্যাসগুলি চিন্তাপূর্ণ অন্তরে পাঠ করিলেই দেখিতে পাই সাধারণতঃ উহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ সেই আদর্শের অনুরূপ কোন চরিত্র কিম্বা কোন ঘটনা সমাজে পরিলক্ষিত হয় না; অথবা কদাচিৎ কোথাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লেখকগণ তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভাবলে সেই সকল ছায়া-শরীরী আদর্শেরই কায়া নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তিতে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধ্যে ঐ সকল আদর্শকে এমন উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যান, এবং ঐ সকল উপন্যাসবর্ণিত নায়ক নায়িকার আদর্শে সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে প্রতিনিয়ত যে সকল দৃশ্য দেখা যাইতেছে, যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; শক্তিশালী লেখকেরা তাহাই কাব্য এবং উপন্যাসে মনোজ্ঞ ছবির ন্যায় অঙ্কিত করিয়া তোলেন।

তৃতীয়তঃ অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল ঘটনা, চরিত্র ও চিত্রের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, প্রতিভাশালী লেখকেরা তাহারই দু একটি ঘটনা, চরিত্র ও চিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কল্পনাকৌশলে ও বর্ণনা-

চাতুর্য্যে এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস প্রণয়ন করেন যে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন তন্মধ্যে অকস্মাৎ কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়া-প্রভাবে ইতিহাসের নির্জ্জীব চিত্রগুলিই সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ, যে সকল ভাব ও ঘটনা বিপুল সমাজের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না, কোনও ব্যক্তির কল্পনায় উদিত হয় না, অথচ সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনায় কবির কল্পনা উদ্দীপিত এবং হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে, কবি সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনাকে আদর্শ করিয়া কাব্য এবং উপন্যাস রচনা করেন। উক্তরূপ কাব্য উপন্যাস আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু কবিরা মনে করেন সমাজ ঐ সকল উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রকে আদর্শ করিয়াই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে; এবং ভবিষ্যতে উক্তরূপ চরিত্র সমাজে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে।

আমরা উপন্যাসের এই যে চারিটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার উপন্যাসের চারিটি স্তর আছে; এবং সেই চারিটি স্তরের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত, কারণ দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের মধ্যে প্রফুল্লের চিত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন কি প্রফুল্লকে ত্যাগ করিলে দেবী চৌধুরাণীর কোন মূল্যই থাকে না। অথচ প্রফুল্লের ন্যায় রমণী বাঙ্গলা দেশের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ চিত্র এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালীর কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিলেই দেখা যায়, তিনি শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী—মানবের এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির বিকাশ ও উন্নতিকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার কল্পিতা আদর্শ রমণী প্রফুল্লের চরিত্রে চতুর্ব্বিধ বৃত্তির বিকাশই প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজেই প্রফুল্লের চিত্র তাঁহার নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। তা ছাড়া দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে যে কয়েকটী পুরুষ ও নারীর চিত্র আছে, তন্মধ্যে সাগর, ব্রজেশ্বর, ব্রজেশ্বরের পিতা এবং ভবানী-ঠাকুরই উল্লেখ-যোগ্য।

ইহাদের মধ্যে সাগর সুন্দরী, সুরসিকা, সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী বালিকা, এবং তাহার হৃদয় সরলতা, সহৃদয়তা ও স্নেহ করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিতা বটে; কিন্তু সে সকল সদ্‌গুণ কোনও কাজেই আসে না। সে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে; বাপের বাড়ীতেই আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়; কখনো কখনো সখ করিয়া স্বামীর কাছে আসে। কিন্তু বড় লোকের মেয়ে বলিয়া কেহই তাহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলে না। তবে মানুষের একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাও দায়, সেইজন্য সে কখনো পান সাজে,

কখনো ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে রূপকথা শোনে, কখনো নয়ন-বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে,—তাহাকে 'কালপেঁচা' বলিয়া গালাগালি করে।

তৎপরে ব্রজেশ্বরের পিতা;—তিনি সেকালের একজন সুচতুর বুদ্ধিমান্ বিষয়ী; প্রয়োজন হইলে পুত্রবধূকে ঝাঁটা মারিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন; স্বার্থ এবং অর্থের জন্য উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট করা যে কেন অন্যায়, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পান না। চিত্রের হিসাবে ব্রজেশ্বরের পিতার চরিত্র উজ্জ্বল এবং পরিস্ফুট; তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে একজন সে কালের সুচতুর বিষয়ীকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করা যায়।

তদ্ভিন্ন ব্রজেশ্বরকে লেখক যতই সাহসী, নির্ভীক ও তেজস্বী বলিয়া বর্ণনা করুন না কেন, এবং তাহার সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি পিতৃভক্তির উপর চাপাইয়া দিন না কেন, ব্রজেশ্বর কিছুতেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ভবানীঠাকুরের প্রতিভা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, শক্তি আছে,—তিনি পরোপকারী, এ সকলই সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রকে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে না। গো-বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিলে দানের ফল অপেক্ষা হত্যার পাতক যে অনেক বেশী, তাহা সূক্ষ্মদর্শী লেখক অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি ভবানীঠাকুরকে সহজে নিষ্কৃতি দেন নাই; গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন "ভবানী-ঠাকুর" মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরাজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানীঠাকুর প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।"

পাঠকেরা বলিতে পারেন, ইহাতেও ভবানীঠাকুরের মহত্বই বৃদ্ধি হইল। তাহা সত্য। কিন্তু ভবানীঠাকুরের ডাকাতি কাজটা যে গ্রন্থকার সমর্থন করেন না, তাহাও বুঝা গেল। সুতরাং স্বয়ং গ্রন্থকারই যখন ভবানীঠাকুরের সকল কাজ সমর্থন করিতে পারেন না, তখন আমরাই বা তাঁহার চরিত্রকে উন্নত চরিত্র বলিব কিরূপে?

অতএব দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে গ্রন্থকার একমাত্র দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রকেই আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেই জন্যই গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার সময় লিখিয়াছেন,—এখন এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র। আমি কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিয়াছি—"

এখন দেখা যাউক প্রফুল্লের চরিত্রে

আদর্শ রমণীর কি কি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেকে হয় ত বলিবেন, যে যে ডাকাতির জন্য ভবানীঠাকুরের তুল্য জ্ঞানী ও পরোপকারী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না, সেই ডাকাতির জন্য প্রফুল্লকেও ধর্ম্মশীলা নারী বলা যাইতে পারে না। এ কথার উত্তর স্বয়ং গ্রন্থকারই দিয়াছেন। যখন ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিল "মনের মন্দিরের ভিতর সোণার প্রতিমা গড়িয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি।"

প্রফুল্ল বলিল, "কি ডাকাইতি করি?"

ব্রজেশ্বর। কর না কি?

প্রফুল্ল বলিল "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া পাই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম--শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই।"

প্রফুল্ল যে ডাকাইত নয়, তাহা বুঝা গেল। কিন্তু তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব কি, তাহাই দেখা যাউক। প্রফুল্লের জীবনে একটি প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহাকে শ্বশুর ত্যাগ করিয়াছেন, স্বামীও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কোন দিন যে গ্রহণ করিবেন তাহারও আশা নাই; এরূপ অবস্থায় প্রফুল্ল শারীরিক শক্তিতে শক্তিশালিনী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ও শত সহস্র লোকের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও একদিনের জন্য স্বামীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; স্বামীর কথা স্মরণ হইলেই অশ্রুতে তাহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইত; স্বামীর ভালবাসার নিকট শাস্ত্রচর্চ্চা, ধনৈশ্বর্য্য, লোকানুরাগ সকলই তুচ্ছ বোধ হইত। প্রফুল্লের এই যে পতি-ভক্তি, ইহা প্রত্যেক রমণীরই অনুকরণ-যোগ্য, এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মে প্রফুল্ল যথার্থই রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া।

তদ্ভিন্ন প্রফুল্ল সংসারধর্ম্মপালনেও নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল।" কেবল তাহাই নহে। "প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল; তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম, অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।"

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, পতি-ভক্তিতে এবং সংসারধর্ম্মপালনে প্রফুল্ল যে এক-জন আদর্শ রমণী, তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম; তজ্জন্য তাঁহাকে মল্লযুদ্ধ শিখাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মহা আড়ম্বরের সহিত বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞান শিখাইবারই বা কি দরকার

হইয়াছিল, নানাপ্রকার কঠোর সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ডাকাইতদিগের রাণী-পদে ব্রতী হইবারই বা কি আবশ্যক ছিল? হিন্দুসমাজের অনেক রমণীই ত আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকেন; নিঃস্বার্থভাবে পরিবারের সমস্ত লোকের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; সে জন্য ত কুস্তি কিম্বা মল্লযুদ্ধ শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না; মহা আড়ম্বরের সহিত কৃচ্ছ্রসাধনও আবশ্যক হয় না। তবে সুশৃঙ্খলভাবে গৃহধর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য জ্ঞানালোচনা আবশ্যক বটে। কিন্তু তথাপি প্রত্যেকরই যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। একজন পুরুষ যদি শঙ্করাচার্য্যের মত জ্ঞানী, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা এবং চৈতন্যদেবের ন্যায় ভক্ত হইয়া কলিকাতার কোনও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সাহেবের আপীশের বড় বাবু হইয়া মাসে চারি পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করেন, এবং পরিবার পরিজনকে সুখে রাখেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও আমাদের যেমন বলিতে ইচ্ছা হয়, লোকটির অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ রণবিদ্যা ও অতুলনীয় ধর্ম্মজ্ঞান বৃথাই গেল,—কোন কাজেই আসিল না;—তেমনি বলিতে ইচ্ছা হয় প্রফুল্লের নানা-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা ও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভা বৃথাই গেল।

কিন্তু এই অভিযোগেরও একটা উত্তর দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থখানি মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, রমণীর যতই শক্তি থাকুক না কেন, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, পতিসেবা, সন্তানপালনই রমণীর পক্ষে স্বাভাবিক; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই নারীর নারীধর্ম্ম রক্ষা হয় না, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-পরায়ণা, সুশীলা রমণী তাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। প্রফুল্ল যুদ্ধ শিখিলেন, শাস্ত্রালোচনা করিলেন, নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী এবং শত সহস্র লোকের কর্ত্রী হইলেন;—কিন্তু কই, কিছুতেই ত সুখ পাইলেন না; তাঁহার নারীহৃদয়ের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ত আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না! তৎপরে ঐ সকল বর্জ্জন করিয়া যখন স্বামিগৃহে গমন করিলেন, তখন স্বামীকে ভালবাসিয়া, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। রমণীর পক্ষে যে গৃহধর্ম্ম পালন করাই স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রমণীর পক্ষে বিশেষ বিধিও আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কি পুরুষের পক্ষেও উচিত নয়? কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য তাহা পালন করেন নাই বলিয়া তাঁহারা অপরাধী নহেন। তাঁহারা অন্য দশ জন লোকের ন্যায়

সংসারী হইয়া বড় জোর যদি পাঁচ জন গ্রাম্য লোকের কিঞ্চিৎ উপকার করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর বেশী কি লাভ হইত? তাহা না করিয়া তাঁহারা সমগ্র জীবন দিয়া যে জগৎকে উন্নত করিয়া গেলেন—মানবের সম্মুখে মানবত্বের যে এক মহান্ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহাতেই ত সংসারের প্রকৃত কল্যাণ হইল। এইরূপ রমণীদিগের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, অশোক রাজার কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কোনও সচ্চরিত্র রাজকুমারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিলে হয় ত কাজটা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি সংসারে প্রবেশ না করিয়া যে সন্ন্যাসিনীর বেশে সিংহলে গমন করিলেন,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের করুণা ও মৈত্রী প্রচার করিলেন, ইহাতেই কি জগতের অধিক কল্যাণ সংসাধিত হয় নাই?

এ সংসারে সাধারণ লোকেরাই সাধারণ নিয়মের অধীন; কিন্তু অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ নিয়মের অধীন। ইহার দৃষ্টান্ত এখন এই ভারতবর্ষে পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে কঠিন নহে। কত প্রতিভাশালিনী মনস্বিনী রমণী শৈশবকাল হইতে সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্যই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন; কিন্তু পরে যখন শুভদিনে শুভক্ষণে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিশ্ব-জগতের আহ্বানধ্বনি শুনিতে পান, তখন বলিয়া উঠেন,—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান!
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

ইহার পর যখন যথার্থই তাঁহারা বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমগ্র বিশ্বের প্রেমের বন্ধনে আপনাদিগকে বাঁধিয়া ফেলেন; তখন পুরুষই হউন বা নারীই হউন, সে বাঁধন কি কাহারও পক্ষে অশোভন অথবা অস্বাভাবিক হয়?

সেই জন্য বলি বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লকে যেমন সর্ব্বগুণে ভূষিতা শক্তিসম্পন্না মনস্বিনী নারীরূপে অঙ্কিতা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাকে গৃহস্থালীর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রুদ্ধ না করিয়া যদি বিশ্বের বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া আসিতেন; এবং সঙ্ঘমিত্রা প্রভৃতি ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদিগের ন্যায় প্রফুল্লের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইতেন, তাহা হইলে প্রফুল্লের যুদ্ধশিক্ষা, জ্ঞানালোচনা, কঠোর বৈরাগ্য সকলই সার্থক হইত। নচেৎ গৃহধর্ম্মপালনের জন্য বাঙ্গালী রমণীর মল্লযুদ্ধ শিক্ষা, মহা




আড়ম্বরের সহিত বাণী হইয়া কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় নহে; অস্বাভাবিক বলিয়াও লোকের উপর কর্তৃত্ব করা কেবল মনে হয়। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

উত্থান-গাথা।*

ভারত-ভগিনী উঠ জাগ সবে,
কত দিন আর ঘুমাইয়ে রবে?
অলসতা-পূর্ণ জড় প্রাণ লয়ে,
জগতে সবার ঘৃণনীয় হ'য়ে,
কতদিন রবে এমনি ভাবে?
আমাদের ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, স্বামী,
পর পদানত—আজ্ঞা-অনুগামী,
আমরা এমন নিশ্চেষ্ট হইয়া,
সহিতেছি আজো এ সব হেরিয়া,
ভাবি না এ দুঃখ কেমনে যাবে।১
নারী-জীবনের দায়িত্ব ভুলিয়া,
আমরাও সব আছি ঘুমাইয়া,
আমাদের দোষে ভারত-সন্তান
আছে ঘুমে আজো হারাইয়া জ্ঞান,
ভুলিয়ে দেশের দুর্গতি সব।
যদি তাঁহাদের এ ভুল দেখায়ে,
উত্তেজিত করি' দিতাম জাগায়ে,
তাহোলে কি আজো ভারত-সন্তান,
উঠিত না জাগি হয়ে একপ্রাণ,
তুলিতে স্বদেশে বিজয়-রব? ২
ধিক্ আমাদের জড়তা জীবনে,
এখনো বিরত কর্ত্তব্যসাধনে!
এই ভারতের আর্য্যনারীকুলে,
জন্ম আমাদের, গিয়ে সব ভুলে,
পাশ্চাত্য সভ্যতা নকলে রত!
এবে আমাদের হয়েছে কেবল,
পাশ্চাত্য যা কিছু প্রাণের সম্বল,
পাশ্চাত্য বিলাস-ভূষণে সজ্জিত
হয়ে মানি মনে কতই গর্ব্বিত,
দেখি না দেশের দুর্গতি কত।৩
সুশিক্ষিত হ'তে পাশ্চাত্য বিদ্যায়,
সঁপিয়াছি মোরা প্রাণ মন কায়,
দেশী রীতি নীতি সুশিক্ষা আচার,
পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভেবেছি অসার—
অসার বুঝেছি দেশী যা আছে।
দ্রৌপদী, জানকী, আত্রেয়ী, সুমিত্রা,
কুন্তী, চিন্তা, আর সাবিত্রী পবিত্রা,
এই সব যত প্রাচীন মহিলা
গুণ-গরিমায় শীর্ষস্থানে ছিলা,
অসভ্য ইঁহারা মোদের কাছে।৪
বেদ, সাঙ্খ্য, আদি ষড় দরশন,
বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র অগণন,
থাকিতে এ হেন অমূল্য রতন,
উপেক্ষিয়া মোরা সে সব এখন,
শিক্ষার ভিখারী পরের দোরে।
চতুঃষষ্টি বিদ্যা এ দেশে থাকিতে,

---

* "গাথাটি" নবীনা লেখিকার লেখনী-প্রসূত হইলেও বিশেষ আদর ও উৎসাহযোগ্য বিবেচনায় প্রবন্ধমধ্যে গৃহীত হইল। বা, বো, স।




কেন যত্ন পর-বিদ্যা উপার্জ্জিতে ?
বেশী শেখা শুধু স্বামীরে পীড়িতে,
বিলাসের দ্রব্য হুকুম কোরে।৫
সে শিক্ষা তো মোরা শিখেছি এখন,
সে মহতী দীক্ষা করেছি গ্রহণ,
শিখেছি আমরা সংসার ভাঙ্গিতে,
স্বামীরে কলহে উত্তেজনা দিতে,
এত শিখে আজি পতিত মোরা।
এ দেশ এমনি নহে চিরদিন,
সদ্‌গুণ-বর্জ্জিত নারীজাতি হীন ;
বীর-প্রসবিনী ভারত বলিয়া,
পুরাকালে ছিল সুধন্য হইয়া,
পুণ্যের প্রবাহে আছিল পোরা।৬
হেথা জনমিলা কত বীরাঙ্গনা,
কমলা, পদ্মিনী, ক্ষত্রিয়-ললনা,
সংযুক্তা, দেবাল, কর্ম্মদেবী, আর—
কত হিন্দুনারী উচ্চতার সার,
কি না করেছেন স্বদেশ তরে ?
মহা সম্মানের তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি
বীর-মাতা নাম আর্য্যনারী ধরি,
ছিলেন আরূঢ়া তাঁহারা সকলে,
বলবতী হয়ে মানসিক বলে,
এ বিশ্ব জগত প্রদীপ্ত করে।৭
পাঠাতেন তাঁরা সানন্দ আননে,
সম্মুখ-সমরে পতিপুত্রগণে,
রণে তাঁরা সবে হলে পরাহত,
মুক্ত অসি করে বীরনারী কত,
মরিতেন রণে অরাতি নাশি।
অন্যে হাসিমুখে ঘোর চিতানলে,
অর্পিতেন তনু সতীত্বের বলে,
সেই সব কথা ভুবনে বিদিত,
ইতিহাসে আজো রয়েছে লিখিত,
তাঁহাদের যত সুকীর্ত্তিরাশি।৮
তাঁদের মনের তেজস্বিতা-বলে
প্রসবিতা তাঁরা বীরসুতদলে,
শিবাজী, প্রতাপ, রাজসিংহ আর—
কত শত বীর, বীর-কুল-সার,
অতুল বিরল ভুবনমাঝ।
সে সব বীরের বীর-গাথা যত,
প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনি হত,
আছিলেন তাঁরা বীরদম্ভ ভরে,
বৈজয়ন্ত সম সুপবিত্র করে
জনমভূমিরে সাধি স্বকাজ। ৯
আমরা তো সেই আর্য্যনারীজাতি,
তবে কেন নাই মোদের সে ভাতি ?
আমরা পরের দাসত্বের তরে,
প্রসবি এ হেন সন্তাননিকরে,
দাস মাতা নামে পাইতে খ্যাতি ?
আমরাও কেন তাঁদের সমান
নারি প্রসবিতে পুত্র বীর্য্যবান্,
কেন নাহি পারি ভারতের নামে,
উত্তেজিত করি জাগাতে সংগ্রামে,
করেছেন যা আর্য্যনারীজাতি ?১০
এই সে ভারত আদর্শের স্থল,
এই সে উন্নত হিমাদ্রি অচল,
সেই রবি শশী তারা অগণন,
অই তো রয়েছে সে নীল গগন,
আজো সে জাহ্নবী বহিছে অই।
পুরাকালে সব ছিল গো যেমন,
এখনো সকলি রয়েছে তেমন,
সেই আর্য্যনারীবংশে জন্ম লয়ে,
উৎসাহবিহীন জড়পিণ্ড হয়ে,

তবে কেন মোরা পড়িয়ে রই ?১১
এস ভারতের যত ভগ্নীগণ!
উদ্দীপনালোকে কর জাগরণ,
পিতা, পতি, পুত্র, ভারত ভ্রাতায়,
স্বদেশহিতার্থে জাগাতে সবায়,
করি দৃঢ়পণ মিলিত হয়ে।
তাহোলে দেশের উন্নতি হইবে,
পরহিত-আশা আবার জাগিবে।
নবীন উদ্যমে এস ভগ্নীগণ!
নীচ বাঞ্ছারাশি করি বিসর্জ্জন।
দেশে শান্তি-স্রোত যাইবে বয়ে।১২
নারীর অসাধ্য কি আছে মহীতে ?
কোন্ কাজ নারী না পারে সাধিতে ?
কত যে বিপুল সাম্রাজ্য স্বাধীন,
হইয়াছে চির পরের অধীন,
নীচ ভাবাপন্ন নারীর তরে ;
আবার কতই পরাধীন জাতি,
মহৎ নারীর উৎসাহেতে মাতি,
অধীন নিগড় সবলে ছিঁড়িয়া,
হ'তেছে উন্নত গৌরবে মাতিয়া,
আপনার দেশ স্বাধীন করে।১৩
প্রাচীন নারীর মহত্ত্বের তরে,
ছিলা আর্য্যগণ ধরা ধন্য করে,
আধুনিক সভ্য উন্নত জাপান,
নারী-উদ্দীপনে এত বলীয়ান্,
বলেন এ কথা পণ্ডিত যত।
জাগ ভারতের যত ভগ্নীগণ!
কেন থাকি আর ঘুমে অচেতন,
অলসতা-পূর্ণ জড় প্রাণ ল'য়ে,
জগতে সবার ঘৃণনীয় হ'য়ে,
কেন পড়ে থাকি সহিয়া এত ?১৪

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
২১৪ নং শোভাবাজার রাজবাটী,
কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সখের নাম।

১। ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্‌সের পত্নী মডিনা মেরীর নাম অশ্রুরাণী (Queen of Tears.)

২। কবি লংফেলো দয়াময়ী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম দিয়াছেন সেণ্ট ফাইলোমিনা।

৩। বিখ্যাত গায়িকা জেনী লিণ্ডের নাম (Swedish Nightingale) সুইড বুলবুল।

৪। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌সের কন্যা বোহিমিয়ার রাণী এলিজেবেথের নাম (Queen of Hearts) হৃদয়ের রাণী।

৫। কেণ্টের আরল এডমণ্ডের সুন্দরী কন্যা জোহানার নাম (Fair Maid of Kent) কেণ্টের সুন্দরী কুমারী।

৬। ষোড়শ শতাব্দীর এক দৈবজ্ঞ নারী এলিজেবেথ বার্টন "Holy Maid of Kent" কেণ্টের পবিত্র কুমারী নাম পাইয়াছেন।

৭। ফরাসী স্ত্রীকবি লুইলেবের নাম

"The Beautiful Rope-maker" সুন্দর নিৰ্ম্মাত্রী।

৮। নৰ্ম্মাণ্ডীর ডিউক ১ম রিচার্ডের কন্যা এমার নাম "The Gem of Normandy" নৰ্ম্মাণ্ডীর রত্ন।

৯। ডিউক্ অব মারলবরোর কন্যা আনের নাম "The Little Whig" ছোট হুইগ।

১০। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম হেনরীর কন্যা মেটিল্ডার নাম "Lady of England" "ইংলণ্ডের লেডী।" এই নাম উইঞ্চেষ্টারের রাজসভা প্রদান করেন।

১১। দেন্মার্করাজ ৩য় ওয়ালডিমারের কন্যা মার্গারেটের সামরিক প্রকৃতির জন্য তাঁহার নাম "Semiramis of the North" উত্তরাঞ্চলের বীরাঙ্গনা সেমিরামিস্।

১২। ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ জর্জ্জের সময় মেরী ডার্বি রবিন্সন সৌন্দর্য্য, রসিকতা ও কবিত্বের খ্যাতির জন্য "The English Sapho" ইংলণ্ডীয় সাফো নাম পাইয়াছেন।

১৩। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অগষ্টিনা জারাগোজা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জারাগোজা নগর ধ্বংস করিয়া "Maid of Saragossa" জারাগোসার বীরাঙ্গনা উপাধি পাইয়াছেন।

১৪। ইংলণ্ডেশ্বরী মেরীর নাম "Bloody Mary" রক্ত-পিপাসু মেরী।

১৫। রাণী এলেজেবেথ অবিবাহিতা থাকাতে তাহার নাম "Virgin Queen." কুমারী রাণী।

১৬। ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্কের নাম "Maid of Orleans" অর্লিয়ান্সের বীরাঙ্গনা। ইনি ইংরাজ বিরুদ্ধে ফরাসীর জয় স্থাপন করেন।

সম্রাট অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। তুমি যদি আপনার কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাক, তাহাহইলে তুমি ঠাণ্ডায় আছ কি গরমে আছ, লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে কি নিন্দা করিতেছে—এ প্রভেদ তোমার গ্রাহ্য হইবে না।

২। অত্যাচারকারীর প্রতিশোধ লইবার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, তাহার মত অন্যায়াচারী হইও না।

৩। যখন একটী সামাজিক কার্য্যে যাও, তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সেই একটী বিষয়ে সুখ অনুভব কর এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

৪। যদি কোনও কার্য্য সম্পাদন তোমার পক্ষে কঠিন বলিয়া বোধ হয়, ইহা মানবের পক্ষে অসাধ্য মনে করিও না এবং ইহা তোমাদ্বারা সম্পাদিত হইবে না, এমনও মনে করিও না।

৫। আমি যাহা ভাবিতেছি, এবং করিতেছি তাহা ঠিক্ নহে, কেহ যদি ইহা আমার হৃদ্গত করিয়া দিতে পারেন, আমি আনন্দপূর্ব্বক আমার কার্য্যপ্রণালী বদলাইব।

৬। শরীর যতক্ষণ ক্লান্ত হইতেছে না, ততক্ষণ জীবনের কোন কার্য্যে নিরুদ্যম হওয়া আত্মার পক্ষে লজ্জাকর।

৭। তুমি আপনাকে সরল, সাধু, পবিত্র, গম্ভীর, আড়ম্বর-বিবর্জ্জিত, ন্যায়-নিষ্ঠ, ঈশ্বর-উপাসক, দয়ালু, স্নেহশীল এবং সকল সাধু কার্য্যে উদ্যমশীল রাখ, ঈশ্বরকে ভক্তি কর এবং মানবের হিতসাধন কর। জীবন স্বল্পকালস্থায়ী। এই মর্ত্ত্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মানবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার। এণ্টোনাইনসের শিষ্যোচিত সকল কার্য্য কর। স্মরণ কর, যুক্তিসঙ্গত সকল কার্য্যে তিনি কেমন নিষ্ঠাবান্, সর্ব্ববিষয়ে তিনি কেমন প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, মুখমণ্ডলের শান্তভাব, তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, বৃথা যশোলিপ্সার প্রতি অবজ্ঞা স্মরণ কর। স্মরণ কর লোকদিগের অন্যায় নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রতিনিন্দা না করিয়া তিনি কেমন গ্লানি সহ্য করিয়াছেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া কোনও কাজ করেন নাই; তিনি পরনিন্দায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি লোকের ব্যবহার ও কার্য্য সকল কেমন ঠিক্ ঠিক্ বিচার করিতেন; তিনি অপর লোককে ভৎর্সনা করিতেন না অথচ ভীরু, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং পণ্ডিতাভিমানী ছিলেন না, তিনি কেমন অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন, এবং পরিশ্রমী ও ধৈর্য্যশালী ছিলেন; তাঁহার বন্ধুতা কেমন দৃঢ় এবং সমভাবাপন্ন ছিল; যাহারা তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিত, তাহাদিগকে স্বাধীনরূপে মত প্রকাশ করিতে দিতেন। যখন কোনও ব্যক্তি উৎকৃষ্টতর কোন মত দেখাইয়া দিত, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি কুসংস্কারাবিষ্ট না হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তুমি এই সকল গুণের অনুসরণ কর, তাহা হইলে চরম কালে তাঁহার বিবেক যেমন নির্ম্মল ছিল, তোমারও সেইরূপ থাকিবে।

৮। যিনি বর্ত্তমান বিষয় সকল ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি সকলই দেখিয়াছেন—অনাদিকাল হইতে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে, সে সকলই দেখিয়াছেন, কারণ সকল কার্য্যই একসূত্রে বদ্ধ ও এক আকারের বিকাশ মাত্র।

৯। তোমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তোমার উপযোগী করিয়া লও এবং যে সকল লোকের মধ্যে তোমার ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাস।

১০। তুমি যদি আপনাকে আনন্দে রাখিতে চাও, তাহা হইলে যাহাদিগের সহিত বাস কর, তাহাদিগের সদ্গুণ সকল আলোচনা কর।

১১। কেহ যদি বলপূর্ব্বক তোমার পথে বাধা দেয়, সন্তুষ্ট এবং শান্তচিত্ত হও

এবং সেই বাধাকে অন্য গুণ উপার্জ্জনের উপায় করিয়া লও।

১২। যিনি খ্যাতি ভালবাসেন, তিনি অন্যের কার্য্যকারিতাকে আপনার মঙ্গলার্থ মনে করিয়া থাকেন এবং যিনি সুখ ভাল বাসেন, তিনি আপনার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা চাহেন; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি আপনার কার্য্যকে আপনার মঙ্গলের কারণ মনে করেন।

১৩। কোনও বিষয়ে কোনও মন্তব্য পোষণ না করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং আমাদের আত্মাকে বিচলিত হইতে না দেওয়াও আমাদের সাধ্যায়ত্ত; কারণ কোন বাহ্য বস্তুর এমন স্বাভাবিক শক্তি নাই, যাহা আমাদের একটি মত গঠন করিয়া দেয়।

১৪। তুমি যদি আপনার স্বভাবের সুগতির পথে চল, কোনও মানুষ তাহাতে তোমার বাধা দিতে পারে না। বিশ্ব-প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে কোনও ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

গৃহকর্ম্ম।

১। নানখাদারী।

তিন ভাগ ময়দা ও এক ভাগ সুজী ঘি দ্বারা বেশ করিয়া ময়ান দিয়া ঘন ক্ষীর দিয়া মাখিতে হইবে। ক্ষীর অল্প দিতে হইবে। ডলিতে ডলিতে বেশ ময়দা মাখার মত হইবে, পরে অনেকক্ষণ দলিয়া চাকী বেলুনাতে পুরু করিয়া বেলিয়া বর্‌ফির আকারে কাটিতে হইবে, পরে ডুবা ঘিয়ে বেশ বাদামী ধরণে ভাজিয়া নামাইয়া অমনি পেস্তা বাদাম ছুলিয়া তাহার মধ্যে বিঁধাইয়া রাখিতে হইবে। ভাজিবার সময় খুব সাবধানে ভাজিতে হয়, সুজী খুব কম দিতে হয়, নচেৎ ভাঙ্গিয়া যায়।

২। কড়াইসুঁটীর কচুরী।

কড়াইসুঁটীর খোসা ছাড়াইয়া ধনে, জিরে, লূণ ও একটু জল দিয়া থকৃথকে করিয়া শুকাইয়া নামাইতে হইবে। পরে ময়দা ঘি ময়ান দিয়া বেশ করিয়া মাখিতে হইবে। পরে ছোট ছোট টাকার মত করিয়া তাহা বেলিতে হইবে। পরে এক-খানা লুচীর উপর ঐ তরকারী রাখিয়া উহার উপর আবার আর একখানা রাখিয়া চারিদিক্ বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে বেলিয়া (তরকারী যেন বাহির হইয়া না পড়ে) ডুবা ঘিয়ে ভাজিয়া গরম গরম খাইতে বেশ ভাল লাগে।

৩। পাটিসাপ্‌টা।

আতপ চালের গুঁড়া আন্দাজ মত গুড় দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া জল কিম্বা দুধ দিয়া গুলিতে হয়। চিনি দিয়াও হয়। একটা কড়া উনানে চড়াইতে

হইবে, পরে একটু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় একটু ঘি মাখিয়া কড়াটা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে একটা হাতাতে করিয়া খানিকটা গোলা লইয়া তাহাতে ছড়াইয়া দুইটা ন্যাক্ড়া লইয়া কড়াইয়ের দুই কান ধরিয়া কড়াময় ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার আগের দিন নারিকেল কুরিয়া গুড় দিয়া আগুনে চড়াইয়া জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়, তাহাই সেই ছড়ানো পদার্থের উপর বসাইয়া আস্তে আস্তে একটা ঝিনুক দিয়া জড়াইয়া দিয়া বেশ পানের আকার করিয়া গড়িতে হয়। লবঙ্গ দিয়া বিঁধাইয়াও বানান যায়। গোলার মধ্যে এলাচীর গুঁড়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়।

৪। ময়দার মালপোয়া।

সুবিধামত ময়দা লইয়া দুধ ও জল ও চিনি দিয়া গুলিতে হইবে। খুব ঘন কিম্বা খুব পাতলা যেন না হয়। পরে কড়াতে ঘি দিয়া ঘির গাঁজা মরিলে ছোট হাতা দ্বারা তাহাতে ছোট ছোট লুচীর আকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঐ গোলাই একটু চাকিয়া দেখিতে হয়—মিষ্টি হইয়াছে কি না। পরে তাহা একটু বাদামী ধরণের হইলে নামাইতে হয়। সুগন্ধি ইচ্ছামত দিতে হয়। সু, বা, সেন।

নবীন ভারতী।

মানুষের দৃষ্টি যত উপরে থাকে, তত নীচু; যত নীচে নামে, ততই উঁচু হয়। ফলবান্ একটী গাছে, ফলের প্রতি লোকের চোক পড়ে এবং সে সেই ফলের আস্বাদগ্রহণে ও তাহার রূপগুণবর্ণনে ব্যগ্র হয়। আপনার গাছও ফল না ধরিলে কিছুই নয় এবং ফল হইলে তাহাই গাছের সার বস্তু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে যেমন পাতা ও ফুল, সেইরূপ ফলটাও গাছের একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহা থাকিলে বা গেলে আদৌ গাছের কোনও লাভালাভ নাই। ফল হইতে স্কন্দদেশ গাছের পক্ষে প্রয়োজন, কেননা তদ্ভিন্ন গাছের বৃদ্ধি হয় না। আবার স্কন্দ অপেক্ষা মূলদেশ বৃক্ষজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কেননা ইহা ভিন্ন গাছ বাঁচে না। গাছের মূল প্রায় অদৃশ্য, তাহা শিকড় আকারে ভূমির নিম্নে থাকে। লোকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে না এবং তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যও নাই। কিন্তু এই মূল সুস্থ থাকিলে বৃক্ষদেহ সুস্থ থাকে, ইহা রুগ্ন বা ছিন্ন হইলে সমুদায় বৃক্ষশরীর রুগ্ন হইয়া [illegible] যায়। মূলই সার, মূল রক্ষা করিলে সকল রক্ষা হয় এবং পত্র পুষ্প ফল—[illegible] আবশ্যম্ভাবী কার্য্য—আপনা আপনি সম্পন্ন হয়।

মানুষ বাহ্যক্ষেত্রে যেমন, ধর্ম্মক্ষেত্রেও

সেইরূপ স্থূলদর্শী। ফলের প্রতি আগে দৃষ্টি যায়, মূলে দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মের ফল উপরে উপরে অগণ্য—যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, দানধ্যান, বিবিধ সৎকীর্ত্তি ও ধর্ম্মধ্বজা। অপরের ধর্ম্ম বিচার করিতে মানুষ এই সকল গণনা করে, আবার নিজের ধর্ম্মসাধনেও ফলাকাঙ্ক্ষা! "আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" ভগবানের নিকট ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের প্রার্থনা; না হয়, দেবলোকে ইন্দ্রত্ব, স্বর্গভোগ, চিরজীবন ও স্থির যৌবনের প্রার্থনা! প্রকৃত ধর্ম্মার্থীরা "ইহামুত্র ফল" ইহলোক বা পরলোকের সুখবাসনা ধর্ম্মের কণ্টক বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রকার বাহ্যক্রিয়া ও লক্ষণ যত সুন্দর ও লোকহিতকর হউক, সে সকলকেও তাঁহারা অবান্তর ও মূল্যহীন বলিয়া গণনা করেন। অনেক লোক বাহ্য লক্ষণ ও ক্রিয়াকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া তাহারই প্রভাবে ধার্ম্মিক সাজে সজ্জিত হন এবং জগতের লোকের নিকট ধার্ম্মিকের প্রশংসা-লাভের জন্য লালায়িত হন। ইহা তত কঠিনও নহে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিবেকীদিগের দৃষ্টি ফলে নয়—মূলে। ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, ভক্তি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। তাঁহারা যদি দেখেন, তাঁহাদের জীবন-বৃক্ষের মূলে এই সকল ঠিক্ আছে, ফল হউক না হউক, তাহাতে তাঁহাদের আসে যায় না। মানুষের দৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা প্রশংসা নিন্দার ধার ধারেন না, কার্য্যের ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত। বহির্দৃষ্টিকে সংযত করিয়া তাঁহারা অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং অন্তরতর অন্তরতম দেবতার স্থির দৃষ্টি অনুভব করেন। বৃক্ষের অবলম্বন শিকড় সকল যেমন মাটীর নীচে, সকল কার্য্যের মূল শক্তি ও প্রবৃত্তি সেইরূপ এই অদৃশ্য অন্তর রাজ্যে। তাঁহারা আত্মাকে জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল করেন, হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিবার জন্য যত্ন করেন এবং ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে ঈশ্বরের অনুগত করেন। নিম্নস্তর এই মূলের প্রতি যতই মানুষের দৃষ্টি যায়, ততই গভীর হইতে গভীরতর রূপে আত্মানুসন্ধান হয় এবং মানুষ আপনার প্রকৃতিতে "সত্যং শিবং সুন্দরং" ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সত্যময় শিবময় ও পুণ্যময় করিতে যত্নশীল হয়। এইরূপ লোক নিজে অমানী হইয়া অন্যের মান বর্দ্ধন করে এবং আপনার জীবন দ্বারা সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। ইহাদের জীবন-বৃক্ষের স্কন্ধ চরিত্রও সুগঠিত। ইঁহারা কার্য্য অপেক্ষা চরিত্র এবং চরিত্র অপেক্ষা ঈশ্বর-যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, সুতরাং ইঁহাদের দৃষ্টি ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিয়া আত্মস্থ ও শান্ত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। রুসীয়দিগের যে সকল জাহাজ ডুবিয়াছিল, একে একে তাহাদের উদ্ধার করিয়া জাপানীরা আপনাদের নৌবল বৃদ্ধি করিতেছে।

২। অনেক রুস সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হইয়া মস্কো নগরে এক কংগ্রেস স্থাপন করিয়াছেন, রাজ্যের আমূল সংস্কারসাধন তাহাদের উদ্দেশ্য।

৩। নিউ ইয়র্কের ভাসার কলেজ বি এ শ্রেণীতে ২০০ বালিকা। এখানে একটী আশ্চর্য্য প্রথা—বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব-দিনে সকলের একত্র ভোজ হয় এবং তখন রেজিষ্টারী ডাকা হয়। যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে "দোষী" এবং যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে "নির্দ্দোষী" বলিয়া উত্তর দিতে হয়।

৪। সম্প্রতি কলিকাতার "বঙ্গসমাজ-সংস্কার সভা" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতি।

৫। যুবরাজ দিল্লী দর্শন করিবেন, তদুপলক্ষে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮টী পুষ্করিণী ও ৩২৫টী কূপ খনন করা হইতেছে।

৬। যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ খয়েরপুরের রাজা ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজপদার্পণ হইবে না।

৭। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ণিয়ার উকীল বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর জেলা বোর্ড হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৮। মিলিনাল নামক এক সাহেব আয়র্লণ্ডে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

৯। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য লণ্ডনে এক আশ্রম তৈয়ার করিয়াছেন, গত ১লা জুলাই হাণ্ডিম্যান সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১০। ভারত-হিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙের পীড়ার সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন্।

১১। ভারত গবর্ণমেণ্ট অশ্বারোহিণী ধাত্রীর ব্যবস্থা করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা ৩ বৎসর হাঁসপাতালে শিক্ষা পাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। অশ্বের জন্য প্রত্যেকে মাসিক ৩০৲ টাকা পাইবেন এবং বিনা ভাড়ায় যথায় প্রয়োজন, যাইতে পারিবেন।

১২। অষ্ট্রিয়ার হারটন টিউরন্ নামক এক ব্যক্তি নিজকণ্ঠে নিজের অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত গাইয়াছেন। ফনোগ্রাফে তাঁহার গান বাঁধিয়া রাখিয়া যান, তাঁহার নিদেশ-মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাহা গীত হয়।

১৩। যুবরাজপত্নী বোম্বাই পদার্পণ করিলে কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে,

তজ্জন্য বোম্বায়ের হিন্দু ও পারসী রমণীরা এক কমিটী গঠন করিয়াছেন।

১৪। গুজরাটে ভয়ানক ঝড় ও বন্যায় ১০ হাজার লোক গৃহশূন্য, কতকগুলি গতায়ু হইয়াছে।

১৫। মান্দ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

১৬। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য ৮।৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার টাকা দিবেন। পাট রপ্তানীর মাসুলে ৫০ লক্ষ, ইনকম ট্যাক্সে ২ লক্ষ, গৃহস্বামীদের উপর গৃহট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ২॥ লক্ষ, রেলওয়ে যাত্রীদের হইতে ২॥ লক্ষ, তদ্ভিন্ন কড়ী কাষ্ঠ, জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া বাকী টাকার উপায় হইবে।

১৭। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ-সভা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের প্রত্যেক বিশিষ্ট স্থানে হইতেছে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতিনিধি কলিকাতা টাউন হল সভায় প্রেরিত হইতেছে।

১৮। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ শাখা রেলওয়ে খুলিবার কথা।

১৯। লর্ড কর্জন আমাশয় পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর-কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

২০। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিফণ্ডে ডাক্তার আর এল দত্ত হাজার টাকা দিয়াছেন। আরও অনেকে চাঁদা দিতেছেন। ছোট লাট স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রভাতী উপন্যাস, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। লেখিকা পুস্তকখানিতে কল্পনার বৈচিত্র, ভাষার লালিত্য এবং চরিত্র-চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদ্যের ন্যায় গদ্য রচনাতেও তিনি প্রশংসার্হ।

২। বৌদ্ধ পত্রিকা—চট্টগ্রামের কয়েকটী বাঙ্গালী বৌদ্ধ মাতৃভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উন্নতিকল্পে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক। কয়েকটী বুদ্ধ ভিক্ষুর ধর্ম্মোৎসাহের বিবরণ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৩। কপালিনী—শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। বামাবোধিনীর সুবিজ্ঞ প্রাচীন লেখক স্বর্গীয় কালীময় ঘটক যে "ছিন্নমস্তা" উপন্যাস লেখেন, তাহাই তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত। পুস্তক পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা যেরূপ প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব ও রসিকতাপূর্ণ, তেমনি সুনীতির পরিপোষক। পতিভক্তি ও পত্ন্যনুরাগের সুন্দর দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা পাঠিকাগণ আমোদের সহিত সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বামারচনা।

জোছ্‌নাবতী।

জোছ্‌না আমার!
স্বরগ সুষমামাখা পারিজাত ফুল,
স্নেহের প্রতিমাখানি আশার মুকুল।
উষার অরুণ প্রায়,
তোরি মুখ শোভা পায়,
সরযুর কোলে যেন কমলের ফুল,
শারদ শশাঙ্ক মরি! ও মুখের তুল।
কি বলিব তোর কথা জোছনা আমার!
ভুলে যাই সব হেরি মু'খানি তোমার!
আধ-ভাঙ্গা কথা বলি,
সুকোমল হাত তুলি,
ডাক যবে "আয় চাঁদ কপালে আমার"
কত সুধা ঝরে বালা! ও মুখে তোমার!
আকাশের নীল কোলে রোহিণী যেমন
আপন সৌন্দর্য্য-সুধা করে বরিষণ,
অথবা কাননকোলে
নব পারিজাত ফুলে
অথবা নীরদকোলে দামিনী যেমন,
মাতার হৃদয়ে বালা হাসিছ তেমন।
আমি কি বলিব তোরে ফুল্ল ফুলহার,
বিনিময় কিসে হবে হাসির তোমার?
গালে মুখে ভরা হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
আমি বড় ভালবাসি জোছনা আমার।
বিভল পরাণে তাই,
তোরি মুখে চেয়ে রই
চেয়ে দেখি হাসিমাখা কুসুম বাহার।
নন্দনের পারিজাত জোছ্‌না আমার।

তোমার জ্যেঠাইমা
শ্রীমতী প্রভামুখী দেবী, তেওথা।

খুকু।

আয় খুকি, সোণামুখী
স্নেহের কোলে,
ছিলি তুই বেলী যূঁই
ফুটিয়া ডালে।
গাণা তোর সুখে ভোর
ছিলরে অলি,
কেন আজ ধরা মাঝ
কুসুমকলি!
আদরের সোহাগের
সোণার লতা,
চির সুখে মার বুকে
থাকরে গাঁথা।
জগতের উপকারে—
ঢালিও প্রাণ,
বিশ্বধাম গাক্ তব
করুণা গান।

তোমার খুড়িমা শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

দুঃখিনীর অশ্রু।

কোথা যাও, ফিরে চাও, বাবাগো আমার!
কারে দিয়ে যাও তব সংসারের ভার?
ছেড়ে সব সাধ, আশা,
ভুলে স্নেহ-ভালবাসা
নিঠুর হইলে আজ কেন এত হায়!
সন্ন্যাসীর বেশে পিতা যাইছ কোথায়?
তুচ্ছ করি রাজ্যপাট,
ফেলিয়া হাকিমি ঠাট
ভূষিত করিলে অঙ্গ গঙ্গা মৃত্তিকায়;
হরি-রাম নাম হ'ল ভূষণ তাহায়।
তোমার এ সাজ দেখে বুক ফেটে যায়।
অকালে বৈরাগি-বেশে কোথা যাও হায়!
বৃদ্ধা মাতা আছে ঘরে,
বলগো কেমন ক'রে
কার মুখ চাহি রবে জননী তোমার?
তোমা বিনা 'মা' বলিতে নাহি যে গো তাঁর।
বাবা! বাবা! কোথা যাও?
ফিরে এস, মাথা খাও!
বিধবা দুঃখিনী আমি তনয়া তোমার,
কারে দিয়ে যাও বাবা! দুখিনীর ভার?
এত যে গো স্নেহ ক'রে
পালন করিলে মোরে,
বহিতে কি এ অনন্ত যাতনার ভার?
সহিতে এ জ্বালা বাবা! পারিনে যে আর!
ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয়,
দাতা, ধীর, জিতেন্দ্রিয়,
এ ধরার যত গুণ ছিল তা তোমায়;
তোমা লাগি আজি সবে করে হায়!
হায়!
সংসার শ্মশান আর—
সবি মোর একাকার,
সব দিছি বিসর্জ্জন জ্বলন্ত চিতায়।
তবু দেহে আছে প্রাণ কি কঠিন হায়!
কোথা পিতা—কোথা পতি?
এ কি সংসারের গতি?
ভিখারিণী আজ আমি দাঁড়াব কোথায়?
কে ডাকিবে আর মোরে স্নেহমমতায়?
নিঠুর আষাঢ় মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ!
ভাসাইলি একেবারে একটি সংসার;
দুঃখিনীর ভাঙা হৃদি ভাঙ্গিলি আবার।
বাবা গো! সকল ফেলে,
যাইছ স্বরগে চ'লে
রত্ন-সিংহাসন তব রয়েছে তথায়।
জগদীশ কোলে তুলে লবেন তোমায়।
এ দুঃখিনী কোথা যাবে
কোথা গিয়ে শান্তি পাবে,
কোথা আর আছে তার জুড়াবার ঠাঁই?
বাবা বিনা আমার যে আর কেহ নাই।

অভাগিনী চারুশীলা।
কলিকাতা—২৭এ আষাঢ়।

কে তুমি ?

কে তুমি শ্বেতবসনা, করুণা-রূপিণী ?
প্রতিভাছটায় মগ্ন এ ভুবনখানি।
তব ও মধুর রশ্মি অন্তরাল হ'তে
আলোকিত করে বঙ্গ প্রতি হৃদিপথে।
পিকবধূ পায় লাজ শুনি তব গীতি,
তারে তারে বাঁধা তান উথলয়ে প্রীতি।
কেহ বলে বীণাপাণি কমল-আসনা,
কবিতার সরোবরে আছগো মগনা।
তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য উঠিছে উচ্ছ্বাস,
ভাসিছে কুসুমগুচ্ছ শোভার বিকাশ।
"কনক" "কুসুমাঞ্জলি" "সুপ্রিয়প্রসঙ্গ"
তরুণ অরুণ রেখা ফুটাইল বঙ্গ।
অভিমন্যু গাথা গাহি শোকতীর্থজলে,
আপনি পবিত্র হয়ে জগতে ভাসালে।
কবিকুলে জন্ম তব, মাধুবী কাননে
ফুটেছিল এক দিন বিচিত্র কল্পনে
"বীর-ব্রজাঙ্গনা মেঘনাদ তিলোত্তমা।"
অমিত্র অক্ষরে রস-ধারা অনুপমা।
সে অমৃত তরুতলে তোমার নিবাস,
লহরে লহরে সুধা হইছে প্রকাশ।
কিন্তু হায়! এত শোভা কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা,
অমানিশি আবরিছে জ্যোৎস্নাময়ী রাকা।
হিমালয় বক্ষ ভেদি বহে মন্দাকিনী
নাশিয়া কলুষ রাশি পাখালে ধরণী।
তব অন্তঃশীলা নীরে সিক্ত কাব্যমালা,
স্নেহাম্বুসাগরে খেলা বিধু ছায়া আলা।
শিখাতে প্রেমের গীতি ও হৃদয় কুঞ্জে,
অবিরাম ও বাঁশরী বিষাদিয়া গুঞ্জে।
দূর শত দূর হতে বীণাধ্বনি পাই,
নয়নে মিটেনা আশা, শ্রবণ জুড়াই।
নির্জনে কল্পনাপটে ও মূরতি আঁকি,
দিয়াছি গো রাঙ্গা জবা অর্ঘ্যসম রাখি।
ফুটে না গোলাপ বেলা মল্লিকা মালতী,
ছুটে না সুরভি বায় উথলিয়া প্রীতি।
প্রবাসের দূর প্রান্তে বন পথ মাঝে
প্রকৃতি আপনি ফুটে বনচারিসাজে।
রক্তিম বরণ রূপে কানন-রঞ্জন,
নগ্ন শোভা, দীন কান্তি, সঙ্কুচিত মন।
লবে কি ও কম করে তুলিয়া যতনে
এনেছি বহিয়া সখি! তোমার কারণে।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

মনের ব্যথা।

এসেছি শ্বশুরালয়ে
পুণ্য পূত দেব-গেহ,
শ্বশুর শাশুড়ী আর
দেবর ননদ-স্নেহ
সকলই এখানেতে
রহিয়াছে বিদ্যমান,
সকলেই সমভাবে
করে মোরে স্নেহদান।

ভগিনীর সম স্নেহ
করে সদা দিদি* মোরে,
সকলে আমারে হেথা
বেঁধেছে স্নেহের ডোরে।
কিন্তু হায়! তথাপিও
প্রাণ সদা কাঁদে কেন?
মরমে জ্বলিছে সদা
ধূ ধূ ধূ আগুন যেন।
ছোট ছোট ভাই বোন
কচি কুসুমের মত,
মনে পড়ে সেই মুখ
বসে বসে ভাবি কত।
তাহাদের কথা গুলি
এখনো বাজিছে কানে,
সে মধুর হাস্যধ্বনি
সদা মুখরিত প্রাণে।
সে দিন হ'য়েছে ছোট
সোণার ভাইটী মম,
আদর করিয়া তারে
ডাকি আমি "অনুপম।"
সে এখন হাসে খেলে
হাত পা নাড়িয়ে কত,
মার পত্রে এ সংবাদ
জানি আমি অবিরত।
স্নেহের প্রতিমা হায়!
এ জগতে বোন ভাই,
প্রাণ সদা কাঁদে মোর
তাদের ছাড়িয়া তাই।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন,
নোয়াখালী।

* বড় মা।

আশীর্ব্বাদ।

ফুলের কলিকা সমা তুই
দিন দিন উঠিস ফুটিয়া,
সুবাস ছড়াও নিশি দিবা
বিশ্ববাসী মানবে মোহিয়া।
পর-উপকার মহাব্রতে
দীক্ষিতা হও মা তুমি আজ
উৎসর্গিয়া এ তুচ্ছ জীবন
সাধিবে মা জগতের কাজ?
মাতার হৃদয়ে তুমি মাগো
শোভহ হীরক রত্নসম,
চরিত্রের উজ্জ্বল প্রভায়
মনপ্রাণ বিমোহিত মম।
স্নেহের পুতুলী তুমি মোর,
নিশি দিন রাখিবি হৃদয়ে
চুমিব কোমল গণ্ডে তব—
স্নেহ-চক্ষে দেখিব চাহিয়ে।

তোমার খুড়ী মা, নোয়াখালী।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ;—

অগ্রিম।

সম্পাদিকা, ব্রাহ্মিকা সমিতি, চোরবাগান	৷৶০
মিঃ কে, জি, গুপ্ত, বালিগঞ্জ	২৸৶০
„ কে, সি, দে, দিনাজপুর	২৸৶০
শ্রীমতী বিরাজময়ী ঘোষ, আমলাপাড়া	১৴০
বাবু ঈশানচন্দ্র দেব, করণপুর	২৸৶০
শ্রীমতী বিধুমুখী সেন গুপ্ত, সঙ্গতটোলা	২৸৶০
„ শ্যামাসুন্দরী দেবী, কপুরিয়া নগর	২৶০
„ হরিমোহিনী দেবী, মহিষাদল	১৷৶০
মিস নগেন্দ্রবালা বসু, বীরভূম	২৸৶০
মিঃ বি-এল গুপ্ত, সারকুলার রোড	২৷০
বাবু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাগুরা	১৴০
„ সংসারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সিমলা	২৶০
„ অন্নদাপ্রসাদ সেন, রংপুর	২৸৶০
„ উপেন্দ্রনারায়ণ মাইতি, বালিয়াশঙ্করপুর	২৷০
„ শিবদাস মজুমদার, ভোলা	৷৶০
„ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবাবগঞ্জ	২৸৶০
„ কিশোরীলাল সেন, সুধারাম	২৸৶০
„ প্রিয়ভূষণ রায়, কুচবেহার	২৸৶০
„ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিদারাম বাড়ুজ্জের লেন	১৴০
৺সরলতা দেবী, জলপাইগুড়ী	৷৶০
শ্রীমতী চারুমতি দেবী, গোয়াড়ী	২৸৶০
„ ভবতারিণী বসু, ভবানীপুর	২৸৶০

সাবেক।

বাবু হেমমোহন রায়, ভবানীপুর	২
„ গোবিন্দলাল দত্ত, অক্রুর দত্তের লেন	৷৶০
মহারাজা প্রমোদচন্দ্র সিং বাহাদুর, সুসঙ্গ	২৲
মিঃ কে, জি, গুপ্ত, বালিগঞ্জ	২৸৶০
„ কে, সি, দে, দিনাজপুর	১৮৶০
বিবি আমীরন্নেসা, রংপুর	২৲
„ তাহেরণ নেছা, চন্দনটাই	২৸৶০
„ হামিফন্নেসা, শিকারপুর	৷০
৺ সরলতা দেবী, জলপাইগুড়ি	৭৷৶০
শ্রীমতী শশিমুখী দত্ত রায়, শ্রীরামপুর	৫৲
„ বিরাজময়ী ঘোষ, আমলাপাড়া	৩৷৶০
„ শ্যামাসুন্দরী দেবী, কপুরিয়া নগর	৷৶০
„ হরিমোহিনী দেবী, মহিষাদল	২৸৶০
„ সুলোচনা দেবী, বগুড়া	২৸৶০
„ নিস্তারিণী দাসী, শ্যামচক	২৲
„ বেনা রাও, বম্বে	২৲
„ হেমনলিনী সেন, কাজলাগর	১৸৶০
„ কামিনী রায়, ল্যান্সডাউন রোড	২৲
„ বামাঙ্গিনী ঘোষ, বারুটিয়া	২৸৶০
বাবু কিশোরীমোহন রায়, কাকিনা	৷০
„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, যশোর	২৲
„ কালীপ্রসন্ন মিত্র, তপসি কলিয়ারি	২৲
„ বৈদ্যনাথ সান্যাল, বগুড়া	৩৲
„ মণিমোহন সেন, বহরমপুর	২৸৶০
„ উমানন্দ বসু, জয়নগর	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, চেতলা	১৷০
„ কালিদাস ঠাকুর, নাটোর	৩৸৶০
„ ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ	৩৷৶০
„ যোগেশচন্দ্র দাস, বগুড়া	৫৲
„ শিবদাস মজুমদার, ভোলা	১৴০
„ দীননাথ বসু, বেলেঘাটা	৷৶০
„ কিশোরীলাল সেন, সুধারাম	২৸৶০
„ রমানাথ বসু, মজঃফরপুর	৩৷৶০
„ দুর্গাপ্রসন্ন দাস, কটক	৬৲
„ নবীনচন্দ্র রায়, বেলেঘাটা	১৸৶০
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী, কালীগ্রাম	২৲

পঞ্চতিক্ত বটিকা।

(সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।)

ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ন্যায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা ন্যূন নহে।

১ কৌটা—২ রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৵০ তিন আনা। উক্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কৌটার মূল্য ১০৲ দশ টাকা।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা।

(দশম সংস্করণ।)

কবিরাজি-শাস্ত্র মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত-ভাষা না শিখিয়া সে সকল গ্রন্থ পড়িবার অধিকার হয় না। সেই জন্যই কবিরাজি-শাস্ত্র এতদিন সাধারণের পড়িবার উপায় ছিল না। "কবিরাজি-শিক্ষা" পুস্তকে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ইহা আদ্যন্ত অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত; সেই জন্য ইহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। যাঁহারা অতি সামান্য বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারাও নিজে নিজে এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পরীক্ষা, সমস্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত কথা এই পুস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহার উপর—সমগ্র "সুশ্রুত-সংহিতা"—ইহার দ্বিতীয় ভাগ। সুতরাং এই একখানি পুস্তক পড়িলে, আর কোন পুস্তক পড়িবার আবশ্যক হয় না। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র; ডাক-মাশুলাদি ৸০ বার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;
১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No 505-6. Sept. & October, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ।	ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২।	২য় ভাগ।
৫০৫-৬ সংখ্যা।		৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনীর উন্নতির নূতন ব্য[illegible]

শুভ সংবাদ—বামাবোধিনীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথমশ্রেণীর [illegible] পত্রিকা করিবার জন্য অনেকগুলি চিন্তাশীলা সুলেখিকা বিদুষী [illegible] উদ্যোগিনী ও সম্পাদককে বিশেষ সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতা হইয়া[illegible] পত্রিকায় নিয়মিত ছবি যাইবে, স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী স্ত্রী-রচিত [illegible] অধিক মুদ্রিত হইবে এবং ইংরাজী স্তম্ভ থাকিবে। আগামী কা[illegible] সংখ্যায় বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য। বামাবোধিনীর প্রত্যেক গ্রাহক গ্রাহিকা অন্ততঃ এক একটী নূতন গ্রাহক সংগ্রহপূর্ব্বক ইহার উন্ন[illegible] সহায়তা করেন, এই অনুবোধ।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩১২।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

শারদীয় পূজা আগত। এ সময় টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, [illegible] বাহুল্য। বামাবোধিনীর প্রাপ্য মূল্য গ্রাহকগ্রাহিকাগণ স্মরণপূর্ব্বক [illegible] সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা ভি পিতে কাগজ ল[illegible] অল্প অল্প করিয়া আ'দায় দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছেন, তাঁ[illegible] দিগকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, অন্যান্য গ্রাহকগণ কিরূপ হি[illegible] ভি পিতে ক্রমশঃ দিতে পারেন, জানাইবেন। কার্ত্তিক মাসের পা[illegible] কাহার নামে কিরূপ ভি পি হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

৬ মাস গত হইল, নূতন বর্ষের মূল্য পাঠাইতে গ্রাহকগণ আর বি[illegible] করিবেন না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ ব[illegible]
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম।

বাবু গিরীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা	২॥৵৹
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	১॥৵৹
" অক্ষয়কুমার ঠাকুর দড়মাহাটা	২॥৵৹
" নিবারণচন্দ্র দত্ত থ্যাবিটকিন	"
" তারাপদ ঘোষ খিদিরপুর	"
" [illegible] মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া	"
" [illegible]ভূষণ গুহ মাণিকগঞ্জ	১।৵৹
" [illegible]লীপদ বসু বুধনঘাট	২॥৵৹
" কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর কুচবেহার	২৲
পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ন রম্ভা	২॥৵৹
শ্রীমতী সুশীলা দাসী কলিকাতা	"
মিসেস এন, সি, দত্ত নোয়াখালি	"
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাস গুপ্ত বরিশাল	"
ডাঃ অমৃতলাল সরকার সাঁখারিটোলা	"
শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী কলিকাতা	২৲
" ইচ্ছাময়ী দেবী হেইলাকান্দি	১।৹
" সরলতা ঘোষ লালবাগ	২৲
" কমলকামিনী দাসী বেনেপুর	।৹
মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	২॥৵৹
বাবু কেদারনাথ বাগচি বায়পুর	"
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	১॥৵৹
" মহেশচন্দ্র তালদার থেওড়া	২॥৵৹
শ্রীমতী শৈলবালা দেবী কালিয়া	।৵৹
" সুমতী মজুমদার কলিকাতা	১।৹
" কামিনী রায় কলিকাতা	॥৵৹
বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার কলিকাতা	১॥৵৹
" প্রমথনাথ দে গড়পার	১৲
" উপেন্দ্রবিহারী তালুকদার বরগুণা	২॥৵৹
" হরিনারায়ণ দাঁ বরাহনগর	"
" কৃষ্ণবিহারী বিশ্বাস বেলেঘাটা	"
" বসন্তকুমার বসু বাগাঁচরা	১৲
বাবু অমৃতলাল রায় বেলেঘাটা	২॥৵৹
শ্রীমতী নীরদমোহিনী বসু কলিকাতা	"
মিঃ এস, সি হোসালি অমরাবতী	"
ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র তিপজলা	"

সাবেক।

বাবু চতুর্ভুজ পট্টনায়ক কটক	২৲
" চন্দ্রমোহন সেন চট্টগ্রাম	২৲
" আনন্দমোহন বর্দ্ধন কমিল্লা	৫৲
" প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত কাঁটাই	৫৲
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	২॥৵৹
" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদয়নারায়ণপুর	।৹
" নিবারণচন্দ্র দত্ত থ্যাবিটকিন	২॥৵৹
" প্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত গৌহাটী	৪৸৵৹
" রাধানাথ দেব কলিকাতা	১৲
" সুকুমার সেন কমিল্লা	২॥৵৹
" নরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা	৸৹
" জ্ঞানশঙ্কর সেন কলিকাতা	১॥৵৹
" শশিভূষণ গুহ মাণিকগঞ্জ	৩।৵৹
" করালীপ্রসন্ন মিত্র চৌকিডাঙ্গা	২৲
" কালিদাস সেন সিউড়ী	২॥৵৹
" কুঞ্জবিহারী চৌধুরী ভবানীপুর	"
" পূর্ণচন্দ্র বসু দাবভাঙ্গা	৩৲
শ্রীমতী হেমলতা রায় কলিকাতা	২॥৵৹
" কামিনী রায় কলিকাতা	১।৹
ডাঃ দুর্গানন্দ সেন মালদা	৫।৹
মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	২॥৵৹
শ্রীমতী কমলকামিনী দাসী বেনেপুর	১৸৵৹
রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর কুচবেহার	৭৸৵৹
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী পিরোজপুর	২॥৵৹
" শৈলবালা দেবী কালিয়া	৪॥৵৹
মিঃ বি, মর্দ্দরাজ কটক	৪৸৵৹

মনোজবা।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবী প্রণীত। বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্যাল এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বস্ত্র কাপড়ে ভাল বাঁধা ১৲ টাকা, কাগজের মলাট ৷৷৹ মাত্র। কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটীবুক সোসাইটীতে [illegible] ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

[illegible] ভাবে বিকশিত ও বিবিধ সুগন্ধে সুরভিত। লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে [illegible]ইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভ্রাত্র, সখ্য, স্বদেশপ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সর্ব্বভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাঙ্কনে আপনার লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থখানিকে সদ্ভাব ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ করিয়াছেন।

কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর। গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ের স্নিগ্ধ পূত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত। আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।—ভক্ত যেমন "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যদেবকে রক্তাঞ্জলি অর্পণ করেন, গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তিচন্দনে মাখা এই মনোজবাটী স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন। এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় পিতৃপদে দিবার উপযুক্ত।

"আবেগ।"

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত।

Abega—"Emotion" is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece "Enlisted Coolies in Assam" draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। [illegible] এরূপ সুলভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল [illegible] মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হরিমোহন [illegible]রীতে প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 505-6. Sept, Oct. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ।	ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২।	২য় ভাগ।
৫০৫-৬ সংখ্যা।		৮ম কল্প।

বামাবোধিনীর ত্রিচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৪২ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৪৩ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং ক্রমে ৫০ বর্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা নয়। করুণাময় বিধাতা ইহাকে আরও আয়ুষ্মতী করুন্। বামাবোধিনী বামাকুলের সেবায় ইহার জীবন অবসান করিয়া ইহার যে মনসাধ অপূর্ণ আছে, তাহা পূর্ণ করুক। বামাহিতৈষী মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই শুভ নববর্ষে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্, ইহা যেন নবোদ্যম ও নবোৎসাহের সহিত আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্ত্রী-জাতির হিতোন্নতির কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে যথাযোগ্য সাদর অভিবাদনপূর্ব্বক আমরা স্বকার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হই।

শুভময় সিদ্ধিদাতা শুভাশীষ দানে
নবশক্তি দেও বামাবোধিনীর প্রাণে।
কৃপায় তোমার প্রভু—কৃপায় তোমার,
বেয়াল্লিশ বর্ষ আজি হইল যে পার।
এ দীর্ঘ জীবন-পথে বিঘ্ন বাধা কত,
পদে পদে চূর্ণ তুমি করেছ নিয়ত।
দুর্ব্বলের বল—তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
লুকাইয়া করিয়াছ সহায়তা দান।
যে অভাব যখন হয়েছে উপনীত,
অপূর্ব্ব বিধানে করিয়াছ অপহৃত।
তাই প্রাণে আশা এত—বুকে এত বল,
আলোকে আঁধার পথ করিছে উজ্জ্বল।
তুমি যার আছ, তার কি ভয় ভাবনা?
মরণে জীবন নব করিবে যোজনা।
সুখে দুঃখে সমভাবে তব গুণ গাই,
তোমার সেবায় চির-জীবন কাটাই।
যখন যেরূপে ইচ্ছা রাখ দয়াময়!
এ জীবনে তব ইচ্ছা পূর্ণ যেন হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজ-দম্পতী—ইহাঁদিগের অভ্যর্থনার্থ ভারতের ইংরাজ রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা আয়োজন হইতেছে। ইহাঁরাও দীর্ঘপ্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ইহাঁরা নিরাপদে ভারতে পদার্পণ করুন এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ভারতের কল্যাণের সুব্যবস্থা করুন্।

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ সভা—গত ৭ই আগষ্ট টাউন হলে এই বিরাট সভায় ১০।১২ হাজার লোক সমবেত হন, তন্মধ্যে ৮০০ জন মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রতিনিধি। এমন দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। ৪।৫ হাজার ছাত্র সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। দোকান পসার বন্ধ। টাউনহলে উপর ও নিম্নতলে স্থানাভাবে গড়ের মাঠেও সভা ও বক্তৃতা হয়। মূল সভার সভাপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। বক্তা এ চৌধুরী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি। ইহাঁরা একদিকে আইনানুগত প্রজার ন্যায় গবর্ণমেণ্টে আপিল করিতেছেন, আর একদিকে স্বদেশজাত দ্রব্যব্যবহারের প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গকে অটুট রাখিতে হইলে সকল বঙ্গসন্তান মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য একপ্রাণ হইয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন ও চরিত্রবলরক্ষণে প্রস্তুত হউন।

ছাত্রবৃত্তি—এ বৎসরের পরীক্ষার ফলে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হৈমবতী চক্রবর্ত্তী ১ম শ্রেণীর জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৬৲ টাকা পাইয়াছেন।

সৎকার্য্য—বরিসাল জলাবাড়ীর জমীদার বাবু তারকনাথ রায়চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী মহামায়া স্বীয় পিত্রালয় বানরীপাড়া গ্রামে ৪০০০ টাকা ব্যয়ে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে অনেক দান ও দরিদ্র-ভোজাদি দিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামে উত্তম পুষ্করিণীর বড় অভাব। জলদানের ন্যায় পুণ্য কার্য্যে এখনকার লোকের মতি গতি খুব কম। মহামায়া এ জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রমজীবিনী কার্য্যালয়—ভুপালের বেগম স্বরাজ্যের দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে স্বপোষণক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—কলিকাতার 'অনাথবন্ধু সমিতি ক্ষুদ্রাকারে এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী-কেরাণী—ইয়োরোপের নানা-দেশে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে অনেক রমণী কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। জর্ম্মণিতে সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক। তথায় স্ত্রী-কেরাণীব সংখ্যা দুই লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার; গ্রেট ব্রিটেনে এক লক্ষ চুরাশি হাজার; রুশিয়াতে ৬০ হাজার; অষ্ট্রিয়াতে পঞ্চাশ হাজার; ফ্রান্সে আঠারো হাজার মাত্র। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ষাট হাজার স্ত্রী-কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। ইহাঁরা অবশ্য দেশীয় নহেন, ইয়ুরোপীয় বা ইউরেসীয়। দেশীয় বিদুষীরা কেন অগ্রসর হন না? জাপানেও স্ত্রী-কেরাণীর সংখ্যা ষাট হাজার হইবে।

ছোট লাটের ভ্রমণ—যে মালদহ ডিষ্ট্রিক্ট ছোট লাটের এলাকা-বহির্ভূত হইতে চলিয়াছে, তিনি তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে যত বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল, ছোট লাট ততই সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন "তোমরা বুঝিতেছ না, তোমাদের মঙ্গল হইবে।" বঙ্গ বঙ্গই থাকিবে, ছোট লাটই আরও ছোট হইতেছেন!

বাঙ্গালিগায়িকা—৺হরিহর সান্যালের কন্যা ম্যাডাম বানার্জ্জি সম্প্রতি লণ্ডনে ইটালীয়, জর্ম্মণ ও ইংরাজি ভাষায় সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতশক্তি অসাধারণ।

বিধবাবিবাহ আইন-স্মৃতি—২৫এ জুলাই এই আইন লিপিবদ্ধ হয়, এজন্য গত বৎসর বোম্বাইয়ে ইহার স্মরণোৎসব হইয়াছিল। এ বৎসরও সেইরূপ হইয়াছে। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। জষ্টিস্ চন্দ্রভারকর সভাপতির কার্য্য করেন। উপস্থিত ২৭ জন মহিলার মধ্যে কাশীবাই বক্তৃতা করেন।

গোখলের সম্মান—আবার দুই বৎসরের জন্য ইনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। বিলাত যাওয়া বোধ হয় বন্ধ হইল!

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা—গত ১৩ই শ্রাবণ কলিকাতার নানাস্থানে এবং মফঃস্বলে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভা হইয়া গিয়াছে।

বেথুন স্মৃতি-সভা—গত ১২ই আগষ্ট বেথুন কলেজে বেথুনের স্মৃতি-সভা হয়, অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বেথুনের মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ইণ্ডিয়া কাউনসিল—বিলাতে আমাদের ষ্টেট্ সেক্রটারি সার জন ব্রডারিক ইহার সভাপতি। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক এক জন অধ্যক্ষ আছেন এবং সভ্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দশজন। রাজস্ব-বিভাগে ফিন্‌লে ও লী নামক বণিকদ্বয়; বাণিজ্য-বিভাগে সার জেমস্ মেকে; আইন-বিভাগে সার জন এজ; সামরিক বিভাগে সার জে গর্ডন ও সার আলেকজাণ্ডার ব্যাডকক। ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন আছেন যথা, পঞ্জাব—সার ডেনিস ফিট্‌জপেট্রিক, মান্দ্রাজ—সার ফিলিপ হচিন্স, বোম্বাই—সার উইলিয়ম লী ওয়ারনার,

ব্রহ্ম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত—সার হিউজ বার্ন্সে। সার ষ্টিওয়ার্ট বেলি বঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন; তাঁহার স্থান এখন শূন্য।

অদ্ভুত বৃক্ষ—ব্রহ্মদেশে এক নূতন বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বট বৃক্ষের ন্যায়, কিন্তু অন্য বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত। ইহা দেখিতে স্বর্ণবর্ণ এবং ইহার ছাল কাটিয়া লইলে ভিতরে সোণার রং দেখা যায়। ইহা এক বাহুপ্রমাণ, আরও বাড়িতেছে। ইহার অগ্রভাগ হইতে নির্ম্মল জল স্রোতোবেগে বহিতেছে, হাজার হাজার লোক ব্যবহার করিয়াও শেষ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মবাসীরা বলে ইহা সর্ব্ব-রোগঘ্ন।

অমলা।

(৫০২-৩ সংখ্যা—৪৫ পৃষ্ঠার পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লভিলা আশ্রয় দোঁহে শান্তি-নিকেতনে।

ভৈরবী নদীর উত্তর উপকূলে বসুন্দিয়া গ্রাম। এ স্থানে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প; কিন্তু ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ব্যবসাস্থল; সিন্দিয়া রেলষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা গ্রামটীর মধ্য দিয়া গমন করায় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। বসুন্দিয়ার হাট বিখ্যাত; হাটটী পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। হাটের ছোট ছোট গৃহগুলি করগেটেড আয়রণের ছাদবিশিষ্ট; সমগ্র স্থানটী ইষ্টক দিয়া বাঁধান। সাধারণতঃ এখানে কাপড়, মনোহারী দ্রব্য, মসলা ও মিষ্টান্নের দোকান সপ্তাহের সকল বারেই খোলা থাকে; কিন্তু শনি ও মঙ্গলবারে শাকসব্জী ও মৎস্য প্রভৃতি গৃহস্থের আবশ্যক প্রায় সমস্ত দ্রব্যই বিক্রয় হয়। শীতকালে এখানে খেজুরে গুড় যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। শনি ও মঙ্গল-বারে এই হাটে বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোন সময়ে হউক এক ঘণ্টা কাল উপস্থিত থাকিলেই তত্রত্য লোকের আচার ব্যবহার অনেকটা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্ম-চারীকে শাক, আলু, বেগুন প্রভৃতি হাটে খরিদ করিয়া স্বহস্তে বহনপূর্ব্বক বাটী ফিরিয়া যাইতে দেখিলে অকপটচিত্তে তাঁহাদের উদারতা ও বাহ্যাড়ম্বরশূন্যতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ইহা ভিন্ন আরও দুই কারণে গ্রামটী বিখ্যাত;—পোষ্ট অফিস ও ইংরাজী বিদ্যালয়। পোষ্ট অফিসের গৃহটী যেমন হওয়া উচিত, তেমন নয়;—ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া মাত্র; তাহাও নানা স্থানে ভগ্ন ও চারি পার্শ্বে জঙ্গলে পরিপূর্ণ; দেখিলে মনে হয় যেন পোষ্ট অফিসের

কর্ত্তারা অতিশয় দরিদ্র! এখানে নানা সময়ে নানা মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়; কখনও বা শান্তশিষ্ট বশিষ্ঠ মুনির পাদস্পর্শে স্থানটী প্রকৃতই শান্তিস্থলে পরিণত হয়, আবার কখনও বা বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে অধিবাসিগণকে বড়ই জ্বালাতন হইতে হয়। ইংরাজী বিদ্যালয়টী বহুদিবস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়া হইয়া থাকে; বাসুড়ী, বসুন্দিয়া ও জঙ্গলবাধালের কয়েক জন ভদ্রমহোদয়ের যত্নে সামান্য পাঠশালা হইতে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই স্কুলের বর্ত্তমান হেডমাষ্টার বাবু বিধুভূষণ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনিই এই স্কুলের প্রথমাবস্থা হইতে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইঁহার যত্নে, পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে এই স্কুলে প্রতি বৎসরই আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই স্কুলের নিকট বসুন্দিয়া হাট ও পোষ্ট অফিস। শনিবার বেলা আটটা কি নয়টা বাজিয়াছে, এমত সময় অমিয় ও অমলা আসিয়া বসুন্দিয়ায় পৌঁছিলেন। তাঁহারা বসুন্দিয়া হাটের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা স্কুলের সীমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। স্কুল-ঘর দেখিয়া ভাবিলেন এই বুঝি হাট; সুতরাং স্কুল-ঘরের দাওয়ায় উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

"বৌদিদি! হাটে এখনও লোক আসেনি কেন?"

"এখনও হাটের বেলা হয়নি।"

"এখন কি করবে ভেবেছ?"

"যে কাজের জন্য বেরিয়েছি তাই ক'রব —যার জন্য প্রাণত্যাগ করিনি, তারই অন্বেষণ ক'রব।"

"এখানে থেকে কি হবে?"

"এখানে বেশী দিন থাকা হবে না; যে কোন গতিকে হ'ক কলিকাতা যেতে হবে; তবে বিদেশ বিভূম যেতে হলে সব যায়গার সন্ধান লওয়া আবশ্যক; আজতো এখানে থাকা যাক্, তারপর যেমন হয় করা যাবে।"

ক্রমে বেলা দশ বাজিল; স্কুলের ছাত্রেরা ক্রমে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল দেখিয়া অমলা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ভ্রমে পতিতা হইয়াছেন এবং ছাত্রদিগের নিকট হাটের পথ অবগত হইয়া হাট অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা সাড়ে দশটা বাজিল; যথা-সময়ে বিধু বাবু স্কুলে হাজির হইলেন। জনৈক ছাত্র কহিল "মাষ্টার মশায়, আপনি মজুর খুঁজ্‌ছিলেন, আজ দুটো বেশ শক্ত মজুর এইখানে অনেকক্ষণ বসেছিল।"

বিধু বাবু—ছেলে মানুষ নয় তো?

ছাত্র—আজ্ঞে না; একজনের বয়স ১৭।১৮ হবে, আর একজন ১৪।১৫, খুব শক্ত ব'লে বোধ হয়।

"এখন তারা কোথায়?"

"হাটের দিকে গেছে।"

তাদের একটু বসিয়ে আমাকে খবর

দিলেই পারতে ;—স্কুল-ঘরগুলো বেশ করে লেপে নেব মনে করেছিলুম ;—কত কাজ ছিল, ফুল গাছের গোড়াগুলো খুঁড়িয়ে নেওয়া হতো।"

"তারা এখনও হাটে আছে।"

"গিয়ে দেখে আসতে পার—আর যদি থাকে, তাদিগে একবারে সঙ্গে নিয়ে আসবে ;—বলবে যে মাষ্টার মশায় ডাকৃছেন।"

তাহাই হইল—তৎক্ষণাৎ একটী বালক দৌড়িয়া গিয়া হাট হইতে অমিয় ও অমলাকে ডাকিয়া আনিল।

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরা ঘর লেপ্‌তে পারিস্ ?"

অম। আজ্ঞে পারি।

"কত ক'রে রোজ নিবি বল্।"

"কাজ করি, তারপর খুসি হ'য়ে যা দেন তাই নেব।"

"কতক্ষণ হ'তে কাজ কর্‌বি ?"

"সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

"খাওয়া দাওয়া কর্‌বি কখন্ ?"

"আমরা দিনের বেলা খাই না—সন্ধ্যার পর গা হাত ধুয়ে একবারে রেঁধে বেড়ে খাই।"

"আচ্ছা তোরা তবে এখন কাজ কর্—সন্ধ্যার সময় মজুরি দেব ; তোদের কাজের অভাব কি ? খাট্‌তে পার্‌লে এই বন্দোবস্তেতেই তোদের ৪।৬ মাস কেটে যাবে।"

"কোথাকার ঘর লেপ্‌তে হবে ?"

"এই স্কুল-ঘর—আজ শনিবার আছে, দেড়টার সময় ছুটী হয়ে যাবে ; তা তোরা ততক্ষণ ঐ পূর্ব্ব দিকের ঘরটায় কাজ কর্, তার পর সব আয়োজন কর্‌তে কর্‌তেই ১২টা বেজে যাবে, তা হলেই আজ সকাল করে স্কুলের ছুটী দিয়ে দেব।"

"আচ্ছা মশায়, তবে সব যোগাড় করে দিন্।"

"তোরা একটু বস্, সব ঠিক্ করে দিচ্ছি।"

"তোদের বাসা হয়েছে কোথা ?"

"যার ঘরে কাজ করবো, তারই ঘরে বাসা।"

"তা বেশ, তোরা ইচ্ছা কর্‌লে আমার বার বাড়ীতে একটী ঘর আছে, সেখানে থাকৃতে পারিস্—তোদের কোনও কষ্ট হবে না।"

"মশায় আমাদের খাওয়া হ'ক বা না হ'ক, থাক্‌বার যায়গা একটু ঘেরা ঘোরা হ'লে বড় ভাল হয়। আমরা বিদেশ বিভূম বড় যাই টাই না, আমাদের ফাঁকা যায়গায় থাক্‌তে বড় ভয় করে।"

"না, আমার সে বেশ ঘর—তোদের ভয়ের কোনও কারণ নাই—বেশ সুখে থাকৃবি ; আমার বাড়ীতে থাকৃবি যখন তখন, আর তোদের চিন্তা কি ?"

"আজ্ঞে মশায় তাই হলেই হলো—তবে কোথা কি আছে এনে দিতে বলুন।"

বিধু বাবুর আজ্ঞামতে স্কুলের দপ্তরী অমিয় ও অমলাকে সঙ্গে লইয়া বিধু বাবুর বাসা হইতে ঘর লেপিবার আবশ্যক জিনিষ পত্র আনিতে গমন করিল।

এতক্ষণে আমরা অমিয় ও অমলাকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে পারিলাম। বিধু বাবুর শান্তিকুঞ্জে যখন তাঁহারা স্থান পাইলেন, তখন আর আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই।

এখন আসুন,—

কে বিধবা কে সধবা দেখি অন্বেষিয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে পারে নাশিতে তায় বিধি রাখে যায়?

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের পর চিরস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন, তখন সকলেরই প্রাণে যেন নূতন আশার সঞ্চার হইল। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন, দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল;—সকলের মনে আশা হইল যে, চুরী, ডাকাতী, নরহত্যা প্রভৃতি দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে, লোকে নিরাপদে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে।

কিন্তু জঠর-জ্বালার নিকট আইনের বল খাটে না। অভাব না হইলে মনুষ্য কখনও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে না। ভারতবাসীর অভাব পূরণ হইবার নহে,—বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যে ভারতবাসীর শতকরা ৯০ জন কৃষি-জীবী;—যে ভারতবাসীর বার্ষিক আয় লোক প্রতি কুড়ি টাকার অধিক নয়;—যে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখিয়া হিউম (A. O. Hume) সাহেব 'তাহাদিগের গলদেশে কলসী বন্ধন করিয়া নদীজলে নিমজ্জন শ্রেয়ঃ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—যে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখিয়া ১৮৭৯ সালে জন্ ব্রাইট তাহাদিগকে ইংলণ্ডবাসীর সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, 'ইংলণ্ডের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিষয় কল্পনা করিতে পারে না';—যে ভারতবাসীর সপরিবারে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থা ও জরাজীর্ণ বসন পরিধান দেখিয়া ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার মার্শম্যান ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগের দুরবস্থা লিপিবদ্ধ করেন;—যে ভারতবাসীর আর্ত্তনাদে স্যার চার্লস্ ইলিয়টেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল;—যে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর ইংরাজ বাহাদুরের বিচারে প্রজার মঙ্গলের জন্য নূতন নূতন দুঃসহ করভার অর্পিত হইতেছে;—যে ভারতবাসীর জমিদারের কর্ম্মচারিগণের কল্যাণে হিসাবানা, পার্ব্বণি, মাথুট প্রভৃতিতে প্রকৃতিগণ অহরহ উৎপীড়িত হইতেছে;—সে ভারতবাসীর দেশ যদি দুর্ভিক্ষের চিরসহচর না হয়,—সেখানে যদি দস্যু তস্করের উপদ্রবে প্রজাগণের পথ পর্য্যটন বিপদসঙ্কুল না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

১৮৬১ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায়

ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট সময়োচিত প্রতীকার না করায় দেশের ছয় আনা রকম লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহার পরেই ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এই দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে না পাইতে পুনরায় ১৮৭৬ সালে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময় লোকের জীবন ও অর্থ রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষ শ্মশান-ভূমে পরিণত হইল; অন্নাভাবে মৃতজননীর স্তনে দুগ্ধ না পাইয়া অজ্ঞান শিশুসন্তান কখনও চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে, কখনও বা ক্রোধে মাতৃবক্ষে চপেটাঘাত করিতেছে, কখনও বা অসহ্য উদরজ্বালায় দংষ্ট্রাঘাতে মাতৃস্তন ক্ষতবিক্ষত করিয়া শোষণ করিতেছে, অবশেষে ক্ষুধায় কাতর ও বিষে জর্জরিত হইয়া স্নেহময়ী জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া তাঁহার শিশু তাঁহারই অন্বেষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। দেশ যেন জনশূন্য; যাহারা জীবিত, তাহাদেরও মুখে বাক্য নাই; হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই। যাঁহারা ধনবান্‌, তাঁহাদিগেরও মনে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা;—দস্যুতস্করের আশঙ্কায় সকলে যেন জড়সড় হইয়াছে। কেবল দস্যুভয় নয়; শৃগাল কুক্কুরের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে কেহই সাহসী হয় না। বাহিরে যাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া ১০।২০ জন লোক দল বাঁধিয়া বাহির হইতে হয়। চারিদিকে যেন হাট বসিয়া গিয়াছে; হাটের খরিদদার শৃগাল কুক্কুর, বিক্রেতা দুর্ভিক্ষ; বিক্রয়-দ্রব্য নরমাংস; পচামাংস খাইয়া তৃপ্তিলাভ হইতেছে না বলিয়া খরিদদারগণ টাট্‌কা মাংসের জন্য জীবিত মনুষ্যকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। তখন সবলের রাজ্য; যাহার শারীরিক বল অধিক, সেই বল-পূর্ব্বক দুর্ব্বলের মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। এই দুর্ভিক্ষে কলিকাতা বর্দ্ধমান হুগলী মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি সকল স্থানেই দস্যুর উপদ্রবে বিদেশগমন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ হইলে কি হয়, খাজনা তো দেওয়া চাই! সুতরাং সকলকেই করের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত; কালেক্টরীতে সংক্রান্তির সূর্য্যাস্তমধ্যে খাজনা দাখিল করিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যাইবে; সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া জমিদারগণ কালেক্টরীতে দাখিল করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

২৯ শে জ্যৈষ্ঠ; সূর্য্য প্রায় অস্তমিত; এমন সময় একটী গো-শকট ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দে মেদিনীপুরের সন্নিহিত গোপনন্দিনীর তলায় আসিয়া পৌঁছিল। গোপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়,—মেদিনীপুরের দুই মাইল আন্দাজ পশ্চিমে অবস্থিত; এখানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বর্ত্তমান; শুনিতে পাওয়া যায় যে ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ ছিল। এই অট্টালিকা মৃত্তিকা হইতে অতি উচ্চে

অবস্থিত ; ইষ্টকের পরিবর্ত্তে ইহা ঝামা পাথরে নির্ম্মিত ; এই স্থান অতি মনোরম, কিন্তু অল্প অল্প জঙ্গলাবৃত ; মেদিনীপুরের মধ্যে ইহা একটী দেখিবার উপযুক্ত স্থান বটে ; এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন করিলে মনে অনেক অতীত বিষয় পুনবায় জাগিয়া উঠে। এই গোপ পাহাড়ের তলদেশে একটী হিন্দুদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীব নাম গোপনন্দিনী; মন্দির বটবৃক্ষতলে অবস্থিত ; রাখাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতিদিন ইহাব পূজা হইয়া থাকে।

দেবীমন্দির দেখিয়া শকট আসিয়া বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল। শকটচালক ব্যতীত আরও তিন জন বলিষ্ঠ বরকন্দাজ শকটের রক্ষকরূপে আসিয়াছিল ; শকটের মধ্যে কেবল মাত্র একটী সুন্দর বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ। যুবকের নিকট একটী মাত্র ছোট কাষ্ঠসিন্দুক ; তিনি নিজে জমিদারীর টাকা দাখিল করিতে মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। কাপড় চোপড়, টাকা কড়ি সমস্তই সিন্দুকের মধ্যে ছিল। যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দেবীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং চারিটি পয়সা দেবীমন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। বরকন্দাজগণও এই অবকাশে এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া তৃপ্তিসহকারে ধূমপান করিতে লাগিল ; এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন।

আর কালবিলম্ব যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া যুবক শকটারোহণ করিলেন ও দ্রুতগতি শকট চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। শকট বৃক্ষতল ছাড়াইয়া পাকা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল ; এমত কালে হৈ হৈ শব্দে ২৫। ৩০ জন দস্যু আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। বরকন্দাজগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; প্রমাদ বুঝিয়া যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে দস্যুগণ জয়লাভ করিল, যুবক, বরকন্দাজ ও শকটচালককে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া সমস্ত অর্থগ্রহণপূর্ব্বক দস্যুগণ প্রস্থান করিল।

ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! কখন যে কাহাকে কি ভাবে নিয়োজিত করেন, তাহা মনুষ্যের দুরধিগম্য। মনুষ্যেরা কি ভ্রান্ত! যখন তাঁহারা কোন একটী কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে করেন যে, তাঁহাদেরই বুদ্ধিপ্রভাবে উহা সংসাধিত হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ না থাকিলে কোনও আশ্চর্য্য বিষয়ই জগতে প্রচারিত হইত না। ঈশ্বর স্বহস্তে না করিয়া আমাদিগের দ্বারা কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করাইয়া লন। তিনি পথপ্রদর্শক, আমরা পর্য্যটক মাত্র ; তিনি সূত্রধর, আমরা অস্ত্রযন্ত্রাদি মাত্র। যখন যে কার্য্য সমাধান আবশ্যক হয়, তখনই তিনি তদুপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করেন। আজি ৪।৫টী মনুষ্য দস্যুহস্তে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ধরাশায়ী ; তাহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ উপযুক্ত লোক আবশ্যক। ঈশ্বরের অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হইবে।

দস্যুগণ প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকাল মধ্যেই টমসন নামক জনৈক সাহেব অনুচরবর্গসহ মেদিনীপুর হইতে সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। গোপনন্দিনীর নিকট আগমন করিলে, গোঁ গোঁ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সাহেব অনুচরবর্গকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; এবং আলোকের সাহায্যে সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। টমসন সাহেব ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিলেন; এবং সকলকে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে বলিলেন; কারণ, দস্যুকে বিশ্বাস নাই, তাহারা তাহাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

সাহেবের আজ্ঞামতে তাঁহার অনুচরবর্গ শব্দ লক্ষ্য করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু চেষ্টার পর তাহারা একটী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল এবং অন্য ৩।৪ জন মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে বলিয়া জ্ঞাপন করিল। সাহেবের ও তাঁহার অনুচরবর্গের যত্নে যুবক একটু সুস্থ হইলেন, সকলেই তাঁহার জীবনের আশা করিতে লাগিল। সাহেব যুবককে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

এই যুবকের নাম সুধীর; ইনিই হতভাগিনী অমিয়ের স্বামী।

"সুধীরে লইয়া সাথে সুষ্টু টমসন্
বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে করিলা স্থাপন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সতী-পঞ্চক।*

দ্বিতীয় স্তবক।

১। পতিব্রতা।

ইনি কৌশিক-পত্নী, মহাসাধ্বী; ইঁহার সতীত্ববলে মৃত পতিও জীবিত হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক নামে এক পাপাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তাঁহারই পত্নী। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বশতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। কিন্তু পতিব্রতা

* সতীশতক গ্রন্থ-প্রকাশিত প্রথম পাঁচটী সতীর বৃত্তান্ত সঙ্কলনপূর্ব্বক "সতীপঞ্চক" নামে একটী প্রবন্ধ বামাবোধিনীতে মুদ্রিত করাতে গ্রন্থকর্ত্রী পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে আর ৫টী সতীর বিবরণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রকাশের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থও খণ্ড খণ্ড আকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর এ সৌজন্য, উদারতা ও সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার বহু যত্ন পরিশ্রমের আহৃত ফল সাধারণের নিকট সাদরে অর্পণ করিতেছি। পৌরাণিক উপাখ্যানের ঘটনা ও বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার না করিয়া ইহার ভাবার্থ সকলে গ্রহণ করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা। বা, বো, স।

সেই কুষ্ঠরোগী স্বামীর চরণে তৈলমর্দ্দন, অঙ্গ সংবাহন, স্নান, গ্রাসাচ্ছাদন, শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ ও রক্তপ্রবাহ পরিক্ষালন, নির্জ্জনে হিতকথা ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা দেব-নির্ব্বিশেষে তাঁহার পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পতি নিতান্ত রুগ্ন, কোপন-স্বভাব ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিনীতা পত্নী দ্বারা নিরন্তর পূজিত হইয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। পতির চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি পাপপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল। একদা পত্নীকে আদেশ করিলেন আমি যে এক পরম রূপবতী বারনারীকে দেখিয়াছি, সে যে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস করে, তুমি আমাকে সেইখানে লইয়া চল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! সেই আমার হৃদয়মাঝারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমাকে তাহার নিকট সত্বর লইয়া চল। আমি প্রাতঃকালে সেই সুরূপা অবলাকে দেখিয়াছি; এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় হইতে তাহার ছবি অন্তর্হিত হইতেছে না। যদি সেই ভুবনমোহিনী তন্বঙ্গী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকার সহিত সম্মিলন না হয়, তবে দেখিবে যে নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইবে। দেখ অনেক লোক তাহার প্রার্থী, আমার আবার দারিদ্র্য ও চলিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইতেছে। পতিব্রতা স্বামীর এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকার্য্য-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পরে স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া মৃদুমন্দ-গতিতে যাইতে লাগিলেন। একে রাত্রি-কাল, তাহাতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং সেই স্বামীর প্রিয়কারিণী সৎকুলসম্ভূতা মহাভাগা দ্বিজাঙ্গনা চঞ্চল বিদ্যুৎ আলোকে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প দর্শন করিয়া রাজপথের দিকে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য মুনি চোর না হইয়াও চোরসন্দেহে শূল-প্রোথিত হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নী-স্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের পদ সঞ্চালিত হইয়া মুনিবর মাণ্ডব্যের শরীর স্পর্শ করিল, পদাঘাতে ঋষিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি পদচালনা করিয়া আমাকে অধিকতর ব্যথিত করিল, সূর্য্যোদয় হইলেই সেই ক্রূর পাপাত্মা নরাধম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে প্রাণত্যাগ করিবে।" অনন্তর পতিপরায়ণা পতিব্রতা মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ স্মরণ করত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন "সূর্য্য আর উদিত হইবে না।" তদনন্তর সেই পতিশোকা-কুলা ব্রাহ্মণ-পত্নীর আদেশে সূর্য্য দেবের অনুদয়ে রাত্রিই রহিল। এইরূপে বহু দিন পরিমাণে রাত্রি অতীত হইলে দেবতারা ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন সূর্য্যোদয় ভিন্ন জগতের রক্ষার আর উপায় নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন "তেজ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতিব্রতার সতীত্বমাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত

হইতেছেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে তোমাদিগের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে, অতএব যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" অনন্তর অনসূয়া দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া কহিলেন "তোমাদের অভিলষিত বিষয় বল।" দেবতারা কহিলেন 'পূর্ব্বের ন্যায় দিবা রাত্রি হইতে থাকুক।' অনুসূয়া কহিলেন "পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় এবং সেই সাধ্বীরও স্বামি-বিনাশ সংঘটন না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি করিব।" অনসূয়া এই বলিয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন। তৎপরে পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি তো স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ! দেখ, আমিও কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধিহেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চপ্রকার ঋণ শোধ করিবে:—স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধনসঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা সত্য, সরলতা, তপঃ, দান ও দয়াপর হইবে এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অনুরাগসহ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতি-বিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলেও গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীগণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহুকষ্টার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপবাসের কোনও পৃথক্ বিধান নাই, কেবলমাত্র স্বামি-শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। দেখ পুরুষেরা দেবতা, অতিথি বা পিতৃ-গণের প্রতি সৎক্রিয়া অনুসারে যে পূজাদি প্রদান করেন, অনন্য-মানসা-নারী কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।"

পতিব্রতা দেবী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণে সমাদরসহকারে তাঁহার প্রতি পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে স্বভাব-শুভদায়িনি! অদ্য আমি ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেবগণও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আপনি আজ আমার স্বামিভক্তির সংবর্দ্ধন করিলেন। আমি জানি যে নারীদিগের পতির তুল্য আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোক ও পরলোকে মহোপকার সাধিত হয়। হে যশস্বিনি দেবি! একমাত্র পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহ-লোকে ও পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে, কারণ ভর্ত্তাই রমণীদিগের এক

মাত্র দেবতা। হে শুভে! হে মাননীয়ে! আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে অথবা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্! যথাসাধ্য আপনার বাক্য প্রতি-পালিত হইবে।” অনসূয়া কহিলেন, “সাধ্বি! তোমার বাক্যানুসারে দিবা রজনী অপাস্ত হওয়ায় সৎক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে—জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্যই দেবগণ আমার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় দিনযামিনী সংস্থাপন প্রার্থনা করায় আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনি! দিনের অভাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতেছে, এই মহৎ আপদ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাধ্বি, তুমি সর্ব্বজীবের প্রতি প্রসন্ন হও, সূর্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হউন্।” পতিব্রতা কহিলেন, “মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, ‘সূর্য্য উদিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে’।” অনসূয়া কহিলেন, “যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এবং তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন। হে বরবর্ণিনি! পতিরতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়া, সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি।” পতিব্রতা ‘তথাস্তু’ বলিলে সূর্য্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে নবজীবন প্রদান ও কৌশিকের প্রাণ হরণ করিলেন।. ব্রাহ্মণ যেমনি প্রাণ ত্যাগ করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, অমনি তৎপত্নী পতিব্রতা মহা-শোকে চীৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “ভদ্রে, পতিগতপ্রাণে! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা কখনও কোনও পরপুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করতঃ পত্নীর সহিত শত বর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়মনো-বাক্যে যদি স্বামীরই আরাধনায় আমার উদ্যম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন্।” তদনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুব-কলেবরে অজর অমরের ন্যায় দেহপ্রভায় স্বীয় নিকেতন উজ্জ্বল করতঃ সমুত্থিত হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া বিদায় লইলেন, পতিব্রতাও নীরোগ তরুণ স্বামী লাভ করিয়া মনের সুখে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

২। সুশোভনা।

পূর্ব্বকালে সঙ্কন নামক এক ব্রাহ্মণের আকথ নামে এক পুত্র ছিল। সেই আকথের পত্নীই সাধুশীলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা দয়াবতী সাধ্বী সুশোভনা। আকথ মুনি পিতৃবর্জ্জিত হইয়া পত্নীসহ অতি দরিদ্রভাবে পঞ্চাহ পরে ষষ্ঠ দিনে ভোজন করিতেন, কিন্তু তিনি পরম ধার্ম্মিক ও করুণাসমন্বিত ছিলেন।

একদা তিনি পঞ্চাহ উপবাসের পর ষষ্ঠাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন "হে বিপ্র! আমি এক মাস উপবাসী আছি, অদ্য ভোজনের জন্য তোমার আলয়ে আসিলাম, যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহার্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অন্যের গৃহে যাইয়া ক্ষুধা শান্তি করি।"

আকথ যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চ দিবসের পর অদ্য ষষ্ঠ দিবসে আমার গৃহে আহার্য্য আসিয়াছে, অতএব আর কোনও চিন্তা নাই, আমি অবশ্যই ভবদীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক সৎকার করিব।"

যোগী আকথের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়া তদ্‌গৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আকথ তাঁহার পাদপদ্ম ধৌত করিলেন। পত্নী সুশোভনাও আহ্লাদসহকারে বনজাত শাক মূলাদি পাক করিয়া প্রস্তুত অন্ন কদলীপত্রে পরিবেশিত ও ঘৃতযুক্ত করিলেন। যোগী অতি আদরে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই ভক্ষণ করিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সন্ন্যাসীকে ভোজনে সুপ্রীত দেখিয়া তপস্বী আকথ সস্ত্রীক পরমানন্দিত হইলেন। যতিবর ভোজনান্তে যথেচ্ছ গমন করিলেন। তৎপরে সুশোভনা ও তৎস্বামী নিরাহারে সানন্দে জপ ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যেই আকথ সাধুশীলা পত্নীর সহিত কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পঞ্চাহ অতীত হইলে অনৈক দিগম্বর চক্ষু কর্ণ ও পদবিহীন কৃশাঙ্গ, ক্ষতনখ, তেজস্বী, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী দ্বিজ সাম বেদগান করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে আকথ সুশোভনাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! এই যে বিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন, ইহাঁকে আমাদিগের অদ্যকার আহার্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। অপরার্দ্ধ তোমার নিজের নিমিত্ত রক্ষা কর; কারণ আমার বোধ হইতেছে যে, অদ্যকার দিন তোমার উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহ পর্য্যন্ত আহারাভাবে তোমার জীবনাভাব হইবে। তুমি অতি সুকোমলা, এরূপ সুদীর্ঘ উপবাস বহনে অক্ষমা।" সাধ্বী সুশোভনা কহিলেন "বিধাতৃকর্ত্তৃক ললাটে লিখিত আয়ুঃ উপবাস দ্বারা ক্ষয় বা আহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণকে এই অন্ন দান করিলে আমায় কিছুই

শারীরিক কষ্ট হইবে না, প্রত্যুত অপার মানসিক আনন্দ লাভ হইবে।” আকথ কহিলেন “যখন চিরায়ুঃ যক্ষেরও মস্তক মৃত্যু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল, তখন স্বল্পায়ুঃ মনুষ্যের কথা কি ? তুমি এই মত পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, নতুবা তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, ব্রাহ্মণকে আমার ভাগের অন্নদান করিব।”

সুশোভনা কহিলেন “দেব, আপনি অভুক্ত থাকিলে আমি কিপ্রকারে আহার করিব ? আমার কি অগ্রে ভোজন করা উচিত ? আপনিও আজ ত্রয়োদশ দিন আমার ন্যায় উপবাসী আছেন, তবে আমাকে এমত অনুরোধ করিতেছেন কেন ? আমি আর একটী কথা বলি তাহা শ্রবণ করুন। অন্নই মূল, দেহধারী প্রাণীদিগের প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ, তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই এবং উহার দানে মহা পুণ্য হইয়া থাকে। বায়ুচালিত অশ্বত্থ-পত্রাগ্র-সংলগ্ন বারিবিন্দুবৎ ক্ষণপতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান না করিলে জীবনকে ব্যর্থ করা হয়। ধর্ম্মই পরলোকের সহায় হন। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ, ধনসম্পত্তি ও যৌবন ইহকালে মহোপকার সাধনে সমর্থ, কিন্তু পরলোকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মরণকেও ধর্ম্মকার্য্য বলা যায়। অতএব অতিথি-বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্নভোজন দ্বারা আমাদের ফল কি ? ধর্ম্মাত্মা আথক সাধ্বী ভার্য্যা সুশোভনার এবম্বিধ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে উভয়ে মিলিয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অন্ন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দান করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভগবান্ শঙ্করস্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ ও পদতল প্রক্ষালন করিয়া গৃহাঙ্গনে আনয়নপূর্ব্বক পাদসন্ধি উন্মোচন করত তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর বিকলাঙ্গ দ্বিজ শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কহিলেন “আমি তোমাদিগকে বর দিবার জন্যই আগমন করিয়াছি, তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।” তখন আকথ ও তৎপত্নী সুশোভনা নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে বিভুপাদে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎপদ-ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিলেন, এবং ঐ পুণ্যবলেই শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

৩। মনোরমা।

ইনি সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীজয়ী মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সাধ্বী পত্নী। ইনি অতিশয় বিদ্যাবতী, যোগজ্ঞা, পতিসেবাপরায়ণা, বুদ্ধিমতী ও মনোহারিণী ছিলেন। মনোরমা স্বামীকে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত জানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বহির্বাটীতে রাজ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজসভামধ্যে মনোরমাকে সন্দর্শন করতঃ প্রফুল্লনয়নে প্রসন্নবদনে তাঁহাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি জমদগ্নিকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম। তৎপুত্র পরশুরাম ভ্রাতৃগণসহ যুদ্ধার্থে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি ভবানীপতির নিকট অব্যর্থ অস্ত্র পাইয়া একবিংশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আমার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে এবং গত রাত্রিতে অশুভফলপ্রদ স্বপ্নও দেখিয়াছি। আমি যে সব বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহা পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করি নাই, অথবা আমার পিত্ত বা বাতিক কিংবা কফ জন্য পীড়াদিও ছিল না। প্রিয়ে, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা বল।" স্বামীর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে তৎপত্নী মনোরমা উত্তপ্ত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে গদ্‌গদ স্বরে রাজাকে বলিতে লাগিলেন "হে মহারাজ! হে সুন্দরাগ্রগণ্য! হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়, আপনি আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ করুন্। পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অতি বলিষ্ঠ এবং জগদীশ্বর হইতে অস্ত্রাদি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ধরাকে একবিংশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ-বাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপা-চারী রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে বলবান্ বোধ করিতেছেন। রাবণকে আপনি নিজশক্তিতে জয় করেন নাই। সে পাপাত্মা নিজ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রক্ষা করে না, জগতে কেহই তাহার রক্ষাকর্ত্তা হয় না, সে অধার্ম্মিক মূর্খ আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, সে পাপী জীবিত থাকিলেও মৃত-তুল্য। অন্তর্যামী পরমাত্মা প্রতিক্ষণ লোকের শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, অজ্ঞান লোকে তাহা জানিতে পারে না। হে মহারাজ! পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতি পরিজন-বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী। ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ড-নীয়। এ সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ধর্ম্ম-চিন্তা ও ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন। নাথ! সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় মুনির জ্ঞানোপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহা না হইলে বিপ্রহিংসাতে কিরূপে আপনার মন গেল? আপনি উপবাসী থাকিয়া জমদগ্নির আশ্রমে যাইয়া তাঁহার আতিথ্যে শান্তি লাভ করতঃ ভোজনান্তে সেই নির্দ্দোষ আশ্রয়দাতা বিপ্রকে হত্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি গুরুজন ও দেব-গণের অনিষ্ট করে, তাহার প্রতি অভীষ্ট-দেব রুষ্ট হন্, বিপদ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তাত্রেয় মুনিকে স্মরণ করুন্। গুরুভক্তিই সকল বিপদ্ বিনষ্ট করে। রাজন্! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, আপনি যুদ্ধবাসনা ত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণপুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন

হউন্! সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবতার মত শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলে আপনার অসম্মান না হইয়া মহৎ কীর্ত্তি লাভ হইবে, সুতরাং জামদগ্নির শরণাপন্ন হউন্।" মহাপতিব্রতা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীর মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার বলিলেন "মহারাজ! আপনি স্নান করুন, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইব; রাজন্! আপনার এই সুন্দর শরীরে আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং আবীর এই সকল গন্ধ-দ্রব্য অনুলেপন করিয়া দিব। হে নাথ! কিছুকাল সজ্জীকৃত শয্যোপরি বিশ্রাম করুন্, আপনাকে এ জন্মের মত দর্শন করিয়া লই। হে নরপতি! পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি পুত্র হইতে শতগুণ স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন।" মহারাজ মনোরমার বাক্যান্তে কহিলেন "হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার সমস্ত বাক্যই শ্রবণ করিয়াছি। শোকার্ত্ত মনুষ্যের বাক্য সভামধ্যে গণ্য হয় না। হে সুন্দরি! সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, লোকের সহিত বিবাদ এবং লোভ এ সকল মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ-কালে উপস্থিত হয়। কালই লোককে কখন রাজ্য প্রদান্ করিতেছে, কখন মৃত্যুঘটনায় পাতিত করিতেছে; কালই আবার লোকের জন্মপরিগ্রহণ করাইতেছে, জগৎ সৃষ্টি ও বিলোপ করিতেছে; কালই জগৎ প্রতিপালন্ করিতেছে। সর্ব্বশক্তি-মান্ ভগবানই লোকসমূহের অদৃষ্ট-শুভা-শুভ-ফলদাতা। সেই ভগবানের আজ্ঞায় এ সংসার একবার প্রকাশিত ও একবার লুপ্ত হইতেছে—মনুষ্যের স্বেচ্ছায় কিছুই হয় না। অতএব হে প্রিয়ে, নিবৃত্ত হও। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরশুরাম রূপ হুতাশনে পড়িতেছি, ইহা মনে করিও না; আমি জানি পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন। তিনি একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিবেন, তাহাও জানিয়াছি। হে সুব্রতে! কখনই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না। আমি তাঁহার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইব, ইহাও আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি, জানিবে। আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্য জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু কি নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় পরশুরামের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিব? প্রিয়ে! তাহা কখনই হইবে না। এ ধরাধামে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কর জানিবে।" নৃপবর এইরূপ বলিয়া রণ-গমনে উদ্যত হইলেন; বাদকগণকে রণবাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন। এককোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধান ভূপাল, মহাবলপরাক্রান্ত লক্ষ অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্য, অশ্বহস্তী ও অসংখ্য পদাতিকসহ রণ-গমনে উদ্যত হইলেন।

রাজা স্বয়ং বর্ম্মধারণপূর্ব্বক অক্ষয় বাণ-যুক্ত ধনুক হস্তে লইয়া রণগমনোন্মুখ হইয়াছেন, ইহা দর্শন করতঃ সতী-প্রধানা মনোরমা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদনন্তর নিজ স্বামীকে বহু অনুনয় বিনয়েও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হওয়াতে সতী ক্রীড়াগারে প্রবেশ করতঃ কার্ত্তবীর্য্য মহারাজকে ক্ষণকাল শয্যোপরি বসাইয়া তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। মনোরমা স্বামীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিণাম অমঙ্গলজনক ইহাও নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন। তখন তিনি পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় কিঙ্করগণকে সম্মুখে আনিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম স্মরণ ও সংসারকে অসার জ্ঞান করতঃ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক নিজ শরীরস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করিলেন। পরে মস্তকোপরি প্রাণবায়ুকে উত্থাপিত করিয়া বুদ্‌বুদ্ সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলপদ্ম মধ্যে স্থাপন ও নিষ্কল পরমব্রহ্মের জ্ঞানরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত ত্রিবিধ কর্ম্ম সমূলে সন্ন্যাস করিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি স্বামীর অগ্রেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার দৃষ্টি নিষ্কাম ভাবে স্বামীতে বদ্ধ এবং তাঁহার বাহুদ্বয় প্রাণাধিক প্রিয়তম পতির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আছে। পত্নীকে মৃত দেখিয়া রাজা বহু শোক ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৈববাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়া রাজাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। সাধ্বী মনোরমার সহিত সম্মিলনে উভয়ে পরমানন্দে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

৪। বেদবতী।

ইনি চিরকুমারী মহাজ্ঞান-শীলা এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন। ইনি মহাত্মা কুশধ্বজের ঔরসে মালবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উত্তমজ্ঞানসম্পন্না হইয়া সূতিকা-গৃহেই বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মনীষিগণ ইহাঁর নাম বেদবতী রাখিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্-কন্যা হইয়াও জাত মাত্রেই স্নান করতঃ তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন।

এই বালিকা তপস্বিনী এক মন্বন্তর কাল পুষ্করতীর্থে উগ্র তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্লেশ হইল না; বরং নিরাহারে নবযৌবন-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট ও জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তিবিশিষ্ট হইল। একদা তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন "হে সুন্দরী! তুমি জন্মান্তরে জগদীশ্বর হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে।" এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইয়া পুনর্ব্বার অত্যধিক উদ্যম সহকারে গন্ধমাদনে অতি নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী গন্ধমাদনে বহু কাল তপস্যা করত সেই স্থান নিরাপদ মনে করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার সম্মুখে মায়াবী লঙ্কেশ্বর রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহাকে অতিথি-জ্ঞানে পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাহা ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! তুমি কে? কাহার কন্যা?" বেদবতী নিরুত্তরা হইয়াছিলেন। মূঢ়মতি রাবণ সেই মনোহারিণী, শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী সুদর্শনা বেদবতীকে দর্শন করত হতজ্ঞান হইল। তৎপরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী সুতীক্ষ্ণ ক্রোধময়ী দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামরের হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি সমস্তই জড়ীভূত হইল—সে আর নড়িতে চড়িতে পারিল না। পাপিষ্ঠ তখন সেই সুপবিত্রা পদ্মাংশসম্ভূতা পদ্মলোচনা সতী বেদবতীকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী বেদবতী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং বলিলেন "তুমি এই আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে।" সতী এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন "তুমি যখন আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, তখন এ অপবিত্র দেহ ত্যাগ করিব, তাহা দর্শন কর।" এই বলিয়া মহাজ্ঞানশীলা ধর্ম্মপরায়ণা যোগজ্ঞা বেদবতী যোগবলে প্রাণবায়ু নিরোধ করিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময় আভায় বনস্থল প্রোজ্জ্বল করিয়া দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। রাবণ তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল এবং "আহা! কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম, হায়! আমি কি অন্যায় কাজই করিলাম" এই প্রকার নানারূপ বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে নিজ-আলয়ে গমন করিল। এই মহাসাধ্বী বেদবতীই কালান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। কালিন্দী।

ইনি সগরের জননী, অযোধ্যাধিপতি মহাত্মা অমিতের সাধ্বী পত্নী। মহারাজ ভরত-পুত্র অমিত, শশবিন্দু ও হৈহয় প্রভৃতি নৃপতিগণসহ যুদ্ধে অল্প সৈন্য-বলপ্রযুক্ত পরাস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলে, এই পতিব্রতা সতী তাঁহার অনুগামিনী হন। রাজা হিমালয় প্রদেশে তুষারাবৃত ভীষণ অরণ্যে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে তিনিও শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ অমিত কালক্রমে লোকান্তর-গত হইলে ইনি গর্ভবতী থাকাতে মহর্ষি চ্যবনের আদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। একদা ইহাঁর সপত্নী গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ইহাঁকে গরল মিশ্রিত খাদ্য প্রদান

করেন। তখন সাধ্বী-বিধবা নিরাশ্রয়া কালিন্দী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তদনন্তর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শোকভরে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দেবতুল্য তেজঃসম্পন্ন ভৃগু-নন্দন মহাত্মা চ্যবনসমীপে গমনপূর্ব্বক ভূ-পতিতা হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি সেই পুত্রার্থিনীর মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন "মহাভাগে! তোমার গর্ভ নষ্ট হইবে না, তোমার গর্ভে মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, ভুবনবিজয়ী, মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র জীবিত আছে; অচিরকালমধ্যে তোমার সেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। কমল-লোচনে! তুমি আর শোক করিও না।" তদনন্তর সেই পতিব্রতা বিধবা রাজপত্নী মুনিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। কালক্রমে মুনিবর যখন রাজভবনে উপস্থিত হন, তখন রাণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাঁহার গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্য সপত্নী যে গরল বা গর দিয়াছিল, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা চ্যবন ঐ নবজাত শিশুকে "সগর" নামে আখ্যাত করেন। এই সগর সমস্ত পৃথিবী শাসন করেন এবং তাঁহার ষষ্ঠীসহস্র একটী পুত্র হয়। এই সগর-পুত্রগণই পৃথিবীর চারিদিকের চারি সাগর খনন করেন। মহাসতী কালিন্দী সপত্নী বিষপ্রদান করিলেও তাঁহাকে কোন প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই। তাঁহার ঔদার্য্য, ধৈর্য্য এবং ধর্ম্মভাবের তুলনা নাই। তাহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন নারীর অনুকরণীয়।

শ্রীনির্ম্মলাবালা।

বর্ষায় পদ্মা।*

অয়ি পদ্মে! একি হায় একি তোর-মতি!
একি ঘোর অট্টহাসি,
উগ্রচণ্ডা মুক্তকেশী,
একি ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূরতি!
চরণ-দাপটে যে রে,
ধরা টলমল করে,
ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে গরাসিতে ক্ষিতি,
ঘোর গরজনে আজি,
আবার চলেছ বুঝি,
তাই এ রুদ্রাণী বেশ এ উন্মাদ গতি!
একি সর্ব্বনাশী ক্রোধ আসুরী শকতি! ১

শ্যামল সুন্দর কত গ্রাম সুশোভন!
নয়নরঞ্জন ক্ষেত,
সুখময়ী পল্লী শত,
কত সৌধ অট্টালিকা আনন্দ-ভবন!
দরিদ্রের মহামূল্য,
প্রাণের শোণিততুল্য,
সবুজ শস্যের ক্ষেত কুটীর প্রাঙ্গণ।

* পদ্মা পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নদী। এই ভয়ঙ্কর নদী উক্ত অঞ্চলের কত দেশ ও কত গ্রাম ভাঙ্গিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সবি তোর কুক্ষিগত,
হয়েছে জন্মের মত,
মিটাইতে তোর ক্ষুধা গিয়াছে সে ধন।
তোর মত নিরদয়া,
কঠিন পাষাণ-হিয়া,
হেন সর্ব্বগ্রাসী তৃষা তোমার মতন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে দেখিনি কখন! ২
তবুও অনন্ত আশা মিটিল না হায়!
আবার তাই গো হেরি
গভীর গর্জ্জন করি,
দিতে যাস্ রসাতলে কাহাবে কোথায়!
কি ঘোর আতঙ্কভরে,
পরাণ কেমন করে,
যাস্‌নে যাস্‌নে তুই ফিরে আয় আয়!
কাঁদাইতে বিশ্ববাসী,
ওই খল খল হাসি,
হাসিয়া অমন করে এ ঘোর নিশায়,
যাস্‌নে মিনতি তোরে, আয় ফিরে আয়।৩
ভরা ভাদরের জল কাণায় কাণায়—
নাহি কুল—নাহি তীর,
ধূ ধূ করে সিন্ধুনীর,
প্রাঙ্গণে মাঠেতে এক স্রোত বয়ে যায়।
সাদা ধবধবে জলে,
সবুজ শিরটি তুলে,
ডুবিয়া অতল তলে ধান গাছ চায়।
লতা পাতা থরে থরে,
ভাসিছে সলিলপরে,
কুমুদী তাহারি সাথে ভাসাইয়া কায়,
আধেক নয়ন খুলে,
মৃদু বায়ে দুলে দুলে,
চেয়ে যেন কার পানে মহা উতলায়।
ছোট বড় ঢেউগুলি,
নাচিয়া নাচিয়া দুলি,
কি জানি কাহার আশে চলেছে কোথায়;
ছুটিছে জলের স্রোত হেথায় হোথায়। ৪
চারিদিকে জল-ঘেরা গৃহস্থের বাড়ি!
ছোট বড় দ্বীপগুলি,
যেন রে আধেক হেলি,
ভাসিছে মুখটি তুলি জলের উপরি।
কাহার ঘরের বেড়া,
হইয়াছে আধ-পড়া,
কার স্রোতে ভেসে গে'ছে হরি, হরি, হরি!
উপরে চালটি শুধু,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধূ, ধূ,
ঘরের ভিতরে জল আছাড়িয়া পড়ি
চলিয়াছে কুল কুল,
দেখে হয় দিক ভুল,
উঠানে দাঁড়ায়ে গাভী বালকের সারি,
সভয়ে রয়েছে চেয়ে,
দাঁড়ি মাঝি গান গেয়ে,
চলেছে তাহারি পাশে ভাসাইয়া তরি।
ও পারেতে গ্রাম্য বধূ,
মু'খানি তুলিয়া শুধু,
আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে ঘোমটা ভিতরি,
কলসী ভাসায়ে দিয়া কি দেখিছে মরি!৫
বিদায় নিতেছে সন্ধ্যা আকুল হিয়ায়;
ধীরে ধীরে রাঙ্গা রবি,
যেন রে সোণার ছবি,
ঢলিয়া পড়িছে ওই আকাশের গায়।
সারা দিবসের পরে,
বকগুলি ডানা ঝেড়ে,
সার গেঁথে মেঘপাশে চলেছে কোথায়!

মাছরাঙ্গা মহাসুখে,
ছুটিছে আহার-মুখে,
গ্রীবাটি বাঁকায়ে হংসী নীড় পানে ধায়।৬
জ্বলিল সাঁঝের বাতি,
দেবতার সন্ধ্যারতি,
ধূপের পবিত্র বাস ভাসিয়া বেড়ায়।
আমি রে এ দ্বীপে বসি,
হেরি সারা দিবা নিশি,
পরাণ-পাগল-করা—এই বরষায়।

দেখি এ জলের রাশ,
কেবলি রে লাগে ত্রাস,
আজি কত দিন পরে আসিয়ে হেথায়।
কোন সে অজানা দেশে,
প্রাণ যেতে চায় ভেসে,
অয়ি পদ্মে! আজ মোরে দাও গো বিদায়,
কি জানি আবার কবে আসিব হেথায়।৭

আবেগ-রচয়িত্রী।

নবীন ভারতী।

মেওয়া গাছ রোপণ করিতে গেলে প্রথমে মাটীর পাট ভাল করিয়া করিতে হয়। মাটীতে কঙ্কর, কাঁটা, খোঁচা প্রভৃতি থাকিলে বীজের অঙ্কুরই হইবে না। যদি হয়, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট হয়। কাঁটা খোঁচা বাছিয়া ভাল মাটীতে গাছ পুতিয়া জলসেচন করিতে করিতে তাহার অঙ্কুর হয়। এই অবস্থায় অনেক শত্রু। কীট সকল তাহার কচি মূল দংশন করিতে পারে, পতঙ্গ সকল তাহার কোমল পত্রের রস শোষণ করিয়া তাহাকে মারিতে পারে। অঙ্কুর যখন দলে দলে বিকশিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন জীব জন্তু সকল মাড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে। ছোট গাছটী ছাগলে মুড়ায়, বড় গাছটী গো মহিষে খাইয়া ফেলে। এইজন্য তাহার চারিদিক্ ঘেরিয়া কাঁটার বেড়া দিতে হয়। তখনও গাছের উপযুক্ত ছায়া ও আতপ চাই, তবে তাহা শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। গাছ যখন বড় হইয়া ছাগল গরুর মুখ ছাড়াইয়া উঠে, তখন তাহার জীবন অনেকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু তখনও তাহার তত্ত্বাবধান করা চাই। গাছের গোড়ার মাটী নরম রাখিতে হয়, পিঁপড়া, শামুক, কীট প্রভৃতি মূলে বা শাখায় ধরিলে ছাড়াইয়া দিতে হয়। ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে তাহার গুঁড়ি বা শাখার ক্ষতি হইলে ঠেকা দিতে হয়। যখন গাছটী নিরাপদে সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইয়া এক একটী মুকুল ধারণ করে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়, মালীর হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া ফলের আশা করে। তখনও ঝড়, কোয়াসা, শীলাবৃষ্টিতে মুকুল বিনষ্ট হইতে পারে। সকল আপদ কাটাইয়া যখন

একটী মেওয়া ফলে, তখন কি আনন্দ! সেই মেওয়া পাকিলে মালী স্বয়ং ভোজন করে, অপরকে খাওয়ায়। অপূর্ব্ব আস্বাদনে কত সুখ—কত তৃপ্তি! আবার সেই এক ফলের বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া আরও কত মেওয়া ফলে!

ধর্ম্মসম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ উপদেশ যে সে ভূমিতে ছড়াইলে হয় না। যে মনে অহঙ্কার, কপটতা ও অশ্রদ্ধা আছে, তাহাতে ধর্ম্মোপদেশ কোন কার্য্যকর হয় না। মনের এই সকল কাঁটা খোঁচা দূর করিয়া তাহাতে সরলতা, বিনয়, শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে হইবে, তবে তাহাতে ধর্ম্মের অঙ্কুর হইবে। যত্ন ও সাধন জল নিয়ত সেচন করা আবশ্যক। ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য ছোট বড় অনেক শত্রু আসিয়া জুটে। অন্তরের শত্রু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং বাহিরের শত্রু—নিন্দা, ভৎসনা, তাড়না, উৎপীড়ন এবং রোগ শোক ও বিপদের নানা প্রকার পরীক্ষা। সংযমের বেড়া দিয়া ধর্ম্ম-তরুকে ঘেরিতে হয় এবং ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরনির্ভর দ্বারা সকল পরীক্ষা অতিক্রম করিতে হয়। সাধনের জল সেচন এবং ব্রহ্মকৃপার প্রতি দৃষ্টি সর্ব্বদাই আবশ্যক। অনুকূল যাহা তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল যাহা তাহার বর্জন চাই। সাধুসঙ্গ, সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর উপদেশের সাহায্য লইতে হয় এবং কুসঙ্গ, কুতর্ক, কুকথা ও কদাচার বিষবৎ বর্জনীয়। সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মতরু বর্দ্ধিত হইয়া যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসে বদ্ধমূল এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে সরস হয়, তখন তাহার এক একটী মুকুল ও ফুল কত শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে! রিপু সকল প্রবল হইয়া ইহাদেরও বিনাশসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু সকল বিপদ কাটিয়া গিয়া যখন ধর্ম্মতরুর এক একটী মেওয়া ফলে, তখন সাধকের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। এই মেওয়ার অমৃত পান করিয়া সে নিজে ধন্য হয় এবং জগৎকে পরিবেশন করিয়া সকল নরনারীকে অপূর্ব্ব সুখে সুখী করে। এই মেওয়ার বীজ হইতে আবার কত মেওয়া গাছ উৎপন্ন হইয়া মানব-সংসারকে অমৃতময় করিয়া দেয়।

"আল্লাহু আকবর।"

(রাত্রি ৪টার লিখিত)

১

কে তুমি নিশীথকালে, "আল্লাহু আকবর" বলে,
ডাকিছ মধুর তানে, জগত-পিতায়?
ডাক ডাক প্রাণ খুলে, ডাক দুই বাহু তুলে,
"আল্লাহু আকবর" বলে, ডাক পুনরায়।

২

তব স্বর সুধাসম, পশিয়া শ্রবণে মম,

অমৃত সিঞ্চিল যেন প্রাণের ভিতর;
হয়োনা উৎসাহহীন, ডাক তাঁয় নিশি দিন,
হবে সর্ব্ব পাপক্ষয় পবিত্র অন্তর।

৩

চিত্তশুদ্ধি নাহি যার, সকলি বিফল তার,
দান ধ্যান জপ পূজা, বৃথা পরিশ্রম;
প্রেম ভকতিতে গলে, "আল্লাহু আকবর" বলে,
নিষ্কাম হইয়া ডাক, যাবে স্বর্গধাম।

৪

ভেদাভেদ পরিহরি, গলা ধরাধরি করি,
হিন্দু ম্লেচ্ছ উভে এস ডাকি অনিবার;
তব সঙ্গ পাই যদি, পবিত্র হইবে হৃদি,
আমারো নির্ব্বাণ-পথ হইবে প্রসার।

৫

পাছে সঙ্গী হই তব, তাই কি হলে নীরব
তিনবার মাত্র ডাকি, "আল্লাহু আকবর"?
দুঃসহ নরক-ত্রাসে, যাচি গললগ্নবাসে,
ডাক সাধু, ডাক ডাক আর একবার।

৬

শুনি তব নামধ্বনি, পরব্রহ্ম চিন্তামণি,—
বৈকুণ্ঠে দাঁড়ায়ে শুভ কর প্রসারিয়া;
চল ভাই সঙ্গে লয়ে, অন্ধে পথ দেখাইয়ে,
পুষ্পসহ কীট যথা, যাই উতরিয়া।

ক, চ, হা।

বড়লাটের পরিবর্ত্তে বড়লাট।

লর্ড কর্জন ৫ বৎসর প্রবল প্রতাপে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের এত প্রিয় হন যে, তাঁহারা তাঁহার শাসনকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেন। দুঃখের বিষয় এক বৎসর গত হইতে না হইতে তিনি কার্য্য পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে গত ২০এ আগষ্ট লর্ড মিণ্টো রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড কর্জন নানাকারণে ভারতবাসীদের অপ্রিয়, আবার ইংলণ্ডের স্বজনদিগেরও অপ্রিয় হইয়া স্বদেশ গমন করিতেছেন। তাঁহার পুনর্যাত্রা বড়ই বিষাদকর।

লর্ড কর্জন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের কেন অপ্রিয় হইলেন? এই কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-সামরিক বিভাগের একটী নূতন ব্যবস্থা করেন, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার তাহার মন্ত্রণাদাতা। ইহাতে বড়লাটের ক্ষমতার কিছু খর্ব্বতা হইয়াছে, সুতরাং ইহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। গত জুন মাসে এ জন্য তিনি পদত্যাগে উদ্যত ছিলেন। কিন্তু বিলাতী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মতানুসারে ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করাতে তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। তৎপরে সামরিক ভাণ্ডারাধ্যক্ষ-পদে তিনি ভারতীয় একজন সেনাপতিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার নিয়োগ জন্য

অনুরোধ করেন। এ পদে লোক নিয়োগ করিবার অধিকার ষ্টেট সেক্রেটারীর। তিনি বড়লাটের মনোনীত লোক পছন্দ করেননা এবং কিচেনারের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য লোক মনোনীত করিতে বলেন। ইহাতেই বড়লাট আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া রাগে ক্ষোভে পদত্যাগের প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বার বার অনুরোধ করা হয়। তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থানে লর্ড মিণ্টোকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি অক্‌টোবরের শেষে যাত্রা করিয়া নবেম্বরে ভারতে আসিবেন। লর্ড কর্জন তত দিন অপেক্ষা না করিলে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্‌ফিল পুনবায় রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। অত্যন্ত অভিমানে লর্ড কর্জনের এই দশা ঘটিল। ষ্টেট সেক্রেটারী শেষে প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড কর্জনের নিয়োগাবধি তাঁহার অনুরোধ বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন —এমন কি বঙ্গবিভাগেও সম্মতি দিয়াছেন—আর কত করিবেন? লর্ড কর্জন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ-প্রত্যাখ্যান অসহ্যবোধে পদত্যাগ করিলেন!

লর্ড কর্জন অসাধারণ ক্ষমতাবান্ ও গুণবান্ পুরুষ। তাঁহার কৃত সৎকার্য্য ও উপকারের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিনিময়ের স্থিরতা, লবণ-করহ্রাস, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দায় হইতে ১০০০ টাকার নূ্যন আয়ের লোকদিগকে অব্যাহতি দান, রেলওয়ে বোর্ড স্থাপনপূর্ব্বক রেলওয়ে কার্য্যপ্রণালী সংস্কার এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া কমান, ভারতের প্রাচীন স্থপতি-কীর্ত্তি এবং মৃত মহাত্মাদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাপন, রাজকীয় পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিক্‌টোরিয়া স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ, দুর্ভিক্ষ দমন, ইংরাজ অত্যাচার শাসন এবং আফ্রিকাতে ইংরাজ সৈন্যরক্ষার ব্যয়ভার হইতে ভারতের পরিত্রাণ, ইত্যাদি সুকীর্ত্তির জন্য লর্ড কর্জন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তিব্বৎ শান্তি অভিযান, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মিউনিসিপাল স্বায়ত্ত-শাসন উৎসেদন, কনভোকেসন বক্তৃতা, গুপ্তপ্রেস বিধি, প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা-স্থানে অনুগ্রহ-বিধি এবং বঙ্গচ্ছেদব্যবস্থা প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অপকীর্ত্তির জন্য তিনি সমুদায় ভারতবাসীর অপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শাসন-ইতিহাসের চিরকলঙ্ক হইয়া থাকিবে। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন, তাহার ক্ষতিপূরণ কি সম্ভব? তবে তাঁহার দোষাত্মাহেতু সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব জাতীয় প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

লর্ড কর্জনের স্থানে যিনি ভারতে প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি:—

আরল মিণ্টোর পুরা নাম—গিল্‌বার্ট

জন্ মরে কিনিনমণ্ড এলিয়ট, জি-সি-এম-জি, ডি এল, জে-পি। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মিণ্টোর তৃতীয় আরলের পুত্র; ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিরূপে "আরল অব মিণ্টো" উপাধি প্রাপ্ত হন। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন সমাধা করিয়া তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটস্ গার্ডস্ দলে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে লেফ্-টেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল ব্রিগেডিয়ার জেনারালরূপে দক্ষিণ স্কটলণ্ডের পদাতিক সেনাদলের অধি-নায়কত্ব করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যান্য সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সামরিক বিভাগে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কী সেনাদলের সহিত রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যে আফগান যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনীতে জেনারেল লর্ড রবার্টসের প্রাইভেট সেক্রেটারির কার্য্য করেন এবং ১৮৮৩—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাডার তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ল্যান্সডাউনের মিলিটারি সেক্রেটারি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উত্তর পশ্চিমাংশের বিদ্রোহ প্রশমনার্থ যে সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল, লর্ড মিণ্টো চিফ ষ্টাফ অফিসাররূপে সেই সেনাদলের সহিত গমন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আরল অব্ আবার্দ্দিনের স্থানে তিনি কানাডার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি এম, জি এবং তৎপরে জি, সি, এম, জি কে, সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে কিংসটনস্থ কুইনস্ ইউনি-ভার্সিটী তাঁহাকে এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। লর্ড ডফারিণ ব্যতীত এত পরিণত বয়সে আর কেহ ভারতে বড়লাটের কার্য্য করিতে আসেন নাই।

আমরা আশা করি ইনি পরিণত বুদ্ধিতে প্রজার হিতার্থ রাজ্যশাসন করিবেন এবং আন্তরিক অশান্তি-পীড়িত ভারতে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবেন।

চিন-সংস্কারক কনফিউসস।

প্রাচ্য খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব, আরবে মহম্মদ এবং পারস্যে জোরোয়াষ্টার প্রভৃতির ন্যায় চীন মহাদেশে সংস্কারক কন্‌ফিউসাস সুমহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে উত্তর পূর্ব্ব চীনের লু নামক

প্রদেশে বর্ত্তমান শ্যানটাং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদের ন্যায় অতি শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী চিং এবং পিতামহ সুপণ্ডিত কুম্‌সি তাঁহার নৈতিক ও সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে কনফিউসস অত্যল্প কাল মধ্যে বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সন্‌সি নামক এক মহাজ্ঞানী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কনফিউসস ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লু-রাজ্যে সাধারণ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নাম "কন" এবং চিন ভাষায় ফিউসস অর্থে প্রভু বলে; সুতরাং কন সম্প্রদায়ের প্রভু বলিয়া তাঁহার নাম কনিফিউসস হইয়াছে। যৎকালে তিনি লু-রাজ্যে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন চীন সাম্রাজ্য এক সম্রাটের অধীনস্থ হয় নাই, নয়টী বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যদিও লুরাজ ও তাঁহার অধীনস্থ অমাত্য ও প্রজাবর্গ কনফিউসসকে মহাজ্ঞানী বোধে সাতিশয় ভক্তি করিতেন, তথাপি তিনি অন্যান্য ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হন—এমন কি অবশেষে সমাজচ্যুত হইয়া স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি উদাসীনের ন্যায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতঃ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে বিমুখ হন নাই। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের মধ্য দিয়া মানব-জীবনের সার কার্য্য করিতে অর্থাৎ মানব জাতিকে জ্ঞান ও আনন্দের পথে আনিতে অনবরত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চীন দেশের নৈতিক অবস্থা যখন অতীব শোচনীয়, তৎকালেই কনফিউসসের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য ও ন্যায়ের মূলসূত্র তখন ছিন্ন ছিল। ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ বিপথগামী হইয়া তখন অধর্ম্মজনক কার্য্যকলাপে তৎপর হইয়াছিলেন। রাজ্য-লোলুপ মন্ত্রিসমাজ গুপ্ত ষড়যন্ত্র দ্বারা নৃপতি সকলের শিরশ্ছেদনোৎসুক। কুলাঙ্গার পুত্রাধমগণ পিতৃরক্তে ধরা কলঙ্কিত করিতেছিল। এই দুর্দ্দিনে চীন দেশের সংস্কার সাধনার্থে কনফিউসস কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইউরোপীয় ধর্ম্ম-গগন যখন ঘোর তমোরাশি-সমাচ্ছন্ন, আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন লোকচিন্তার বিষয়াতীত, তখন এই মহাত্মা প্রতীচ্য-ভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যল্পকাল মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় দিগন্তপ্রসারী শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্ব দেশসমূহে স্বর্গীয় শান্তিচ্ছায়া দান করিতেছে। কনফিউসসের অসামান্য ন্যায়পরতা ও অপরিসীম গুণরাশি দর্শনে লু-রাজ তাঁহাকে

তাঁহাকে পিতার পদে অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করেন। কনফিউসসের শাসনে প্রবঞ্চক কর্ম্মচারী সকল পদচ্যুত হইতে লাগিল। যাহা কিছু অনুপযুক্ত ও পাপময়, তাহা সংস্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে চীনে অধর্ম্ম এরূপ ভয়ঙ্কর আকারে প্রবল হইয়াছিল যে, দুর্নীতিদমনের জন্য তিনি লু-রাজ হইতে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া অতি কঠোর ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারিগণ কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করে। তদনন্তর কনফিউসস প্রায় ২০ বৎসর দেশভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বদেশের সংস্কারোদ্দেশে প্রতীচ্য খণ্ডের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া ইউরোপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা কয়েকবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এই বিংশতি বর্ষ লোকশিক্ষা প্রচার করিবার পর যখন শত শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন আর কেহ তাঁহার শত্রুতা করিতে প্রয়াস পায় নাই।

যে চীন জাতি খ্রীষ্ট জন্মের ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজশোণিত ও পিতৃরক্তে পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারা কনফিউসসের ধর্ম্মনীতিবলে বলীয়ান্ হইয়া চীনের এই অধঃপতন দিনেও রাজপূজা ও পিতৃপূজা ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ করিয়া ভূমণ্ডলে সর্ব্বপ্রধান রাজভক্ত ও পিতৃভক্ত জাতি বলিয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কনফিউসসের ধর্ম্মনীতি চীনবাসীদিগের চরিত্রগঠনের ও সমাজনীতি-সংস্থাপনের মূল ভিত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে। তাঁহার প্রকৃত শিষ্য প্রায় তিন সহস্র ছিল। কনফিউসস ৬৯ বৎসর বয়সে পরিব্রাজকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক শান্তিময় উপত্যকাভূমিতে দশজন প্রিয় ভক্তের সহিত কালযাপন করেন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি পৌরাণিক ধর্ম্মনীতিপুস্তকসমূহের সংগ্রহে ও টীকা টিপ্পনি প্রণয়নে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ২৩ শত বৎসরাধিককাল জ্ঞান কল্যাণের প্রস্রবণ হইয়া পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ অধিবাসীর উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে কনফিউসস সেই শান্তিময় নিকেতনে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদবধি তিনি দেবসম্মানে পূজিত হইতেছেন এবং তাঁহার সম্মাননার জন্য তাঁহার মরদেহের উপর একটী সুবিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লোকে অদ্যাপি মহাতীর্থস্থান জ্ঞানকরিয়া তথায় যাতায়াত করে। তাঁহার পৌত্র জি-সাই প্রণীত "ধর্ম্মসমন্বয়" এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য স্যাংসিন-সংগৃহীত "মহাবিদ্যা" নামক

গ্রন্থদ্বয়ে আর "লু-যু" নামক সংহিতায় কনফিউসসের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিবৃত আছে। প্রতীচ্যের ধর্ম্মগুরু গৌতম বুদ্ধ, যোরোয়াষ্টার, মুশা বা মহাম্মদাদির তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। কেননা তিনি ভ্রমেও আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ কি দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে সততই প্রকাশ করিতেন যে, তিনি কেবল সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার আদৌ পক্ষপাত কি অহঙ্কার ছিল না। কনফিউসসের মতে মানব প্রথমে পবিত্র ও সুখী ছিল, তদনন্তর দুষ্কর্ম্মফলে অপবিত্র ও দুঃখী হইয়াছে, কিন্তু সৎকর্ম্ম দ্বারা সেই প্রনষ্ট পবিত্রতা ও শান্তিসুখ পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি বলেন—"মানব স্বভাবতঃ পবিত্র—সুখ অন্বেষণই ইহার পরিবর্ত্তনের কারণ।"

সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সাধুতা এবং প্রভুভক্তি এই চারি বিষয়েই কনফিউসস শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির লক্ষিত হয়। চীনবাসী প্রত্যেক নর নারী—এমন কি সম্রাট পর্য্যন্ত তথায় পূজার্চ্চনা করিতে বাধ্য। মন্দিরমধ্যে গন্ধদ্রব্য ও চন্দনাদি জ্বলিত হয়; ফল, ফুল ও মদিরা বেদিকার উপর নৈবেদ্যরূপে সজ্জিত হয়, আর ধর্ম্মপুস্তক হইতে তাঁহার প্রশংসাসূচক শ্লোক ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক আবৃত্তি করা হয়।" "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ও "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই সুনীতি শিক্ষা প্রদানই কনফিউসসের প্রকৃত ধর্ম্মমত বলিতে হইবে।

মহারাজর্ষি ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

বঙ্গবিভাগ নাটকের এক অঙ্ক।

মন্ত্রী—(হাতে ম্যাপ লইয়া) বঙ্গদেশ কি ভারি! বঙ্গদেশ কি ভারি! দীর্ঘে প্রায় ৭০০, প্রস্থে ৬০০ মাইল, আর ইহাতে ৮ কোটি লোকের বাস! যদিও ইহাতে পাহাড় পর্ব্বত বেশী নাই, তথাপি কি ভারি! এই রাজ্য শাসন করিতে করিতে কত শাসনকর্ত্তা রুগ্ন ও ভগ্নদেহ হইয়াছেন, শেষে একজন মরিয়াই গেলেন!

বঙ্গভূমি—আপনি কি বলিতেছেন? আমার উপর কত নদী ও সাগরতরঙ্গ যুগ যুগান্ত বহিয়া বহিয়া আমার ভূমি ধুইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে কি ক্রমে আমি হাল্‌কা না হইয়া ভারি হইতেছি? আর দুর্ভিক্ষে, প্লেগে ও নানা উপদ্রবে বর্ষে বর্ষে কত লক্ষ লক্ষ সন্তান মারা যাইতেছে, আমার লোকসংখ্যা দেখিয়া কি হিংসা হয়? আমার ছোট লাট হালিডে, বিডন্ প্রভৃতি চাকরি

শেষ করিয়া পেন্‌সন লইয়া ৩০।৩৫ বৎসর সুখসচ্ছন্দভোগের পর সে দিন মরিয়াছেন, দৈবক্রমে উডবরন্ মারা গিয়াছেন বলিয়া আমার শাসনকার্য্য কি এমনি দুষ্কর ও মারাত্মক হইয়া উঠিল?

মন্ত্রী—না, তোমার কোন ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা নয়; আমি তামাসা করিয়া তোমার গুরুত্ব ওজন করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আচ্ছা, তোমার অঙ্গ হইতে যদি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে ছাড়াইয়া লইয়া আসামের সহিত যোগ করা যায়, আর মান্দ্রাজ হইতে গাঞ্জাম প্রদেশ তোমার সহিত যুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে আপত্তি কি?

বঙ্গ—আমি যেমন আছি তাই ভাল, আর যোড়া গাঁথার দরকার কি? আসামকে আমার শরীর হইতে ত কাটিয়া লইয়াছ, তা এখন ইহাকে একটা বড় প্রদেশ করা কি রাজপুরুষদের অভিপ্রেত?

মন্ত্রী—তা তত নয়, তবে জান আমি ভাষাতত্বজ্ঞ, একভাষা-ভাষীদিগকে একত্র দেখিতে ভালবাসি! আর নদী পর্ব্বত এই সকল দেশের স্বাভাবিক সীমা; প্রদেশ সকলও এই সীমা দ্বারা বদ্ধ হইলে সুসঙ্গত হয়। গাঞ্জাম প্রদেশের লোকেরা উড়িয়া-ভাষী, উড়িষ্যা বিভাগের সহিত এইজন্য ইহাকে মিলিত করিতে চাই। আর পদ্মা একটা দুরন্ত বড় নদী, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন ও অস্থির করিয়াছে; ইহাকে তোমার সীমার বাহিরে রাখিতে চাই। তা হলে তুমি একটু সচ্ছল হবে এব আসাম প্রদেশটা সমুদয় ঢাকা বিভাগ লইয়া উপযুক্ত আকারে গঠিত হইবে।

বঙ্গ—তুমি না ভাষাতত্বজ্ঞ এবং এক ভাষাভাষীদিগকে একত্রে রাখিতে চাও? তবে বাঙ্গালাভাষীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে কেন?

মন্ত্রী—না, না, শাসনের সুবিধার জন্য বলিতেছি, আর আসামটাও বড় সড় হইয়া মানুষের মত হয়।

নেপথ্যে—শাসনের সুবিধার জন্য বলিতেছি।

বঙ্গ—আচ্ছা, একটা কাজ করনা কেন? আমার অঙ্গ হইতে বেহার বা উড়িষ্যা সরাইয়া লইয়া সমুদয় বঙ্গ-ভাষীদিগকে এক হইয়া থাকিতে দাও না? তাহাতে আমার তত দুঃখ হইবে না।

মন্ত্রী—এ ভাবিবার কথা বটে, তবে এ বড় প্রশ্ন, আমি ইহার উত্তর দিতে পারি না। আমার উপরওয়ালা কর্ত্তারা আছেন, তাঁদের কাছে বলিব।

বঙ্গ—আমার ভাঙ্গা কপাল, তোমার তামাসেতেও ভয় পাই। ইহার ভিতর আমার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যেন কোন ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র আছে বোধ হয়। আচ্ছা কাঙ্গালিনীর একটা কথা ভাবিবে কি? আমার ভগিনী মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এক এক বড় প্রদেশ, এক এক লাট সাহেব দ্বারা শাসিত হয়, আমার জন্য ছোট লাটের ব্যবস্থা কত দিন থাকিবে? আমি যদি আকারে ও লোকসংখ্যায় বড় হইয়া থাকি, আমাকে এক জন পূরা লাটের

হাতে সমর্পণ করিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

মন্ত্রী—আপনার মন এত সন্দিগ্ধ কেন? বঙ্গভূমির সহিত আমাদের গাঢ় মিত্রতা, আমরা ইহাকে বড় ভালবাসি এবং কেবলই ইহার কল্যাণ চাই। যে প্রস্তাব তুলিয়াছি, তাহাও কেবল এই কল্যাণোদ্দেশে, তোমার মন বুঝিবার জন্যই ফেরেফারে কিছু বলিলাম। শেষে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাও একটা বড় প্রশ্ন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়, উপরওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিব।

বড়লাট—মন্ত্রিবর! আমাদের শুভ প্রস্তাব বঙ্গভূমি কি ভাবে গ্রহণ করিল? ভিতরের কথা সব ত খুলিয়া বল নাই?

মন্ত্রী—বাঙ্গালিরা বড় সন্দিগ্ধমনা, তাহাদিগকে বোঝান সহজ নহে। কথা না পাড়িতে পাড়িতে আমার কথা লইয়া অযথা আন্দোলন তুলিয়াছে, আপনার কাছে কত দরখাস্ত আসিবে দেখিবেন। এদের মধ্যে বল্‌মে লিখয়ে অনেক আছে।

বড়লাট—তুমি বাঙ্গালিচরিত্র বুঝ নাই, অধিকাংশ বিশেষতঃ আমাদের কৃষি প্রজালোক নিরীহ ভাল মানুষ। তাহারা সরকারকে 'মা বাপ' বলিয়া জানে। সরকার যা করেন, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য মনে করে। জন কয়েক বিলাত-ফেরত ইংরাজীওয়ালা হৈ চৈয়ে বাঙ্গালি আছে, তারা দেশহিতৈষী সেজে সভা সমিতি করে, গল্পবাজি করে। তাদের গোলমাল কিছুই নয়, প্রমাণ করিব। তাদের দরখাস্ত কে গ্রাহ্য করে? আমার সব ঠিক্ করা আছে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি আমার হাতের লোক। আমি যা ঠিক্ করিব, তার অন্যথা কে করে?

বঙ্গ—(দরখাস্ত লইয়া করযোড়ে) হুজুর বড় লাট, ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বঙ্গ দ্বিধা করিবেন না। বাঙ্গালি ভাইভাইদিগকে ঠাঁই ঠাঁই করিয়া ক্লেশ দিবেন না।

বড়লাট—আমি জানি এ সব মিছা আন্দোলন। ভারতের লোকমণ্ডলী নিরীহ বোবা জীব, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কখনই আন্দোলন করিতে পারে না। বঙ্গ আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গলের জন্য বহুদিন হইতে চিন্তা ও আয়োজন করিতেছি, আমি তোমার জন্য ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া সারজমিনে সকল দেখিব ও শুনিব—আমার মন এখন সাদা কাগজের মত, যেমন ছাপ পড়িবে, সেই অনুসারে কাজ করিবে জানিবে।

বঙ্গ—হুজুর, আমারও প্রার্থনা তাই, সব দেখে শুনে সুবিচার করুন।

বড়লাট মফঃস্বলে—(জনান্তিকে তাই ত অসম্ভব সম্ভব করেছে দেখছি) প্রকাশ্যে হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা কেন মিছে গোলযোগ করিতেছ? কলিকাতার বাবুভায়ারা তোমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, তাদের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিও না। গবর্ণমেণ্ট যা করিতেছেন, তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাস মনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক।

প্রজা—হুজুর! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কই? আমাদের যে দেশ—মাতৃভূমি, জমি জমা, পরিবার আত্মীয় স্বজন, ভাগা ভাগি কাটাকাটি করিবেন না।

বড়লাট—নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেখানে যাই ঐ এক কথা "বঙ্গ দ্বিধা করিবেন না," "আমাদিগকে ছাড়াছাড়ি করিবেন না," এ সব শেখান কথা, ইহাতে আমি ভুলি না। কত আন্দোলন করিবে করুক, কত দরখাস্ত করিবে করুক, কিছুতেই কিছু হবে না। বঙ্গদেশটাকে আরো মনের মত ভাগ করিতে হইবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মন্‌সিং, বরিশাল, পাবনা বগুড়া, রংপুর রাজসাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আসামের সহিত যোগ করিলে বেশ একটা বড় প্রদেশ হইবে, তার উপর এক জন ছোট লাট বসাইব। ছোট লাট কি বল?

ছোটলাট—আপনি যা ব্যবস্থা করিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে। আমার মাথার বোঝা যত কমাইবেন, ততইত আমার সুবিধা। আরো কয়েকটী জেলা বাঙ্গালা হইতে সরাইয়া লউন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। সুশাসনের খাতির সর্ব্বোপরি।

বড়লাট—তুমি আমার মনের ভাব বেশ বোঝ এবং বঙ্গের আর একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। দেখ আমরা বঙ্গদেশে জন্মি নাই, বঙ্গভাষা শিখি নাই, বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি অভ্যাস করি নাই, বঙ্গদেশে বাড়ী ঘর এবং জমিদারিও করিব না; তথাপি বাঙ্গালিদিগের হিত আমরা যেমন বুঝি, তাহারা নিজে তেমন বোঝে না। বোঝে না এইজন্য আমাদের দুঃখ।

ছোটলাট—আমাদের বিদ্যাপ্রভাব, বুদ্ধিপ্রভাব, ধর্ম্মপ্রভাব, নীতিপ্রভাব এবং সর্ব্বোপরি সহানুভূতিপ্রভাব কত বড় জিনিষ, এদেশের লোকের তা সম্ভবে না। এদের দশা দেখে বাস্তবিক কেবল দুঃখ হয়। যাহা হউক এখনকার অবোধ লোকেরা বুঝিল না, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ষ্টেট্ সেক্রেটারি এ প্ল্যান ত উল্‌টাইয়া দিবেন না?

বড়লাট—তাঁহার নিকট অকাট্য যুক্তিসহ আমাদের অভিপ্রায় জানাইয়াছি। আর গণ্ডগোলে কর্ণপাত না করেন বলিয়া দিয়াছি। আমাদের প্ল্যান নিশ্চয়ই মঞ্জুর হইবে এবং বঙ্গদেশে দুইজন ছোট লাট বসাইয়া তবে আমি এ দেশ ত্যাগ করিব।

মন্ত্রী—টেলিগ্রাম পাইলাম বঙ্গবিভাগ ষ্টেট্‌সেক্রেটারির মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালিরা কেমন ঠকিয়াছে! কোথায় কি হইতেছে নিগূঢ় সংবাদ কিছুই পায় নাই। মনে ভাবিতেছিল বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া আন্দোলন করিবে, সে গুড়ে বালি। সব ঠিক্ ঠাক হইয়া গিয়াছে।

ছোটলাট—কি আনন্দ কি আনন্দ, বঙ্গের বড় সৌভাগ্য। আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সব লোককে বুঝাইয়া গোল-মাল থামাইয়া আসিব।

বড়লাট—"শুভস্য শীঘ্রং" কার্য্যটী এখন অবিলম্বে শেষ করিতে হইবে। বঙ্গভূমি অনেক চেঁচামেচি করিয়াছে, আর দুই দিন এরূপ করিয়া আপনা আপনি থামিয়া যাইবে। পুরাতন বঙ্গের কি সুন্দর ব্যবস্থা হইল—বিহার রহিল, উড়িষ্যা রহিল, ছোটলাটের ভ্রমণের জন্য দার্জ্জিলিং শৈলাবাস রহিল; আবার অনেক গুপ্ত-ধনের খনি সম্বলপুরও ইহাতে যুড়িয়া দিলাম। "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন প্রদেশ হইল। ইহার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যয় অনেক বাড়িল বটে, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের ধনকোষ অক্ষয় ও পূর্ণ, এই সব ব্যয় অনায়াসে কুলাইবে।

(নেপথ্যে—বঙ্গবিভাগ সুশাসনের জন্য—মন্ত্রী বুঝিয়াছেন, বড়লাট বুঝিয়াছেন, ছোটলাট বুঝিয়াছেন, ষ্টেট্‌সেক্রেটারী কাগজ পত্র না দেখিয়াই বুঝিয়াছেন—তাঁহার পারিষদেরাও বুঝিয়াছেন আর স্বয়ং রাজ্যেশ্বর এডওয়ার্ড কি না বুঝিয়া যোড়া ছোট লাট মঞ্জুর করিয়াছেন? বঙ্গবাসীরা কেন বুঝে না? এখনও হুজুগ? পার্লেমেণ্টে আপিল? পার্লেমেণ্ট ভারতের কি ধার ধারে? পার্লেমেণ্ট না বসিতে বসিতে সব কাজ শেষ হইবে!)

সত্য-শতকম্।

(১৩০৯ সাল ৪৭১ সংখ্যা—২২৭ পৃষ্ঠার পর)

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সত্যধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥
সত্যধর্ম্মক্রিয়াহীন মূর্খ যে নির্দ্দয়,
ব্রাহ্মণ হ'লেও সেই চণ্ডাল নিশ্চয়।৫৮

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
সত্যার্জ্জবপরো রাজন্ মিত্রকোষ-বলান্বিতঃ॥
সত্যবাক্য সাধু, সত্যসম কি ধরায়?
সত্যার্জ্জবে মিত্র-কোষ-বল বৃদ্ধি পায়।৫৯

সত্যং পালয়তি প্রীত্যা নিত্যং ভূমিং প্রযচ্ছতি।
পূজয়েদতিথীন্ ভৃত্যান্ স রাজধর্ম্ম উচ্যতে॥
সত্য রক্ষা ভূমি দান অতিথি-পোষণ,
ভৃত্যে তুষ্টি ধর্ম্মশীল নৃপের লক্ষণ।৬০

যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাম্।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসনাৎ॥
মিথ্যা কথা ব'লে যারা অন্যেরে কাঁদায়,
পুত্র পশুধন তাহাদের নাশ পায়।৬১

যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পৌত্রেষু নপ্তৃষু।
নহি পাপং কৃতং কর্ম্ম সদ্যঃ ফলতি গৌরিব॥
পাপ-কর্ম্ম ফল যদি সদ্য না লভয়,
পুত্রে পৌত্রে এক দিন ফলিবে নিশ্চয়।৬২

সত্যমেবানুবর্ত্তস্ব ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
সত্যে স্থিতাহি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্॥
সত্যাধীন হও, সত্য শ্রেষ্ঠতম ধন,
সত্য বলে পৃথ্বীজয় করে রাজগণ।৬৩

মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন কামান্ন চ সংরম্ভান্ন দ্বেষাৎ সত্যমুৎসৃজেৎ॥
মিথ্যা বাক্য ত্যাগ কর, স্বতঃ প্রিয় হও,
কামে ক্রোধে দ্বেষে যেন মিথ্যা নাহি কও।৬৪

নাপত্রপেত প্রশ্নেষু নাবিস্থাব্যাং গিরং সৃজেৎ।
ন স্বরেত ন চাসূয়েত্তথা সংগৃহ্যতে পরঃ ॥
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলে বাক্য ব'লনা নিষ্ঠুর,
উত্তর হইবে সত্য গম্ভীর মধুর।৬৫

প্রাজ্ঞঃ শূরোধনবাংশ্চ স্বামী ধার্ম্মিক এব চ।
তপস্বী সত্যবাদী চ বুদ্ধিমাংশ্চাপি রক্ষতি ॥
প্রাজ্ঞ শূর স্বামী ধনী সত্যবাদী নরে,
ধার্ম্মিক তাপস বুদ্ধিমানে রক্ষা করে।৬৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রীতিমান্ ভব পার্থিব।
সত্যমার্জ্জবমক্রোধমানৃশংস্যঞ্চ পালয় ॥
সত্য সারল্যাদি গুণ করিবে ধারণ,
সর্ব্বভূতে প্রীতিমান্ হইবে রাজন্! ৬৭

অসংশয়ং সত্যশীলঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যতমং স্থানং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
নিশ্চয় সুগতি পায় সত্যবাদী নর,
স্বর্গে পুণ্যতম স্থান পায় নিরন্তর। ৬৮

মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য স্ত্রীঘ্নস্যানৃতবাদিনঃ।
চতুর্ণাং বয়মেতেষাং নিষ্কৃতিং নানুশুশ্রুমঃ ॥
কৃতঘ্ন অনৃতবাদী স্ত্রী-বান্ধবঘাতী,
শুনি নাই এ চারির কখনও নিষ্কৃতি।৬৯

সত্যেনাদিত্যস্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ ॥
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেনাগ্নিশ্চ তিষ্ঠতি ॥
খঞ্চ সত্যেন সত্যেন দেবাঃ সত্যেন যজ্ঞাঃ।
সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি সত্যেনাপস্তিষ্ঠতি ॥
সত্যে চন্দ্র সত্যে সূর্য্য সত্যে হুতাশন,
দেব যজ্ঞাকাশ সত্যে সত্যেই পবন।
সত্যবলে বসুমতী করিছে ধারণ,
জলের স্থিতির শুধু সত্যই কারণ ॥৭০

কস্য বশে প্রাণিগণঃ? সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য ॥
সংসারের জীবগণ কার বশে রয়?
সত্যবাদী প্রিয়ভাষী বিনয়ী যে হয় ॥৭১

সত্যেন শত্রুক্ষয়তি ব্যাধিং সত্যেন নশ্যতি।
সত্যেন লভতে বিদ্যাং সত্যেন যুবতীং জনঃ ॥
সত্যে শত্রু জয় হয়, ব্যাধির নিধন,
সত্যে বিদ্যা—সত্যে তুষ্ট যুবতীর মন ॥৭২

বেদান্তং পঠতে নিত্যমনৃতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারজ্ঞঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥
বেদ সাংখ্য পাঠ করে মিথ্যা নাহি কয়,
সে বিপ্রই বিপ্র ইহা জানিবে নিশ্চয়।৭৩

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্।
সত্যমেব ন চৈবান্যদিতি দেবোঽব্রবীদ্ধরিঃ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সত্যেই সাধন,
সত্য সম নাই অন্য হরির বচন ॥ ৭৪

সত্যেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কান্তিযশোবলম্।
সত্যেন জয়মাপ্নোতি মুক্তিঃ সত্যেন লভ্যতে ॥
সত্যে সুখ সত্যে রূপ শক্তি যশঃ বল,
সত্যে জয়, সত্যে মুক্তি জানিবে কেবল।৭৫

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভাষণম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎপরিবর্জ্জয়েৎ ॥
অনায়ুষ্য অস্বর্গীয় রোগের কারণ,
ঘৃণিত মলিন ত্যজ মিথ্যা কুবচন।৭৬

কেয়ূরা ন বিভূষয়ন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ
ন স্নানং ন বিলেপনং ন কুসুমং নালঙ্কৃতামূর্দ্ধজাঃ।
বাণ্যেকা সমলঙ্করোতি কৃতিনং যা সংস্কৃতা ধার্য্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং বাগ্‌ভূষণং ভূষণম্ ॥
কেয়ূরে সুন্দর হারে কুসুমে চন্দনে,
সুন্দর করে না স্নানে কেশ বিরচনে।
পবিত্র মধুর বাণী বদনে যাহার,
অক্ষয় ভূষণ তার অতি চমৎকার ॥ ৭৭

নহি সত্যাদৃতে কিঞ্চিদ্রাজ্ঞাং বৈ সিদ্ধিকারণম্।
সত্যে হি রাজা নিরতঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥
সত্য সম ফলপ্রদ কিছু নাহি আর,
ইহ পরকালে সত্যে আনন্দ অপার। ৭৭

ঋষীণামপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরং ধনম্।
তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যামাস্থবিশ্বাসকারণম্॥
সত্যই ঋষির ধন সকলের সার,
বিশ্বাসকারণ বটে সত্যই রাজার। ৭৮

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যস্ত রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জ্জবম্॥
সারল্য সত্যের রক্ষা, লোকের রঞ্জন,
জ্ঞানবান্ নৃপতির ধর্ম্ম সনাতন। ৭৯

ন হিংসেৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।
বিক্রান্তো সত্যবাক্ ক্ষান্তো নৃপো ন চলতে পথঃ॥
হিংসাহীন, ভৃত্যে কালে যে দেয় বেতন,
নহে সেই সত্যবাদী রাজার পতন। ৮০

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥
মরণামরণ দেহে উভয়ের বাস,
সত্যেই অমর নর, অন্যথা বিনাশ। ৮১

ন সত্যাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
সত্যেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীঃ সত্যেনৈব লভ্যতে॥
সত্যের অধিক আর নাহি ত্রিভুবনে,
সত্যে স্বর্গলাভ, লক্ষ্মী সত্য আচরণে। ৮৩

নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥
বিদ্যা সম চক্ষু নাই, রাগ সম দুঃখ,
সত্য সম তপ নাই, দান সম সুখ। ৮৪

ঋতে সত্যমসত্যাজ্জাং সত্যে হ্যমৃতমাশ্রিতম্।
তস্মাৎ সত্যব্রতাচারঃ সত্যযোগপরায়ণঃ॥
সত্যাগমঃ সদা দান্তঃ সত্যেনৈবামৃতং জয়েৎ॥
অমিথ্যাই সত্য বটে সত্যে অমরণ,
মুক্তির কারণ কর সত্য আচরণ,
সত্যে জিতেন্দ্রিয় হও, শাস্ত্রে দেও মন,
সত্য বলে কর সুখে শমন দমন। ৮৫

অগ্নির্গাত্রাণি শুধ্যতি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥
অগ্নিযোগে গাত্র, মনঃ শুদ্ধ সত্যময়,
বিদ্যা তপে আত্মা, জ্ঞানে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। ৮৬

সত্যধর্ম্মঃ পরঃ ধর্ম্মঃ সত্যজ্ঞানং হুতং তপঃ।
সত্য স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ সত্য সর্ব্বমিদং জগৎ॥
তপ যজ্ঞ স্বর্গ, জ্ঞান, সত্য সমুদয়,
সত্য মোক্ষ, সত্য ধর্ম্ম, সত্য বিশ্বময়। ৮৭

স্থিতা সদাহং কমলা বভাষে
সত্যস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে।
ক্ষমার্চ্চিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
নারীষু নিত্যং জিতেন্দ্রিয়াসু।
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু॥

লক্ষ্মী কন "থাকি আমি সত্যবাদি-সনে,
সদা ফুল্ল মনে,
পতিব্রতা প্রিয়ংবদা,
জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীতে সদা;
আর থাকি ক্রোধহীনে, ক্ষমাশীলে
উপকারী জনে। ৮৮ ৮৯

কায়ক্লেশৈর্ন বহুভি ন চৈবার্থস্য রাশিভিঃ।
ধর্ম্মঃ সংপ্রাপ্যতে সূক্ষ্মঃ সত্যহীনৈঃ সুরৈরপি॥
বহু ক্লেশে বহু অর্থ দিয়া দেবগণ,
সত্যবাক্য বিনা ধর্ম্ম না পান কখন। ৯০

শ্রুতিমাত্রগতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ
সত্যবাক্যেন গৃহ্যন্তে ন তর্কেন ন চক্ষুষা॥
সূক্ষ্মতম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরম ঈশ্বর,
তর্কে চক্ষে নহে—শুদ্ধ সত্যের গোচর। ৯১

সত্যনিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ সত্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।
তস্মিন্নোপাদয়ঃ লোকঃ শুচিঃ স্যাদ্ধর্ম্মতৎপরঃ॥
সত্যই প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা ধর্ম্মের কারণ,
সত্যে ধর্ম্মশীল শুচি হয় নরগণ। ৯২

সত্যপত্নী সতী মুক্তৈঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া।
যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা॥
জগতের প্রিয়া 'সতী' সত্যের ললনা,
যারে ছেড়ে প্রেমে ঘটে বিবাদ লাঞ্ছনা। ৯৩

অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা।
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী॥
অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা ধূর্ত্তের সহায়,
সত্যে ছিল অদর্শনা সুজীর্ণা ত্রেতায়।৯৪
অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃতা।
কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ॥
অর্দ্ধরূপে ছদ্মবেশে ছিল যে দ্বাপরে,
এবে সে প্রগল্ভা যায় প্রতি ঘরে ঘরে।৯৫
মহাপাতকিনো লোকা উপপাতকিনস্তথা।
যান্ লোকানধিগচ্ছন্তি যান্তি তান্ কূটসাক্ষিণঃ॥
মহাপাপী উপপাপী যে যে স্থান পায়,
মিথ্যাবাদী নরগণ সেই স্থানে যায়। ৯৬
অনৃতং তমসোরূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥
অসত্যই তমোগুণ তমেই নিরয়,
তমোগ্রস্ত সত্যজ্যোতি অবগত নয়।৯৭
বৃষশ্চতুষ্পাদ ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতাস্ত্বিত॥
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিভু সত্যে অবস্থিত,
পৃথিবী স্বর্লোকাকাশ সত্যে প্রতিষ্ঠিত।৯৮
সত্যে নানৃতমমৃতং সত্যে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অবিকারিতমং সত্যং সর্ব্ববর্ণেষু ভারত॥
সত্যেই অমৃত জন্মে সত্যেই জীবন,
অবিকৃত সত্য সর্ব্ব বর্ণের স্বধন।৯৯
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা দ্বিধা কৃতা।
নতু সত্যং পরিত্যজ্য বক্তব্যমনৃতং বচঃ॥
তীক্ষ্ণ অসি ধারে কর রসনা কর্ত্তন,
তবু সত্য ছেড়ে মিথ্যা ব'লনা কথন।১০০

ইতি "সত্যশতকম্" সমাপ্তম্।

বাড়ীভাগ।

(সাময়িক)

আছিল সেকালে, শতজনে মিলে, বড়
এক পরিবার;
এখন তা' নাই, সব ঠাঁই ঠাঁই, হ'ল গৃহ
ছারখার।
মেয়েদের দোষ, দেয় করি রোষ, যত
অনিষ্টের মূল;
নিজ-দোষে এত, হ'বে আরো কত, কেন
দোষ নারীকুল?
কুশিক্ষার গুণে, কুজনের সনে, হত যত
শুভ আশা;
নারীর শিক্ষার, অভাবে আঁধার, ভবন
ভূতের বাসা।
আছিল যা' কিছু, লাগি গ্রহ পিছু, করিতে
বসিল নষ্ট;
ডাক ভগবান, হয়ে একপ্রাণ, থাকিবে
না, ভাই কষ্ট॥
অবোধ নির্ব্বোধ, নাহি মানে বোধ,
কাঁদিয়ে ব্যাকুল হল;
সুবোধ যেজন, বিভুর চরণ, করিল সার
সম্বল॥

শ্রীন—

নারী-আদর্শ।*

১। সত্যামিত্রার (বা প্রাস্কোরিয়ার) মত সুকন্যা হই।

২। সীতার মত সতী হই।

৩। সাবিত্রীর মত পতিপ্রাণা হই।

৪। গৌরীর মত স্বামি-সোহাগিনী হই।

৫। দ্রৌপদীর মত গৃহিণী হই।

৬। অরুন্ধতীর মত পতিকুলে অচলা হই।

৭। বিদুলার (বা কর্ণিলিয়ার) মত মাতা হই।

৮। যমুনার মত ভগিনী হই।

৯। গান্ধারীর মত ধর্ম্মপক্ষপাতিনী হই।

১০। কুন্তীর মত বিপদ্‌কে বন্ধু বলিয়া দেখি।

১১। সুভদ্রার মত আশ্রিত-বৎসলা হই।

১২। সুমিত্রার মত স্বার্থত্যাগিনী হই।

১৩। ভগিনী ডোরার মত বিশ্বসেবিকা হই।

১৪। অন্নপূর্ণার মত দানশীলা হই।

১৫। বেহুলার মত পতিসেবিকা হই।

১৬। ভিক্টোরিয়ার মত সাম্রাজ্ঞী হই।

১৭। লক্ষ্মীর মত সুরূপা ও শীলবতী হই।

১৮। সরস্বতীর মত গুণবতী হই।

১৯। দুর্গার মত বীরাঙ্গনা হই।

২০। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।

২১। তৃণের মত বিনীত হই।

২২। তরুর মত সহিষ্ণু হই।

২৩। সূর্য্যের মত তেজোময় ও চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ হই।

২৪। গঙ্গার মত পাবনী হই।

২৫। লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা হই।

২৬। খনার মত জ্যোতিষী হই।

২৭। লীলাবতীর মত গণিতজ্ঞা হই।

২৮। দুর্গাবতীর মত তেজস্বিনী হই।

২৯। গার্গীর মত ব্রহ্মবাদিনী হই।

৩০। মৈত্রেয়ীর মত অমৃত-পিপাসু হই।

---

* হিন্দুসমাজে যদিও সুকন্যা, সুমাতা ও সুভগিনীর অদ্যাপিও অভাব নাই, কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে নামোল্লেখ করা যায় এ শ্রেণীর এমন আদর্শ নারী দুর্লভ। ভার্য্যাই হিন্দু নারীজীবনের আদর্শ-স্থানীয়, এজন্য পুরাণে শত শত সতীর নাম পাওয়া যায়। আমরা অগত্যা বিদেশীয় ও আধুনিক কয়েকটী নাম লইয়াছি। যাঁহারা এই অভাব পূরণ করিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের প্রেরিত নাম প্রকাশ করিব। বা, বো, স।

রসায়ন।

হাইড্রজেন মনক্সাইড বা জল।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন, H_2O ; সাংযোগিক বা মৌলিক গুরুত্ব ১৮।

ইতিহাস—অতি পূর্ব্বকালে প্রাচীন পণ্ডিতগণ জলকে পঞ্চভূতমধ্যে গণনা করিতেন। পরে ১৮০০ খৃঃ অব্দের শেষে অর্থাৎ ১৭৭৮ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেণ্ডিস্ (Cavendish) স্থির করেন, যখন হাইড্রজেন ভূবায়ুতে দগ্ধ হয়, তৎকালে বায়ুস্থ অম্লজনের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন হয়। পরে ১৭৮১ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেণ্ডিস্ জলের প্রকৃত সমাস অর্থাৎ কি কি উপাদানে জল উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করেন। জল মূল পদার্থ নহে, যৌগিক পদার্থ, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

১ম পরীক্ষা—কোন সোডাওয়াটারের বোতলে ২ আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন একত্র করিয়া তাড়িত সঞ্চালন বা দীপ স্পর্শ করিলে জল উৎপন্ন হয়। যথা—$O_২+২H_২=২H_২O$

২য় পরীক্ষা—যেমন দুই আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলকে বিশ্লিষ্ট করিলে ২ আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন জলপূর্ণ গ্ল্যাসে ২।৪ ফোঁটা অম্ল মিশ্রিত করিয়া তাড়িত সঞ্চালন কর, এবং উহার উপর ২টী পরীক্ষা-নল স্থাপন কর, তাহা হইলে দস্ত-সংলগ্ন তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রজেন বহির্গত হইবে, প্লাটিনম-সংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্দ্ধেক আয়তন অক্সিজেন বহির্গত হইবে। যথা, $২H_২O=২H_২+O_২$।

জলের চিহ্ন $H_২O$, মৌলিকাণুর ভার ১৮ ; অতএব জলে অক্সিজেনের গুরুত্বে $\frac{১৬}{১৮}=\frac{৮}{৯}$ ও হাইড্রজেন $\frac{২}{১৮}=\frac{১}{৯}$ আছে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতেছে।

ক = ৯০০ গ্রেণ
কপার-অক্সাইড ... = ১৫৯ গ্রেণ
সমষ্টি ১০৫৯ গ্রেণ
পরীক্ষার পর ঐ দুয়ের ওজন = ১০২৭ গ্রেণ
খ = ৯০০ গ্রেণ
ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড = ২০০ গ্রেণ
সমষ্টি = ১১০০ গ্রেণ
পরীক্ষার পর ঐ দুয়ের ওজন = ১১৩৬ গ্রেণ।

প্রথমতঃ ক ও খ-কে ওজন কর ; মনে কর প্রত্যেকে উহারা ৯০০ গ্রেণ ; অনন্তর ১৫৯ গ্রেণ কপার-অক্সাইড ক কন্দুকে স্থাপন কর এবং খ ও ঙ কন্দুকে ২০০ গ্রেণ ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড রাখ ; অনন্তর গ কূপীতে হাইড্রজেন প্রস্তুত

কর; এদিকে ক কূপীতে তাপ দাও। তাপপ্রভাবে কপার-অক্সাইড্ হইতে অম্লজান পৃথক্ হইতে থাকিবে; পরে ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড্ দ্বারা বিশুদ্ধ হাইড্রজেন ও কপার-অক্সাইড্ অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন হইবে। অনন্তর ঐ জল খ কূপীস্থ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডে আবদ্ধ হইবে। ক কন্দুকের সমুদায় অক্সিজেন নিঃশেষিত হইলে ঐ দুইটী নল খুলিয়া লইয়া পৃথক্‌রূপে ওজন করিলে দেখা যায় যে, ক নলের ভার ৩২ গ্রেণ, ক ও খ নলের ভার ৩৬ গ্রেণ অধিক হইয়াছে। সুতরাং ৩২ গ্রেণ অক্সিজেনের সহিত ৪ গ্রেণ হাইড্রজেন মিলিত হইয়া ৩৬ গ্রেণ জল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব গুরুত্বে $\frac{৩২}{৩৬} = \frac{৮}{৯}$ অক্সিজেন; $\frac{৪}{৩৬} = \frac{১}{৯}$ হাইড্রজেন জলে বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্ম—বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, গন্ধবিরহিত ও তরল পদার্থ। O° শতাংশিক বা ৩২ ফারণেট পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। ১০০° শতাংশিক বা ২১২ ফারণেট পরিমাণে উষ্ণ হইলে জল ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য পদার্থ শীতল হইলে তাহাদের আয়তনের হ্রাস হয়, কিন্তু জল ৪ ডিগ্রীর নীচে শীতল হইলে উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, এ কারণ বরফ জলে ভাসে। ৪° শতাংশিক বা ৩৯.২ ফারণেট পরিমাণে শীতল হইলে জল চরম ঘনত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অল্প স্থানে সঙ্কুচিত হয়। জলের গুপ্ত তেজ ৮০° শতাংশিক বা ১৭৬ ফারণেট। জলীয় বাষ্পের গুপ্ততেজ ৫৪০° শতাংশিক বা ৯৭২। জল, বরফ ও জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক তেজ যথাক্রমে ১; .৫০৪; .৪৮০৫।

১ লিটর জলের ভার—১০০ গ্রেণ=১
কিলগ্রাম=/১ সের।

১ ঘন ফুট জলের ভার=১০০ আউন্স।

১ গ্যালন জলের ভার=৭০০০ গ্রেণ=
১০ পাউণ্ড=/৫ সের।

জল বায়ু অপেক্ষা ৮২৫ গুণ ভারী। যদিও অক্সিজেন ও হাইড্রজেন সংযোগে জল উৎপন্ন হয়, তথাপি জল দ্রাবক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। বালুকা, পঙ্ক, শৈবাল, মৎস্য-ডিম্বাদি বিবিধ দ্রব্য জলে ভাসমান থাকে। ঐ সকল পদার্থ হইতে জলকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইলে বালি ও অঙ্গারের মধ্য দিয়া নিঃসৃত করিয়া লইতে হয়। নিঃসৃত করিয়া লইলেও জলের সকল ময়লা দূরীভূত হয় না। জল যে সমস্ত পদার্থে দ্রবীভূত থাকে, তাহা হইতে জলকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইলে তাহাকে চোঁয়াইতে হয়। নীল-মিশ্রিত জল নিঃসৃত করিয়া লইলেই তাহার নীলিমা অপগত হয় না, কিন্তু চোঁয়াইয়া লইলে তাহার নীলিমা যায়।

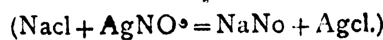
কতকগুলি পদার্থ জলে সহজে দ্রবীভূত হয়; যথা, চিনি, সোডা, ফটকিরি ইত্যাদি। কতকগুলি পদার্থ জলে

দ্রবীভূত হয় না; যথা,. চাখড়ি, বালি ইত্যাদি। সামান্য জলে চা খড়ি দ্রবীভূত না হউক, দ্বাম্ল-অঙ্গার মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়। যে জলে চা খড়ি, জিপসম্ প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাকে ভারী জল কহে; আর যে জলে ঐ সকল পদার্থ না থাকে, তাহাকে লঘু জল কহে। ইহাতে সাবান গুলিলে ফেনিল হয়।

দ্বাম্ল-অঙ্গার-মিশ্রিত জলে চা খড়ি দ্রবীভূত থাকে; এ বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে খানিক পরিষ্কৃত চূণের জলে ফুৎকার দাও; নিঃশ্বসিত দ্বাম্ল-অঙ্গারের সহিত চূণের সংযোগে চা খড়ি উৎপন্ন হয়; অনন্তর ৫ মিনিটের কম না হয়, উহাতে ফুৎকার দিলে যে দ্বাম্ল-অঙ্গার নির্গত হয়, তাহার সংযোগে চা খড়ি জলের সহিত মিলিয়া যায়; তখন ঐ জলের দুগ্ধের আভা ঘুচিয়া গিয়া পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। এই জল উত্তপ্ত করিলে উহার দ্বাম্ল-অঙ্গার উড়িয়া যাইবে এবং চা খড়ি শ্বেতবর্ণ গুঁড়ার মত নীচে পড়িয়া থাকিবে; তখন ছাঁকিয়া লইলে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যে জলে চা খড়ি দ্রবীভূত থাকে, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে জলে জিপ্সম্ দ্রবীভূত থাকে, সেই জল পরিষ্কৃত করা যায় না। বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় উহাতে বায়ুস্থ দ্বাম্ল-অঙ্গার দ্রব হয়; ঐ জল কোন চা খড়ি-বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে দিয়া গমন করিলে দ্বাম্ল-অঙ্গার সংস্পর্শে কিয়ৎ পরিমাণে চা-খড়ি তাহাতে দ্রবীভূত হইয়া ঐ জল ভারী হয়। এই কারণে ইংলণ্ডে টেম্‌স্ নদীর জল ঐ চাখড়িযুক্ত বলিয়া ভারী। ট্রেণ্ট নদীর জল জিপ্সম্‌বিশিষ্ট পাহাড়ের মধ্য দিয়া আইসে বলিয়া ভারী। যে জলে চূণজাত লবণ নাই, তাহাকে লঘু জল কহে। জল যে পরিমাণে লঘু হইবে, সেই পরিমাণে নির্ম্মল হইবে। জলের ঔজ্জ্বল্য ও নবীনত্বের কারণ এই যে জলে বাষ্প সকল বিশেষতঃ কার্ব্বণিক আসিড এবং অম্লজান মিশ্রিত থাকে। জল যত অধিক পরিমাণে বাষ্প ধারণ করিতে পারে, তত শীতল এবং যত অল্প বাষ্প ধারণ করে, ততই উষ্ণ হয়; এইহেতু উষ্ণ জলের আস্বাদন সোঁদা বোধ হয়। জলের অপরিষ্কৃততার প্রধান দ্রব্য সকল যথা, লবণ (Na CI) ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট (caco,) এবং ক্যালসিয়ম সালফেট (Case ৪)।

জলের পরীক্ষা।

১। লবণের পরীক্ষা,—সিলভার নাইট্রেটের (AgNo ৩) দ্রাবণ জলস্থ লবণের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার সাদা ঘন গুঁড়া প্রস্তুত করে, তাহাকে সিলভার ক্লোরাইড (.Agcl) কহে; ইহা নাইট্রিক আসিডে দ্রব হয় না, কিন্তু আমোনিয়াতে হয়:—



(Nacl+AgNO৩=NaNo+Agcl.)

২। ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেটের পরীক্ষা,

—জলকে ফুটাইলে, জলস্থ কার্ব্বনিক আসিড গ্যাস বিমুক্ত হয়, এবং কার্ব্বনেট সাদা গুঁড়ারূপে পাত্রের নিম্নভাগে পতিত থাকে, ইহাকে ফার্ (Fur) কহে।

৩। ক্যালসিয়ম সালফেটের পরীক্ষা,—ইহার দুইটী পরীক্ষা; একটী চূণের, আর একটী সালফিউরিক আসিডের। (১ম) চূণের (Lime) পরীক্ষা,—আমোনিয়া, তৎপরে আমোনিয়ম্ অগ্‌জ্যালেটের (Ammoniun Oxalate) দ্রাবণ জলস্থ চূণজাত লবণের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাদা চূণের গুঁড়া অর্থাৎ ক্যাল্‌সিয়ম অগজ্যালেট (White precipitate of lime or Calcicum Oxalate) প্রস্তুত করে। ইহা আসেটিক আসিডের (Acetic Acid) দ্বারা দ্রবীভূত হয় না। (২য়) সালফিউরিক আসিডের পরীক্ষা,—বেরিয়ম ক্লোরাইডের ($Bacl_2$) দ্রাবণ, জলস্থ সালফিউরিক আসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেরিয়ম সালফেটের সাদা গুঁড়া (White precipitate of Barium Sulphate, $BaSO_4$) প্রস্তুত করে। ইহা কোন আসিডে দ্রব হয় না। যথা,—$H_2SO_4 + Bacl_2 = BaSO_4 + 2Hcl$.

৪। সাবানের পরীক্ষা,—ভারী জলে সাবান গুলিলে ফেনিল হয় না, লঘুজলে সাবান গুলিলে ফেনিল হয়।

৫। খনি হইতে উদ্ভূত জল (Mineral Water),—খনি হইতে যে জল উত্থিত হয়, তাহাতে যে সকল পদার্থ থাকে, সাধারণ জলে সে সকল পদার্থ থাকে না। ক্যালিবিয়েট্ জলে (chalybeate Water) লৌহজাত লবণ, এবং হেরোগেট্ জলে(Harrogate Water) সালফিউরেটেড্ হাইড্রজেন (Sulphurated Hydrogen) আছে।

ডাঃ স, প্রি, দ।

জাপান-মহিলার আহত-সেবা।

ঘোর রণরঙ্গে মাতিল জাপান,
বহিল শোণিত খর স্রোতস্বান্।
স্বদেশের তরে ব্যথিত জীবন
স্বদেশ-সেবায় করিছে অর্পণ।
সুখের পুতলি বামাগণ যত
বুক পাতি দুখ গ্রহণেতে রত।
আহত-সেবায় আ মরি হের না
জাপান-ললনা, নাহিক তুলনা!
দিতেছে ঔষধ, বাঁধিতেছে ক্ষত,
বিশ্ব-সেবাব্রতে ব্রতী অবিরত।
কেহ যায় রাজকন্যার* ভবনে,
প্রস্তুত করিছে 'পটি' একমনে।
দেশ-পূজা তরে সবাই ব্যাকুল,
অশ্রুগঙ্গোদক—দেহ প্রাণ ফুল
দিয়ে সবে পূজে জাপাননিবাসী

* রাজপুত্রবধূ কমেট্‌সু।

কিবা রাজরাণী কিবা দাস দাসী।
সকলেই এক দেশের সেবায়
নাহি ভেদাভেদ পার্থক্য কোথায়।

শিখালে শতেক দেশে নব প্রাণ,
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য হে জাপান!!

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

অর্থনীতি।

(৫০২-৩ সংখ্যা—৬৫ পৃষ্ঠার পর।)

জ্ঞানদা। সরলা! ধনাগমের তিনটী প্রধান উপায় কি কি, তোমার মনে আছে?

সরলা। হাঁ, ভূমি, শ্রম এবং মূলধন। আচ্ছা, শ্রম সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে চাই। তুমি বলিতেছিলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রমের ফল আমরা পাই, সে কেমন?

জ্ঞা। দেখ, আমরা ঘরে বসিয়া যে সব জিনিষ ভোগ করি, তাহা কত স্থানে কত লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রস্তুত করে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন "চীনেরা আমার জন্য চা সংগ্রহ করিতেছে, আরবেরা অশ্ব সাজাইতেছে, তুরস্কেরা গোলাপজল তৈয়ার করিতেছে, পারস্যেরা কার্পেট বস্ত্র এবং কাশ্মীরবাসীরা শাল বুনিতেছে, কাবুলিরা নানাবিধ মেওয়া ফল উৎপন্ন করিতেছে এবং কাফ্রিরা স্বর্ণ হীরক খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে।" ইংলণ্ডে অল্প বস্তু উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইংলণ্ডবাসীরা সমুদায় পৃথিবীর লোকের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সকল ভোগ করিতেছে।

স। আমরাও ত বিলাত হইতে অনেক জিনিষ পাই। এই যে বিলাতী কাপড় আমদানী হয়, ইহাতে পরিশ্রম করে কাহারা?

জ্ঞা। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জন্য খাটিতেছে। আমেরিকার জর্জ্জিয়া প্রদেশে তুলা জন্মে, সেখানকার ভূমি জলাভূমি, সেখানকার কৃষকদিগের কত পরিশ্রম ও কৌশলে তুলার বীজে বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষের ফল হইতে তুলা সংগৃহীত হয়। রপ্তানির জন্য বণিক্ সকল আছে, তাহারা জাহাজে করিয়া মাল বিলাতে লইয়া যায়। একখানি জাহাজে কত ছুতার কামার, মুটে মজুর ও ইঞ্জিনিয়ার খাটে। জাহাজের দড়ীর জন্য কত লোক পাট তৈয়ার করে, দড়ী পাকায়, কত পরিশ্রম করে। জাহাজ চালাইবার জন্য কাপ্তেন, দাঁড়ি, মাল্লা কত চাই। কত লোক তুলার গাঁইট বাঁধে। ডকে আনিয়া ঘাটে ও রেলে যন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা মাল চালান হয়। এই রেলওয়ে ও যন্ত্রসকল নির্ম্মাণেও কত

সহস্র সহস্র লোক খাটিতেছে। কত শত লোকের শ্রমলব্ধ মূলধনে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

স। এত খুঁটিয়া ধরিতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের পরিশ্রমে যে একখানি বস্ত্র তৈয়ার হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমেরিকা হইতে বিলাতে তুলা আনিতেই ত এই কাণ্ড! তাহার পর বিলাতী কল সকল আছে, তাহাতে সূতা তৈয়ার ও কাপড় বুনা হইবে। সেই কাপড় আবার গাঁইট-বন্দি হইয়া জাহাজে করিয়া ভারতে আসিবে, কতই পরিশ্রম—কতই অর্থব্যয়!

জ্ঞা। জেন, শ্রমটা বড় মজার জিনিষ, ইহা ভেল্কির মত কাজ করে।

স। সে কেমন?

জ্ঞা। দেখ কতকগুলা ধান আনিয়া দিলাম; শ্রম তাহা লইয়া সুন্দর চাউল, অন্ন, খৈ, মুড়ি, চিড়া প্রস্তুত করিয়া দিল। এক আঁজলা গম দিলাম, সুন্দর রুটি, পিঠা তাহা হইতে বাহির হইল। খানিকটা লোহা দিলাম, দা, কুড়ুল, শাবল, হাতা, বেড়ি, কড়া, খুন্তি কত আকারের সামগ্রী হইল! আর খানিকটা সোণা, রূপা লইয়া কানের, হাতের, পার, গলার কত রকম গহনা তৈয়ার হইয়া গেল! শ্রম না হইলে যেথাকার জিনিষ সেইখানেই থাকিত, এত কাজে লাগাইত কে?

স। আমরা স্বভাব হইতে মাল মসলা পাই, শ্রম সে গুলিকে মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করে। এই কি ঠিক্?

জ্ঞা। ইহা ঠিক্ কথা। একটা চমৎকার দেখিতেছ—মানুষ কোন মাল মসলার সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা স্বভাবপ্রদত্ত। কিন্তু আবার মানুষের সাহায্য ব্যতীত স্বভাব-দত্ত বস্তু সকল মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হয় না। পরস্পরের সাহায্য চাই।

স। আচ্ছা, পরিশ্রম কাজের আছে বটে, কিন্তু অকেজো মিছামিছিও ত হয়? কত লোক সমস্ত দিন পরিশ্রম করে—এক পয়সা সংস্থান করিতে পারে না।

জ্ঞা। শ্রম দুই প্রকার আছে—সফল (productive) ও নিষ্ফল (unproductive)। কৃষক, শিল্পী ও বণিক্ প্রভৃতি যে শ্রম করে, তাহা সফল, তাহাতে লাভ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাবু ভায়া সমস্ত দিন তাস পেটেন অথবা টো টো করিয়া ঘুরিয়া টোটো কোম্পানির বেগার দেন, তাহা নিষ্ফল, তাহাতে লাভ দেখা যায় না।

স। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে ষণ্ডা ষণ্ডা দরোয়ানগুলো ডাল রুটি খাইয়া যে দেউড়িতে পড়িয়া থাকে, তাহাদের শ্রম সফল না নিষ্ফল?

জ্ঞা। তাহারা নিতান্ত অদরকারী মনে করিও না। তাহারা আছে বলিয়া তোমাদের টাকা কড়ি মান মর্য্যাদা রক্ষা পায়। যদি তাহারা না থাকিত, চোর ডাকাতে তোমাদের সব লুটিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ গবর্ণমেণ্টের পুলিস ও সৈন্যদল। আপাততঃ বোধ হয় তাহারা

অলস, কোনও কাজ করে না। কিন্তু তাহারা থাকাতে নগর রক্ষা ও রাজ্য রক্ষা হয়। চোর ডাকাত পড়িলে তোমার বাড়ীর দরোয়ানেরা আগে মাথা দিবে। সেইরূপ দেশে যুদ্ধ বিদ্রোহ ও অন্য গোলযোগ ঘটিলে পুলিস ও সেনাদিগকে মাথা দিতে হইবে।

স। আচ্ছা স্কুলের শিক্ষকেরা যে পরিশ্রম করেন, তাহা সফল না নিষ্ফল ?

জ্ঞা। এক সময় লোকে মনে করিত যে যে শ্রমে বাহ্য ব্যবহারোপযোগী কোন বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাই সফল। সে হিসাবে স্কুল মাষ্টারদের শ্রম নিষ্ফল বোধ হইবে। একজন ইংরাজ মহাপণ্ডিত এতদূর বলিয়াছিলেন যে, একজন মহা-মহোপাধ্যায় দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা একজন সামান্য চর্ম্মকার সমাজের উপকারী। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এখন লোকে বুঝিতেছে যে বাহ্য মাল মসলা ব্যবহারের উপযোগী করিতে যে শ্রম লাগে, মানুষের শক্তিসকলকে বিকশিত ও ব্যবহারোপযোগী করিতে তদপেক্ষা অধিক শ্রম লাগে এবং সে শ্রম অধিক মূল্যবান্। একজন মূর্খ শ্রমজীবী আট ঘণ্টা খাটিয়া যে কাজ করিবে, একজন শিক্ষিত শ্রমজীবী তিন ঘণ্টায় সে কর্ম্ম তদপেক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবে। ইহাতে কি কম লাভ ?

জ্ঞা। যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে লাভজনক এবং জাতীয় ধনোন্নতির সহায়, তাহাই সফল শ্রম। জাতীয় লোকদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক যে কোন বিষয়ের উন্নতি কাহারও শ্রমে হইলে তিনিই সমাজের উপকারী বন্ধু এবং তাঁহার শ্রমই সফল শ্রম।

স। ব্রাহ্মণেরা যে পূজা অর্চ্চা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন, তাঁহাদের শ্রম ত তবে সফল শ্রম ?

জ্ঞা। ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাজক মোল্লা পাদরী ইহাঁরা লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও প্রাণের শান্তির জন্য যে কার্য্য করেন, তাহা সফল শ্রম, কেননা তাহাতে নর নারী এবং জনসমাজের মঙ্গল হয়। লাভ দুই প্রকার—ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক সামান্য অর্থ যত মূল্যবান্, পরমার্থ তদপেক্ষা মূল্যবান্, কারণ তাহা দ্বারা ইহ পরকালের মঙ্গল হয়।

স। আচ্ছা, বড় বড় বাবাজী মোহন্ত গদিয়ান্ হইয়া যে ভোগবিলাসে অনেক অর্থ উড়ায়, তাহাদের দ্বারা কি জাতির ঐহিক বা পারত্রিক কোনও লাভ হয় ? আমার বোধ হয় নিষ্ফল শ্রমের অবতার তাহারা ?

জ্ঞা। ধর্ম্মশালা ও মোহন্ত স্থাপন যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাল উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-রক্ষা, ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মার্থীদিগের পরম কল্যাণের জন্য বিষয় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে ব্যয় হয় দেখিবার জন্য এক একজন রক্ষক বা মোহন্ত নিযুক্ত করিয়া-



নারী-হিতৈষী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সৌম্যমূর্ত্তি স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রেমে ঢল ঢল,
ধর্ম্মপ্রাণ সুপণ্ডিত বিশ্বাসে অটল,
বাগ্মিতায় চমৎকৃত করিয়া জগৎ
ধর্ম্মপ্রচারক ব্রত সাধিলে মহৎ।
ধারণ করিয়া সিদ্ধ হস্তে সুলেখনী,
রচিয়াছ কত গ্রন্থ অমৃতের খনি।
নারীজাতি-হিতকল্পে কতই উদ্যম,
যুবাদের উন্নতিতে কত পরিশ্রম!
গুরু-ভক্তি, দলপ্রীতি, ভাবের উচ্ছ্বাস
হ'লেও প্রবল, ছিল অসত্যের ত্রাস।

সত্য-অনুরোধে কত সহিলে পীড়ন,
দুর্ব্বাক্য লাঞ্ছনা ঘৃণা নিন্দা অযতন!
বিপদের বিদ্যালয়ে হয়ে সুশিক্ষিত,
অশ্রুজলে মলিনতা করি প্রক্ষালিত,
জীবন-সর্ব্বস্ব ধনে করি হৃদি-ধন,
তার পদে করেছিলে আত্ম-সমর্পণ।
সাংঘাতিক রোগে তাই কিবা শান্ত ভাব।
শোক তাপ মৃত্যুজয়ী ধর্ম্মের প্রভাব।
শান্তি তরে বড় সাধ ছিল তব মনে,
লভিয়াছ চির শান্তি শান্তি-নিকেতনে।




ছিলেন। কিন্তু রক্ষকেরা যে ভক্ষক হইয়া আপনাদের বিলাসিতা ও কুবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থের অপব্যয় করিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিষ্ফল শ্রমের মত নিষ্ফল ব্যয়ও দূষণীয়। এই অপব্যয় ও নিষ্ফল ব্যয়ের প্রতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্টের বা দেশবাসীদিগের যথাকর্ত্তব্য করা আবশ্যক।

স। আচ্ছা, গবর্ণমেণ্ট ত রাজ্যের লোকের রুধির দোহন করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন, তাঁহারা কি অপব্যয় করেন না?

স্ত্রী। ধর্ম্মরক্ষকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টও দেশের ধনরক্ষক এবং তাঁহাদের ধনাগারের ধন দেশের কল্যাণার্থে ব্যয় হওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কথা আছে 'কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ঢাল।' গবর্ণমেণ্টের হস্তেও অনেক সময় ধনের অপব্যয় হয়। P. W. D. নামে গবর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ারিঙ বিভাগ আছে, তাহাতে এক গুণে ৪ গুণ ব্যয় হয় শুনা যায় এবং যাহারা এ সব কাজ পায়, হঠাৎ বড়মানুষ হইয়া উঠে। কত হাজার হাজার টাকার কাজের প্ল্যান হইতেছে, কত সময় কতক কাজ হইয়া আবার তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এরূপ শ্রম ও ব্যয় নিষ্ফল।

স। নিষ্ফল শ্রম ও ব্যয় বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট, বড় মানুষ, মোহন্ত বাবাজী এই সব লোকেরই হইয়া থাকে। গরিব লোকদের পক্ষে কি এরূপ ঘটে? তাহারা প্রাণান্ত খাটিয়া দুই বেলার অন্ন সংস্থানই করিতে পারে না; অপব্যয় কিরূপে করিবে?

স্ত্রী। তা মনে করিও না। ঠিক্ করিয়া ধরিলে গরিব লোকদেরও অনেক অপব্যয় আছে। দিন মজুরী করিয়া ।০ আনা আনে, কিন্তু কত লোক তার ৵০ আনা ৶০ আনা তাড়ী, মদ্যপান বা বদমাইসীতে উড়াইয়া দেয়। আমাদের দেশের ছোট লোকের মধ্যে তামাক খাওয়া একটা নিত্যরোগ, ইহাতে কত নিষ্ফল ব্যয় হয়। তামাক খাইলে বেশী শ্রম করা যায়, এ তামাকখোরের কথা। যাহারা এ নেশা করে নাই, তাহারা তামাকখোরদিগের অপেক্ষা অধিক শ্রম করিতে পারে। জাতীয় অর্থের দিকে চাহিলে এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয় হইতেই সতর্কতা অভ্যাস করিতে হয়। সব শ্রম যেমন সফল শ্রম হইবে, শ্রমলব্ধ সকল অর্থও আবশ্যক বিষয়ে খরচ হইবে, তাহা হইলে ব্যয় সফল ও সার্থক হয়।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জন্মভূমি গরিফা। এই গরিফায়




তাঁহারও পৈতৃক বাসভূমি ছিল এবং সেখানে তিনি কেশবচন্দ্রের বাল্যসহচর ছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালে গুরুমহাশয়ের কঠোর শিক্ষার অধীন হন। হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হয়। কলিকাতায় কেশব বাবুর কলুটোলাস্থ পৈতৃক বাসভবনের সম্মুখে তাঁহারও পৈতৃক বাসভবন ছিল। সেখানে আসিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ও ইতিহাসে তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার দেখিয়া শিক্ষকগণ আশ্চর্য্য হন। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি এরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে না পড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দুই বৎসর পাঠ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। পিতৃত্যাজ্য যে সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাতে সচ্ছন্দে জীবনযাপনের উপায় ছিল। ১৮৫৯ সালে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূতা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে তিনি যাবজ্জীবন সুখী হইয়া ছিলেন এবং পত্নীকে ঈশ্বরের কৃপার বিশেষ দান বলিয়া স্বীকার করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার দুর্গতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গ পাইয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া নবজীবন লাভ করেন। ইংরাজি ১৮৫৯ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মসঙ্গতের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবও তাঁহার জীবনগঠনের সহায় হইল। এই সময় তিনি গৃহে বসিয়া দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করেন। প্রথম হইতেই নির্জ্জনপ্রিয় ও চিন্তাশীল ছিলেন। এই সময় কেশব বাবুর জলন্ত উৎসাহ ও নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের কত বহিরান্দোলন হয়, কিন্তু তিনি গোলমালে না মিশিয়া আপনার মনে আপনার কার্য্যই করিতেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেশব বাবু চাকরী আরম্ভ করেন। প্রতাপ বাবুও তথায় চাকরী করিতে যান। কিন্তু এক সময় কবি রামপ্রসাদ যেমন দপ্তরে বসিয়া সংগীত রচনা করাতে কর্ম্মচ্যুত হন, প্রতাপ বাবু আফিসে বসিয়া আফিসের সময়ে ভাবের উত্তেজনায় সরল প্রার্থনা সকল লিপিবদ্ধ করাতে উপরওয়ালার অপ্রিয় হন ও কর্ম্ম হারান।

প্রথম বয়সে প্রতাপ বাবু বড়ই লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা বা বাক্‌পটুতার পরিচয় বাহিরে কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইণ্ডিয়ান মিরর—ব্রাহ্ম সমাজের এই সকল কাগজে কিছু কিছু লিখিতেন। ব্রাহ্মদিগের অধিবেশনে বাঙ্গালায় কখন কখন বলিতেন। কেশব বাবু আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

একটী প্রচারক দল গঠন করিলে তিনি তাহার সহিত যোগদান করেন। প্রথমে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিয়া বাঙ্গালা ও হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। পরে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে গিয়া ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময় হইতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, বাগ্মিতা ও ধর্ম্মপ্রচার-দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বাবু কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডদর্শনের পর ১৮৭৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বক্তৃতাদি করিয়া প্রভূত যশ লাভ করেন। কেশবচন্দ্রের পরলোক-যাত্রার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া আমেরিকা ও জাপান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। যখন ফিরিয়া আসেন, তখন কেশবচন্দ্র স্বর্গগত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো নগরে যে বিশ্বধর্ম্মসভার (Parliament of Religion) অধিবেশন হয়, তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি আহূত হন এবং ইংলণ্ড পুনর্দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার মধুর, জ্ঞানগর্ভ ও তেজস্বিনী বক্তৃতায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার নরনারীগণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারি প্রবর্ত্তনায় আমেরিকাবাসিগণ "Barrow's Lectures" নামক বক্তৃতা ভারতে বর্ষে বর্ষে দিবার ব্যবস্থা করেন এবং প্রতাপ বাবুর জীবিকা ও ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তার জন্য স্বতন্ত্র ফণ্ডও সংস্থাপন করেন। প্রতাপ বাবু ওরিয়্যাণ্টাল ক্রাইষ্ট, হার্টবিটস্, টুর রাউণ্ড দি ওয়ার্লড, কেশব বাবুর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াও পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করেন। তিনি ইংলণ্ডীয় ও আমেরিকাস্থ কতকগুলি পত্রিকাতে লিখিতেন। কিছুদিন বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের সম্পাদন করেন এবং ইন্টারপ্রিটার নামক তাঁহার নিজপ্রবর্ত্তিত ইংরাজি মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন। তাঁহার ইংরাজি অতি বিশুদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল।

কেশব বাবুর তিরোধানের পর প্রতাপ বাবু মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে যে ইংরাজী বক্তৃতা করিতেন, সহস্র সহস্র লোক তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত। প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার তত অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু পরে ইহাতেও বক্তৃতা উপদেশ ও রচনা দ্বারা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত স্ত্রী-চরিত্র, আশীষ, কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক অতি সুন্দর। তিনি বরাবর বামাবোধিনী পত্রিকার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাতে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ।

এদেশের নারীজাতির জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বেথুন কলেজে ব্রাহ্ম ও হিন্দু রমণীদিগকে একত্র করিয়া তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ করিয়াছিলেন। আপনার গৃহে ব্রাহ্মিকাদিগকে



সমবেত করিয়া উপাসনা ও উপদেশ দান করিতেন। বঙ্গদেশীয় কয়েকটি ছোটলাট দার্জ্জিলিঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন। স্ত্রীশিক্ষা ও যুবকদিগের চরিত্রের উন্নতির জন্য তিনি ইঁহাদিগকে উত্তেজিত করেন। ছোট লাট ইলিয়ট ইঁহারই পরামর্শে বর্ত্তমান "University Institute" সভার প্রতিষ্ঠা করেন। যুবকদিগের উপকারার্থ এক সময় প্রতাপ বাবু অনেক খাটিয়াছেন।

প্রতাপ বাবু কেশব বাবুর নিতান্ত অনুগত ছিলেন এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তথাপি তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, স্বমত ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কুচবিহার-বিবাহের পর "আপসল" হইয়া নববিধান-দলে প্রবেশ করিলেও তিনি সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উদারভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সকল সম্প্রদায় লইয়া একটা "ব্রাহ্ম সম্মিলন" সংগঠনার্থে যথেষ্ট ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বদলস্থ লোকের নিকট নিন্দিত ও উৎপীড়িত হইয়াও জীবনান্ত পর্য্যন্ত আপনার স্বাধীনতা ও উদার ভাব পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রতাপ বাবুর দাম্পত্যজীবন আদর্শ জীবন। সন্তান না হইলেও স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রেম পোষণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া আমরা এই স্থলে অধিক লিখিলাম না। প্রতাপ বাবুর দুইটি বাসগৃহ ছিল—একটি কলিকাতার "শান্তিকুটীর" ও অপরটি করসিয়ংস্থ শৈলাবাস। বহুদিনাবধি তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন। এই জন্য শৈলাবাসে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন এবং শীতকালে কলিকাতায় থাকিতেন। এই রোগ ক্রমে ক্ষয়কাশ আকারে পরিণত হয়। এক বৎসর কাল এই রোগ প্রবল আকার ধারণ করাতে তিনি দার্জ্জিলিং, সিমলা, বাঁকীপুর, লক্ষ্ণৌ, দেরাদুন প্রভৃতি অনেক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া সাত আট মাস থাকেন। এই পীড়ার অবস্থায় তাঁহার শান্তভাব ও প্রেম ভক্তির মধুরতা দর্শনে সকলে মোহিত হইয়াছেন। রোগের ঘোরতর যন্ত্রণাতেও তিনি অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। পরিশেষে গত ২৭শে মে তাঁহার শান্তিকুটীরে অতি প্রশান্তভাবে রুগ্ন ভগ্ন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপ বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রায় দেড়শত লোক শবের অনুযাত্রী হইয়া শ্মশান-ঘাটে গমন করেন। তাঁহার বিয়োগে কেবল ব্রাহ্ম সমাজসকল নহে, কিন্তু দেশহিতৈষী সভা সমিতি ও পদস্থ ব্যক্তিগণ এবং




রাজপুরুষগণও শোক প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ বিদেশের সংবাদপত্র সকলে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইউনিবার্সিটী ইনষ্টিটিউট গৃহে প্রতাপ বাবুর স্মৃতি-রক্ষণোদ্দেশে এক বৃহৎ সভা হয়। স্বয়ং বঙ্গের ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার সভাপতির কার্য্য করেন এবং স্মৃতি-ফণ্ডে দাতব্য প্রদান করেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি দেশস্থ মহাত্মাগণও উপস্থিত হইয়া প্রতাপ বাবুর গুণগৌরব কীর্ত্তন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তকে বিশেষ ধন্যবাদ। তিনি অনেক কাল হইতে প্রতাপ বাবুর চিকিৎসার জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, আবার স্মৃতি-ফণ্ডে হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়া স্মৃতি-চিহ্ন সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বামাবোধিনীর শুভজন্মোৎসব সভা।

গত ২৪এ ভাদ্র অপরাহ্ণে ৯ নং এণ্টনিবাগান লেন ভবনে এই জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। নারীহিতৈষী কয়েকটী পুরুষ এবং নিম্নলিখিত নারীগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন:—

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সাবিত্রী সরস্বতী
„ চারুশীলা দাসী
„ কুমুদিনী দাস বি, এ, (বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ)
„ হেমলতা রায়
„ প্রেমলতা দেব
„ শ্যামকুমারী চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার হেমাঙ্গিনী কুলভি
কুমারী শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়
„ বিভুবালা দেব
„ রাধারাণী মিত্র
„ শান্তশীলা মজুমদার
„ সুভাষিণী দেবী
„ চারুশীলা বিশ্বাস
কুমারী ঊষাপ্রভা দত্ত
„ প্রফুল্লবালা দেব ও বালিকাগণ।

কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত করিলে সম্পাদক ঈশ্বরোপাসনার পর বামা-বোধিনীর জীবনে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণার লীলা বর্ণনা করেন এবং ইহার হিতৈষী বন্ধুগণকে বিশেষ ধন্যবাদ করেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ও মানকুমারী বসুর পত্র পাঠ করা হয়। তাঁহারা বিশেষ বিঘ্নপযুক্ত সমাগত হইতে পারেন নাই। স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া বামাবোধিনীর উন্নতিকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজি প্রিয় বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসবের দিনে বঙ্গমহিলাগণের সম্মুখে আমার হৃদয়ের বহুকালের অঙ্কিত কয়েকটী কথা জানাইয়া তাহা কার্য্যে

পরিণত দেখিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। রাজধানী কলিকাতার ত কথাই নাই, সুদূর-পল্লিবাসিনী মহিলাদিগের মধ্যেও অনেকেই আপন আপন স্বভাবলব্ধ প্রতিভার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে মনোহর ভূষণে স[illegible]ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা মানকুমারী, [illegible]কামিনী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী [illegible]চর মত প্রতিভাশালিনী [illegible] পুরুষদের মধ্যেও বিরল। [illegible] শিক্ষিত মহিলাকুলের প্রত্যেকে [illegible] এক একটী লক্ষ্য স্থির করিয়া তৎসাধন দ্বারা স্বদেশের পরিচর্য্যা করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। সূর্য্যোদয়ের সময় ইষ্টদেবতার নাম জপ করিয়া এই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার বল ভিক্ষা করিবেন। এক বিষয়ে সকলের ক্ষমতা সমান কার্য্যকরী হইতে পারে না। বিধাতা যাঁহাকে যে শক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন, তিনি সেই শক্তির সহায়তায় স্বদেশের সেবা করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য করুন। যাঁহাদের সংসারবন্ধন তেমন দুশ্ছেদ্য নয়, তাঁহারা স্বদেশের জন্য অধিক সময় দান করিতে পারেন, অন্যে অল্প পারেন। নারীগণ কিন্তু সাধারণতঃ পারিবারিক কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া বাহিরের কার্য্য করেন, আমার সে মত নহে। বঙ্গমহিলাকুল সংযত ও সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালিত করিতে যদি শিক্ষা করেন, তবে গৃহস্থলীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও নানা প্রকারে মাতৃভূমির সেবা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত, দুঃখ প্রলোভনের তীব্রকশাঘাতে জর্জ্জরিত দুঃখিনী ভগ্নীদের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হৃদয়ের মধ্যে এই ভাব জলন্ত হইলে শত সহস্র উপায়ে মহিলাগণ কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। যিনি সুকুমার বিদ্যায় সুদক্ষ, তিনি সামান্য অবস্থাপন্ন নারীদিগকে তাহারই শিক্ষা দিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া দিতে পারেন। যিনি বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত, তিনি সেই সেই বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। নব্য সভ্যতার ফলে প্রাচীন কালের শিল্পকর্ম্ম রন্ধনাদি বিলুপ্তপ্রায়। বালিকাগণকে গৃহকর্ম্মে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সুগৃহিণীরূপে গঠিত করা প্রত্যেক মাতার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি কলিকাতা "স্বদেশী" ভাবের প্রবল বন্যায় ভাসিতেছে। এই সময় আমার বিনীত অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না, ভরসা করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। স্বদেশীভাবে প্রণোদিত হইয়া অনেকেই অনেক প্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছেন। বিলাতী সভ্যতার আলোক বাঙ্গালী পরিবারে যে ভাবে বিস্তৃত হইতেছে, তাহার পরিণাম ভাবিয়া কম্পিত হই। এই সময় "স্বদেশী" আন্দোলন বিধাতার বর বলিয়া মনে

করিতেছি। প্রত্যেক গৃহিণী সঙ্কল্প করুন, হোটেলের অখাদ্যে অনুরক্ত বিলাসী পুরুষগণকে সুক্তনী, মাছের ঝোল, ও পিঠা পুলির আদর করিতে বাধ্য করিবেন—বিলাসিতার অসার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া স্বদেশের হিত-কার্য্যে সাধ্যমত অর্থ দান করিবেন। ইহাতে হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ ও পুণ্যসঞ্চয় হইবে।

বঙ্গনারী—

প্রকৃতি সদয়ভাবে যা করেন দান,
বিধির আশীষ ভেবে করিও সম্মান।
অযুত বাসনা পোষা শুধু বিড়ম্বনা।
একটি ধরিয়া কর তার আরাধনা।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বামাবোধিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দুইটী প্রস্তাব করেন—(১) গৃহচিকিৎসার উপযোগী প্রাচীন ঔষধ সংগ্রহ এবং প্রাচীন গ্রন্থ ও গল্পাদি সংগ্রহ; (২) অনাথা বিধবাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায় বিধান।

সম্পাদক সমাগত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ব্যক্ত করিলেন বামাবোধিনীর জন্য কয়েকটী নূতন ব্যবস্থা হইবে:—(১) বামাবোধিনীর হিতৈষী ও হিতৈষিণী বন্ধুগণকে লইয়া 'বামাবোধিনী সভা' পুনর্গঠন করা। একটী বিদুষী পদস্থ মহিলা ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যের সহকারিতা করিতে এবং আর কয়েকটী কৃতবিদ্য মহিলা লেখার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। (২) বামাবোধিনীর জন্য কয়েকটী ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়া ইহার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করা হইবে। কিঞ্চিৎ জলযোগ হইয়া সম্মিলনীর কার্য্য শেষ হয়।

রুস জাপের সন্ধি।

দুই বৎসর কাল গজকচ্ছপের মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানবের দেহপাত হইয়াছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় ও রক্তময় হইয়া গিয়াছে। রুস পক্ষে ৪ লক্ষাধিক এবং জাপ পক্ষে ১ লক্ষাধিক জনক্ষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এরূপ ভীষণ কাণ্ড অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব। ছোট বড় শত শত যুদ্ধ হইয়াছে, কি জলে কি স্থলে—সকল যুদ্ধে জাপানের পূর্ণ জয় হইয়াছে এবং রুসিয়া ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া চিনসমুদ্র হইতে উত্তর হিমসাগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। রুসিয়া সৈন্য-সমাবেশ কম করেন নাই এবং বীরত্বও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দৈব যাহার প্রতিকূল, কে তাহাকে রক্ষা করে? কোথায় অর্দ্ধ পৃথিবীশ্বর রুসীয় জার, আর কোথায় ক্ষুদ্র দ্বীপাধিপতি মিকাডো! কিন্তু রুসিয়ার গর্ব্ব যেমন খর্ব্ব হইতে হয় হইয়াছে এবং জাপানের শৌর্য্যবীর্য্য, প্রতাপ ও মহিমা দর্শনে জগৎ চমকিত,

মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের যেরূপ অক্লান্ত বল ও আয়োজন, তাহাতে বহু বৎসরেও এ যুদ্ধের অবসান হইত না এবং কোটি কোটি লোক-ক্ষয়ের সম্ভাবনা ছিল। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বোধ হইতেছিল—রুস হারিয়া হারিয়া কোন্ লজ্জায় জাপানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিবেন? জাপান বিজয়ী হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া কেমন করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিবেন? এই উভয়সঙ্কটস্থলে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মহাত্মা রুসভেল্ট কেবল ইহাঁদিগের নয়—সমুদায় জগদ্বাসীর যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নয়। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।" ধন্য ধন্য রুসভেল্ট—ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, তোমার ও তোমার দেশের কল্যাণ হউক। যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ নগরে রুসিয়া ও জাপানের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া কয়েক দিন সন্ধি-সর্ত্ত সকল আলোচনা করেন। কিন্তু নানা বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়। রুসিয়া হারিয়াও আত্মগৌরব রক্ষা করিতে চান—ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন না, রাজ্যের ভাগ দিবেন না, মগ্ন জাহাজ সকলে শত্রুর অধিকার স্বীকার করিবেন না। এই সকল কারণে সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ হইতে পারিত। কিন্তু জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, সন্ধি-ক্ষেত্রেও তাহার অসাধারণ পরিচয় দিয়া বিশ্বজনকে অধিকতর মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। জেতা জাপান উদারহৃদয়ে পরাজিত রুসের আবদারে সম্মত হইয়াছেন, তাই সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়াতে জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেশবাসী অনেকে জাতক্রোধ হইয়া প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করে, কিন্তু সুনিপুণ রাজমন্ত্রী গোলযোগের শান্তি করিয়াছেন। জাপানের ধৈর্য্য, ক্ষমা, উদারতা ও আত্মসংযম অতুলনীয়। "শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা" যে ঋষিবাক্য আছে, জাপান তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। জাপানের জয়গৌরব-মুকুট দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে!! ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে জাপান সর্ব্বতোভাবে আদর্শ দেশ হউক।

স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগশীলতা।

বর্ত্তমান সময়ের একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ এই যে, এ দেশের লোক ভারতকে স্বদেশ—মাতৃভূমি বলিয়া গৌরব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং স্বদেশী বস্তুসকল প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহার ব্যবহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছে। যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই ভাবোচ্ছ্বাস অধিক দেখা যায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে বয়স্ক

বিজ্ঞ কৃতবিদ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা রহিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে বা বঙ্গদেশেই এই আন্দোলন বদ্ধ নহে—মাড়োয়ারি, মারহাট্টা, পঞ্জাবী সকলে ইহাতে যোগ দিয়াছেন এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত একটী সুন্দর স্বদেশানুরাগের স্রোত বহিয়াছে। কেবল পুরুষদের মধ্যে নহে—অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যেও ইহার তরঙ্গ প্রবাহিত। এ সময় স্ত্রীলোকদিগকে কসিয়া হাল ধরিতে হইবে, তরী যেন ঠিক্ পথে যায়। ভগবানের নিকট আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই ভাব আরও দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হউক এবং ইহাদ্বারা ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণময় হউক।

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মহিলাদিগের অনেকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ পাইয়াছি, বাহুল্যভয়ে কয়েকটী মাত্র প্রবন্ধ নিম্নে দিলাম। বামাবোধিনীর সকল পাঠিকা এবং ভারতবাসিনী সকল রমণী এ সময় নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে সংযম মহাব্রত ধারণ করুন্, এই আমাদের একান্ত অনুরোধ। ভারতরমণীগণ আত্মত্যাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মব্রতপালনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা স্ব স্ব সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিবার জন্য ব্রতধারিণী হউন্। দেবালয়, ভাণ্ডার-গৃহ ও রন্ধনশালা ত তাঁহাদিগের হস্তে। এ গুলিকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিয়া সুনিয়মে নিয়মিত করুন্। তদ্ভিন্ন আপনাদের দেহসজ্জা, গৃহসজ্জা, বরসজ্জা ও তত্ত্বসজ্জাদিতে বিদেশীয় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন সরল ভাব পুনঃপ্রবর্ত্তিত করুন্, তাহাতে অর্থও বাঁচিবে এবং প্রকৃত সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকেরা সমাজের পরিচালিকা। এ দেশের নারীগণেরও সমাজ পুনর্গঠন ও পরিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিকা হইয়া ধর্ম্মপ্রাণা ও ত্যাগশীলা হইলেই হয়।

১। বঙ্গের এ দুর্দ্দিনে বঙ্গনারী জাগ্রত হও।

আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। বড় লাট লর্ড কর্জন সাহেব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, বিলাতের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। ভারত-সচিব মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় সমস্ত বঙ্গভূমি গভীর দুঃখে মর্ম্মাহত, এবং শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত বঙ্গময় ঘোর হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ পাতালে নিনাদিত হইতেছে।

সমস্ত বঙ্গের একজন শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনিই ছোট লাট। বড় লাটের মতে একা ছোট লাটের পক্ষে এত বড় বঙ্গভূমি শাসন করা নিতান্ত অসম্ভব। তাই তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলেন—বঙ্গের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল বঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া আসামভুক্ত করিয়া দিলেন। বঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত

হইল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, পাবনা ইত্যাদি সমুদয় জেলা আসামভুক্ত হইল এবং এই নূতন প্রদেশ "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে অভিহিত হইল। আসামের চিফ্ কমিশনার সাহেব মহাশয় এই সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন এবং "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের" লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর নাম প্রাপ্ত হইবেন। ঢাকা তাঁহার বাসস্থান হইবে। এই ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত বঙ্গভূমি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হইল—বঙ্গের উত্তমাঙ্গ সকল ছিন্ন হইল, বঙ্গবাসী আসামী হইল, ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বঙ্গবাসী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড কর্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব লইয়া ইংলণ্ড গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনকাল অতীত হইলেও তিনি পুনরায় আরও দুই বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে সমস্ত বঙ্গে ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে। হতভাগ্য বাঙ্গালীর ক্রন্দনই সম্বল। কিন্তু তাহারা এবার বঙ্গভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর। বাঙ্গালী অতি দুর্ব্বল, কিন্তু এবার তাহাদের দেহেও যেন বল আসিয়াছে। সান্কীন সাপ সাপের রাজা, কিন্তু রাগহীন। প্রবাদ আছে এই সাপ যন্ত্রণাকারীর শত দোষ মাপ করে, এমন কি লাঙ্গুল মর্দ্দন করিলেও ইহারা দংশন করে না, কিন্তু লাঙ্গুল ধরিয়া ঘুরাইলে ইহারা ক্রোধান্বিত হয় ও বক্রভাবে ফিরিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। বঙ্গবাসীও সান্কীন সাপের ন্যায় রাগহীন, লাঙ্গুল ধরিয়া টানিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু এবার সরকার সাহেব তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া ভীমবেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুপিত সান্কীন সাপ বক্র হইতেছে, জানি না এবার কি হইবে।

চারিদিকে বঙ্গবাসীর ভীষণ প্রতিজ্ঞার গভীর গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। বঙ্গবাসী বঙ্গোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, বঙ্গোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কখন বিলাতী বস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি উদাসীন। ইংরেজের এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য রাজা ও প্রজা, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারাজীব, বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলে সঙ্কল্প করিয়াছেন—"যত দিন গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রত্যাহৃত না হয়, ততদিন আমরা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিব না।"

বামাবোধিনী পাঠিকা ভগিনীগণ! বঙ্গনারীগণ! বঙ্গের এ দুর্দ্দিনে তোমরা নিদ্রিত রহিয়াছ, না জাগ্রত হইয়াছ? ভগিনীগণ! জাগ্রত হও, উঠ—বঙ্গোদ্ধারের উপায় কর। জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি করিব, আমরা সামান্য স্ত্রীলোক, বঙ্গোদ্ধারের জন্য কি করিতে পারি? কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, চেষ্টা

করিলে ক্ষুদ্রও কার্য্যক্ষম হয়। তবে তোমাদের বেশী কিছু করিতে হইবে না, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর এবং সমস্ত আলাপী ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা করাও যে, বঙ্গচ্ছেদ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভগিনীগণ! আমাদের দেশে কি নাই? কোন্ দ্রব্যের অভাব? বিলাতী লণ্ঠন ব্যবহার না করিয়া তৈল-বাতী ব্যবহার কর, বিলাতী বস্ত্র পরিধান না করিয়া দেশী বস্ত্র পরিধান কর, সাবান কালী কলম সমুদয়ই দেশের তৈয়ারী প্রাপ্ত হইবে। দেখিবে এখন স্থানে স্থানে দেশী জিনিষের দোকান বসিবে। তোমরা সকলে মনকে সংযত কর, বিলাসিতা ত্যাগ কর।

বঙ্গনারীগণ—বঙ্গোদ্ধার-ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

আমরা সকলেই ভারতসন্তান, বিলাতী দ্রব্যের উপর বিতৃষ্ণা জন্মান কি অসম্ভব?

সঞ্জীবনী হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। যাহারা সঞ্জীবনী পড় নাই, তাহারা পড়িয়া দেখিও অদ্বৈতসন্তান শ্রীযুত চন্দ্রমোহন গোস্বামী হিন্দুদের ক্রিয়া-কলাপে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ে কি বলিতেছেন।

"বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, আমার একজন বিশিষ্ট আত্মীয় দ্বারা ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও বরিশালনিবাসী কোন কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি যে,—শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, তর্পণাদি কোনও প্রকার শাস্ত্রীয় কার্য্যে বিদেশজাত কাপড়, চিনি, ময়দা, চর্ব্বির বাতী, লবণাদি অব্যবহার্য্য ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাঁহারা এই প্রকার পাঁতি লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।"

যাঁহারা হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন, তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন।

বঙ্গনারীগণ! আমিও তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিতেছি,—বঙ্গের এ দারুণ দুর্দ্দশার দিনে বঙ্গনারীদের নিদ্রিত থাকা কিছুতেই উচিত নহে। এস আমরা সকলে একত্র হইয়া স্বামী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হই। আত্মা শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণের বাহুতে ও মনে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইবে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

২। মাতৃপূজা।

এই যে দেশব্যাপী "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" সম্বন্ধে গভীর আন্দোলন চলিয়াছে, ইহাতে আমাদের চিন্তা অথবা কার্য্য করিবার কি কিছুই নাই? প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য ব্যক্তিগণ মর্ম্মভেদী করুণগাথায় যে দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিতেছেন, আমরা কি আমাদের বধির শ্রবণ ও অন্ধ নয়ন মেলিয়া তাহা দেখিব না ও শুনিব না? আমাদের আলস্য-রচিত সুখশয্যার নিম্নে কি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত করিয়া যাইব? আমরা রমণী-

জাতি কি ছাত্রগণ অপেক্ষাও চিন্তাহীনা? আমাদের এই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট জীবন কি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে না? ছাত্রগণের সংসার-চিন্তা-বর্জ্জিত ফুল্ল হৃদয়ের পার্শ্বে যে ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, আমাদের কি তাহার শতাংশের এক অংশও হইবে না? ইহা কি আমাদের আশা ও সান্ত্বনার কথা নহে—ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "যাহা স্বদেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশী ব্যবহার করিব না।" "জননী জন্মভূমির নামে অশৌচ গ্রহণ করিব" ইত্যাদি। এই সমস্ত মহা-কার্য্যের মহৎ ভাব কি অন্তঃপুরের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে? আসুন ভগিনীগণ! নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া আমরাও ছাত্রগণের পদানুসরণ করি, তাঁহাদের উচ্চারিত মহাবাক্য পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ করি। বঙ্গ-মাতার চক্ষুর জলধারা মুছাইবার জন্য ভ্রাতার পার্শ্বে ভগিনীগণ যখন দাঁড়াইবেন, তখন ভারতে জীবনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে।

স্তন্যসুধা পানের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্তানগণ মাতৃহৃদয়ের মাতৃপূজার ভাব অধিকার করিবে, সেই ভবিষ্যৎ বংশ জননী জন্মভূমির চক্ষুর জল মুছাইতে শিখিবে। দেশের দুর্দ্দশা, জাতির শোচনীয় পরিণাম, অত্যাচারিতা, ভগ্নীগণের মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দন, এই সকল যদি অনুভব করিতে না শিখিলাম, তবে আর শিখিলাম কি?

জন্মভূমি।

কণা কণা রক্তবিন্দু দিয়া,
গড়েছ মা সন্তানের হিয়া,
তাই আজি শত কণ্ঠ হ'তে
তোমার দুঃখের গান
ভরিয়া দিতেছে প্রাণ
তপ্ত দিবা, ম্লান রজনীতে।

মা তোমার বক্ষ পরে
শত ধারে রক্ত ঝরে,
সন্তানে তা কোন্ প্রাণে সয়?
পরাজিত জাতি ব'লে
ভাসে শুধু অশ্রুজলে,
করুণ ক্রন্দন লয়ে মুখপানে চায়।

কেন মা হলে না তুমি
মরুভূ পাষাণ?
শান্তিতে ঘুমাতে তুমি,
তা হ'লে শ্বাপদ দল
করিত না কোলাহল,
জননী জনমভূমি।

স্নেহ কোমলতা দিয়া
গঠিত তোমার হিয়া,
রতন-ভূষিতা রাণী রত্নপ্রসবিনী।
বিষে করি বিষক্ষয়
মা তোরে বাঁচাতে চায়,
হেন পুত্র নাহি কি মা তোর?
দৈন্য দুঃখ বহি বহি
আছ কত জ্বালা সহি
জননী জনমভূমি মোর।

সরলা দত্ত।

৩। আমাদের কর্ত্তব্য।

রত্নভাণ্ডার ভারতভূমির এরূপ দুর্দ্দশা কেন? এ কথার উত্তরে প্রত্যেকেই বলিবেন যে, ভারতের বুকের রক্ত ভারতে এক তিলার্দ্ধও স্থান পায় না, তাইত ভারতভূমি রক্তহীন! যে দেশ সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, যে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী, "শস্যশ্যামলা", সেই ভারত আজ দুর্ভিক্ষের কবাল কবলে নিপতিত। কোটি কোটি নরনারীর করুণ আর্ত্তস্বর ভারতবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে! হায়! হায়! আমাদের সাধের নন্দনকানন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু এ সকল কাহাদের জন্য হইয়াছে? আমাদের সোণার ভারত কাহাদের জন্য মাটি হইয়াছে? কেবল মাত্র আমাদিগের জন্য নহে কি? আমাদের বিলাসিতা, পাশ্চাত্য কুশিক্ষা প্রভৃতির বিষময় ফল কি ভারতভূমির অবনতির একমাত্র কারণ নহে? আমরা স্বদেশকে পদে দলিত করিয়া বিদেশকে বড় করিয়াছি; স্বদেশের অবমাননা করিয়া বিদেশের মান বাড়াইয়াছি। কাপড়, ছাতা, জুতা, সিগারেট্, বাসন প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুই বিলাতি। প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের কত লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের করতলগত হইতেছে, তাহা অনুমান করা সুকঠিন! আমরা বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির যৎপরোনাস্তি সহায়তা করিয়াছি; কিন্তু, নিজের দেশের জন্য কি করিয়াছি? এ কথার উত্তরে সকলেই বলিতে বাধ্য "কিছুই না!" নিজের দেশকে উৎসন্ন দিয়াছি, নিজের দেশের উজ্জ্বল মুখ চির অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছি। হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ!

আমরা বেশ সচ্ছন্দ-মনে ঘুমাইতেছিলাম! জানিনা কি শুভক্ষণে লর্ড কর্জন আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কর্জনের গর্জ্জনে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! আমরা নিজের পথ দেখিতে পাইয়াছি! মঙ্গলময় যাহা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য!

পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম কর্জন সাহেব আমাদের পরম শত্রু, কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি আমাদের পরম মিত্র! যাঁহার দারুণ কশাঘাতে অনন্ত-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধন্যবাদ অন্তরের সহিত প্রদান করিতেছি।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! যে বাঙ্গালী জাতি পূর্ব্বে কথায় পটু ছিল, সে এখন কাজ করিতে শিখিয়াছে, যে বাঙ্গালী বিলাসিতার অলস তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে এখন শ্রমশীল হইয়াছে। ধন্য বাঙ্গালী! এত দিনে জানিলাম—তুমি সম্পূর্ণ জীবনহীন নও! কিন্তু ইহার মধ্যেও একটু আশঙ্কার কারণ আছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাই ভাবিতেছি নিদ্রিত ভারতবাসী শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইবেন না ত? ইহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা

নাই। কিন্তু আশা আছে ভারতবাসীর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া যখন হিন্দু ও মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তখন এ প্রতিজ্ঞা যে চিরস্থায়ী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতে আজ যুগান্তর উপস্থিত। যে হিন্দু ও মুসলমানে চিরবিরোধ, সেই হিন্দু ও মুসলমান একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিকই আজ আমাদের আনন্দের দিন! এখন আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নয়। আশা করি, এ মিলনে আর বিচ্ছেদ হইবে না।

কাশীর জন কতক লোকের মুখে দুই একটা কথা শুনিয়া বাস্তবিকই প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন—"এ প্রতিজ্ঞা কখনই থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের শাসনে ইহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। পূজার মরসুমে আমরা বিলাতি বস্ত্র সস্তা হইলে কিনিব।" বাস্তবিক এ সকল কথা যে ভারতসন্তানের মুখের অনুপযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালী হইয়া যাঁহারা বঙ্গের হিতসাধনে অনিচ্ছুক, যাঁহারা দেশের জন্য সামান্য মাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ, তাঁহারা মানুষ বলিয়া মনুষ্যসমাজে গণ্য হইবার অনুপযুক্ত। যিনি ভারতমাতার অমঙ্গলের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে ভারত-কুপুত্র ভিন্ন আর কি বলিব?

আমাদের দেশে কি না আছে? আমাদের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই আমাদের দেশে তৈয়ারি হইতেছে। প্রথম প্রথম বস্ত্রের একটু অসুবিধা হইবে, কিন্তু তা বলিয়া সে বিষয়ে উদাসীন হওয়া উচিত কি?

মাতৃদায় হইলে সকলেই নিজে নিজে প্রাণপণ চেষ্টায় সে দায় হইতে উদ্ধার হন। আমাদের সকলেরি মাতৃদায় উপস্থিত। এখন সকলেরি সাধ্যমত চেষ্টা, শ্রম ও কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক। আমাদের সকলেরি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র জোলা তাঁতির বসবাস রহিয়াছে, উপস্থিত বিলাতি বস্ত্রের কাটতির দরুণ তাহাদের শ্রমশীল-হস্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিলে, তাহাদিগকে সাহায্য দান করিলে শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে। কানপুরের জুতা আমদানী করিলে সহরের ও মফঃস্বলের লোকের সম্পূর্ণ অভাব মোচন হওয়া সম্ভব। কানপুরের জুতা দেখিতে সুন্দর, সুলভ এবং বেশ মজবুত।

দেশীয় পুরুষগণ যেরূপ সাহস, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতির পরিচয় দিতেছেন, যেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, দেশীয়া রমণীদিগেরও তৎপথাবলম্বিনী হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য কথা বলিতে কি, শিক্ষিতা রমণীসমাজ এ বিষয়ে যোগ দিলে যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেশীয় রমণীগণের নিকট বঙ্গমাতা সম্পূর্ণ আশা করিতেছেন। অর্থ

দ্বারা, সামর্থ্য দ্বারা, বাক্য দ্বারা যিনি যেরূপে পারিবেন, তিনি সেইরূপেই মায়ের সেবা করিবেন। দেশীয়া ভগ্নীগণের নিজ নিজ সমাজের ভিতর চাঁদা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীজীবনবালা দেবী,
সোণারপুর—বেনারস।

৪। আবার তেমনি হব।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ভুল আমরা জেগেছি
আজ
তুলিয়া লইতে শিরে আপন কর্ত্তব্য কাজ।
কেনই বা চিরদিন, পড়ে রব আশাহীন,
আমাদের পতিপুত্র সবাকার হেয় হয়ে,
অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য কেন চিরদিন রব সয়ে?
কেনই বা দাঁড়াইব দীন অবনতমুখে
হীনতা পাষাণ ভার কেন বা বহিব বুকে?
লভি সবে নব বল হোক হৃদি সমুজ্জ্বল,
স্বদেশের হিত তরে করি সবে প্রাণপণ,
এক মহাদীক্ষা লয়ে এক সূত্রে গাঁথি মন,
আমরা দাঁড়াব পাশে তাঁদের উৎসাহ দিতে
মুক্ত করি দেহ মন পাশ্চাত্য বিলাস হ'তে।
মোরা—পুণ্যশীলা আর্য্যনারী আবার
হইব তাই,
এসো আজি সবে মিলে এ প্রতিজ্ঞা করি
ভাই।
জগত-পিতার কাছে চাহি এসো হৃদিবল,
চিরদিন রহে যেন এ সঙ্কল্প অচঞ্চল।
যেন স্বদেশের হিতে দেহ মন পারি দিতে।
শত প্রলোভনে যেন বাঁধা নাহি পড়ে মন,
রাখিতে প্রতিজ্ঞা স্থির পারি যেন
আজীবন।
বিলাস-বাসনা মোরা নিশ্চয় ত্যজিব সবে,
ভাবিব স্বদেশ-শিল্প কেমনে উন্নত হবে।
চারিদিকে প্রলোভন, করিলেও আকর্ষণ,
আমরা নয়ন মেলি সে সকল দেখিব না।
আমাদের এ সঙ্কল্প কভু মোরা ভাঙ্গিব না।
আমরা—গরীয়সী আর্য্যনারী হইব আবার
তাই,
এসো আজি এক সাথে এ প্রতিজ্ঞা করি
ভাই!
নবোৎসাহে বাঁধি মন, করি এসো
আয়োজন,
করেছি যে ক্ষতি মোরা পুনঃ পুরাইয়া দিব,
মোরা—কার্য্যপরা আর্য্যনারী আবার
তেমনি হব'।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

গৃহকর্ম্ম।

ক্ষীরের লুচি।

ভাল ময়দা—/॥৹, খোয়া ক্ষীর—/।৹, চিনি /১, পেস্তা /৹ ছটাক। আগে চিনির রস করিয়া রাখ, তাহার পর ক্ষীরটা বাটিয়া এবং পেস্তাগুলি বাটিয়া একত্রে মিশাও। তাহার সহিত ছোট এলাচ চূর্ণ ও একটু গোলাপী আতর মিশাইয়া রাখ। ময়দাগুলি বেশ করিয়া

ময়ান দিয়া মাখ, তার পর লুচির অপেক্ষা ছোট লেচি করিবে। লুচির মত একখানি বেলিয়া রাখিবে আর একখানি অপেক্ষা কৃত ছোট করিয়া বেলিতে হইবে, তাহার উপর পুরু করিয়া ক্ষীর মাখাইয়া আগেকার লুচিখানি ঢাকিয়া দিবে। তৎপরে চারিধার মুড়িয়া ঘৃতে ভাজিবে। লুচির অপেক্ষা ভাজা কিছু কড়া হওয়া চাই। এক এক খানি করিয়া ভাজিয়া রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ করিলে খাইয়া দেখিবে খুব উপাদেয়।

লাউয়ের পায়স।

খুব কচি লাউ বেশ মিহি করিয়া কুটিয়া রাখ, তাহার পর অল্প ঘৃতে জ্বালে চড়াও। ঘৃত গরম হইলে তাহাতে লাউগুলি ছাড়িয়া দাও। অল্প ভাজা হইলে তাহাতে দুগ্ধ দিও। দুগ্ধ একটু বেশী দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ ঘন হইলে তাহাতে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, এবং চিনি দাও। পরে নামাইয়া ছোট এলাচের গুঁড়া ও একফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া ঢাকিয়া রাখ। খাইবার সময় লাউয়ের পায়স খাইতেছি, তাহা বুঝা যায় না।

লড়কি।

কমলা লেবু ৬টা, দধি ৵৷৽, গোলাপ-জল অর্দ্ধ ছটাক, চিনি ৵৹, এবং কিঞ্চিৎ লবণ। লেবুগুলি খোসা ছাড়াইয়া কোয়ার উপরকার ছাল ছাড়াইয়া কোয়া বাহির করিয়া একটী পাথরের পাত্রে রাখিবে। দধির সহিত চিনি ও লবণ মিশাইবে। লবণ আর চিনি দধির অম্লতা অনুসারে দেওয়া আবশ্যক। লেবুর কোয়াগুলি দধির সহিত মিশাইবে এবং গোলাপজল টুকুও দিবে। লেবুগুলি যেন গোটা না থাকে, ভালরূপে মিশাইয়া যায়। ইহা খাইতে মুখরোচক।

পাকা কাঁঠালের ডালনা।

কাঁঠালের মুসল্লা ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া লইবে। মধ্য হইতে নরম নরম গুলি বাহির করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। কিছু আলুর খোসা ছাড়াইয়া ছানার আকারে কাটিয়া লও। পরে উনানে কটাহ তুলিয়া অল্প জল দাও। আর ভিতরে আলু-গুলিকে সিদ্ধ করিয়া নামাও। তৎপরে আধখানা নারিকেল পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখ। উনানের জ্বালে কটাহ তুলিয়া কিছু তৈল দাও। তৈলের গাঁজা মরিলে কয়খানা তেজপত্র জিরাফোঁড়ন দিয়া আলু এবং মুসল্লাগুলি ভাজিয়া লও। পরে আদা, জিরামরিচ, দুইটা লঙ্কা বাটা ছাড়িয়া দাও। পরিমাণ মত লবণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জল দাও। পরে উপরি-উক্ত নারিকেল ছাড়িয়া দাও, কিছু ছোলা দিলে ভাল হয়। তরকারিগুলি সিদ্ধ হইলে অল্প অল্প ঝোল থাকিতে একটু ময়দা দিয়া নাড়। বেশ থক্ থকে হইলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাও। ইহা খাইতে বড় ভাল লাগে।

নূতন সংবাদ।

১। আগষ্ট মাসে পার্লামেণ্ট মহাসভা ছয় মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ এডওয়ার্ড এতদুপলক্ষে বক্তৃতা করেন, তাহাতে উল্লেখ আছে পৃথিবীর সকল রাজ্যের সহিত তাঁহার সদ্ভাব বর্ত্তমান। ভারত সম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

২। আমেরিকার কর্ণওয়াল্ কৃষি-কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ চারিটী যুবক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন :— বাবু হীরালাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ শীল ও অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩। আসামের চিফ্ কমিসনার ফুলার সাহেব শ্রীহট্ট পরিদর্শনকালে গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাটাইয়া পুরস্কারাদি দান করেন। তত্রত্য কোনও বিদ্যালয়ের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কুচবিহারের মহারাজাও এই বিদ্যালয় দেখিয়া বালিকাদিগের জলখাবার ১৫৲ দিয়া আসিয়াছেন।

৪। গত ১৪ই আগষ্ট লেডী কর্জ্জন সিমলায় সুকুমার শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

৫। গত ১৮ই আগষ্ট কলিকাতা অনাথ আশ্রমের বার্ষিক সভা হইয়া বালক-বালিকাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

৬। আমেরিকার পোর্টসমাউথ নগরে রুষ ও জাপানের সন্ধি-প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে :—(১) কোরিয়াতে জাপানের প্রাধান্য, (২) রুষ জাপান উভয়েরই মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ, (৩) মাঞ্চুরিয়াতে চীনের আধিপত্য ও শাসন স্থাপন, (৪) চীনকে অটুট রাখা এবং তাহাতে সকল জাতির বাণিজ্য-দ্বার উন্মুক্ত রাখা, (৫) রুষিয়ার লেওটন্, পোর্ট আর্থার, ডাল্‌নি প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ। সাগেলিয়ানের ব্যবস্থা এবং জাপানের ক্ষতি-পূরণের টাকা লইয়া মতভেদ ছিল, জাপান উদার হৃদয়ে রুসের আবদার রক্ষা করিয়াছেন।

৭। বেনারস সংস্কৃত কলেজে কাশীর মহারাজা ৩০,০০০ ও মুন্সী মাধোলাল ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। পার্লামেণ্টের সভ্য স্যার ভাওনাগ্রি বঙ্গবিভাগে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করাতে কলিকাতার গোলদীঘীতে ৪।৫ হাজার লোক জুটিয়া মহাসমারোহে তাঁহার কুশপুত্তলী দগ্ধ করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড উল্‌সলীর কন্যা কুমারী ফ্রান্সিস উল্‌সলী বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ রমণী। তিনি উদ্যান প্রস্তুতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া স্বয়ং উদ্যান-কার্য্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন।

১০। আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মসিন-অল-মলক একটী মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহার্থ ভারত-

ভ্রমণ করিতেছেন। ভূপালের বেগম এই ফণ্ডে ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১১। গত ২৪এ আগষ্ট জাপানী অধ্যাপক ওমরীর অভ্যর্থনা আলবার্ট হলে হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মমহিলারা বীণা বাদন, গান ও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

১২। বঙ্গবাসীর সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদে আমরা সন্তপ্ত হইলাম। ইনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৩। ইংলণ্ড ও জাপানের বন্ধুত্ব নূতন সন্ধিপত্র দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজাধিকৃত ভারত অনেকটা নিরাপদ হইল।

১৪। ইটালিতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। এক কালেব্রিয়ায় ৩০০ লোক হত! রাজা বিক্টর ইমানুয়েল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করিতেছেন।

১৫। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার কয়েকটী দৃষ্টান্ত—বিলাতী চুরোট বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় বিলাতী দ্রব্য যশোহরে ৩০০০০ টাকার স্থানে ২০০০, বগুড়ায় ১৭০০ স্থানে ২০৯, ঢাকায় ৫০০০ স্থানে ২০০০, আরায় ১৫০০ স্থানে ২০০, হাজারিবাগে ১০০০০ স্থানে ৫০০, নদিয়ায় ১৫০০০ স্থানে ২৫০০, মালদহে ৮০০০ স্থানে ১৩০০ এবং বর্দ্ধমানে ৬০০০ স্থানে ১০০০ টাকার দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে।

১৬। অতিবৃষ্টিতে পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বন্যা হইয়াছে। কাশ্মীরও ভাসিতেছে।

১৭। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখিয়া খৃষ্টান পাদরীরা কয়েকটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন। ব্রাহ্মেরাও একটী অন্নছত্র খুলিবেন।

১৮। কুমারী ম্যানিঙের মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বামা-বোধিনীর উন্নতিকল্পে সময় সময় তিনি যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা চির-কৃতজ্ঞ। ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের প্রদত্ত ভার গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ কাল তিনি এদেশের নারীগণের এবং ইংলণ্ডপ্রবাসী যুবকগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন্।

১৯। গত ২১এ সেপ্টেম্বর মিস্ কার্পেণ্টার হলে "স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

২০। গত ২২এ সেপ্টেম্বর টাউন হলে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে পুনরায় মহাবিরাট সভা হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান ১৫০০০ লোক মিলিত হন।

২১। আগামী ৩রা নবেম্বর বোম্বাইয়ে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর আসিবার কথা। লর্ড কর্জন তাঁহার হস্তে শাসন-ভার দিয়া ৪ঠা স্বদেশযাত্রা করিবেন। যুবরাজ-দম্পতীর এক সপ্তাহ পরে আগমনের সম্ভাবনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বঙ্গলক্ষ্মী—মাসিক পত্রিকা, কাশীপুর প্র্যাক্‌টিকেল ইনস্‌টিটিউশন্‌ হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য উপহার-সহ ১৲ টাকা। বৈশাখ হইতে আষাঢ় সংখ্যায় শিল্প সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ দেখিলাম। পত্রিকাখানি সুন্দরাকারে সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। কৃষিভাণ্ডার প্রথম ভাগ—ইহা বঙ্গলক্ষীর উপহার এবং কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কৃষিসম্বন্ধে কতকগুলি খনার বচন আছে, বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন চাষের ব্যবস্থা আছে এবং আবশ্যক তরি তরকারী ও অন্যান্য চাষের প্রকরণ আছে। গ্রন্থখানি সাধারণের উপকারে আসিবে।

৩। অনাথ আশ্রমের ১৯০৪ সালের কার্য্য-বিবরণ—এই আশ্রম ৬।৭ বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন, তন্মধ্যে ২৬টি বালক ও ১৩টি বালিকা। এ বৎসর ১৫০০০৲ টাকার অধিক আয় হইয়াছে এবং এক বিঘা ৩ কাঠা জমির উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। বদান্যবর কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর এই ভূমি দান করেন। গত ৬ বৎসর আশ্রমের জন্য ৭৫০০০ টাকার অধিক সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে এবং দুইটী অনাথ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ঈশ্বরকৃপায় আশ্রমটী চিরস্থায়ী হইয়া দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুক।

বামারচনা।

ঘোর পরীক্ষা-দিনে।

একটী পরাণ সঙ্গে আছেন আমার,
অতি স্নেহময় তিনি—অমিয়া-আধার।
আমাকে বাসেন ভাল হৃদয় ভরিয়া,
দুঃখ-কশাঘাত তাই যাই পাসরিয়া।
তাঁহার বিরহে কভু নাহি বাঁচে প্রাণ,
পৃথিবীর সুখ যত হয়ে যায় ম্লান।
তিনি ত আমাকে ছেড়ে না রহেন কভু,
যত ত্রুটি আছে মম জানেন সে প্রভু।
যত ক্ষত আছে এই নিভৃত কন্দরে
জানেন—রাখেন তাই অতি সমাদরে।
যখনি পরাণ পড়ে ধূলিতে লুটিয়া,
যখনি ঝটিকাহত এ ভগন হিয়া,

তখনি নরেন সখা কোলেতে তুলিয়া,
মৃত দেহে আসে প্রাণ ও নাম জপিয়া।
প্রভো! চিরদিন জ্বাল ও দীপ তোমার,
দেখি নিত্যধাম-মৃত্যু-আঁধারের পার।

শ্রী—ভা।

সুখ।

'সুখ' 'সুখ' করি কেন কেঁদে মরি
সুখ ত রয়েছে হৃদয়মাঝে,
নিজে 'সুখী' বলে নিজেরে ভাবিলে
দূরে যায় যার যে দুখ আছে!
কেহ নাহি পারে সুখ দিতে কা'রে
না করিলে দয়া দয়াল হরি,
সুখ পরে দুখ, দুখ পরে সুখ,
রয়েছে নিয়ম ধরণী ভরি!

মোরা মূঢ়মতি বোধহীন অতি,
সুখ খুঁজে তাই পাই যে ব্যথা;
তলাসিয়া সুখ ভেঙ্গে যায় বুক,
না বুঝি সে সুখ বিরাজে কোথা!
হৃদয় কন্দরে প্রাণের ভিতরে
গোপনে লুকায়ে রয়েছে সুখ;
আর না কাঁদিব, আর না ভাবিব,
আর না দেখাব মলিন মুখ!!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

গেছে সব।

গেছে সাধ, গেছে আশা,
গেছে সুখ ফুরাইয়া,
বেঁচে আছি শুধু দেব,
বেদনা ভার বহিয়া।
অশান্তি সংসার মাঝে
থাকিতে চাহেনা প্রাণ,
কবে দেব, করিবে এ
জীবনের অবসান!
গণিয়া একটী দুটী
কেটে গেল কত দিন,
তবু তো হলো না প্রভো!
এ প্রাণ তোমাতে লীন।

অপরাধ করিয়াছি
ক্ষমা তার নাহি আর?
তাই প্রভো দিতেছ কি
অসহ্য যাতনাভার?
হৃদয়ের যত কিছু
হৃদয়ে লুকান থাক,
এ জগৎ হতে শুধু
নাম মোর মুছে যাক্।
স্নেহের বন্ধনে নাথ!
বাঁধিও না মোরে আর।
ক্ষমা করি স্থান দাও
অভয় পদে তোমার।

শ্রীকা: দেবী।

ঘরের খবর বাহিরে কেন?

অন্তঃপুরে যাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে হয়, সে কবে বায়ুর ঝোঁকে আবল-তাবল বকিয়াছিল,—মাথা ঘুরিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল,—মূর্চ্ছার আবেশে হাত-পা খেঁচিয়াছিল সে সব কথা যেখানে সেখানে বলিয়া লজ্জাশীলাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমাদের "কেশরঞ্জন তৈল" এক শিশি রোগিণীকে ব্যবহার করাইবেন, তাহা হইলেই অতি সহজে—অতি আরামের সহিত, ঐ কঠিন ব্যারাম নিবারণ হইয়া যাইবে। এজন্য চিন্তার কারণ কি আছে? সুন্দরীর কেশহীনতা ঘটিলে, তাঁহার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হয়। সে লজ্জার কথা ডাক্তার-বৈদ্যের নিকট প্রকাশ করিলে, সুন্দরীর মর্ম্মবেদনার সীমা থাকে না। বিলাসের ছলে, কেশরঞ্জন ব্যবহার করিলেই যখন কেশহীন মস্তক কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন আর ভাবনা কি? অভিমানিনীর উৎকট অভিমানে ঘর সংসার ছাড়িয়া যখন আপনার বনবাসের বাসনা হইবে, তখনও এই 'কেশরঞ্জন' এক শিশি তাঁহার হাতে দিবেন, দেখিবেন,—কেশরঞ্জনের মধুর-গন্ধে আত্মহারা হইয়া, তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে হাস্যের ছটা ছড়াইয়া দিয়াছেন! ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, কেশের জন্যই কেশরঞ্জন। আপনি কেশরঞ্জনের সমাদর করিলে, গৃহিণীর নিকট আরও সমাদৃত হইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল।৵০ আনা।

বিমল দশনপাতি বদনের শোভা—

এই কবিবাক্যটী আপনার মনে পড়ে কি? ইহার সার্থকতা আপনি এক[illegible] ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মুক্তাবৎ উজ্জ্বল দীপ্তিময় দশনপাতি মুখের শোভা [illegible] দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। তাহা ছাড়া—দেহযন্ত্রের পরিপোষণের প্রধান সহায়। [illegible] কথা কেন বলিলাম, ভাবিয়া দেখিবেন কি? মনে করুন, যাহা কিছু [illegible] করি, যদি তাহা দন্তপাতি দ্বারা উত্তমরূপে চর্ব্বিত ও লালাস্পৃষ্ট না হয়, তাহা[illegible] ভুক্ত খাদ্যে অজীর্ণতা উপস্থিত করে। দাঁতগুলি আছে বলিয়াই আমরা খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে পারি। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা—বলিয়া একটা কথা আছে। দন্ত রক্ষার জন্য সকলে প্রথম হইতে চেষ্টা করেন না বলিয়া দন্তহীনতার জন্য অকালবার্দ্ধক্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আমাদের "দন্তধাবন চূর্ণ" নিয়মিত-রূপে ব্যবহার করুন। এতদ্দ্বারা দন্তজাত সমস্ত রোগ বিদূরিত হইয়া দশনপাতি কর্ম্মক্ষম ও মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

মূল্য প্রতি কৌটা ।।০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;
১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

পঞ্চতিক্ত বটিকা।

(সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।)

ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ন্যায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা ন্যূন নহে।

১ কৌটা—২ রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৵০ তিন আনা। উক্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কৌটার মূল্য ১০৲ দশ টাকা।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা।

(দশম সংস্করণ।)

কবিরাজি-শাস্ত্র মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত-ভাষা না শিখিয়া সে সকল গ্রন্থ পড়িবার অধিকার হয় না। সেই জন্যই কবিরাজি-শাস্ত্র এতদিন সাধারণের পড়িবার উপায় ছিল না। "কবিরাজি-শিক্ষা" পুস্তকে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ইহার আদ্যন্ত অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত. সেই জন্য ইহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। যাঁহারা অতি সামান্য বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারাও নিজে নিজে এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পরীক্ষা, সমস্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত কথা এই পুস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহার উপর—সমগ্র "সুশ্রুত সংহিতা"—ইহার দ্বিতীয় ভাগ। সুতরাং এই একখানি পুস্তক পড়িলে, আর কোন পুস্তক পড়িবার আবশ্যক হয় না। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র ; ডাক-মাশুলাদি ৷৷৷০ বার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;
১৮৷১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No 507. November, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ ৫০৭ সংখ্যা | কার্ত্তিক, ১৩১২। নবেম্বর, ১৯০৫। | ২য় ভাগ ৮ম কল্প

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৴০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৴০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি।

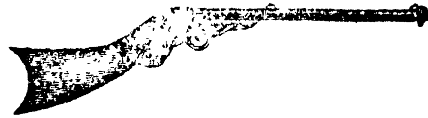
অন্য বাজে দোকানের জঘন্য কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রশংসিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং

ষ্টিরিয়সকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪৲ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১৷৹, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৵৹ হিঃ পড়িবে। যেরূপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

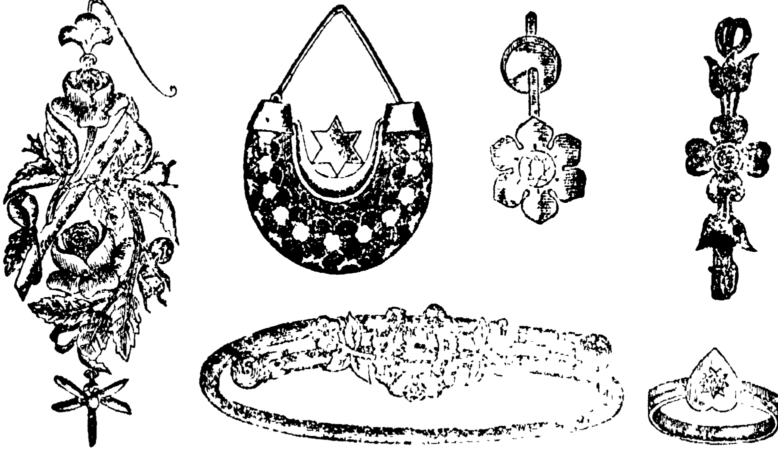
হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে।



ইতিপূর্ব্বে যে ১ নং বন্দুক ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪৲ টাকা মূল্যে দিতেছি শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্ব্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দরুণ ১৲ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কৌটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ।৴৹ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৩৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য।

ভদ্র স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা রূপা ও জহরতাদির দোকান।



অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও রুচি মত আপনাদের সাধের বস্তু অলঙ্কারাদি স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। ৬ই কার্ত্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকিবে। যাহাতে বঙ্গকুলবধূগণের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার কোন ত্রুটি না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উক্ত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধামত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্গললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ও যুবরাজ বধূ







"চিরংজীব রাজপুত্র রাজ-বধূ সনে।"

যুবরাজ দম্পতীর শুভ অভ্যর্থনা।



বিক্টোরিয়া-বংশধর সম্রাট্-কুমার
এস যুবরাজ! সহ মাহষী তোমার।
রোগ দৈন্য পীড়নে ভারত ম্রিয়মাণ,
তথাপি তোমারে দিবে হৃদয়েতে স্থান।
আদর সম্মান লহ শুভ অভ্যর্থনা,
জগদীশ তোমাদের পূরান্ কামনা।

এ ভারত ধর্ম্মভূমি—কর্ম্মপীঠস্থল,
ইতিহাসে কীর্ত্তিগাথা অঙ্কিত উজ্জ্বল।
দেখ শত পুণ্যতীর্থ পুরী তপোবন
ঋষি-বীর-রাজধর্ম্ম করিছে ঘোষণ।
দীন হীন আজি সে পতিত পরাধীন,
তথাপি ভারত নহে গৌরব-বিহীন।

দেখ হেথা তুঙ্গশৃঙ্গ হিম-গিরিবর,
দেখ পুণ্যতোয়া নদী অরণ্য সাগর।
জগতের সব দৃশ্য মহান্ শোভন
সম্মিলিত হেন কোথা করিবে দর্শন?
মানব-প্রতিভা হেথা হইয়া স্ফুরিত
কত শতরূপে দেখ আছে প্রকাশিত!

পুণ্যশীলা নারীগণ জন্মি এ ভারতে
পবিত্র করেছে জন্মভূমি বিধিমতে।
সতীত্ব সুনীতি শৌর্য্য জ্ঞানধর্ম্মবলে
রেখেছে অমর কীর্ত্তি অবনী মণ্ডলে।
সুমাতা সুভার্য্যা ভগ্নী সুতা সুলক্ষণা
আজো ঘরে ঘরে শোভে ভারত-ললনা।

পিতামহী দেবী তব কাঙাল-জননী
ছিলেন উজলি ভারতের শিরোমণি।
কি সৌজন্য স্নেহ দয়া করি বিতরণ
করেছেন প্রজাদের কল্যাণ সাধন!
জয় জয় মহারাণী জয় বিক্টোরিয়া!
চিরস্মরণীয়া তুমি চির-বরণীয়া।

সুবিদ্বান্ যশস্বান্ তুমি যুবরাজ
ভারত-হিতৈষী—এলে এ ভারতে আজ।
বাহ্য আড়ম্বর তোমামোদ নৃত্য গীত,
তোমারে ভুলাতে কত রয়েছে সজ্জিত।
কুহকে ভুলিয়া কিহে দেখিবে না ভুলি—
ভারতের হীন দশা দিব্য আঁখি খুলি?

আলোক-মালায় ঢাকা মলিন বদন,
কোলাহলে শ্রুত নহে করুণ ক্রন্দন।
অস্থিচর্ম্মসার দেহ যেখানে সেখানে,
নাহি শৌর্য্য নাহি বীর্য্য ত্রিশ কোটি প্রাণে।
ভারতের আশা তুমি ভাবী রাজ্যেশ্বর,
দেখ দেখ কি দুঃখেতে ভারত কাতর।

কি সুবার্ত্তা আনিয়াছ ভারতের তরে,
শুনিতে ব্যাকুল আজি কোটি নারীনরে।
তোমাদের প্রতিনিধি এখানে যাঁহারা,
আমাদের আর্ত্তনাদে বধির তাঁহারা।
আশ্বাস অমৃতধারা করিয়া সিঞ্চন,
মৃতপ্রাণে আনি দাও নূতন জীবন।

বলো রাজ-পিতৃদেবে—বলো মন্ত্রিগণে,
বলো বলো দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণে।
সার্দ্ধশত বর্ষ থাকি ইংরাজ-অধীন
পতিত ভারত আজো দীনহীন ক্ষীণ।
(তবু) রাজভক্ত জাতি ভুলিব না কদাচন
তোমাদের উপকার থাকিতে জীবন।

ভাগ্যে কৃপা করে দেছ চক্ষু ফুটাইয়া,
তাইত জানাই দুঃখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নিবারিতে পার যদি এ দুঃখ ক্রন্দন,
তবেই সার্থক তব ভারতাগমন।
(শোন) উঠিছে প্রার্থনা ত্রিশ কোটি কণ্ঠস্বনে—
"চিরং জীব রাজপুত্র রাজবধূসনে।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 507 Nov. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ। ৫০৭ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১২। নবেম্বর, ১৯০৫। | ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শুভাগমন ও শুভযাত্রা—আগামী ৯ই নবেম্বর যুবরাজ এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস সপত্নীক ও সদল বোম্বাই পৌঁছিলে লর্ড কার্জ্জন অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন। এই জন্য ইংলণ্ডেশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, লর্ড কার্জ্জন তাঁহার পরিবর্ত্তে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করিবেন। এই দিন নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-ভার গ্রহণ করিলে তিনি সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিবেন। রাজ-আগমন ও রাজ-প্রতিনিধিদ্বয়ের গমনাগমন শুভ হউক।

লর্ড মিণ্টোর প্রারম্ভিক কার্য্য—তিনি ১৮ই নবেম্বর বোম্বাই পৌঁছিয়া সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিবেন এবং ২০শে গবর্ণমেণ্ট হাউসে কাউনসেল লইয়া বসিবেন।

বঙ্গবিভাগ—১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল! স্যার এণ্ডু ফ্রেজার বাঙ্গলার ছোটলাট রহিলেন, সার হেনরী ফুলার পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের ছোটলাট হইলেন। আপাততঃ শিলং পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইল।

অখণ্ড বঙ্গ ভবন—গত ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জ্জন যেমন বঙ্গচ্ছেদ করিলেন, সেইরূপ সেই দিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে স্থায়ী যোগবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ "Federation Hall" (অখণ্ড বঙ্গ ভবন) নামে একটী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার স্থান কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে।

স্বদেশী আন্দোলন—গত মাসে বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মহোৎসাহে এই আন্দোলন চলিয়াছে। এক এক সপ্তাহে শত শত স্থানীয় সভায় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। সকলের

প্রতিজ্ঞা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে। গবর্ণমেণ্টের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা হইতে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল—(১) প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন কলিকাতার মাড়ওয়ারী বণিকগণ বিলাতে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্যের অর্ডার দিত, এ বৎসর মোটে দেয় নাই। ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টার ও অন্যান্য স্থানের বিলাতী বণিকগণের বিস্তর ক্ষতি হইল। (২) বিলাতী চুরুট একেবারে বন্ধ হইয়াছে। মদ্য বিক্রয় এত কম যে, যেখানে দিন ৫০৲ টাকা বিক্রয় হইত, সেখানে ৫৲ টাকাও হইতেছে না! (৩) দেশবাসীদিগের মনে স্বাধীনতার ভাব প্রবল হইয়াছে, তাহাতে নানাস্থানে দুর্ব্বলেরা সবলদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিতেছে। প্রথম বরণ কোম্পানী ১০০ কর্ম্মচারী একদিনে পদত্যাগ করে, পরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রেস ও ইণ্ডিয়া প্রেসের কম্পোজিটরগণ কার্য্য স্থগিত করে, ইহার ফলে এক বুধবার কলিকাতা গেজেট সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। পরে ট্রামওয়ের কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহী হয়। ই আই রেলওয়ের গার্ড ও ড্রাইভারগণ ইহাদিগের পথানুসরণ করে। (৪) বাঙ্গালীদিগের জাতীয় জীবন গঠনার্থ রাখী বন্ধন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, আরও কি হয়!!

শুভ বিবাহ—গত ৪ঠা অক্টোবর বৈদ্যনাথ জংসনে লাহোর চিফকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীমান্ রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহিত স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্রী ও বাবু জানকী নাথ ঘোষালের কন্যা, ভারতীর সুপ্রসিদ্ধা সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। জগদীশ্বর বর কন্যাকে চিরসুখী করুন।

যোগ্যের সম্মান—বরাহনগরের সুনামখ্যাত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজসংস্কার ও দেশের দরিদ্র শ্রমজীবিদিগের উন্নতিসাধনব্রতে জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "সেবাব্রত" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

নানকের বংশধর—স্বর্গীয় বাবা ক্ষেম সিংহ বেদীর পদে তদীয় পুত্র গুরু সিংহ শিখগুরু হইয়াছেন।

বদান্যতা—লণ্ডনের এক নিলাম অফিসের সভ্য ই, জি, বডেন ২০লক্ষ টাকার সম্পত্তি সঞ্চয় করেন, তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, স্ত্রীলোকগণ, দরিদ্রশ্রেণী এবং শিশুসন্তানগণ সকলেই ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে।

মৃত্যু—গত ৩রা অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু অন্নদাচরণ বাগচীর ৫৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান আর্টিষ্ট ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে শিল্প ব্যবসা আরম্ভ করেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার চিত্রিত ছবি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে তাঁহাকে পূর্ব্ব দেশের "রাফেল" বলিতেন এবং আর্ট গ্যালারী সম্বন্ধীয় বন্দবস্তের ভার তাঁহারই হস্তে প্রদত্ত হয়। ইঁহার বিয়োগে বঙ্গ-মাতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—১লা অক্-

টোবর হইতে ✓০ আনার ডাক টিকিট রসিদ টিকটের কার্য্য করিতেছে।

গোখলের কার্য্য—সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণের আহ্বানে সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী গোখলে ইংলণ্ডে গিয়া সামাজিক বক্তৃতাদি করিতেছেন, ডিসেম্বরে ফিরিয়া আসিয়া বেনারস কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন।

হেগ কন্‌ফারেন্স—রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট্ এই শান্তিসভার প্রতিষ্ঠাতা। রুস জাপান সন্ধির আনুষঙ্গিক কতকগুলি গোলমাল মীমাংসার্থ তিনি ইহার দ্বিতীয় সভা আহ্বান করিতেছেন। প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন।

স্ত্রী আন্দোলনকর্ত্রী—গত ২৬এ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (এক্ষণে দত্ত চৌধুরী) লক্ষ্ণৌ নগরে স্বদেশী আন্দোলনের সভা করেন, তাহাতে ৫০০ বাঙ্গালী একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেন।

রুস পারস্য বন্ধুত্ব—রুসিয়া ও পারস্যের মধ্যে যোগরক্ষার জন্য একদল রুসীয় ইঞ্জিনিয়ার পারস্যে আসিতেছে।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ ব্যবস্থা—আগামী ৯ই নবেম্বর অপরাহ্ণে বোম্বাইয়ের আপলো বন্দরে যুবরাজ সস্ত্রীক পদার্পণ করিলে লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যাইবেন এবং এক সঙ্গে আহার করিবেন। তাঁহার নানা স্থান ভ্রমণের দিন এইরূপ স্থির হইয়াছে:—বোম্বাই ৯—১৪ নবেম্বর, ইন্দোর ১৫—১৭, উদয়পুর ১৮—২০, জয়পুর ২১—২৩, বিকানির ২৪—২৭, লাহোর ২৮—১লা ডিসেম্বর, পেসওয়ার ২—৪, রাবলপিণ্ডি (সৈন্য প্রদর্শন) ৫—৮, জম্মু ৯—১০, অমৃতসর ১১, দিল্লি ১২—১৫, আগ্রা ১৬—১৯, গোয়ালিয়ার ২০—২৫, লক্ষ্ণৌ ২৬—২৮, কলিকাতা ২৯—৬ই জানুয়ারি, দার্জ্জিলিঙ্গ ৭—৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০—১২, রেঙ্গুন ১৩—১৫, মাণ্ডলে ১৬—১৮, নদীবক্ষে ১৯—২০, রেঙ্গুন ২১, জাহাজে ২২—২৩, মহীশূর ২৯—৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বাঙ্গালোর ৫—৭, হাইদ্রাবাদ ৮-১৫, ট্রেণে ১৬, ইলোরা ১৭, বেনারস ১৯—২০, নেপাল ২১—৪ঠা মার্চ, [illegible] ৬, সিমলা ৭—৯, ট্রেণে ১০—১১, কোয়েটা ১২—১৬, করাচি ১৭—১৯, করাচি হইতে যাত্রা ১৯শে মার্চ।

বোম্বাইয়ের মহিলারা টাউন হলে যুবরাজপত্নীকে অভিনন্দন করিবেন। অভিনন্দন-পত্র ইংরাজি, উর্দ্দু, মারহাটি, গুজরাটি, পার্সি ও কেনারিস ভাষায় লিখিত হইয়া একখানি এলবাম সহিত প্রদত্ত হইবে।

কলের হিসাব—ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত একশত একানব্বইটি সূতার ও কাপড়ের কল আছে। ইহার মধ্যে ৭৯টি বোম্বাই সহরে, ৫৪টি বোম্বাই প্রদেশে, ১১টি মান্দ্রাজ প্রদেশে, ১০টি বাঙ্গালায়, ৮টি যুক্তপ্রদেশে, ৭টি মধ্য প্রদেশে, ৬টি পঞ্জাবে, ৪টি পণ্ডিচেরীতে, ৩টি রাজপুতনায়, ৩টি




হায়দ্রাবাদে, ২টি মধ্যভারতে, ২টি মহীশূরে, ১টি বেরারে এবং ১টি ত্রিবাঙ্কুরে। এই কলগুলির মধ্যে ১৪০টির মালিক এদেশবাসী এবং এদেশবাসী কর্ত্তৃক উহারা পরিচালিত। অবশিষ্ট ৫০টি কলের মালিক ও পরিচালক বিদেশী। দেশের অভাব পূরণ জন্য আরও শত শত কলের প্রয়োজন।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙ।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের পরে যে ইংরাজ মহিলা ভারতের প্রধান বন্ধু ছিলেন, গত ১০ই আগষ্ট তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল পীড়িত ছিলেন; এবং পীড়িত অবস্থাতেও তাঁহার অবলম্বিত ভারত-হিতব্রত পালন করিতেছিলেন; শেষে এককালে অক্ষম হইয়া পড়িলে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া রোগ-শয্যাগত হন। এত শীঘ্র তিনি চলিয়া যাইবেন, আমরা ভাবি নাই। যাহা হউক ভগবানের আহ্বান আসিলে আর কে থাকিতে পারে? ইহাঁকে হারাইয়া সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ এবং বিশেষতঃ ভারত-রমণী ও ইংলণ্ডগামী যুবকগণ একজন পরম সুহৃদকে হারাইলেন। শান্তিদাতা মঙ্গলবিধাতা ইহাঁর প্রকৃতির পুরস্কার দান ও আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন্ এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

এলিজাবেথ এডিলেড ম্যানিঙ ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জেম্‌স ম্যানিঙ। তিনি সার্জিয়াণ্ট ম্যানিঙ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একজন অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যবহারাজীব এবং মহারাণী বিক্টোরিয়ার "প্রাচীন সার্জিয়াণ্ট" ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, তদবধি সে পদও রহিত হইয়া যায়। "ম্যানিঙ ও গ্রাঞ্জার" নামক আইন রিপোর্ট সকল তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। কুমারী ম্যানিঙ বাল্যকাল হইতে আড়ম্বরশূন্য ও শান্তস্বভাব ছিলেন। তিনি অবিবাহিত থাকিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন, তিনি তাহার সহযোগিতা করিতেন। (Froebel society) ফ্রোবেল সোসাইটী নামক শিক্ষোন্নতি সমাজের তিনি সম্পাদিকা হন। উত্তরকালে কেম্ব্রিজ নগরে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে গার্টন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সংস্থাপকদের মধ্যে একজন। তাঁহার বিমাতা এই কার্য্যের নেত্রী ছিলেন এবং তিনি প্রথমে ইহার ছাত্রী হইয়া পরে অধ্যাপকদিগের সহায়তা করিতেন। এই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইলে কুমারী এমিলী ডেবিস ইহার প্রধান কার্য্যভার




লন। মিস ম্যানিঙ তখন কলেজের অধ্যক্ষ দলের একজন হইয়া তাঁহার সহিত এক-যোগে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। চিরদিন এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল।

ভারতের প্রতি কুমারী ম্যানিঙের অনুরাগের এক কারণ কুমারী কার্পেণ্টার, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার বিমাতা বিবী ম্যানিঙ। এই রমণীর প্রথম স্বামী কার্য্যোপলক্ষে ভারতে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়া ভারতের অনেক বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং "Ancient and Mediæval India" নামক ভারত-ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি মূল্যবান্ এবং ইহা পাঠ করিয়া ভারতের প্রতি মিস ম্যানিঙের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার জীবনের শেষ ৩০ বর্ষ তিনি ভারতের সেবাতেই ক্ষেপণ করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টার "The National Indian Association" জাতীয় ভারতসভা স্থাপন করিয়া অল্পদিন পরে (১৮৭৭ সালে) পরলোক গমন করেন। মিস ম্যানিঙ সেই সময় হইতে জীবনের চরম সময় পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদকতা কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ইহার মূলসভার অভিভাবিকা বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরী এবং তাহার কমিটীতে পার্লেমেণ্টের বড় বড় সভ্য ও অবসর-প্রাপ্ত ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণ ও অন্যান্য পদস্থ লোকেরা ছিলেন। ইহার শাখা বঙ্গদেশ মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইহার একখানি মাসিক পত্রে ভারতের হিতকর বিষয় সকল লিখিত হয় এবং কুমারী ম্যানিঙ তাহা অতি যত্ন সহকারে সম্পাদন করিতেন। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা এবং ভারত-মহিলাদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তকও এই সভার উদ্যোগ ও ব্যয়ে প্রচারিত হয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়। এই সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন বিলাতে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। তদ্ভিন্ন কুমারী ম্যানিঙ অভিজ্ঞ ইংরাজ বা ভারতীয় বক্তা পাইলেই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক বক্তৃতা ও ভারতহিতকর প্রবন্ধের আলোচনা করাইতেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তা, লিখন ও কার্য্য ভারতের জন্যই ছিল।

ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারত-যুবকগণের অনেকে অভিভাবকহীন হইয়া বড়ই বিপন্ন ও হীনচরিত্র হইয়া পড়িতেন। কুমারী ম্যানিঙ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহাঁদের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয়া হইয়া ইহাঁদিগকে সদুপদেশ, সৎপরামর্শ ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিতেন। এই উপায়ে তিনি যে কি মহৎ অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার নয়। এই অজ্ঞাত বিদেশে ভারত যুবকগণ তাঁহার নিকট আসিয়া জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ জানিতে পারিতেন, বাসস্থান ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং

প্রয়োজন হইলে অর্থ ঋণ লইয়া আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ সাহায্য না পাইলে লণ্ডনের ন্যায় সহরে অনেককে উপবাসে মরিতে বা ঋণদায়ে জেলে বাস করিতে হইত। দুঃখের বিষয় কোন কোন দুশ্চরিত্র ভারতযুবক মিস্ ম্যানিঙের দয়ার অপব্যবহার করিয়াছেন এবং টাকা ঋণ লইয়া আর পরিশোধ করেন নাই। এজন্য তিনি সময় সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তথাপি বিপন্ন ভারতবাসীদিগের বিপদুদ্ধারের ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার পেমব্রোক ক্রেসেণ্টের গৃহদ্বার সকল ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বন্ধুদিগের সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেন, আত্মোন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার্থী এবং ডাক্তারী ও ব্যারিষ্টারী শিক্ষার্থী শত শত ভারত-যুবক তাঁহার উপকার ঋণে ঋণী।

কুমারী ম্যানিঙ রাজনীতি ও ধর্ম্মান্দোলন হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিলেও, তিনি একেশ্বরবাদিনী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ও সহকারিতা ছিল। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও যুবকদিগের নীতিশিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মেরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি অর্থ ও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্বারা তাহার সাহায্য করিয়াছেন। আবার উইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্য দান রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

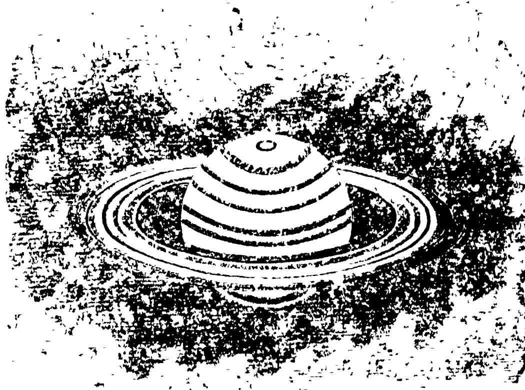
ভারতের প্রতি মিস ম্যানিঙের অনুরাগের বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তিনি বৃদ্ধ বয়সে (১৮৮৮ ও ৯৮) দুইবার এদেশ দর্শন করিয়া যান। তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয় যেরূপ প্রেমপূর্ণ এবং প্রাণ যেরূপ উৎসাহানলে প্রজ্বলিত, তদ্দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কলিকাতায় তাঁহার প্রথম আগমনসময়ে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী ১০।১২টী সম্মিলনী সমবেত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করেন। আর কোনও দেশীয়া কি বিদেশীয়া মহিলার ভাগ্যে এরূপ সম্মাননা ঘটে নাই। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে তিনি বালিকাবিদ্যালয় সকল পরিদর্শন এবং স্থানীয় দেশীয় মহিলাগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি ও উৎসাহবর্দ্ধন করেন।

কুমারী ম্যানিঙ বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। তিনি ইহার উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতেন এবং অল্পব্যয়ে বিলাত হইতে ছবি সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার এ ঋণ আমরা কখনও ভুলিব না।

কুমারী ম্যানিঙের মৃত্যুতে ভারতের অনেক স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রী-

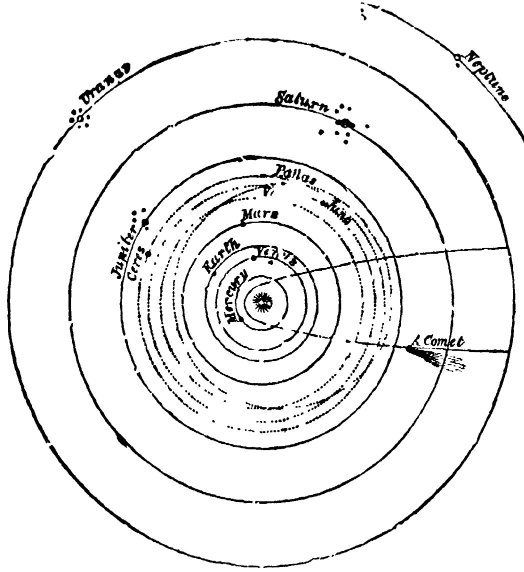
বিদ্যালয় সকল তাঁহার অভাবে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার জন্য প্রকাশ্য সভা হইয়াছে। জগদীশ্বর ভারতহিতৈষিণী মিস কার্পেণ্টারের স্থান মিস ম্যানিঙ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এখন ইহাঁর স্থান কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবে? বিবী আর্ণোল্ড্ ইহাঁর স্থলাভিষিক্ত হইয়া জাতীয় ভারত সভার সম্পাদকতা করিতেছেন, আমরা আশানেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

শনৈশ্চর বা শনিগ্রহ।



শনৈশ্চর একটী অত্যদ্ভুত গ্রহ। তাহার আকৃতি, পরিমাণ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপূর্ব্ব উজ্জ্বল অঙ্গুরীত্রয় এবং দশটী চন্দ্র তাহাকে অতিশয় সুন্দর বেশে সজ্জিত করিয়াছে। আমাদের একটী চন্দ্র রজনীকে কেমন বিভূষিত করে, শনৈশ্চরের দশটী চন্দ্র ও অঙ্গুরী তাহাকে যে কিরূপ বিভূষিত করিয়া রাখে, যদি কোনও মানব ঐ গ্রহে বাস করিতেন, তাহা দেখিয়া কতই চমৎকৃত হইতেন!

শনৈশ্চরের সহিত তুলনা করিলে বৃহস্পতি ব্যতীত অন্য সকল গ্রহই কনীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে আমরা সৌরজগতের প্রতিকৃতি দিতেছি এবং গ্রহদিগের মধ্যে কয়েকটী প্রধান গ্রহের বিবরণ সন্নিবেশ করিতেছি। সৌরজগৎ অর্থাৎ সূর্য্যকে লইয়া যে জগৎ। চিত্রের মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য। তাহার চারিদিক্ যাহারা প্রদক্ষিণ করে, তাহারা গ্রহ। প্রথম গ্রহ (Mercury) বুধ, ২য় (Venus) শুক্র, ৩য় (Earth) পৃথিবী, ৪র্থ (Mars) মঙ্গল, ৫ম (Jupiter) বৃহস্পতি, ৬ষ্ঠ (Saturn) শনি, ৭ম Uranus ইউরেনস, ৮ম (Neptune) নেপচুন। এতদ্ভিন্ন অনাবিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে।



গ্রহ	সূর্য্য হইতে দূরত্ব মাইল	ব্যাস মাইল	স্থূলত্ব ঘন মাইল	মেরুদণ্ড গতি ঘঃ মিঃ সেঃ	কক্ষ গতি দিন	আবিষ্কার সময়	আবিষ্কারক	পারিপার্শ্বিক সংখ্যা
বুধ	৩ কোটি	৩ সহস্র	১০ সহস্র	২৪-...-...	৮৮	প্রাচীন	"	"
শুক্র	৬ "	৭॥ "	২ লক্ষ	২৩-২১-...	২২৫	"	"	"
পৃথিবী	৯ "	৮ "	২॥ "	২৩ ৫৬ ৪	৩৬৫	"	"	১
মঙ্গল	১৩ "	৪ "	৪৮ সহস্র	২৪-৩৭-২৩	৬৮৭	"	"	"
বৃহস্পতি	৪৭॥ "	৮৪ "	৩৪ কোটি	৯ ৫৫-২৬	৪,৩৩৩	"	"	৪
শনৈশ্চর	৮৭ "	৭০ "	২৪ "	১০-২৯-১৭	১০,৭৫৮	"	"	১০
ইউরেনস বরুণ	১৭৫ "	৩৩ "	২ "	৭০ ৫-" / ৯৩০ "	৩০,৬৮৭	খৃঃ অঃ ১৭৮১	হাশেল	৪
নেপচুন	২৭৪ "	৩৭ "	"	"	৬০,১২৬	১৮৪৬	আডাম্প ও লাবরিয়ার	১
সূর্য্য		৮৮২ "	৪ নিখর্ব্ব					
চন্দ্র		২ "	৫ সহস্র					

শনৈশ্চরের অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে নানা প্রকার মত দৃষ্ট হয়। হাইঘেন্স নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমণ্ডলী মাত্র। গালিলিও প্রথমে ঐ অঙ্গুরী আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাহা মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হয় দেখিয়া তিনি স্বীয় দূরবীক্ষণকে অবিশ্বাস করিয়া ঐ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কারণানুসন্ধানে কিছুদিন

নিবৃত্ত রহিলেন। অবশেষে হাইঘেন্সের মতই গৃহীত হইল। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে, যখন ঐ অঙ্গুরী পৃথিবীর সমসূত্র হয়, তখন তাহা অদৃশ্য হয়।

আমাদের পাঠিকারা যদি "Encyclopaedia Britanica" গ্রন্থে Astronomy নামক অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থে অঙ্গুরী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বল নামে দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ অনুমান করিয়াছিলেন যে, অঙ্গুরীর দুই ভাগ আছে। ভাগদ্বয় ঐককেন্দ্রী; তন্মধ্যে একটী অপরাপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা হার্শেল বলিয়াছেন যে, ঐ অঙ্গুরী কঠিন পদার্থে গঠিত এবং শনৈশ্চর অপেক্ষা তাহার অঙ্গুরী উজ্জ্বল। যখন শনৈশ্চরকে দেখা যায় না, তখন অঙ্গুরী দৃষ্ট হয়। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, অনেকগুলি অনুজ্জ্বল রেখা ঐ অঙ্গুরীকে বিভক্ত করিয়াছে। অঙ্গুরীতে কতকগুলি অনুজ্জ্বল দাগ অবলম্বন করিয়া হার্শেল সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, অঙ্গুরী ১০ ঘণ্টা ৩২মিনিট ১৫·৪ সেকেণ্ডে আপনার কক্ষে ভ্রমণ করে।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে অঙ্গুরীর ভিতরে ধূম্রবর্ণ অর্দ্ধস্বচ্ছ আর একটী অঙ্গুরী দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ এককালে আবিষ্কার করেন। মান্দ্রাজের মানমন্দিরের জ্যোতির্ব্বিদ্ কাপ্তেন জেকাব্‌স্ বলেন যে, ঐ ধূম্রবর্ণ অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া শনৈশ্চরকে দেখা যায়। অটষ্ট্রভ নামে জনৈক ফরাসিস পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ঐ অনুজ্জ্বল রেখা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞাত ছিলেন এবং উহাকে বিষুব কটিবন্ধ (Equatorial belt) বলিতেন। তিনি হাইঘেন্স, কেসিনাই, হার্শেল, এঙ্কি প্রভৃতির গণনা অবলম্বন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শনৈশ্চরের দুইটী উজ্জ্বল অঙ্গুরী আছে, তন্মধ্যে ভিতরের উজ্জ্বল অঙ্গুরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাগ শনৈশ্চরের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং উভয় অঙ্গুরী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে।

শনৈশ্চরের বিষুবদেশ ও উক্ত কেন্দ্রের ব্যাস পরস্পরের অনুপাত ২২৮১ : ২০৬১ অর্থাৎ বিষুবদেশ কেন্দ্রদেশ অপেক্ষা পরিধিতে বড়।

শনৈশ্চর শব্দার্থ "আস্তে আস্তে যে চলে"। এদেশে প্রবাদ এই যে, শনৈশ্চর মন্দগতিতে আকাশপথে ভ্রমণ করে, এবং সে সূর্য্য ও সূর্য্যপত্নী ছায়ার পুত্র। সেইজন্য তাহার আর একটী নাম সৌরী, অপর নাম ছায়াত্মজ, ছায়াতনয় ইত্যাদি। তাহাকে নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করা হয়, তজ্জন্য তাহার নাম নীলবাসা ও নীলাম্বর।

শনৈশ্চরের দশটী চন্দ্র আছে। ঐ সকল চন্দ্র ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে আমরা তাহার বিবরণ পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিব। হাইঘেন্স-নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা তাহার প্রথম চন্দ্র আবিষ্কারক। তৎসম্বন্ধে তিনি সেই

অজ্ঞকালোচিত একটী উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে কেবল ছয়টী গ্রহ এবং ছয়টী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র এবং শনৈশ্চর। পৃথিবীর ১ চন্দ্র, বৃহস্পতির ৪টী চন্দ্র এবং শনির একটী চন্দ্র। নেপচুন ও ইউরেনস তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হাইঘেন্স স্বয়ংই কুসংস্কারাপন্ন হউন অথবা সেই কাল অজ্ঞানকাল বলিয়াই হউক—লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সাত অপেক্ষা অধিক গ্রহ ও চন্দ্র থাকিতে পারে না, কেননা আমাদের মস্তক সন্নিধানে সাতটী মাত্র দ্বার আছে—চক্ষু ২, শ্রোত্র ২, নাসিকা ২, মুখ ১—সপ্তাহে সাতদিন আছে, ধাতু সাতটি মাত্র। সেই জন্য তিনি অন্য গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া নিরস্ত হইলেন! যখন কেসিনাই শনৈশ্চরের আর চারিটী চন্দ্র আবিষ্কার করিলেন এবং হার্শেল আর দুইটী বাহির করিলেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে আর একটী আবিষ্কৃত হইল এবং পরিশেষে ইউরেনাস ও নেপচুন আবিষ্কৃত হইল, তখন হাইঘেন্সের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

এই স্থানে আমরা শনৈশ্চরের উপগ্রহ (চন্দ্র) গুলির বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিলাম। তাহাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, হাইঘেন্স প্রথম পারিপার্শ্বিক আবিষ্কার করেন; কেসিনাই চারিটী এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্শেল আর দুইটী এবং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে একটী আবিষ্কৃত হয়।

শনৈশ্চরের পারিপার্শ্বিকদিগের বিবরণ।

	গতি দি-ঘ-মি	ব্যাস মাইল	আবিষ্কার সময়	আবিষ্কর্ত্তার নাম
১	০-২২-৩৭	১০০০	১৭৮৯খৃ	হার্শেল
২	১-৮৫৩	...	ঐ	ঐ
৩	১-২১-১৮	৫০০	...	কেসিনাই
৪	২-১৭-৪১	৫০০	...	ঐ
৫	৪-১২-২৫	১২০০	...	ঐ
৬	১৫-২২-৪১	৩৩০০	...	হাইগেন্স। এই চন্দ্রটী বুধগ্রহের তুল্য বৃহৎ।
৭	২১-৭-৭		১৮৪৮	বনড
৮	৭৯-৭-৫৩	১৮০০	...	কেসিনাই
৯	..	...	১৮৯৮	পিকারিং
১০	...	...	১৯০৫	ঐ

এখন শনৈশ্চর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে উদিত হয়। পাঠিকাগণ শেষ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। চক্ষু দ্বারা একটী ক্ষুদ্র গ্রহমাত্র দৃষ্ট হইবে, তাহার অঙ্গুরী দেখা যায় না।

য, চ।

মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম্ম।

ইংরাজী ৫৭০ অব্দের ১০ই নবেম্বর (কাহার মতে ৫৭১ সালের ২১শে এপ্রেল) দিবসে কুরেশ-জাতীয় হাশেম বংশধর আবদুল্লার ঔরসে ও আমিনার গর্ভে আরবদেশস্থ মক্কানগরে মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কুরেস জাতি আরবজাতীয়দের আদিপুরুষ ইস্মাইল হইতে আপনাদের উৎপত্তি কহিয়া থাকেন। বাইবেলমতে ইব্রাহিমের বিবাহিত স্ত্রী সারার গর্ভজাত পুত্র ইসাহাক হইতে য়ীহুদী জাতির আর তাঁহার স্ত্রীর দাসী হাগারের গর্ভজাত পুত্র ইস্মাইল হইতে উক্ত আরব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাহউক বহু বাণিজ্যব্যাপারকুশল কুরেসজাতীয়েরা ধনাঢ্যতা ও সভ্যতা বিষয়েই যে কেবল বিখ্যাত ছিল এমত নহে, তাহারা আরব-জাতির সাধারণ প্রাচীন উপাসনাস্থান কাবার নিকট বাস করত পুরুষানুক্রমে তথাকার যাবতীয় কার্য্যের সম্পাদক ও অভিভাবক হইয়াছিলেন। পৌরোহিত্য-সম্বলিত সে স্থলের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হস্তগত থাকাতেই তাঁহারা তথাকার একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। অতি শৈশবাবস্থায় মহম্মদের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়, সুতরা· উক্ত কাবার প্রধান পুরোহিত নিজ বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মতলিবকর্ত্তৃক তিনি প্রথমে প্রতিপালিত হন। মতলিবের মৃত্যুর পর মহম্মদ কনিষ্ঠ পিতৃব্য আবু তালিমের আশ্রিত হইলেন। মহম্মদ খুল্ল-তাতের নিকট উত্তমরূপে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সহিত অর্ণবযানে সুরিয়া, দামস্কস, বোগদাদ, বাসোরা প্রভৃতি অনেক দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বাণিজ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মত ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতির শোভা দর্শনে প্রভূত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় মহম্মদ মহা-তীর্থ মক্কা যাত্রীদিগের পাথেয়-লুণ্ঠক অপ-হারক জাতিগণের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন। এইরূপ পরিভ্রমণ ও সমরাভিযানে তত্তৎ কর্ম্মে তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বীরধর্ম্মের এক প্রকার অঙ্কুর হইয়াছিল। ইত্যবকাশে বিশ্রাম ও ধর্ম্মচিন্তার নিমিত্ত তাঁহার নির্জ্জন বাসের আবশ্যক হয় এবং স্বসমকালীন উপাসকগণ মক্কায় গিয়া যাদৃশ নিষ্ঠুরভাবাপন্ন পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও অসঙ্গত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ তথ্য অবগত হইতে প্রয়াস পান।

মহম্মদ পঞ্চবিংশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খাদিজা-নাম্নী ধনবতী বিধবা যুবতীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসর

কাল স্বীয় অভীষ্টসাধনে সযত্ন হইয়া বারংবার অদূরবর্ত্তী ভূধরের গুহাতে কখন বা সিরিয়া কখনও বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ পরিভ্রমণসময়ে যতদূরসাধ্য সর্ব্ব বিষয়ের সমাচার লইতে তিনি ত্রুটি করিতেন না। কথিত আছে যে, তিনি কিয়ৎকাল কতিপয় সুবিজ্ঞ য়ীহুদী ও খৃষ্টীয়ানের আনুগত্য করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত রব্বি আবদুল্লা ইবন সোল্লম এবং তাঁহার শ্যালক-পুত্র ববকের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। য়ীহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে মহম্মদ য়ীহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ বাইবেলের আদি ও অন্ত ভাগের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে আপনার মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী খাদিজা এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আলিবিন আবুতালিব প্রভৃতি তৎপরিবারস্থ লোক সকল অবিলম্বে তদ্দত্ত উপদেশকে ধর্ম্মোপযোগী এবং তাঁহাকে প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া স্বীকার করাতে তাঁহার উদ্যম সফল হইতে থাকে। পরিবারস্থ সকলকে স্বীয় মতে আনিয়াই তিনি হাসেমবংশীয় মান্য ব্যক্তিদিগকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া এই প্রচার করেন যে, জেব্রেলনামক পরমেশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে এই প্রত্যাদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তুমি নিরতিশয় যত্ন সহকারে স্বদেশীয়গণকে জগদীশ্বরের অমূল্য প্রসাদ বিতরণ কর, তাহাতে তাহাদের পরম কল্যাণ হইবে। এই কথা ঘোষণায় কেবল আলী নামক একজন বালক মহম্মদের মত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন। আত্মীয় স্বজনের বাধায় ভীত না হইয়া বরং শতগুণ উৎসাহে মহম্মদ স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি মহাকবি নেবিদনামক জনৈক পণ্ডিতকে স্বমতে আনিয়া মহাসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ধর্ম্মকথা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর বক্তৃতাবলে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ অত্যল্প মাত্র লোক পুরুষপরম্পরাগত চিরপ্রচলিত ধর্ম্মক্রিয়াকলাপাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদের ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। তদনন্তর পত্নী খাদিজার লোকান্তর হইলে মহম্মদ আবুবেকরের একমাত্র দুহিতা আয়েসার পাণিগ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে শ্বশুর জামাতায় অতিশয় প্রীতি জন্মে। আবুবেকরের পরামর্শবলে আবু ও বৈস্থ, হমজা, ওসমান ও উমার প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ভদ্রসন্তান মহম্মদের প্রচারিত মত গ্রহণ করিলেন। দশ বর্ষ কাল মধ্যে এই নব ধর্ম্মের কিছুই উন্নতি হয় নাই। ফলতঃ যদি কুরেশজাতীয়েরা হাসেমবংশধরগণের প্রতিকূল না হইত, তাহা হইলে ইহার এককালে লোপাপত্তি

হইবার সম্ভাবনা ছিল। মহম্মদের কতিপয় অনুচর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিয়াছিল বটে, তথাপি তাহাদের মনে বিবাদানল প্রজ্বলিত ছিল। অবশেষে মক্কাস্থ যাবতীয় লোকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহম্মদের প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে যাতরেব নগরে পলায়ন করেন। ঐ নগর পরে মদিনা নামে খ্যাত হয়। ইংরাজী ৬২২ সালের ১৬ই জুলাই এই ঘটনা হয় এবং ঐ পলায়ন দিবস হইতেই মহম্মদীয় হিজিরা-নামক অব্দ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মদিনাবাসীরা ক্রমশঃই তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া এই নব ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিল। মহম্মদ এই সুযোগে মদিনাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন “পৌত্তলিক-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এই সনাতন ধর্ম্মের মতানুসারে যুক্তিযুক্ত; অতএব পৌত্তলিকেরা যাবৎ আমাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া না মানে এবং একেশ্বরবাদী কি অদ্বৈতধর্ম্মমতাবলম্বী না হয়, তাবৎ কাফেরদিগের অর্থাৎ পৌত্তলিকগণের শোণিতে স্ব স্ব করবাল আরক্ত করাই বিশেষ কর্ত্তব্য।” মদিনাবাসীরা মহম্মদের বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই কুরেশ জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। উক্ত কুরেশ জাতি আবু সফিয়ানের অনুগামী হইয়া বেদরনামক এক পর্ব্বতের গহ্বরে মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইয়া স্ব স্ব অর্থ সম্পত্তি কোথায় কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার নির্ণয় হইল না। এই পরাজয়ে অপমানিত হইয়া পর বৎসর হিজরির ৩ অব্দে আবু সফিয়ান তিন সহস্র যোদ্ধার একদল সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধার্থ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ওহাদ পর্ব্বতের নিকট এই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মহম্মদ অত্যন্ত আহত হন। শত্রুপক্ষীয়েরা এই যুদ্ধে জয়ী হইল বটে, কিন্তু মহম্মদ অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন সৈন্য সকল দল-বদ্ধ করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত আলীর সহায়তায় রণক্ষেত্রে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় মদিনানগর ক্রমাগত দশ দিন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকে। পরে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে দশ বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত রাখাই নির্দ্ধারিত হইল। ইত্যবসরে মহম্মদ কৈনকা, কোরৈধা, নধির ও কৈবার প্রভৃতি প্রধান প্রধান য়ীহুদীয় জাতিদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হিলেন। সংগ্রামানুরাগক য়ীহুদীদিগের হস্ত হইতে দুর্গ ও নগরাদি অক্লেশেই অপহৃত ও লুণ্ঠিত হইল। হতভাগা প্রজারা জেতার নবধর্ম্মাবলম্বনে অনিচ্ছু হওয়ায় অতি নিষ্ঠুরতাসহকারে দেশ হইতে দূরীভূত ও বিবিধ যাতনায় ক্লিষ্ট এবং হত হইতে লাগিল। এইরূপে সে দেশীয় জাতি সকলের দমনে মহম্মদের পরাক্রম ও মহিমার ইয়ত্তা রহিল না। কুরেশজাতীয় প্রাচীন-

ধর্ম্মাবলম্বীরা কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমর স্থগিত রাখিবেক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন না করায় মহম্মদ দশ সহস্র যোদ্ধা সংগ্রহপূর্ব্বক হিজরি ৮ অব্দে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়া বিনা বাধায় নগর জয় করিলেন। মহম্মদীয় অদ্বৈত ধর্ম্মের জয়পতাকা উত্তোলিত দেখিয়া মক্কানিবাসীরা যে ব্যক্তিকে ইতিপূর্ব্বে পৈতৃক বাসস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, তাহাকে একবাক্যে মক্কার অধীশ্বর বলিয়া মানিয়া তাহার শরণাগত হইল। মহম্মদ যাহাদের হইতে পূর্ব্বে এত অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজমতাবলম্বী দেখিয়া তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মহম্মদ তখন কাবার চতুর্দ্দিকস্থ ৩৬০ খানি দেব-প্রতিমা ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও রাখিলেন না এবং ঐ সকল স্থান এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরের ভজনালয়ে সুশোভিত করিয়া দিলেন। তদবধি ঐ স্থান মহাতীর্থরূপে খ্যাত হইয়াছে। তথায় যাত্রীরা যে সমস্ত ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সকল তাঁহারই উপাসনা ও ভজনার অনুসরণ বলিতে হইবে।

মহম্মদ কর্ত্তৃক মক্কার পরাজয় ও তৈরফের দুর্দ্ধর্ষ-দুর্গের পতন দর্শন করিয়া আরবীয় সমস্ত পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী জাতি অবিলম্বে তাঁহার অধীন হইল। নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের প্রধানেরাও তাঁহার শরণাগত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল। পারস্যরাজ খশ্রু পরবেজ ও আবিসিনিয়া দেশের রাজা হিরাক্লিটস প্রভৃতি তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। এদিকে তিন সহস্র মোসলেম যোদ্ধা সংগৃহীত হইয়া প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বসীমা আক্রমণ করিল। ইহাতে পশ্চিমাঞ্চলের নানাদেশীয় বিবিধ জাতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিল। খ্রীষ্টানবর্গের উপর দয়া প্রকাশপূর্ব্বক মহম্মদ তাহাদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই সকল যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আর একবার মক্কাতে গমনানন্তর মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় দুই সপ্তাহ কাল জ্বররোগে পীড়িত হইয়া তত্রত্য শিষ্যগণকে মহা শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। ইংরাজী ৬৩২ অব্দের ৮ই জুনে এই ঘটনা হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। মহম্মদের মরণানন্তর তাঁহার উন্মত্তবৎ শিষ্যগণ-সম্ভিব্যাহারী ওমরের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, মহম্মদের মরণ কদাচ হইতে পারে না। যাহাহউক আবুবেকর যৎপরোনাস্তি প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইয়া তত্রত্য ক্ষিপ্তবৎ জনতা সন্নিধানে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, “তোমরা যাঁহাকে উপাসনা কর, তিনি কি মহম্মদ না মহম্মদের ঈশ্বর? অতএব যিনি মহম্মদের ঈশ্বর, তাঁহার মৃত্যু নাই।

মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু আমাদেরই মত হইবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

মহম্মদের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্ভুত ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি এমন কৌশল করিয়াছিলেন যে, তৎপ্রণীত ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধান কি তদ্বিষয়ে কেহ কোন তর্ক করে নাই। সুতরাং শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় আরব, সুরিয়া, আসিয়া-মাইনর, পারস্য, মিশর এবং আফ্রিকার কিয়দংশের মধ্যে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল। বর্ত্তমানে চিন হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে কোটি কোটি মহম্মদীয়মতাবলম্বী লোক লক্ষিত হইতেছে।

মহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের নাম ইসলাম ধর্ম্ম। কোরাণনামক গ্রন্থে ঐ ধর্ম্ম সুব্যক্ত আছে। মহম্মদ স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, জিব্রেলনামক ঈশ্বরের দূত তাঁহাকে প্রত্যহ এক এক অধ্যায়ের উপদেশ দিতেন। যাহাহউক এই ধর্ম্মের দুই অঙ্গ—“ইমান” ও “দীন”। মত-প্রকাশকের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার নাম ইমান; ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম দীন। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও পরম কারুণিক। কেবল তাঁহার উপাসনাদি শ্রেয়ঃ সাধন ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারই তাঁহার স্রষ্টৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্বের একমাত্র নিদর্শন। তিনিই জগতের কর্ত্তা, পাতা, শাস্তা ও ভাগ্যাভাগ্যের নিয়ন্তা। এই ধর্ম্মের বীজমন্ত্র “লা ইলাহা ইল্লিলল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা” অর্থাৎ ঈশ্বর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। এই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কেহই মুসলমান হইতে পারে না। মহম্মদ প্রকাশ করেন যে, কুসংস্কার ও অবিশ্বাস বিনাশার্থ ঈশ্বর হইতে দুই লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র পয়গম্বর বা রসুল এই জগতে প্রেরিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদম, নুহ, ইব্রাহিম, মুশা ও ঈশা এবং মহম্মদই প্রধান। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর আদমকে ১০ খানা, আর ইনককে ৩০ খানা পবিত্র পুস্তক দান করেন; বিশেষতঃ মুশাকে তৌরত, ডেভিড্‌কে জাবুর, যীশু খৃষ্টকে ইঞ্জিল আর মহম্মদকে কোরাণ সবিশেষ গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন।

মহম্মদের মত এই যে, মনুষ্যের আত্মা নিত্য। মরণানন্তর মানব শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভাগী হইবে। ধর্ম্মশীলেরা অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিবে ও পাপাত্মারা অবিচ্ছিন্ন নরক-যাতনার দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ইশলাম ধর্ম্ম এই প্রকাশ করে যে, পৃথিবীর শেষ দিবসে পরমেশ্বর এক মহাসভা করিয়া সমস্ত মনুষ্যকে সমাধি হইতে পুনরুত্থাপিত করতঃ প্রত্যেকেরই দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক যথাবিহিত পুরস্কার ও দণ্ড প্রদান করিবেন। ঐ দিবসের নাম

কিয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। ঐ চরম দিবসের প্রাক্‌কালে পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয়, ও পৃথিবী ধূমাচ্ছন্ন হইবে এবং মনুষ্য বাক্যভাষী হইয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অশুভ চিহ্ন প্রদর্শন করিবে। মহম্মদীয় স্বর্গ নরক তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহার অধিকাংশ য়ীহুদী, পারসী ও হিন্দুদিগের আর কিয়দংশ খৃষ্টানদের মত হইতে তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা স্বর্গকে ভেহস্ত ও জানাত, আর নরককে জাহন্নাম ও দোজক বলেন। কোরাণে স্বর্গ সপ্ততল বলিয়া বর্ণিত আছে। সর্ব্বোপরিস্থ সপ্তম তলের নিরতিশয় সুখময় ধামই মহম্মদের আবাসস্থান। মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যেকেই উপযুক্ত বাসস্থানে অপ্সরা-গণের সহিত সুখ সম্ভোগ করিবে। বস্তুতঃ মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার জন্য শিষ্যদিগকে এই প্ররোচনা দিয়াছেন যে, তাহারা অন্তে স্বর্গে গিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন ও নানাজাতীয় অলৌকিক সুস্বাদু ফল ভোজন এবং অপ্সরাগণের সেবা-সুখ লাভে সমর্থ হইবে। কোরাণে অনেক প্রকার নরক বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যগণকে ভয়প্রদর্শনার্থ মহম্মদ পাপভেদে নরক-ভেদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সকলের মধ্যে ন্যূন শাস্তি পাদুকা-বিহীন পাদ অগ্নিতে সংস্থাপন। তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভর্জ্জিত হওয়া নাস্তিকের দণ্ড। স্বর্গ নরকের মধ্যস্থানে আরাফ নামক এক লোক বিশেষ আছে। যাহাদের পাপ পুণ্য সমান, তাহারা ঐ লোকে গিয়া অবস্থিতি করিবেক। নরকের উপরিভাগ দিয়া পুল সেরাত নামে এক সেতু আছে, তাহা কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরধারাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। সকল মনুষ্যকে উহা অতিক্রম করিতে হইবে, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারাই যাইবার উদ্যম করিবামাত্র ঐ সেতুর নিম্নস্থ অতল-স্পর্শ মহা ঘোর নরকে পতিত হইবে।

ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিকর্ত্তব্যতা-কলাপের মধ্যে প্রত্যহ পাঁচবার মসজিদে উপাসনা করাই মুখ্য কর্ম্ম। দেহশুদ্ধি ও ভূয়োভূয় আরাধনা ব্যতীত জীবনের মধ্যে একবারও মক্কায় যাওয়া কর্ত্তব্য। লোকেরা চারিটী বৈধ বিবাহ করিতে পারিবে। কোরাণে জ্ঞানকৃত বধ, লাম্পট্য, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, কুসীদগ্রহণ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্য-পান, ও শূকরমাংস ভোজন নিরতিশয় পাপমধ্যে গণ্য।

মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি নামে দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে। পারস্য-দেশীয় মুসলমানেরা সিয়া আর তুরস্ক-জাতীয়েরা সুন্নি। সিয়ারা আলীনামক মহম্মদের জামাতাকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মান্য করেন, আর সুন্নিরা আবুবেকর প্রভৃতিকে মহম্মদের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করেন। কোরাণ ভিন্ন মুসলমানেরা হাদিস অর্থাৎ প্রবাদ-বাক্যাদিও মান্য করে এবং ইজমা অর্থাৎ

প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের মতও গ্রাহ্য করে।

মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়াদ, সেখ, মোগল ও পাঠান এই চারি প্রসিদ্ধ জাতি আছে। মুসলমান সম্প্রদায় বিচারককে কাজী, আইন-প্রকাশককে মুফ্‌তি, ধর্ম্মাচার্য্যকে ইমান এবং চিকিৎসককে তাবিব ও হাকীম বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহারা কোনও বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ পণ্ডিতকে মুকাফিক, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপককে মুতাকালিম, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতকে মৌলবী, আইনজ্ঞকে ফাকি, প্রবাদবাক্যপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহাদিস, চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষকে মাদারিস এবং কোরাণের ভাষ্যকারকে মুফাসির বলেন। সাধুকে পীরওয়ালী বলা হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে "মহরম" নামক একটী প্রসিদ্ধ মহোৎসব আছে। উহারা মাসের প্রারম্ভে ঐ মহোৎসব আরব্ধ করিয়া ক্রমাগত দশদিন আলী ও তৎপুত্র হাসান হোসেনের মৃত্যু স্মরণার্থ "মাতাম" অর্থাৎ শোক বিলাপ প্রকাশ করিয়া থাকে। সিয়া সম্প্রদায়েরা এই মহোৎসব বিশেষরূপে পালন করেন। সুন্নিরা কেবল দশম দিন অস্থুরাকে পবিত্র ভাবে পালন করেন, কেননা ঈশ্বর নাকি এই দিবসেই আদম ইভ, স্বর্গ নরক, জীবন মৃত্যু ও ভাগ্য ইত্যাদি সৃষ্ট করিয়াছিলেন। মহরমের পূর্ব্বে ইমামবারা বা অস্থুরখানা নির্ম্মিত স্থানের মধ্যে একটী গর্ত্ত খনন করা হয় এবং উহাতে প্রজ্বলিত অগ্নি রাখিয়া রাত্রে বৃদ্ধ যুবা ও শিশুগণ লাঠী ও তরবাল লইয়া উহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করে, আর হাসেন হোসেন শব্দে চীৎকার করে। অবশেষে তাজিয়া ও তাবুত অর্থাৎ হাসেন হোসেনের গুম্বজ ও পতাকা প্রদর্শিত হইয়া দশম দিবসে উহা কোনও জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে মহোৎসব সাঙ্গ হইয়া যায়।

ম, রা, শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

আহারের পারিপাট্যে দিন করে ক্ষয়,
আত্মোন্নতি করিবার কোথায় সময়? ১
যে যত কথায় পটু, সে তত অসার;
শূন্য আর পূর্ণকুম্ভ নিদর্শন তার। ২
সংসার বিমল স্বচ্ছ বিশাল দর্পণ,
আপনি যেমন, ইহা দেখাবে তেমন। ৩
নীরবে তপন চলে, দেহে রক্ত বয়,
প্রকৃতির বড় কাজ নীরবেই হয়। ৪
করিতে জানে না 'ফুল' স্বযশ-ঘোষণ,
মধুকর তবু তার করে অন্বেষণ। ৫
সতীর প্রশংসা শুনি কার প্রাণ জ্বলে?
অসতী বলিয়া যারে নিন্দয় সকলে। ৬
নিরখি গুণীর গুণ কে হয় কাতর?
ঘৃণিত নির্গুণ যেই সমাজভিতর। ৭
পরের ঐশ্বর্য্যে কার নয়ন টাটায়?
আপন প্রকৃতি যার গঠিত হিংসায়। ৮

করিলে করিতে পারে অপরে উদ্ধার,
এইমাত্র ভরসায় দিও না সাঁতার। ৯
অনাদরে যেই বীজ দলিতেছ পায়,
হ'তে পারে পাবে শান্তি তাহারি ছায়ায়। ১০
হাসিতেছ আজি যেই শিশুর কথায়,
হয়ত বাঁচিবে দেশ তার প্রতিভায়। ১১
যদি বাড়ে ধন মান নামের পসার,
হইতে স্বদেশ-প্রেমী আপত্তি কাহার? ১২
হাতী ঘোড়া ধন জন সব যায় বয়ে,
কালীর আঁচড় থাকে চিরজীবী হয়ে। ১৩
রোগ শোক অভাবের ছোট বড় নাই,
যখন যা উপস্থিত, অসহ্য তাহাই। ১৪
পোষা পাখী বিশ্বাসের উপযুক্ত নয়,
যখন যাহার হাতে, তারি কথা কয়। ১৫
কাননের বাঘ কিম্বা জলের কুম্ভীর,
আনিয়া যে পোষে ঘরে, মৃত্যু তার স্থির। ১৬
অজ্ঞানে করিলে পাপ ফলে না কি ফল?
শিশু কি মরে না প্রাণে খাইলে গরল? ১৭
খোলা ঘট পূর্ণ হয় কূপে নিমজ্জিলে,
রুদ্ধ ঘট শূন্য থাকে সমুদ্রে ডুবিলে। ১৮
অলসের হাতে যাহা কণ্টকের বন,
পরিশ্রমী করে তাহা নন্দনকানন। ১৯
কুকর্ম্মেতে কেবা কার পরামর্শ চায়?
পায়ধরা তোষামোদ যদি পড়ে দায়। ২০
সুখরত চলিয়া যায় দিয়া মাত্র দেখা,
দুঃখটী রহিয়া যায় পাষাণের রেখা। ২১
যদি না থাকিত হায়! সুখের বন্ধন,
অনায়াসে হ'ত লাভ মুক্তি হেন ধন। ২২
জ্ঞানরত্ন কত আছে শাস্ত্রের সাগরে,
না ডুবিলে কেবা পায় সুধু বসি তীরে? ২৩
যেখানে সবাই বিজ্ঞ, সবাই প্রধান,
হিতকথা কভু সেথা নাহি পায় স্থান। ২৪
সহস্র ধাত্রীর সেবা হয় যদি লাভ,
তথাপি ঘোচে না এক মায়ের অভাব। ২৫
পুষ্পসঙ্গে উঠে কীট দেবের মাথায়,
কিন্তু তাই বলে তার কীটত্ব কি যায়? ২৬
স্বর্ণের পরীক্ষা হয় অনলে পাষাণে,
নরের পরীক্ষা হয় বিপদ-ঘর্ষণে। ২৭
মরিল দরিদ্র কবি পথ্য না পাইয়ে,
আজি মহোৎসব তার জন্মদিন নিয়ে। ২৮
বাঁচিতে সলিল-বিন্দু দিল না যে ছেলে,
শ্রাদ্ধে সে দানসাগর করে হেসেখেলে। ২৯
ব্যাকুল হৃদয়ে আসে ঈশ্বরের বল,
চাতকের পিপাসা নিবারে স্বর্গজল। ৩০

চ।

স্বদেশ-পূজায় বঙ্গমহিলা।

বর্ত্তমান ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে ও মাতৃভূমির পূজানুষ্ঠানে বঙ্গমহিলারা যেরূপ সম্মিলিত এবং পুরুষদিগের কার্য্যের সহকারিতায় স্বতঃপ্রবৃত্ত, এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভাসমিতি করিয়া বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদে দুঃখপ্রকাশ এবং বিদেশীয় দ্রব্য

বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরুষের উত্তেজনা এখন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, কোন কোন মহিলা অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্য সভায় পুরুষদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, আর গৃহে গৃহে তাঁহাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিয়া স্বামী, ভ্রাতা ও সন্তানদিগকে মাতৃপূজা-ব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন। ১৬ই অক্টোবরের "Federation Hall" সম্মিলনগৃহের ভিত্তিস্থাপনে প্রায় ৫০০ মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সুসময় বিধাতার বিশেষ কৃপায় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের রমণীগণ দেবালয়, রন্ধনশালা ও ভাণ্ডারের কর্ত্রী এবং অন্তঃপুরের সাম্রাজ্ঞী, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইলে দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও সমাজের সংস্কারসাধন আশুসাধ্য। আমরা আর অধিক কথা না বলিয়া বর্ত্তমান আন্দোলনে কয়েকটী সহৃদয়া মহিলার উক্তি নিম্নে প্রকটিত করিতেছি এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, স্ত্রীপুরুষের মণিকাঞ্চনী যোগে মাতৃভূমির সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হউক।

১। বন্দে মাতরম্।

জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান।
মুছ মা আঁখির জল,
ভগ্ন বুকে বাঁধ বল,
হীনতা দীনতা যাবে, কর দৃষ্টিদান। ১
জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান।
ডুবিয়া ঘুমের ঘোরে,
অনাচারে অত্যাচারে,
করিয়াছে বিধিমতে তব অপমান। ২
কিন্তু আজ জাগিয়াছে কৃতঘ্ন সন্তান।
আর তারা তোরে ছাড়ি
যাবে না পরের বাড়ী,
মাতৃপূজা মহাযজ্ঞে দিবে প্রাণ দান। ৩
করেছি প্রতিজ্ঞা সবে মাতৃপূজা তরে,
থাকে যদি শক্তিভক্তি,
মায়ের করিব মুক্তি,
বিদেশের বিলাসিতা বূহ ভেদ করে। ৪
ভুল মা! সন্তানকৃত পূর্ব্ব অপমান,
আজি তারা অনুতপ্ত,
কামনা বাসনা মুক্ত,
প্রাণ ভরে গায় "বন্দে মাতরম" গান ৫
লভিয়াছে নিদ্রিতেরা নব-জাগরণ,
সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে
তুলিয়াছে বাঁচাইয়ে
রাজলক্ষ্মী—মা তোমার সুতসুতাগণ। ৮
বহেছে নগরে গ্রামে প্রেমের তুফান।
মার দুঃখ দূর তরে,
ব্রত করে ঘরে ঘরে,
মায়েরে জড়ায়ে ধরে মার সুসন্তান। ৯
ছুটিয়াছে বঙ্গভূমে প্রেমের তুফান;
বাজিছে বিজয়-ঢাক,
ধ্বনিছে মঙ্গল শাঁখ,
অধঃপতিতের আজি স্বর্গেতে উত্থান।১০
আট কোটি বাঙ্গালির অপূর্ব্ব মিলন!
দ্বেষাদ্বেষি আর নাই,
মিশিয়াছে ভাই ভাই,
বোনের করেছে বোন কণ্ঠ-আলিঙ্গন। ১১

বর্জিব বিলাতী দ্রব্য কি দুর্জ্জয় পণ!
ধনী দীন ডাকে মাকে,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ডাকে,
চিরস্থায়ী হোক্ এই শুভ সম্মিলন। ১২
শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
সন্তানের আত্মদান,
মাতৃপূজা অনুষ্ঠান,
কি সুন্দর কি পবিত্র বন্দে মাতরম্। ১৩
শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
কাটুক মা অঙ্গ তোর,
ফেলিস্ না আঁখি-লোর,
প্রাণ ভরে শোন গীত বন্দে মাতরম্। ১৪
আসামী হইনু সব বাঙ্গালী যাহারা,
তাহাও সার্থক ভাবি,
যদি মাতৃপদ সেবি,
ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গ নাহি হই হারা ১৫
আসামী হইনু মোরা বাঙ্গালী যাহারা,
তথাপি মায়ের ছেলে,
রহিব মায়ের কোলে,
মরিয়া বাঁচিব পুনঃ পিয়া স্তন ধারা ১৬
ভুলি পূর্ব্ব ভেদাভেদ বঙ্গবাসিগণ,
পাল সবে বিধিমত
মাতৃ-পূজা পুণ্য ব্রত,
বন্দে মাতরম্ গাও বন্দে মাতরম্। ১৭
শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।

২। ভগিনী আহ্বান।*

রজনী পোহাল, দিবস আসিল,
অরুণকিরণে দিগন্ত ভাসিল;
বহুদিন পরে ভারত-আকাশে,
কি অপূর্ব্ব জ্যোতি আজিকে প্রকাশে।
সে জ্যোতিতে আর কে ঘুমায়ে রবে?
পূজিতে মায়ের চরণ কমল,
মুছিতে তাঁহার ক্ষত বক্ষঃস্থল,
দূরিবারে তাঁর যাতনা সকল,
বদ্ধপরিকর হয়েছে সবে।
মরি আজি কিবা মধুর মিলন,
বঙ্গজননীর প্রিয়সুতাগণ,
হয়েছে আজিকে এখানে মিলিত,
জননীর কষ্টে সবাই ব্যথিত,
সবাকার মুখে একই কথা।
আজিকে সবাই জাতি-ধর্ম্ম ভুলে,
হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম বৌদ্ধ মিলে,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হ'তেছে সকলে,
ঘুচাতে মায়ের মরম-ব্যথা।
বঙ্গ জননীর প্রিয় পুত্রগণ,
বিলাস-বাসনা দিয়া বিসর্জ্জন,
ছাড়িতেছে সবে বিলাতী বসন,
ছাতা, ছড়ি, জুতা, সব ই) ছেড়েছে।
সৌখীন বাবুরা সিগারেট ছাড়ি,
ধরেছেন সবে স্বদেশীয় বিড়ি,
বিলাতী এসেন্স, বিলাতী সাবান,
কারো কাছে আর নাহি পায় স্থান;
স্বদেশী জিনিসে সবে মেতেছে।
আমরা ভগিনী অবলা বলিয়া,
থাকিব কি বসে নিশ্চেষ্ট হইয়া?
তাহা ত হবে না আমরাও তবে,
বিলাতী জিনিষ তেয়াগিব সবে,
মার কষ্ট দূর করিতে হইবে।
করিতে দেশের কল্যাণ-সাধন,

* মহিলা সমিতির বৈঠকে পঠিত হইবার উদ্দেশে লিখিত।

বিলাতী জিনিষ করিতে বর্জ্জন,
যথাসাধ্য মোরা করি প্রাণপণ,
এস এস বোন, মিলিয়া সবে।
"মার দেওয়া মোটা কাপড়" পবিব,
মার দেওয়া সব (ই) আদরে লইব,
স্বদেশী জিনিসে লজ্জা নিবারিব,
এস, এ প্রতিজ্ঞা সকলে করি।
হে ভগিনীগণ, খুলি প্রাণ মন,
বল সমস্বরে "বন্দে মাতরম্"
কিবা সুমধুর, কিবা মনোরম,
শুনি প্রাণ মন উঠে শিহরি।
আমাদের মাতা চিরপরাধীনী,
পরধনে তাই মোরা গরবিণী,
মাতৃদত্ত ধনে অবজ্ঞা করিয়া,
রহিয়াছি সবে মোহেতে ডুবিয়া,
তাইতে এ হেন দুর্দ্দশা মা'র।
ত্রিশ কোটি হায়! যার সুত সুতা,
সেই অভাগিনী পরের আশ্রিতা!
আজি সে সবার চরণে দলিতা,
ধিক্ ত্রিশ কোটি সন্তানে তাঁর।
এতদিন মোরা মোহেতে ডুবিয়া,
নিজ জননীরে ছিলাম ভুলিয়া,
জননীর কষ্ট বুঝিনি কখন,
বিলাতীয় মোহে ছিলাম মগন,
এখন ঘুচেছে ঘুমের ঘোর।
মার কষ্ট এবে বুঝেছি সকলে,
ত্রিশ কোটি মোরা মার মেয়ে ছেলে,
একতার হার সবে পরি গলে,
ঘুচাব মায়ের যাতনা ঘোর।
ধর্ম্মে মতি আর একতার বল,
থাকিলে হইবে নিশ্চয় সফল
মোদের উদ্যম; ক্ষত বক্ষঃস্থল
মোদের মায়ের লাগিবে যোড়া।
পুনঃ এস বোন খুলি প্রাণ মন,
বল সমস্বরে "বন্দে মাতরম"
কিবা সুমধুর কিবা মনোরম,
দিগ্‌দিগন্তরে পড়ুক সাড়া॥

শ্রীনী।

৩। দুঃখের মিলন।

অহো! থাকিতে জীবিত জননীর কোলে
ত্রিশ কোটি পুত্র, কি কুভাগ্য-ফলে
এ ঘোর নিগ্রহে, সিক্ত অশ্রুজলে
দুখিনী জননী বলনা ভাই?
আমাদের দেহে নাহি কি জীবন,
নাহি বাহু? নাহি নয়ন শ্রবণ?
উত্তপ্ত শোণিত শীতল এখন,
নীরবে এ দুঃখ নেহারি তাই।
ক্ষুদ্র বালকের জননী-অঞ্চল
ছাড়াইতে বল কার আছে বল?
সুকুমার শিশু অশক্ত দুর্ব্বল,
তবু লোটে ভূমে আকুলপ্রাণে।
হায়। জননীর সুযোগ্য কুমার
অজস্র থাকিতে কোন উপকার
হইল না, সাধ্য নহিল কাহার,
বাঁচাতে মায়েরে অভয়দানে?
শোকদুঃখ-ক্লিষ্টা মোদের জননী,
বিবিধ আঘাতে আকুলিত প্রাণী,
হায়রে জননী! তবু স্নেহখনি,
প্রীতির মূরতি তবুরে ভাই!
কে ছিলরে সুখী আমাদের মত,
কে পেয়েছে বল জননী এমত,

যদিও তাঁহার দেহ অস্বাহত,
তাঁরি বক্ষে তবু মোদের ঠাঁই।
আমরা ভিখারী দুঃখিনী-কুমার,
এ ভূষণ বাস সাজে কিরে আর?
দারিদ্র্য রাহু গ্রাসিল যাহার
প্রিয় জন্মভূমি, স্বদেশিগণে,
পারি যদি মোরা হৃদয়-শোণিতে
একটী দুঃখীর বেদনা দূরিতে,
তার চেয়ে আর কি আছে মহীতে
বারেক দেখনা জীবন পণে?
কি অভাবে ভাই আমরা বিকল,
রত্নখনি মাতা কেন নিঃসম্বল,
হতভাগ্য মোরা ভিখারী দুর্ব্বল,
বিদেশীরা ধনী মোদের ধনে?
করহ প্রতিজ্ঞা দিবনা, দিবনা,
শেষ মুষ্টিমেয় সম্বল আপনা
বিদেশী বণিকে; এ শুভ কামনা,
পূর্ণ কি হবে না জীবন পণে?
ধনী, ধনরত্নে করে সমুজ্জ্বল
মাতৃভূমি; মোরা দরিদ্র দুর্ব্বল
সাজাব মাতায় ভক্তি অশ্রুজল,
প্রস্ফুটিত বন কুসুম দিয়ে,
আমরাও ভাই গরিব সকলে
স্বদেশী বসন ভূষণ যা মিলে,
ভিখারীর অঙ্গে কভু কি সাজেবে
রাজভূষা; বৃথা সাজি কি নিয়ে?
ছাড় ভ্রাতৃগণ, বিদেশী ভূষণ,
স্বদেশীয় শিল্পে করহ যতন,
আকারে মানব, মোদের জীবন,
মনুষ্যত্বহীন হবে কি বলে?
এখনো আমরা জাগিলে আবার,
স্বর্গের দেবতা ঢালি সুধাধার
করিবে মোদের জীবন সঞ্চার,
মা বলে মায়েরে ডাক সকলে।
গাও ভ্রাতৃগণ, গাও সুধাময়,
বন্দে মাতরম্! বড় দুঃসময়,
নগরে প্রান্তরে বিজনে, কি ভয়
গাইতে মায়ের প্রশংসা গান?
গাও ভাই সবে স্বদেশ-মঙ্গল,
স্বদেশের দুঃখে ফেল অশ্রুজল,
স্বদেশের তরে হোক অচঞ্চল,
'দুঃখের মিলন', জুড়াক প্রাণ॥

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী—ঢাকা, উয়ারী।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতরে পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"শ্রেয়ঃ প্রাণবিসর্জ্জন পর-উপকারে!"

ভাগ্যচক্র যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত, তাহা নহে; ইহা জাতিগত ও দেশগত। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে যেমন "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ", প্রত্যেক দেশের ভাগ্যেও ঠিক্ তদনুরূপ। যে ভারতবর্ষ সর্ব্বরত্নের আকর ছিল, তাহাকেই আজি নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প-জাত দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে

হইয়াছে; যে দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ভারতবর্ষের বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্কভার স্থাপনার্থ বিলাতী বণিকদিগের অন্যায় অনুরোধ—এবং এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রকৃতিরঞ্জন মিরকাশীমকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল; যে দেশের পণ্যদ্রব্য বিলাতী পণ্য অপেক্ষা কতগুণে শ্রেষ্ঠ দেখাইবার জন্য টমাস্ মনরো (Thomas Monro) মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় শাল অধিক মূল্যে খরিদ করিব সেও ভাল, তথাপি আমি ইউরোপীয় শাল বিনামূল্যে উপ-ঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যব-হার করিতে অভিলাষ করি না"; যে ভারতবর্ষের বস্ত্রাদির উপর বিলাতে শত-করা ৭০৲ হইতে ৮০৲ টাকা কর নির্দ্ধারণ করিয়াও ইহার কাটতি বন্ধ করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল; সেই ভারতবর্ষ কিরূপে বিলাতী বণিক্‌দিগের প্রবঞ্চনামূলক চুক্তি-পত্র ও জবরদস্তী বায়না, সিপাহীর কশা-ঘাত, বণিককর্ম্মচারীর অমানুষিক অত্যা-চারে প্রপীড়িত হইয়া বস্ত্র ব্যবসায় হারাইল ও ভারতের অসংখ্য সূত্রধর নৃশংস বিদেশী বণিকদিগের হস্ত হইতে জাতি কুল মান বজায় রাখিবার জন্য কিরূপে স্বহস্তে আপনাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া অনশনে থাকিয়াও অক্ষম সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জজ উইলিয়ম বোল্টন সাহেব তাঁহার "ভারতব্যাপার আলোচনা" (Considerations on Indian Affairs) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যখন সামান্য দ্রব্যের জন্যও বিদেশের ভরসায় থাকিতে হয়, তখন দেশের কোনও বৃহৎ ব্যাপারের জন্য আবশ্যক দ্রব্য যে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তথাপি ভারত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ যে বিপুল বিদেশীয় আমদানির মধ্যে পাল-পার্ব্বণে স্বদেশজাত দ্রব্যোৎপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে উৎসাহদান করিয়া থাকেন।

১৮৭৬ সাল, নবেম্বর মাস। আগামী বর্ষে ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীর দরবার বসিবে। সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জনের আমলে যেমন ভারতবর্ষে একটী জাঁকজমক-পূর্ণ দরবার হইয়াছে, ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটনের সময়েও প্রায় তদনুরূপ হইয়া-ছিল। উহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নানা দেশের ব্যবসায়িগণ দিল্লী পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদার, ধনী, বণিক্ মহলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। উপাধিপ্রিয় অন্তঃসার-শূন্য জমিদারগণ বহু কষ্টে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া বণিকদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, ও ইউরোপ হইতে পছন্দমত পোষাক আনাইয়া দিবার জন্য ফরমাইস করিতেছেন। এখন আমাদের দেশে বিজয়া দশমীর দিবস বস্ত্রাদির অর্ডার

সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন ম্যানচেষ্টার হইতে বণিক্‌দিগের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, সে সময়েও সেইরূপ জনকয়েক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য রথ দেখা ও কলাবেচা। আমাদের টমসন সাহেবও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি দরবারের ৮।১০ মাস পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছিলেন; নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে একটা বস্ত্রের ব্যবসায় খুলিলে বিস্তর লাভ হইবে। অর্ডার সংগ্রহ ভিন্ন, তিনি এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং এলাহাবাদে একটী কারবার খুলিবেন এবং এলাহাবাদেই বাসাভাড়া লইলেন।

একদিন বৈকালে টমসন অন্য দুই তিন জন সাহেবের সহিত আপন কামরায় উপবিষ্ট হইয়া মনঃকল্পিত ব্যবসায় সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সাহেবের চাপরাশী দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "অনেক অনুসন্ধান করিয়াও টমিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

টমি টমসন সাহেবের একমাত্র সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা। যমুনা নদীর উপকূলে টমসন সাহেবের বাসা। "তবে জলে ডুবিয়াছে" এই বলিয়া টমসন ও অন্যান্য সাহেবগণ যমুনার তীরের দিকে ছুটিলেন; এবং একটী যুবক তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল।

চাপরাশীকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া টমসনপত্নী স্বয়ং যমুনাকূলে গমন করিয়াছিলেন। যমুনাতট লোকে লোকারণ্য; কচ্ছপ-বহুল যমুনা কুলুকুলুধ্বনিতে গঙ্গা সম্মিলনে চলিয়াছে। কিন্তু টমির কেহই সন্ধান পাইতেছে না। টমসনপত্নী মণিহারা ফণীর ন্যায় ছটফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন; টমিকে যে কেহ খুঁজিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অজস্র অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

টমসন সাহেব উন্মত্তের ন্যায় যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতিও তাঁহাকে দেখিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। শীতকালের বৈকাল; আশুগতির যেন অস্তিত্ব লোপ হইল; অস্তোন্মুখ সূর্য্যদেব লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, যমুনার কুলকুলধ্বনি যেন নীরব হইল; নিকটস্থ বৃক্ষোপরি একটী পক্ষিশাবক তাহার মাতার মুখ হইতে আহার লইয়া কিচমিচ শব্দে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল; নিকটস্থ গরুর পালে একটী গাভী তাহার সদ্যপ্রসূত বৎসের গাত্র লেহন করিতে করিতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

সাহেব স্বয়ং যমুনার মধ্যস্থল বিশেষরূপে পরিদর্শন করিবার জন্য একটী মাজিকে নৌকা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইতিমধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ যে কি একটা দেখা যাচ্ছে না? একবার ডুব্‌ছে, একবার উঠ্‌ছে!"

হাঙ্গরকুম্ভীর বিশেষতঃ কচ্ছপের ভয়ে কেহ জলে নামিতে সাহসী হইল না;

হঠাৎ একটী যুবক উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করতঃ যমুনাবক্ষে লাফাইয়া পড়িল, এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া সন্তরণ দিয়া চলিতে লাগিল। মা যমুনা যেন প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া আদর করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিলেন; সন্তান ভীত হইবে বলিয়া যেন যমুনা জলজন্তুকে ক্ষণকালের জন্য লুক্কায়িত থাকিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুষ্টছেলে সে কথা শুনিবে কেন? এক একবার উঁকি মারিয়া যুবককে দেখিতে থাকে; পুনরায় তিরস্কারের ভয়ে লুকাইয়া পড়ে।

কিন্তু যুবকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই; তিনি অবিচলিতচিত্তে গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। ভাসমান দ্রব্যটী তুলিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই মনুষ্য; বয়সও ৭।৮ বৎসরের অধিক নয়। তখন তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ ও বাহুতে চতুর্গুণ বলের সঞ্চার হইল; তিনি দক্ষিণ হস্তে টমিকে লইয়া বাম হস্তে সন্তরণ দিয়া তীরে পৌছিলেন। টমি তখনও জীবিত ছিল; ঈশ্বরানুগ্রহে বহু শুশ্রূষার পর টমি এ যাত্রা প্রাণ পাইলেন।

যুবককে সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। টমসন সাহেব ও তৎপত্নী যে তাঁহাকে কি উপহার দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না; একবার যাহা প্রদান করিবেন স্থির করেন, তাহা এরূপ উপকারীর অযোগ্য ভাবিয়া পরক্ষণেই পরিত্যক্ত হয়। এখন তাঁহারা কন্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া যুবকের বীরত্ব ও উপচিকীর্ষার বিষয় স্মরণ করিয়াই অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে টমসন সাহেব কহিলেন "মহাশয়! আজ আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার ধার আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, আর আপনি আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাহার জন্য ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিবেন।"

যুবক। মহাশয়! ঈশ্বর আমার মঙ্গল করবেন, এ ভেবে তো নদীতে ঝাঁপ দিইনি। মরণ যখন নিশ্চিত, তখন প্রাণটাকে একটা ভাল কাজের জন্য দিতে কে না ইচ্ছা করে? আর আপনার আমি কোন উপকারই করতে পারিনি; আপনি আমার যা উপকার করেছেন, আমি কোন জন্মেই সে ঋণ হতে মুক্ত হতে পারব না। সে উপকারের তুলনায় এ অতি তুচ্ছ।

টমসন। আপনি আমার কন্যার প্রাণদান করেছেন।

যুবক। আপনিও আমার জীবনদাতা।

টমসন বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কই! আমি যে আপনার এমন কোন উপকার করতে পেরেছি বলে স্মরণ হয় না।"

যুবক। আপনি কি কখনও মেদিনীপুর গিয়াছিলেন?

টমসন। পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে।

যুবক। গোপপাহাড়ের নিকট কোনও বিশেষ ঘটনা স্মরণ হয় কি?

টমসন। সে সময় দস্যুগণ কয়েকজন পথিককে নিহত ও একজনকে আহত করে রেখে গেছিল; আহত ব্যক্তিকে আমি বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে রেখে এসেছিলুম; এখন তিনি সেরে বাড়ী গেছেন। আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি?

যুবক। মহাশয়! এই অধীনকেই আপনি আহত অবস্থায় এনে বর্দ্ধমানে রেখেছিলেন।

সাহেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি যুবকের হস্তদ্বয় আপনার চক্ষের উপর রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। টমসন-পত্নী অবিরত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারও চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ভূতলে পতিত হইল। সাহেব অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন "আপনি বাড়ী গিয়ে আমায় সংবাদ দেননি কেন?"

যুবক। হাঁসপাতাল হ'তে এখানেই আসছি; এখনও বাড়ী যাইনি।

টমসন। দরবারের কাজের উদ্যোগে আমি বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, মধ্যে কিছুদিন আপনার সংবাদ নিতে পারিনি; তার পর আমি আপনার নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমানের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে টেলিগ্রাম করি; সেইদিনই টেলিগ্রামে উত্তর পাইলাম যে "রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; তিনি বাড়ী গিয়াছেন।"

যুবক। তিনি ঠিকই লিখেছিলেন; আমিও একথা জানি। আপনি যে ডাক্তার বাবুর নামে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তিনি প্রায় এক মাস হইল ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছেন, এই কথা লিখেছিলেন।

টমসন। তা হ'তে পারে। টেলিগ্রামে তাঁর নাম ছিল না; 'বর্দ্ধমান হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন' এইরূপ লেখা ছিল। তাতেই আমি ভেবেছিলেম যে ইনি তবে পূর্ব্বের ডাক্তার বাবুই হবেন।

এইরূপ ক্ষণকাল কথাবার্ত্তার পর টমসন সাহেব কহিলেন "আপনার পূর্ব্বের বিপদের কথা এর পর শুনা যাবে; এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি লোকদ্বারা আপনার আহারাদির আয়োজন করিয়ে দিচ্ছি; পৃথক্ বাড়ী ও ভাল ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

আমরা সুধীরের সাক্ষাৎলাভ করিলাম; এবং তিনি উপযুক্ত স্থানেই আশ্রয় পাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক
"অমলার হারানিধি মিলে কিনা মিলে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সম্রাট্ অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

৭ম অধ্যায়।

১। যে সকল বস্তু তোমার মনের বাহিরে, তাহাদের সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই, তোমার মনের এইরূপ ভাব হউক, তাহা হইলে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

২। সকল কাজের মধ্যে গর্ব্বিত ভাব নয়, কিন্তু সুরসিকতার ভাব দেখান তোমার কর্ত্তব্য। ইহাতে বুঝিবে যে, যে মানুষ যেরূপ কাজে ব্যাপৃত, তাহার মূল্য তদনুসারী।

৩। অন্যের সাহায্য লইতে লজ্জা বোধ করিও না। ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির হইও না, কারণ তাহা যথাসময়ে তোমার নিকট আসিবে।

৪। শরীরের যে সকল অংশ পতনের ক্লেশ অনুভব করিতে পারে, করুক। যে সকল অংশ কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মন্দ বলিয়া আমি যতক্ষণ বিবেচনা না করি, ততক্ষণ তাহাতে আমার ক্ষতি করিতে পারে না। আর এরূপ মনে না করা আমার সাধ্যায়ত্ত।

৫। মনের নিয়ামক কোনও বৃত্তি আত্মাকে চঞ্চল বা ব্যথিত করে না। শরীরকে কোনও ক্লেশ সহ্য করিতে না হয়, তাহার পথ শরীর দেখুক এবং ক্লেশ পাইলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলুক। কিন্তু যে আত্মা ভয় ও ক্লেশ অনুভব করিবে, অনুভবনীয় বিষয়ে তাহার নিজের মন্তব্য নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহার আছে। শরীরের ক্ষতিতে তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না; কারণ আপনার ক্ষতিকর অপসিদ্ধান্তে সে উপনীত হইবে না। আত্মা নিজে অভাব সৃষ্টি না করিলে সে নিজে অভাবগ্রস্ত হইবে না। আত্মা আপনি আপনাকে চঞ্চল ও পেষিত না করিলে চঞ্চল ও পেষিত হইবে না।

৬। যাহারা অনিষ্ট করে, তাহাদিগকে ভালবাসিবার বিশেষ ক্ষমতা মানুষের আছে। কিন্তু অনিষ্টকারী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই, কারণ সে তোমার আত্মাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

৭। তোমার যা নাই, তাহার অপেক্ষা যা আছে, তাহারই বিষয় অধিক চিন্তা কর। যাহা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই মনোনীত কর এবং পরে চিন্তা কর; তাহা না থাকিলে কত আগ্রহের সহিত তাহারই অন্বেষণ করিতে। কিন্তু এই বস্তুর অতিগৌরব করিও না, কারণ এরূপ করিলে পরে তাহার অভাবে ক্লেশ অনুভব করিবে।

৮। কল্পনাকে মুছিয়া ফেল। বর্ত্তমানের ভাবনা ভাব। মানুষ কোনও

অনিষ্ট করিলে যেখানে করে, সেইখানেই তাহা রাখিয়া দাও।

৯। সরলতা, শিষ্টতা এবং অনাসক্তি গুণে ভূষিত হও। মানবজাতিকে ভাল বাস এবং ঈশ্বরের অনুসরণ কর।

১০। লোকের উপকার করিয়া অত্যাচারিত হওয়া রাজকীয় গৌরব।

১১। ঈশ্বরের উপর নির্ভরপূর্ব্বক আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া, প্রতিবেশী লোকদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা এবং সতর্কতাসহকারে—তোমার বর্ত্তমান চিন্তা সুফলপ্রসূ করা সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে তোমার ক্ষমতায়ত্ত।

১২। মনে কর তুমি মৃত এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তোমার জীবনের সীমা পূর্ণ হইয়াছে; তৎপরে যেটুকু জীবন পাও, স্বভাবের অনুগত হইয়া তাহা যাপন কর।

১৩। তোমার ভাগ্যে যা ঘটে এবং তোমার অদৃষ্টসূত্র যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহাই ভালবাস। ইহার অপেক্ষা তোমার উপযোগী আর কি হইতে পারে?

১৪। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনিচ্ছাপূর্ব্বক সত্য, ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা এবং উপচিকীর্ষা হইতে বঞ্চিত হয়—এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও; কারণ তাহা হইলে তুমি অন্যের প্রতি অধিক ভদ্রাচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

১৫। যখন কোনও ক্লেশ পাও, তখন এই চিন্তা মনে জাগ্রৎ রাখিবে যে, ইহাতে কোন অমর্য্যাদা নাই এবং ইহা তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিকে মলিন করিতে পারে না।

১৬। যদিও সমুদায় সংসার তোমার বিরুদ্ধে চীৎকার করে এবং শ্বাপদ জন্তুগণ তোমার শরীরের অঙ্গ সকল ছিঁড়িয়া খায়, তথাপি নির্বিঘ্ন মনের পরম শান্তিতে বাস করা তোমার সাধ্যায়ত্ত।

১৭। তাঁহারাই সম্পূর্ণ চরিত্রবান্, যাঁহারা জীবনের প্রত্যেক দিনকে জীবনের শেষ দিন বলিয়া যাপন করেন।

১৮। যখন তুমি কোনও ভাল কাজ কর এবং অপরে তোমার কাজের গৌরব লাভ করে, তখন তোমার নিজের গৌরব বা পুরস্কারের অন্বেষণ করিও না।

গৃহকর্ম্ম।

বোম্বাই আলুর পায়েস।

প্রথমে উনানের জ্বালে একটা হাঁড়ি কিম্বা কটাহ তুলিয়া তাহাতে জল দাও। জল গরম হইলে কতক গুলিন বোম্বাই আলু তার ভিতরে ছাড়িয়া দাও। আলু গুলিন বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খোসা ছাড়াইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে রাখ। পরে আধ পোয়া ময়দা ও আধ পোয়া আতপ চাউলের গুঁড়া দ্বারা উক্ত আলুগুলিন সুন্দররূপে মাখ। অনন্তর ছোট ছোট বাটি বানাইয়া তার ভিতরে শুকনো ক্ষীর পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ছানাবড়ার

আকারে বড়া বানাও। পরে উনানের জ্বালে কটাহ তুলিয়া খানিকটা ঘি ঢালিয়া দাও। ঘি গরম হইলে উক্ত বড়াগুলিন অল্প অল্প ভাজিয়া নামাও, তারপর তিন-সের দুগ্ধ ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া তাহাতে বড়াগুলিন ছাড়িয়া দাও এবং বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, কয়খানা তেজপত্র ও চিনি দিয়া মৃদু জ্বাল দাও। পরে একটু কর্পূর ও দুইটা এলাচের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে ঢাল। ইহা খাইতে অতি উত্তম জিনিস। এই পায়েস রাঁধিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে বা তত্তুল্য ব্যক্তিকে খাইতে দাও।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়—দ্বারভাঙ্গা।

বিবিধ বিবরণ।

৫৬ বৎসরে মৃত্যু।

১। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রি—জাত খ্রীষ্টাব্দ ১৪৫১, মৃত ১৫০৭।

২। জর্ম্মণ সম্রাট ৪র্থ হেন্‌রি—জাত ১০৫০, মৃত ১১০৬।

৩। প্রুষিয়ার প্রথম রাজা প্রথম ফ্রেডারিক—জাত ১৬৫৭, মৃত ১৭১৩।

৪। ইংরাজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপ—জাত ১৬৬৮, মৃত ১৭২৪।

৫। ইটালীয় কবি ডান্‌টে—জাত ১২৬৫, মৃত ১৩২১।

৬। ইংরাজ প্রাচ্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ জর্জ্জ সেল—জাত ১৬৮০, মৃত ১৭৩৬।

৭। মার্কিণ রাজনীতিজ্ঞ জন হাঙ্কক—জাত ১৭৩৭, মৃত ১৭৯৩।

৮। ফরাসি সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা—জাত ১৭৯১, মৃত ১৮৪৭।

৯। মিসর ও সিরিয়ার সুলতান সালাদিন—জাত ১১৩৭, মৃত ১১৯৩।

১০। ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ষ্টিবেনসন—জাত ১৮০৩, মৃত ১৮৫৯।

১১। ইংলণ্ডেশ্বর ২য় হেন্‌রি—জাত ১১৩৩, মৃত ১১৮৯।

১২। ইংরাজ গ্রন্থকার রেভারেণ্ড চার্লস কিংসলি—জাত ১৮১৯, মৃত ১৮৭৫।

১৩। স্পেনীয় সেনাপতি ও রাজ-নীতিজ্ঞ জুয়ান প্রিন—জাত ১৮১৪, মৃত ১৮৭০।

১৪। রোমীয় সেনাপতি জুলিয়াস সিজর—জাত খৃঃ পূঃ ১০০, মৃত খৃঃ পূ ৪৪।

১৫। রোমীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ জ্যেষ্ঠ প্লিনি—জাত খৃঃ ২৩, মৃত খৃঃ ৭৯।

১৬। রোম-সম্রাট ২য় ক্লডিয়াস—জাত ২১৪, মৃত ২৭০।

১৭। মার্কিণ রাষ্ট্রবিপ্লব সেনাপতি হেন্‌রী নক্স—জাত ১৭৫০, মৃত ১৮০৬।

১৮। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট এব্রা-হাম লিঙ্কন—জাত ১৮০৯, মৃত ১৮৬৫।

১৯। রোমীয় সেনাপতি কনিষ্ঠ সিপিও এমিলিয়েনাস আফ্রিকেনাস—জাত খৃঃ পূঃ ১৮৫, মৃত খৃঃ পূ ১২৯।

২০। মেথডিষ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জর্জ্জ হোয়াইটফিল্ড—জাত ১৭১৪, মৃত ১৭৭০।

২১। জর্ম্মণ সম্রাট ২য় ফ্রেডারিক—জাত ১১৯৪, মৃত ১২৫০।

প্রসিদ্ধ নাসিকা।

বৃহৎ সুগঠিত নাসিকা মহাপুরুষের চিহ্ন। আমাদের দেশে এরূপ নাসিকাকে গরুড়ের বা শুকপক্ষীর নাসা বা তিল-ফুলের সহিত তুলনা করা হয়। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও এইরূপ দেখা যায়।

১। লাইকারগাস এবং সোলোনের নাক ৬ বুরুল লম্বা ছিল।

২। কবি ওভিডের নাক বোতলের মত ছিল বলিয়া তাঁহার ডাক-নাম নাসো।

৩। সিপিও নাসিকার নাম তাঁহার বৃহৎ নাসিকা হইতে উৎপন্ন।

৪। আলেকজাণ্ডারের বৃহৎ নাসিকা ছিল। রিচিলিউ এবং কার্ডিনাল উলসিরও তদ্রূপ।

৫। প্রাচীন মেডাল বা মুদ্রায় দেখা যায় পারস্যরাজ সাইরাস ও আর্টা জাবাক্-সিসের নাসিকার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ তাহার বেড় স্পর্শ করিয়াছে।

৬। অষ্টম আন্টিয়োকোসের নাসিকা শকুনীর নাসার মত বৃহৎ ও বক্র ছিল, এজন্য তাঁহাকে "গ্রাইপাস" বলিত।

৭। ওয়াসিংটনের নাসিকা ঈগল পক্ষীর নাসিকার ন্যায় ছিল। ইহা অতিশয় দৃঢ়তা, ধৈর্য্য এবং বীরত্বের পরিচায়ক।

৮। মহম্মদের নাসিকা এরূপ বক্র ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হইত।

৯। জুলিয়াস সিজারের নাসিকা ঈগল পক্ষীর নাসার ন্যায় ছিল।

১০। রোমরাজ নিউমার নাসিকা ৬ বুরুল লম্বা, তাহাতে তাঁহার আর এক নাম পম্পিলাস হইয়াছিল।

১১। সেক্সপীয়ার, বেকন, ফ্রাঙ্কলিন ও ডাক্তার জনসনের নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ছিল। ইহা মনস্বিতা এবং গভীর চিন্তা-শীলতার চিহ্ন।

১২। প্রথম নেপোলিয়নের নাসিকা যেন ছাঁচে ঢালা, বাটালি কাটা, সুন্দরা-কৃতি ও সুন্দরভাবব্যঞ্জক ছিল।

১৩। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নাসিকা এত বড় ছিল যে, লাভেডার বাজি রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি ১০,০০০ লোকের মধ্যে চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী স্পর্শে ইহা ধরিয়া দিব।

নূতন সংবাদ।

১। গত নবেম্বর কলিকাতার "সম্মিলন-গৃহের" প্রাঙ্গণে এবং মফঃস্বলের প্রায় সর্ব্বস্থানে মহাসমারোহে মহারাণী বিক্টো-রিয়ার ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বরের

ঘোষণাপত্র ও দেশবাসীদিগের ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত পত্র এই :—

"সমগ্র দেশের সমবেত প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট যখন বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিলেন, তখন আমরা এই প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-জনিত সকল প্রকার অপকারের প্রতি-বিধানার্থ এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণার্থ আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

২। কলিকাতায় যুবরাজের অভ্যর্থনা-প্রণালী—যুবরাজ সস্ত্রীক ও সদল ২৯এ ডিসেম্বর প্রিন্সেপ ঘাটে নামিবেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে রাজপুরুষগণের অভি-নন্দন প্রদান ও যুবরাজপত্নীকে অলঙ্কার দান। ৩০এ ঘোড়দৌড় দর্শন ও বেল-বেডিয়ারে ভোজ। ৩১ এ সেণ্টপল গির্জ্জায় ভজনাপূর্ব্বক বারাকপুর গমন। ১লা জানুয়ারি প্যারেড, রাজভোজন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধিগ্রহণ। ২রা ময়দানে প্রকাশ্য অভ্যর্থনা। ৩রা আলোকদান ও উদ্যানভোজন। ৪ঠা রাজভোজ ও নৃত্য। ৫ই বিক্টোরিয়া স্মৃতি হল স্থাপন ও লর্ড কিচেনারের সহিত ভোজন। ৬ই দার্জ্জিলিঙ যাত্রা।

৩। বোল্টন সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে মেং কে, জি, গুপ্ত রেবিনিউ বোর্ডের পাকা মেম্বর হইলেন।

৫। গত ১৬ই অক্টোবর বাবু পশুপতি নাথ বসুর বাটীতে যে জাতীয় ফণ্ডের স্থাপনা হয়, তাহাতে ৭৫ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

৬। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক এতদর্থে লক্ষ টাকা দিবেন।

৭। কাঙ্গরা ভূমিকম্প সাহায্য-ফণ্ড হইতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ২৫ হাজার টাকা হাতে আছে।

৮। রুসিয়ার উপর মহাবিজয় লাভের পর জাপান সম্রাট্ ঘোষণা করিয়াছেন—"আমরা দৃঢ়স্বরে উপদেশ দিতেছি, আমাদের প্রজারা যেন বৃথা গর্ব্ব প্রকাশের কোনও পরিচয় না দেয় এবং আদেশ করিতেছি তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত হউক এবং যতদূর সাধ্য সাম্রাজ্যকে বলশালী করিবার চেষ্টা করুক।"

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। Aids to Newspaper Reading and the Study of English—বাবু নরেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপযোগী অনেক পদ ও বাক্যাদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। এতৎপাঠে ইংরাজী গৃহশিক্ষার্থী-দিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

২। বঙ্গের যুগান্তর—মূল্য ৴০ আনা। বর্ত্তমান বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে লিখিত। কবিতাগুলি সরল

এবং দেশহিতৈষিতাব্যঞ্জক। ইহাতে এক দিকে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস, অন্য দিকে উদ্দীপনা আছে।

৩। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত—ধর্ম্মসাধন ও আচারাদি বিষয়ে পরমহংস দেবের মত ইহাতে বিবৃত আছে। তিনি একটী সারকথা বলিয়াছেন, যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রত্যেক মানবের পক্ষে অবশ্য করণীয়। কিন্তু গ্রন্থোক্ত সূর্য্য-পূজাদি কি যুক্তি ও বিজ্ঞানসঙ্গত?

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

আমরা ভগিনী আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
করিব ভগ্নীর কাজ,
ডাকিব ভ্রাতৃ-সমাজ,
মঙ্গল কামনা করি স্নেহ মমতায়। ১

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ধান দূর্ব্বা হাতে,
সাহস সম্বল নিয়ে
পথে আছি দাঁড়াইয়ে,
মিশিতে এ কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রাতাদের সাথে।২

এক বঙ্গমার পুত্র—আট কোটি ভাই,
সকলেই সহোদর,
একটিও নহে পর,
ভ্রাতাদের সহোদরা আমরা সবাই।৩

প্রবাদ এ বঙ্গ-ভূমে অবলা স্ত্রীলোক
স্বার্থময় অন্তঃপুরে
অজ্ঞান আঁধার ঘোরে
পড়ে থাকে, নিয়ে আপনার দুঃখ শোক।৫

ছিছি!! এ ঘৃণার কথা, চল ভ্রাতৃগণ!
সম্মুখে কর্ত্তব্য কার্য্য,
দেখাইব শৌর্য্য বীর্য্য,
দেখিবে এ বিশ্ববাসী অবলা কেমন। ৬

ভ্রাতৃগণ!
দিবা নিশি শ্রম কর স্বদেশের তরে,
(মোরা) সাধ্য মত উপকার
করিব প্রতিজ্ঞা সার,
ধন দিয়া মন দিয়া প্রাণপণ করে। ৭

ভ্রাতৃগণ কার্য্যক্ষম ভগিনীর সুখ,
(মোরা) বিক্রি করে রত্ন ভূষা,
মিটাবো ভ্রাতার আশা,
দেশের উন্নতি হেরি জুড়াইব বুক। ৮

সীমন্তে সিন্দুর আর বাহুতে বলয়,
এই রাখি আর যত,
অলঙ্কার নানা মত,
নাশিতে দেশের দুঃখ করিব বিক্রয়। ৯

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শুভ সম্মিলন
হলো ভ্রাতা ভগিনীর,
কি সৌভাগ্য জননীর,
ভ্রাতা ভগিনীর হলো সার্থক জীবন।১০

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস,
প্রভাতী রচয়িত্রী।

* "জাতীয় ধনভাণ্ডার" জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ ভগিনীদের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

মূল্য প্রাপ্তি।

১৩১২ সাল।

সম্পাদক বান্ধব লাইব্রেরি হুগলি	২৷৵০
বাবু হরিদাস মল্লিক মুঙ্গের	২৷৵০
„ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় কটক	২৷৵০
„ সত্যেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কলিকাতা	১৲
„ গোবিন্দলাল দত্ত „	১৲
„ মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জনাই	২৷৵০
„ কালীপদ বসু ঢাকা	২৷৵০
„ কালীপদ চৌধুরী চট্টগ্রাম	২৷৵০
„ কালীপ্রসন্ন আচার্য্য ঘোড়ামারা	২৷৵০
„ রমানাথ বসু মজঃফরপুর	১৵০
„ নেপালচন্দ্র মুন্সী জলপাইগুড়ি	১।০
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলাহাবাদ	২৷৵০
„ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা	২৷৵০
„ হরিমোহন দত্ত „	১৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস „	৷৵০
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ভোলা	২৷০
„ তারাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় চুনার	
(১৩১২)	১৸০
(১৩১৩)	৸৵০
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বৈদ্যনাথ	২৷৵০
ডাঃ নীরদচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি	১।০
„ রমাপ্রসাদ বাগচি শিকারপুর	২৷৵০
বিবি তাহেরণ নেছা বোদে	২৷৵০
শ্রীমতী সারদামঞ্জরী দত্ত লাবান	২৷৵০
„ রাণী মৃণালিনী কলিকাতা	১।০
„ কামিনী রায় „	১৸৶
„ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুটিয়া	২৷৵০
„ জীবনমোহিনী ঘোষ ভবানীপুর	১৲
„ প্রিয়বালা সেন সোনারপুর	২৷৵০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ নাগপুর	২৷৵০
„ নলিনীবালা দেবী কাশিয়া	২৷৵০
„ রাধাসুন্দরী গুহ ময়মনসিংহ	২৷৵০
„ হেমলতা রায় কলিকাতা	২৷৵০
„ জীবনমোহিনী ঘোষ ভবানীপুর	৷৵০
„ ক্ষীরোদবাসিনী কলিকাতা	৷৵০

সাবেক।

বাবু মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস দিনাজপুর	৫৲
„ প্রসন্নকুমার দাস হেইলাকান্দি	৪৲
„ সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবকুল	৩৲
„ রাজবিহারী দাস ডাপমারা	২৷৵০
„ কালীপদ বসু ঢাকা	২৷৵০
„ করালীপ্রসন্ন মিত্র রাণীগঞ্জ	২৲
„ কালীপ্রসন্ন আচার্য্য ঘোড়ামারা	২৷৵০
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা	৷৵০
„ অতুলকৃষ্ণ সরকার ভবানীপুর	১।০
„ রমানাথ বসু মজঃফরপুর	১৷৵০
„ শরৎচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট	৪৸৶০
„ কালিদাস ঠাকুর নাটোর	২৷৵০
„ বাদাল্যাৗ দ সাহা কলিকাতা	১৲
„ বেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর	২৲
মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	
ভবানীপুর	৫৷০
„ প্রমোদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ছুগাপুর	৪৲
রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর কলিকাতা	২৷৵০
শ্রীমতী সরযূবালা সেনগুপ্ত ঢাকা	২৷৵০
„ শরৎকুমারী দত্ত বাঁশবেড়িয়া	২৲
„ রাধাসুন্দরী গুহ ময়মনসিংহ	২৷৵০
„ শৈলবালা মিত্র কলিকাতা	৩৲
„ কুসুম কুমারী রায় ভবানীপুর	২৷০

"বামাবোধিনী"র কয়েকটী নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৵০, না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে।০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাঠাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২০ কার্ত্তিক, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিত্র হইল। ইহার সম্বন্ধে আর আর ব্যবস্থা পশ্চাৎ প্রকাশ্য।

৭ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিতে, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২০ কার্ত্তিক, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সন্তানরক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের "সন্তানরক্ষক" মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲; প্যাকিং খরচা ৵০; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৵০। ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,

১৯নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট "মিশ্র" উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক্ তাহাই ছিল। আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার "সন্তানরক্ষক" ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি।

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোংর

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০, বোতল ২৲; মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাশুল ১৶০; বোতল ৩৶০।

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিতরূপ সেবনে জ্বাবা, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দ্বিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জ্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা। মফঃস্বলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৲ টাকা। সর্ব্বত্রই এজেণ্ট আবশ্যক। রীতিমত কমিশন দেওয়া হয়।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেঁটে-বাত, কোমরের বাত, চলন্তি বাত, ঝিনঝিনে বাত, চৌরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মূল্য বড় শিশি ১৲, ছোট শিশি ৷৷০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০৷৷০ টাকা, ছোট ৫৷০ টাকা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৶০ আনা এবং ছোট শিশি ৷/০ আনা।

সুবিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে অসংখ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,
ড্রগিষ্টস্ এণ্ড জেনারল মার্চেণ্টস্,
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No 508. December, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৮ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১২। ডিসেম্বর, ১৯০৫। | ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵৹, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুক্ষয় ইত্যাদি বিবিধ প্রকার রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণে অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ভার ভার বোধ হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্র উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায় তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মলত্যাগ নির্ম্মল হইবে, অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ঢড় ঢড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমময় মল, উদরাময় কড়নবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৸০, মাশুল ৷০ আনা

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ।)

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ আটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালক বালিকাদিগের জ্বরকাশি, ঘুংড়ী কাশি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাশরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাশ নিয়ত বর্ত্তমান আছে বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি, অবিরত কাশিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৹ টাকা, ডাকমাশুল ৷০ আনা, মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার

কলিকাতা।

বটকৃষ্ণ পালের



ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের

এমন আশু শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৲ টাকা

ছোট বতল ৸০, ঐ ৸৵০ আনা।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।

প্লীহা ও যকৃৎ নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা অ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত

মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা

আবশ্যক। ঔষধ সেবনের সহিত এই মলম

মর্দ্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা।৵০ ছয় আনা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে।

সোল্ এজেণ্টস্—**বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,**

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্

[illegible]

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি।

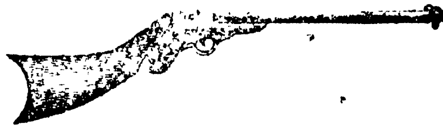
অন্য বাজে দোকানের জঘন্য কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রশংসিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ষ্টিরিয়সকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মণী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন; লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪৲ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১৷৹, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৵৹ হিঃ পড়িবে। যেরূপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে।



ইতিপূর্ব্বে যে ১ নং বন্দুক ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪৲ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্ব্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দরুণ ১৲ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কৌটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ।৵৹ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যম্মপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যম্মপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার জর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যম্মপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জর, হাত পা ও চক্ষু জালা বোধ হয়, রাত্রে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ?

থাইসিস ইনহেলেসন খাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আঘ্রাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাণু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্‌ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের "থাইসিস্ ইনহেলেসন্" ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আঘ্রাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫৲ টাকা, প্যাকিং খরচ ৵৹ আনা। ডাক-মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৵৹ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পত্রবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদালজী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর স্যানিটেরিয়াম, খাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" খুব উপকারী ঔষধ; সর্ব্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার স্ত্রীর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস্,

১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

সন্তানরক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের "সন্তানরক্ষক" মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲; প্যাকিং খরচা ৶০; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,
১৯নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট "মিশ্র" উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক্ তাহাই ছিল। আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার "সন্তানরক্ষক" ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি।

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 508. December, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ।	অগ্রহায়ণ, ১৩১২। ডিসেম্বর, ১৯০৫।	২য় ভাগ।
৫০৮ সংখ্যা।		৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—ভারতের নূতন রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক ও সদল গত ১৭ই নবেম্বর বোম্বাই পৌছিয়া ২২এ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা সসম্মান তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি এবং শান্তিহীন ভারতে শান্তি স্থাপনার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

যুবরাজ দম্পতী—বোম্বাইয়ে রাজভক্তিসহ অভ্যর্থিত ও পূজিত হইয়া ইন্দোর, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য ভ্রমণ করিতেছেন। যুবরাজপত্নীকে বোম্বাইয়ের পারসী, হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ স্ব স্ব জাতীয় প্রথানুসারে বরণ করিয়াছেন।

নরওয়ের রাজা—বহুদিন নরওয়ে সুইডেনের সহিত যুক্ত ছিল, এখন স্বতন্ত্র হইয়া দেন্মার্করাজের পৌত্র প্রিন্স চার্লসকে ৭ম হেকন উপাধি দিয়া রাজা করিয়াছে।

জাপান প্রত্যাগত বঙ্গযুবা—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেব জাপানে ২॥ বৎসর অবস্থিতিপূর্ব্বক চিনা বাসন প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা করিয়া গত ২৩এ নবেম্বর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহা দ্বারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি অনেক আশা করি। তাঁহার অভ্যর্থনার মেছোবাজার স্থানান্তরে সম্পন্ন হইল।

কন্যাত্রয়—লর্ড মিণ্টোর এলিন, রুবী ও বায়লেট ইলিয়ট নাম্নী ৩ কন্যা পিতা মাতার সহিত আসিয়াছেন।

ভিত্তিস্থাপন—যুবরাজ বিক্টোরিয়া স্মৃতি মন্দির ছাড়া বাঙ্গালোর টাটা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

জাতীয় ফণ্ড—বাবু পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাটীতে যে জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তাহাতে প্রায় একলক্ষ টাকা জমিয়াছে।

দান—কাশীরাজ লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

দেশহিতৈষিণী মহিলা—কুমারী সুনী সোরাজী আমেরিকার কানাডা রাজ্যে গিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সপক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন।

ভূমিকম্প—গত ১২ই নবেম্বর রেঙ্গুণে ভূমিকম্প হইয়াছে, লাহোরে ও সিমলাতেও ভূমিকম্প হইয়াছে।

অন্ধের জীবিকা—জাপানে অন্ধসংখ্যা ৫০,০০০, ইহাদিগের চৌদ্দ আনা পরিমাণ বার্ত্তাবহের কার্য্য করে।

সিবিল সার্জ্জন—শ্রীহট্টবাসী গুরুসদয় দত্ত গত বৎসর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এ বৎসর শেষ পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বন্দেমাতরং—স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র রূপে ইহা সমুদায় বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে কীর্ত্তিত হইতেছে। ইহার আশ্চর্য্য শক্তিতে বাঙ্গালীরা উৎসাহিত ও একপ্রাণ হইতেছেন। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট মাননীয় ফুলারের ইহা অসহ্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট বরাবর দেশজাত দ্রব্যের প্রতিপোষক, বঙ্গের ছোটলাট ফ্রেজারও আপনাকে ইহার সপক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু নব ছোটলাটের বিবেচনায় 'বন্দেমাতরং' ও স্বদেশী আন্দোলন বিদ্রোহসূচক এবং এ জন্য তাঁহার শাসনাধীন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ তিরস্কৃত, অবমানিত ও দাণ্ডিত হইতেছেন। বঙ্গবিভাগের এই এক প্রথম কুফল!!

মহিষাদলের মহারাণী।

প্রথম প্রস্তাব।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক দেশে অনেক সময়ে বুদ্ধিমতী রমণীগণ প্রকাণ্ড জমিদারী ও সুবিস্তৃত রাজ্যসমূহ সুচারুরূপে শাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত একটী বা দুইটী নহে, শত শত প্রামাণিক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতিকে গুরুতর কর্ম্মভার অর্পণ করিবার বিধি নাই, তথাপি উভয় জাতিরই ইতিহাসে শত শত "রমণী-রাণীর" রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে। বর্ত্তমান ভারতেও ইহা অপ্রচুর নহে। ইন্দোরের অহল্যা বাই, নাটোরের রাণী ভবানী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, পঞ্জাবের ঝিন্দনকুমারী, ভোপালের বেগমগণ, বরোদার যমুনা বাই, মান্দ্রাজের আপ্পা

আইয়ান, কাশিমবাজারের স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়ার শরৎসুন্দরী ও ভুবনময়ী প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী রমণীগণ বিস্তৃত রাজ্য ও জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলান্তর্গত মহিষাদলের রাজা ও রাণীগণ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ হইতে সমুদ্ভূত মহিষাদলের রাজবংশ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও অতীব বরণীয়। এই বংশের কয়েক জন রাণী অতি আশ্চর্য্য প্রতিভা, কর্ম্মদক্ষতা, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং পরাক্রমের সহিত গুরুতর রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বামাবোধিনীতে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। অদ্যকার প্রস্তাবে মহারাণী জানকী দেবীর বিবরণ লিখিলাম।

মহারাণী জানকী দেবী মহিষাদলের নরপতি আনন্দলাল উপাধ্যায় মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে (খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে) জানকী দেবী তাঁহার পতির মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তখন বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবদিগের বঙ্গশাসন লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতেছিল। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে তখন বাঙ্গালায় অশান্তি অরাজকতা ও ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত ছিল। এইরূপ ঘোরতর অশান্তির সময় বিস্তৃত রাজ্য শাসন করা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা পাঠক ও পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু মহারাণী জানকী দেবী তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির সহায়তায় এক দিনের জন্যও পদস্খলিতা হন নাই। তিনি এমন সুকঠিন রাজকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও পূজা, অর্চ্চনা, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, দেবসেবা, অতিথিসৎকার এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করিয়া গিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়মমতে মহারাণী মহোদয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সাধু অতিথি, পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী এবং দরিদ্র পুরুষ ও রমণীকে প্রচুর মুদ্রা, বস্ত্র ও আহার্য্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। এই সময়ে ইংরেজ গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ একজন করসংগ্রাহক (কলেক্টর) প্রেরণ করিয়া মহিষাদলের মহারাণীর নিকট কর প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে চান। বুদ্ধিমতী জানকী দেবী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকার্য্য পূর্ব্বমত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংশ স্বীয় অভীষ্ট সাধনে অক্ষম হইয়া মহারাণীকে রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। জানকী দেবী এই বিষম বাগযুদ্ধে সগৌরবে জয়লাভ করিয়া বাঙ্গালা ১১৮৫ সালে "গোপালজী" বিগ্রহ স্থাপন এবং এই মূর্ত্তির মূল্যবান্ নবরত্ন

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দির এখনও বর্ত্তমান। মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর-লিপি এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"শুভমস্তু ১৭০০শকে
শ্রীনৃপানন্দলালস্য পত্নী
শ্রীজানকীয়া দ্বন্দ্ব ত্রয়োবিংশ
সনে দশেষু নবরত্ন দদে
সপ্তদশ শকে গোপাল রায়
তৎগঠিত শ্রীপাচু সেনা মিস্ত্রিয়ে॥
১১৮৫ সাল॥"

অল্পকাল মধ্যে মহারাণী মহাশয়া দেউল-পোতা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মন্দির প্রতিষ্ঠা দ্বারা, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী ও কাঙ্গালীর অন্ন সংস্থান হইয়াছিল। অতিথিদিগের পক্ষে ইহা আশ্রয় ও আশ্রম স্বরূপ পরিগণিত ছিল। অনন্তর জানকী দেবী কৃষিকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিয়া এবং বহু স্থানের পতিত জমিতে চাষ করাইয়া শস্যের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। স্থানে স্থানে শস্য-ভাণ্ডার নির্ম্মাণ করিয়া শস্যের মূল্য সুলভ, প্রাপ্তির সুবিধা ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে প্রজাসাধারণকে ঝটিতি রক্ষা করিবার সহজ উপায় বিধান করেন। ১১৯৫ সালে রামবাগ নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের নিকটেও কতকগুলি প্রকাণ্ড শস্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে করুণাময় দাস ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস এই দুই সুযোগ্য ব্যক্তি জানকী দেবীর মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই মন্ত্রীর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায়, মহারাণীর পোষ্য পুত্র কুমার মতিলাল উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাণী মহোদয়া তাঁহার পুত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত অর্থব্যয় ও যত্ন স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি যে কেবল নিজের পোষ্যপুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা নহে, পরন্তু তৎকালীন গ্রাম্যপাঠশালার ছাত্রবর্গের ও চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের সাহায্যার্থও চাউল, বস্ত্র, রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইয়া দিতেন। জানকী দেবী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। দেবনাগরী অক্ষরে তাঁহার হস্তের স্বাক্ষর এখনও অনেক পুরাতন কাগজ পত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরে যে রামবাগের মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার গাত্রস্থ খোদিত লিপি এইরূপ—

"শুভমস্তু ১৭১০ সতর শ দশ দিক ঋষি
চন্দ্র সখোত্তু শকে ভৃগুতবাসরে
অস্য বংশে ঘটসামাক্ষ্যা বেদী ভুমাস্যা
তিথৌ তথা। ভূমিপানন্দলালস্য পত্নী
শ্রীজানকী মুদাদদৌ শ্রীরামচন্দ্রায়
মন্দিরঞ্চেদমুত্তমং। (১১৯৫)"

মহারাণী মহোদয়া বৃন্দাবনধামে ১২০৬ সালে ৺ জানকীরমণের যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার গাত্রস্থ লিপি এইরূপ—

১। শ্রীশ্রীমৎ বৃন্দাবন কুঞ্জমন্দির

শ্রীশ্রীজানকীরমণস্থাপিত
শ্রীমত্যা রাণী জানকী দেব্যাতু পত্যা
পরগণে মহিষাদল তৎকর্ম্মকর্ত্তা
বদরী নাথ দাস মহন্ত। সন
বাঙ্গালা ১২০৬ সাল।

২। শ্রীমৎ বৃন্দাবনে রাজ্ঞ্যা জানক্যা
কৃষ্ণপ্রীতয়ে। জানকীরমণস্য
অস্য মন্দিরং কারিতং দৃঢ়ম্।
রস বারগাষ্ট চন্দ্রে অব্দে ভূতেনাত্রীন্দুকে
শকে মল্লৌ চ দিতে স পুষ্যা
তৎ অনুরূপং প্রতিষ্ঠিতং। সংবৎ ১৮৫৬।

দ্বিতীয় শ্লোকটী দেবনাগরাক্ষরে এবং প্রথম শ্লোকটি বাঙ্গালাক্ষরে খোদিত।

নন্দীগ্রামের মন্দির-গাত্রস্থ খোদিত লিপি নিম্নে দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ১২১০ সালে ধর্ম্মপ্রাণা মহারাণী জানকী দেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "জানকীনাথ" নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমুদয় দেবমন্দিরে দরিদ্রদিগের অন্ন-সংস্থানের উপায় ছিল।

"শকে পঞ্চযুগেষু চন্দ্রে শিতাহে
ক্রিয়ে পঞ্চবিংশে বটপূর্ণমাস্যাং।
নৃপানন্দলালস্য রাজ্ঞী তু রাজ্ঞী
দদৌ জানকী জানকীনাথকায়।
শক ১৭২৫, সাল ১২১০॥"

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রাজ্ঞী মহোদয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরলোকগত পতি মহাশয় যে সকল জমিদারকে টাকা কর্জ্জ দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোক টাকা শোধ দিতে অস্বীকৃত। এজন্য অনেক জমিদারের সহিত রাজ্ঞীর বিবাদ উপস্থিত হয়। ময়না পরগণার রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলেন্দ্র অতিশয় পরাক্রমী ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তিনি অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দিন কাটাইতেন। রাণী মহাশয়া তাঁহার নামে ডিক্রীজারি করিয়া ১৯,৯৮২ টাকা আদায় করেন। এমন দুর্দ্দান্ত খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করা প্রবল-পরাক্রান্ত পুরুষের পক্ষেও সুকঠিন, কিন্তু রাণী মহাশয়া নিজবুদ্ধিবলে অতি অল্পকাল মধ্যে এই গুরুতর কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নানাবিধ পুণ্য কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বহু লোকের মহোপকার সাধন করিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত রাজ্য শাসন করিতে করিতে, বাঙ্গালা ১২১১ সালে মহারাণী জানকী দেবী ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ড সুখময় স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার অসংখ্য কীর্ত্তি এখনও মেদিনীপুর জেলায় এবং বৃন্দাবনধামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এমন পুণ্যবতী রমণী পৃথিবীর সকল দেশেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযুক্তা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অল্পবয়সে ৯ বৎসরের বালিকা সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, বিধাতার বিধানে তাঁহার পত্নী তাঁহার এমন সম্পূর্ণ সুযোগ্যা হইয়াছিলেন যে, তিনি বয়স্ক হইয়া পছন্দ করিয়া এরূপ জীবনসঙ্গিনী পাইতেন কি না সন্দেহ। সৌদামিনী যদিও উচ্চ-শিক্ষিতা নহেন, কিন্তু পতিমর্য্যাদা জানিতেন এবং গার্হস্থ্যকার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন। তদুপরি তিনি ধর্ম্মপ্রাণা, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি প্রবল। প্রতাপ বাবু অল্প বয়সেই মাতৃ-পিতৃহীন হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পরিজনদিগের স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হন—এমন কি নিজ বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে তাঁহাকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু সাধ্বী পত্নী তাঁহার সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী ছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগমন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বামী এক সময় ধনবান্ ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে জীবনসর্ব্বস্ব উৎসর্গ না করিয়া সংসারী হইলে সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় জীবন কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে করিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। পত্নী যেমন সম্পৎসময়ে—তেমনি দরিদ্রতার মধ্যে সমভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কোনও অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। প্রতাপ বাবু আহারে ব্যবহারে একটু উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকের মত থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কোনও বিষয়ে ত্রুটি হইলে তাঁহার কষ্ট হইত। কিন্তু সাধ্বী পত্নী অনন্যমনে ও সুনিপুণতাসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও গার্হস্থ্য পারিপাট্য রক্ষা করিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন রাখিতেন। পতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে নব্যা রমণীদিগের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সাধ্বী-পত্নী যেমন পতিকে জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সুখী করিয়া সুখী হইতেন, সাধু স্বামীও সেইরূপ ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখশান্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। সন্তান না হওয়া গার্হস্থ্য জীবনের একটী মহাদুর্ভাগ্য এবং অনেক পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীও পুত্রবতী না হওয়াতে স্বামীর বিরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু অপুত্রক এই দম্পতীর প্রণয়ের গাঢ়তা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রতাপ বাবুর লিখিত গ্রন্থসকলে পত্ন্যনুরাগের তিনি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই জানেন। পত্নী লেখনী দ্বারা পতিভক্তি




প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত এবং তাঁহার কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত। প্রতাপ বাবু অনেক বার দীর্ঘকালব্যাপী উৎকট রোগ ভোগ করিয়াছেন, পত্নী অশেষ প্রকারে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। যে রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, বহুবর্ষ তাহা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল, পত্নীর সেবা যত্নে এত দিন তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। রোগের চরম অবস্থায় বৎসরাধিককাল পত্নী আহার নিদ্রা উপেক্ষা করিয়া পতিসেবায় যেরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা পাতিব্রত্য নারীর আদর্শ। এই দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এক কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম মহিলা যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকটিত হইল।

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত বালিকা বয়সে যখন এই মহানগরী কলিকাতায় আগমন করি, তখন প্রথম দর্শন মাত্র সাধু মহাত্মা প্রতাপ চন্দ্রের প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসপূর্ণ সদানন্দ ঋষিতুল্য প্রশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভাব উদ্রিক্ত করিয়াছিল। স্বর্গগত মহাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান, ধার্ম্মিকতা ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে দেশ বিদেশে প্রভূত যশ বিস্তারিত আছে। এ হীন লেখনী ঐ বিষয়ে নূতন কথা আর কি বলিবে? আমি এই মহাত্মার পরিবারের সহিত ১৮৬৯ হইতে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত থাকিয়া ইহাঁদের দাম্পত্য জীবন সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সেই জন্যই ইহাদিগকে আদর্শভাবে মহিলাগণের সম্মুখে ধরিতে আজ সাহসী হইলাম। অত্যধিক সাধন ভজনের ফলে অনেক ধর্ম্মাত্মা হৃদয়ের কোমল ভাব হারাইয়া ফেলেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। প্রথম দর্শন মাত্রই তাঁহার সস্নেহ মধুর সম্ভাষণ আগন্তুকের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস, প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিত। ইহাঁর হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সরল ভাব ও পবিত্রতার প্রস্রবণ ছিল।

শ্রদ্ধেয়া সৌদামিনী দেবী জ্ঞানে যদিও পতির সমকক্ষ ছিলেন না, তথাপি স্বর্গগত মহাত্মা ইহাঁকে সমগ্র হৃদয়ের ভাল বাসা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—বন্ধচারিণী, পালয়িত্রী, গৃহলক্ষ্মী ভাবে পূজা করিয়াছেন। ইহাঁদের গৃহ যথার্থই শান্তি, পবিত্রতা ও কোমলতার আবাস ছিল। যখনই ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখনি উচ্চ সজীব ভাব ও প্রসন্নতা হৃদয়ে আসিয়াছে। যে দিক্ হইতে এই আদর্শ দম্পতীকে লক্ষ্য করিয়াছি, হৃদয় মোহিত হইয়াছে। যখন ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান City College গৃহে) ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তৎসংলগ্ন স্ত্রীবিদ্যালয় ও নারীহিতৈষিণী সভায় বঙ্গ স্ত্রীজাতিকে উন্নত করিবার জন্য সাধু প্রতাপচন্দ্র উদার উন্নত মত প্রকাশ ও তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সৌদামিনী দেবীকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বসন ভূষণ শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়ে




তাঁহার যে আদর্শ ছিল, পত্নীকে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত করিতে আজীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং সুখের বিষয় অনেক অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স অতি অল্প ছিল। এই পূজনীয় দম্পতী আমার মত নগণ্য বালিকাকে ঐ স্মরণীয় পবিত্র দিনে সস্নেহ ভাবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় যে সাহস ও উৎসাহ দানপূর্ব্বক মন্দিরে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে ভুলিয়া যাইব?

সংসারের কঠোর নির্য্যাতনে, শোক দুঃখের ভীষণ বজ্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ইঁহাদের অপার ভালবাসা ও সহানুভূতিসূচক অটল ধর্ম্মভাবপ্রসূত মধুর ব্যবহারে দগ্ধ প্রাণে অপরিসীম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, ইঁহা কি ভুলিবার কথা? দুঃখ দুর্দ্দিনের সময় দার্জ্জিলিঙে ইঁহাদিগকে কয়েক দিন গৃহে রাখিয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র শিশুসন্তানগুলি ইঁহাদের কোমল সস্নেহ সরস ভাবে একান্ত অনুগত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতাম, ২।১টী সঙ্গীত গাহিতাম, তাহাই দেখিয়া হঠাৎ "Goddess of energy" বলিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিলেন। ৪ বৎসর অতীত হইল দার্জ্জিলিং সহরে আমার ঘোরতর পারিবারিক বিয়োগ বজ্রাঘাতের মত হৃদয় ভগ্ন করে। তখনকার অবর্ণনীয় দিনে আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলাম, "কি করিয়া এ ভয়ানক বজ্রাঘাত সহ্য করিব?" তিনি ধীর প্রশান্তভাবে দৈনিক পুস্তকে লিখিয়া দিলেন "পবিত্র পরমাত্মা চির দিন তোমার সঙ্গে থাকুন।" এই নাম জপ করিয়া দুঃখজ্বালা অদ্যাপি ভুলিয়া সংসারে চলিবার বল লাভ করিতেছি. এজন্য পরলোকগত ধর্ম্মাত্মাকে অন্তরেব কৃতজ্ঞতা জানাই। ইনি সহধর্ম্মিণীকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত ও ধর্ম্মপথে আপনার সঙ্গিনী করিতে যেরূপ হৃদয় মন দিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক স্বামীর তাহা অনুকরণ-যোগ্য। শ্রদ্ধেয়া সৌদামিনী দেবীও সংসারে একা যে ভাবে স্বামীর সকল বোঝা স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মুক্তভাবে তাঁহাকে স্বীয় পথে চলিবার জন্য এত কাল বল দিয়াছেন—অবিচলিত ভাবে কঠোর রোগে ঘোরতর পরীক্ষায় অটল ভাবে স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শোকাতুরা এই ধার্ম্মিকা মহিলা ধর্ম্মের বলে বলবতী হইয়া তাঁহার পতির শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব নারীজাতির মধ্যে প্রচার করুন্ ও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ধন্য হউন্।"

প্রবচন সংগ্রহ।*

অ।

১। অঋণী চাপ্রবাসী চ
স বারিচর মোদতে। (১)

২। অকর্ম্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর।

৩। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

৪। অকাল কুষ্মাণ্ড। (২)

৫। অকাল বোধন। (৩)

৬। অকালে সকাল।

৭। অকালে না নোঁয় বাঁশ,
বাঁশ করে টাঁস টাঁস।

৮। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

৯। অকূল পাথার।

১০। অকেজো বউ, লাউ কুটতে দড়।

১১। অগস্ত্য যাত্রা। (৪)

১২। অগাধ জলের মাছ। (১)

১৩। অগুণ মানুষ গুণ না চিনে,
মুলা না চিনে বিড়ালী;
অপ্রেমিক প্রেম না চিনে,
কাঠ না চিনে কুড়ালী।

১৪। অগুরু চন্দন ফেলে চায় সেওড়া
কাঠ,
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বাঁদরের
নাট।

১৫। অঘটন ঘটান।

১৬। অঘটীর ঘটী হল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

১৭। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন
মুঞ্চতি।

১৮। অজবুক বা অজগর (নির্বুদ্ধি)।

১৯। অজাযুদ্ধ। (২)

(১) মহাভারতের আখ্যায়িকায় বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন সুখী কে? তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন—অঋণী ও অপ্রবাসী ব্যক্তি সুখী।

(২) অকালের কুমড়া কোনও কাজের নয়। যে লোক কোনও কাজের নয়, একে আর করে, তাহাকে 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলে।

(৩) রাবণবধার্থ শ্রীরামচন্দ্রের অকাল আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা প্রবাদ।

(৪) পুরাণে বর্ণিত আছে যে বিন্ধ্যাচল ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া স্বর্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছিল, অগস্ত্য মুনিকে তাহার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া সে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল, তাহাতে অগস্ত্য বলিলেন যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, মস্তক তুলিবে না। অগস্ত্য আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যও নত হইয়া রহিল। হিন্দুমতে অগস্ত্য যাত্রার দিনে অন্যত্র যাত্রা করিলে আর ফিরিতে হয় না।

(১) অগাধজলসঞ্চারে, বিকারো নাস্তি রোহিতঃ। গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে॥

(২) অজাযুদ্ধং ঋষিশ্রাদ্ধং প্রভাতে মেঘডম্বরং। দম্পতীকলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

* বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে যে প্রবচন-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুস্তকাকারে যেরূপ প্রকাশকের ইচ্ছা, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। 'অকারা'দিতে প্রবচন আরও কাহারও কিছু জানা থাকিলে পাঠাইতে পারেন। বা, বো, স।

২০। অজীর্ণে ভোজনং বিষং।

২১। অজ্ঞান-কৃত পাপের ক্ষমা আছে, জ্ঞান কৃত পাপের ক্ষমা নাই।

২২। অজ্ঞানে করে পাপ,
জ্ঞান হলে হরে,
সজ্ঞানে করে পাপ,
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।

২৩। অতিদর্পে হতা লঙ্কা
অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।

২৪। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

২৫। অতি বড় সোদর,
তিন দিন আদর।

২৬। অতি বাড় বেড় না,
ঝড়েতে উড়াবে,
অতি ছোট হ'ওনা,
ছাগলে মুড়াবে।

২৭। অতি বাড়ে পতন।

২৮। অতি বুদ্ধির হা ভাত।

২৯। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩০। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

৩১। অতি সোদর হয়, গালে তুলে দেয়,
চিকুলেত (গিললে) হয়।

৩২। অদষ্টের দন্ত হ'ল,
কামড় খেতে প্রাণ গেল।

৩৩। অদষ্টের হাসি,
দেখতে ভালবাসি।

৩৪। অদাতা বংশদোষেণ।

৩৫। অদৃষ্টের ফের।

৩৬। অত্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। (১)

৩৭। অধনেন ধনং প্রাপ্য
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।

৩৮। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে,
পুষ্পসহ উঠে কীট দেবতার মাথে।

৩৯। অধিকন্তু ন দোষায়।

৪০। অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চট চট করে।

৪১। অনায়কা বিনশ্যন্তি
নশ্যন্তি শিশুনায়কাঃ।
স্ত্রীনায়কা বিনশ্যন্তি
নশ্যন্তি বহুনায়কাঃ।

৪২। অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট। (২)

৪৩। অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়,
তবে কেন রামসুন্দর মাচার তলে রয়।

৪৪। অনেক দুর্ভাগা যার ঘরে নাই মা,
অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নাই ছাঁ।

৪৫। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৪৬। অন্ধ জাগো? না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

(১) হিতোপদেশে শৃগালের গল্পে আছে, এক শৃগাল মানুষ, মৃগ, শূকর এত খাদ্য পাইয়াও খাদ্য যেন তাহার কিছুই নাই, সেই জন্য ধনুকের ছিলা খাইতে গিয়া গলায় ফাঁস লাগিয়া মরিয়া যায়। প্রবাদে অতি দরিদ্র বুঝায়।

(২) অনবারী বা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্লেষোক্তি।

৪৭। অন্ধকার ঘোরঘুট্টি,
চোরের মাব কুরকুট্টি।

৪৮। অন্ধকারে ঢিল মারা বা ঢিল ছোড়া।

৪৯। অন্ধমুনির শাপ। (১)

৫০। অন্ধের হাতে দর্পণ বা অন্ধকে দর্পণ দেখান।

৫১। অন্ধের হাতে দীপ।

৫২। অন্ধের লড়ী।

৫৩। অন্ন ব্রহ্ম।

৫৪। অন্নচিন্তা চমৎকার।

৫৫। অন্নদানের পর দান নাই।

৫৬। অন্ন দেখে দেবে ঘি,
পাত্র দেখে দেবে ঝি।

৫৭। অন্ন নাই ঘরে, তার মানে কিবা করে?

৫৮। অন্নবিনা ছন্নছাড়া।

৫৯। অন্য লোকে ভুয়া দেয়
ভাগ্যে আমি চিনি।

৬০। অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।

৬১। অন্নকাঙ্গালি যায় নগরে নগরে,
বস্ত্রকাঙ্গালি যায় বনের ভিতরে।

৬২। অন্নমূলং বলং পুংসাং।

৬৩। অন্যের মন অন্য দিকে,
চোরের মন বোচকার দিকে।

৬৪। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। (২)

(১) শাপে বর। অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকে মরিবে বলিয়া অন্ধমুনি শাপ দেন। রাজা এই শাপে পুত্র লাভ করেন।

(২) ভোজনং যত্রতত্রাস্য শয়নং হট্টমন্দিরে। মরণং গোমতী-তীরে অপরং কিং ভবিষ্যতি।

৬৫। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

৬৬। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৬৭। অবাক্ কলি পাপে ভরা।

৬৮। অবাক্ কাণ্ড ভাদি,
অম্বলে দিলি দধি।

৬৯। অবাক্ কল্লে নাকের নতে,
কাজ কি আমার কানবালাতে?

৭০। অবাক্ বুড় রসের গুড়।

৭১। অবাক্ সৃষ্টি, গুড়ে নাই মিষ্টি।

৭২। অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

৭৩। অবোধেরে ঠকায় বোধায়,
বোধারে ঠকায় খোদায়।

৭৪। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।

৭৫। অভাদ্র বর্ষাকাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন হরিণী তোরে কই,
সময়গুণে সবই সই।

৭৬। অভাগীর কপাল ফাটা,
তিন ঠাঁই তার ইঁদুর কাটা।

৭৭। অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি। (১)

(১) কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞে আসেন। ঘোষ, বসু, মিত্র ব্রাহ্মণের চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়া কুলীন হন। "দত্ত বলেন ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।" দত্ত এই জন্য অভিমানী বলিয়া নিন্দাভাজন হইলেন।

৭৮। অবোধের গোবধে আনন্দ।

৭৯। অভাগা যদ্যপি চায়,
সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হয় লক্ষ্মীছাড়া।

৮০। অভাবে স্বভাব নষ্ট।

৮১। অভিমানী ছুয়ো,
নেতি পেতে শুয়ো।

৮২। অভেদাত্মা হরিহর।

৮৩। অভ্যাসে বিদ্যা, ভাগ্যে ফল। (১)

৮৪। অমানুষে মানুষ নিন্দে,
বদ্‌না নিন্দে ঝারী।
জোনাকি পোকায় সূর্য্যে নিন্দে,
ঐ দুঃখে মরি।

৮৫। অমাবস্যার চাঁদ।

৮৬। অমৃতং বালভাষিতং।

৮৭। অমৃতে অরুচি কার?

৮৮। অযোধ্যার রঘু,
আর বাঁশবনের ঘুঘু।

৮৯। অরণ্যে রোদন।

৯০। অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।

৯১। অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

৯২। অর্দ্ধচন্দ্র দান। (২)

৯৩। অর্দ্ধেক রথে, অর্দ্ধেক পথে।

৯৪। অলভ্যের বাণিজ্য কচকচি সার।

৯৫। অলকা তিলকা সার।

৯৬। অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।

৯৭। অলক্ষ্মীর হাটের বাজনা সার।

(১) অভ্যাসানুসরী বিদ্যা, বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী। উদ্যোগানুসারি ভাগ্যং ফলং ভাগ্যানুসারি চ।

(২) গলা ধাকা দেওয়া।

৯৮। অল্প জলের তিত পুঁটি।
তার এত ফটফটি?

৯৯। অল্প টাকায় মহাজনি করে,
খাতক থাকিতে মহাজন মরে।

১০০। অশথ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আল্‌তা পরি।

১০১। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে।

১০২। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। (১)

১০৩। অষ্টাঙ্গে আসলা।
গোদা পায়ে পাস্‌লা।

১০৪। অষ্টাঙ্গে ব্যথা, অষুদ দিব কোথা?

১০৫। অষ্ট রম্ভা।

১০৬। অষ্ট বজ্র এক ঠাঁই।

১০৭। অষ্টমীর পাঁটা।

১০৮। অসতী সতী নিন্দে,
ঘৃত নিন্দে মাতাল।

(১) সত্যের ভাণে মিথ্যা কথা। দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা আর রাজা দুর্য্যোধনের এক হস্তীর নাম অশ্বত্থামা ছিল। দ্রোণাচার্য্য যখন সেনানায়ক হইয়া পাণ্ডবসৈন্য দলন করিতেছিলেন, অশ্বত্থামা হস্তী তখন হত হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষান্ত করিবার জন্য সকলেই বলিতে লাগিল অশ্বত্থামা মারা গিয়াছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে সত্য সংবাদ পাইবার জন্য দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির উচ্চ স্বরে বলিলেন "অশ্বত্থামা হতঃ" আর "ইতি গজঃ" মৃদুস্বরে বলিলেন। দ্রোণাচার্য্য পুত্রহারা হইয়াছেন ভাবিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া শত্রুদল কর্তৃক পরাস্ত ও হত হইলেন। এই মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

কুলটায় পতি নিন্দে,
চোরে নিন্দে কোটাল।

১০৯। অসন্তুষ্টো দ্বিজো নষ্টঃ
সন্তুষ্ট ইব পার্থিবঃ।

১১০। অসারে খলু সংসারে,
সারঃ শ্বশুরমন্দিরঃ।
হিমালয়ে হরঃ শেতে,
হরিঃ শেতে মহোদধৌ।

১১১। অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

১১২। অসৈল সইতে নারি,
থালায় জল বেখে ডুবে মরি
(সিকেয় বসে ঝুলে মরি।)

১১৩। অস্থি ভাজ ভাজ।

১১৪। অস্থিতপঞ্চম।

১১৫। অহঙ্কার পতনের মূল।

১১৬। অহিনকুল সম্বন্ধ।

১১৭। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

স্নেহোপহার।

(শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেবের জাপান হইতে স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে লিখিত।)

মাতৃভূমির উক্তি।

(১)

আয় বাবা আয়;
মা বাপের প্রাণধন,
জীবনের আভরণ,
আঁধারি সে যুগ হৃদি, মাগিয়া বিদায়
গিয়াছিলে দূর দেশ,
সয়েছে কতই ক্লেশ,
ভাইবোন বন্ধুগণ ছাড়িয়া তোমায়;
সুকুমার তনু তোর,
প্রবাসে যাতনা ঘোর,
বিধাতা করিলা রক্ষা দেব-করুণায়,
আনন্দে ঘরের ছেলে আয় ঘরে আয়।

(২)

শুনি তোর কীর্ত্তি-কথা,
ভুলিনু অসহ্য ব্যথা,
মুছিয়াছ বাঙ্গালির কলঙ্কের কালি;
শিখিয়াছ বাপ ধন,
শিল্প, চিত্র আরো রণ, *
শিরে দেছে জয়লক্ষ্মী শুভাশীষ ঢালি!

(৩)

যারা কহে গর্ব্বে মাতি
"বাঙ্গালি অধম জাতি—
দাসত্বে সন্তৃপ্ত শুধু, কাপুরুষপনা"
তারা কি দেখেছে চেয়ে,
বাঙ্গালির রক্তে চেয়ে
আছে পূত আর্য্য লোহ, সেই অগ্নিকণা!

(৪)

বল বাবা, কি দেখিলে,
কি শুনিলে কি শিখিলে,
আসিয়ার ভাগ্য-ভানু উদিত জাপানে;

* এই বালকটী জাপানে ভলণ্টিয়ার হইয়াছিল এবং পরীক্ষার পঞ্চমস্থানীয় হইয়া পুরস্কার পাইয়াছে।

সেই বীর-রাজ্যে ঘুরে,
কি এনেছ প্রাণে পুরে ?
সে শুভকাহিনী কহ এ তৃষিত প্রাণে।

(৫)

একতা, উদ্যম, ধৈর্য্য,
দৃঢ়তা, দক্ষতা, স্থৈর্য্য,
দয়া, ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা, প্রতিজ্ঞা অটল,
চরিত্রের পবিত্রতা,
বীরত্বের অমত্ততা,
এনেছ কি প্রাণাধিক, মায়ের সম্বল ?

(৬)

দেখ বাছা দেখ চাহি,
এ আমি সে আমি নহি—
রাজ-দণ্ডে দুই খণ্ডে বিদীর্ণ হৃদয় ;
সেই দিন আর নাই,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
এ বাদ সাধিল কোন নিঠুর নিদয়।

(৭)

সে আঘাতে নাহি দুখ,
ভেঙে গেছে ভাঙা বুক,
যম-দণ্ড রাজ-দণ্ড একই সমান।
আয় তোরা আয় বুকে,
কোটি কোটি সোণামুখে,
"বন্দে মাতরম্" গাহি প্রাণের সন্তান।

(৮)

আয় বাবা আয় ঘরে,
তিন বরষের পরে,
বিধাতার শুভাশীষ লইয়া মাথায় ;
আলো কর গৃহ-কক্ষ,
জনক-জননী-বক্ষ,
আলো কর দেশ তব সুযশঃ-প্রভায়।

লেখিকা—বঙ্গবাসিনী।

দাদা মহাশয়ের অভিনন্দন।

১

ঘরে এস প্রিয়ধন হে সত্যসুন্দর !
কতদিন আশা করে রয়েছি তোমার তরে,
তুমি এসে জুড়াইবে তাপিত অন্তর।

২

সেই এক দিন, আর এই এক দিন,
যে দিন বিভুর পায় সঁপিয়া দিয়া তোমায়,
বিদায় লইনু সবে বদন মলিন !

৩

আজি কি আনন্দ-জ্যোতি চারিদিকে
ভায় !
হেরিয়া তোমার মুখ উপজে অপার সুখ,
আত্মজন ডাকি সবে দেখিতে তোমায়।

৪

ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, বাঁধি তব গলে
অক্ষয় কবচ—নাম, বিঘ্নহর প্রাণারাম,
দিলাম ভাসায়ে তোমা সপ্ত সিন্ধুজলে।

৫

অকূলে তোমায় কূল দিলেন শ্রীহরি,
প্রেমচক্ষে পদে পদে রাখিলেন নিরাপদে,
পালিলেন মাতৃসম স্নেহবক্ষে ধরি।

৬

বিদেশ স্বদেশ-সম হয়েছিল তাই ;
পর হলো আপনার, স্নেহ দয়া করুণার
কত নিদর্শন দেখিয়াছ কত ঠাঁই !

৭

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" জেনো জেনো
সার,
তোমার যে বল বুদ্ধি, উদ্যোগ সাধনা
সিদ্ধি—
সব করুণার দান বিশ্ব-বিধাতার।

৮

পাগলিনী জননী তোমারে হারাইয়া,
পিতা জীর্ণ তনুক্ষীণ চিন্তাকুল অনুদিন,
সর্ব্বত্যাগী ভিখারী সে তোমার লাগিয়া।

৯

ভাই ভগ্নীগণ আর আত্মীয় স্বজন
তোমার কল্যাণ তরে সকাতরে যোড়করে
বিভুপদে কত শত করেছে প্রার্থন!

১০

আজি পূরিয়াছে সবাকার মনস্কাম;
এস তুমি এস ঘরে, প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে,
সবে মিলে গাই পুনঃ দয়াময় নাম।

১১

কতজনে দেখেছিলে দেখিবে না আর;
যে মহর্ষি দীক্ষাগুরু, যে রাজেন্দ্র শিক্ষা-গুরু,
সকলেই গিয়াছেন ভবার্ণব-পার।

১২

আমরাও যাই যাই, দেখিতে তোমায়
আছি হেথা কয় দিন, সাহস সামর্থ্যহীন,
তোমারে দেখিয়া সুখে লইব বিদায়।

১৩

একটী স্বর্গের দূত আসিয়াছে ঘরে;
দেখ নাই দেখ তারে, ধন্য বলি বিধাতারে,
উৎসুক তোমায় সে যে দেখিবার তরে।

১৪

সবাকার সুখ শান্তি করহ বর্দ্ধন;
বিদেশ হইতে ধন করিলে যা উপার্জন,
স্বদেশের হিতে তাহা কর বিতরণ।

১৫

মাতৃভূমি ভারতের বড় দুঃসময়;
বিকারী রোগীর প্রায় জাগিয়াছে শুধু হায়!
দেখিবারে আপনার জীবন-সংশয়।

১৬

জীবন্ত জাপান হ'তে তুমি প্রত্যাগত;
কত তার গুণগান করেছ ভরিয়া প্রাণ,
সঞ্জীবন মন্ত্রে তার বাঁচাও ভারত।

১৭

দেহ মন প্রাণ সব করি সমর্পণ
খাট মাতৃভূমি তরে নিরলসে অকাতরে
দেবতা-প্রসাদ শিরে করিয়া ধারণ।

১৮

শুভ আশীর্ব্বাদ দান করি প্রাণভরে—
চিরজীবী হয়ে রও, সুপুত্র সুব্রত হও,
ধার্ম্মিক সমৃদ্ধ সুখী বিধাতার বরে।

১৯

পিতা মাতা হউন কৃতার্থ তব গুণে;
মাতৃভূমি হোক ধন্য, ধরণী কৃতার্থমন্য,
সবে সুখী তোমার সুযশ-বার্ত্তা শুনে।

২৩-১১-০৫

সাধুবাক্য।

১। পিতা মাতাকে ঈশ্বরের প্রতি-নিধি—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবে।

২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতৃসদৃশী। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠগণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে এবং জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠদিগকে স্নেহ করিবে।

৩। ভাই ভগ্নীগণ প্রেমে মিলিয়া একত্র বাস করিলে, তাহাই পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য।

৪। কেহ আঘাত করিলে তাহার পরিবর্ত্তে আঘাত করিবে না, কেহ গালি দিলে তাহার পরিবর্ত্তে গালি দিবে না; কিন্তু যাহারা অপকার করে, তাহাদের উপকার কর এবং যাহারা গালি দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

৫। ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিবে, হিংস্র ব্যক্তিকে দয়া দ্বারা এবং অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

৬। পরস্পরে পরস্পরের ভার বহন কর, সবল ভাই-ভগ্নী দুর্ব্বল ভাই-ভগ্নীর সাহায্য কর, যে কেহ বড় হইতে চাও, সে ছোট হও।

৭। আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করি, কারণ প্রীতি ঈশ্বরের; যে প্রীতি করে, সে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী। কিন্তু যে ভাই-ভগ্নীকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে বাস করে, অন্ধকারে ভ্রমণ করে এবং কোথায় যাইতেছে তাহা জানে না।

৮। ঈশ্বর করুন্ তিনি যেমন আমাদিগের একমাত্র পিতা মাতা ও মুক্তিদাতা, আমরা যেন সেইরূপ সদ্ভাবে পরস্পরে মিলিত হইয়া বাস করি এবং পরস্পরের দোষ ক্ষমা করিয়া পরস্পরের সেবা করি।

৯। এক ব্যক্তি যদি সমুদয় পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় এবং আত্মার সদ্‌গতি হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহাতে তাহার কি লাভ?

১০। এই পৃথিবীতে অনেক লোক বৃথা জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মারা যায় এবং ঈশ্বরের সেবায় যত্নবান্ হয় না।

১১। প্রভু! রক্ত মাংস যেন আমাকে পরাভব না করে—কখনই যেন পরাভব না করে।

১২। সংসার এবং সংসারের ক্ষণস্থায়ী গৌরবে আমি যেন প্রতারিত না হই। সংসার এবং সংসারের বাসনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হন, তিনি চিরজীবী হইয়া থাকেন।

১৩। তুমি বল আমি ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমি কি জান না যে তুমি দরিদ্র, দুর্ভাগা, অন্নবস্ত্রহীন অন্ধ?

১৪। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, কারণ তিনি দয়ালু ও তাঁহার করুণা চিরকাল সমান।

১৫। পিতা মাতা যেমন সন্তানদিগকে স্নেহ করেন, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেইরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন।

১৬। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য সকল জগদ্বাসীদিগের নিকট প্রচার কর।

১৭। বাষ্পের ন্যায় ইহা অলক্ষণ দৃশ্যমান হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়।

১৮। মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে,—এই ভাবিয়া যিনি জীবনে ধর্ম্মসাধন করেন, তিনিই ধন্য।

১৯। জীবন ছায়া, শিশির-বিন্দু, নিঃশ্বাসের বায়ু, ঠোঁটের হাসি, স্বপ্ন, প্রবহমান জলস্রোত।

২০। ঈশ্বরের বাণীর কখনও বিশ্রাম নাই; বাহিরে সংসারের কোলাহল এবং অন্তরে রিপুদিগের বিপ্লব, আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়া রাখে—সেই জন্য সেই বাণী শুনিতে পাই না।

২১। যে আত্মা অন্তরস্থ ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পায় ও তাঁহার মুখ হইতে সান্ত্বনা-বাক্য লাভ করে, সেই ধন্য।

২২। তোমরা কি জাননা যে তোমাদের শরীর ঈশ্বরের দেবমন্দির এবং সেই পরমাত্মা ইহার মধ্যে বিরাজমান?

২৩। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের জন্য যে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, চক্ষু তাহা দেখে নাই, কর্ণ তাহা শুনে নাই, মন তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই।

২৪। যেমন শরীরের মধ্যে আত্মা, তেমনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মা বাস করেন।

২৫। প্রভুর নিকট আমি একটী প্রার্থনা করিয়াছি এবং তাহারই জন্য চেষ্টা করিব, আমি যেন যাবজ্জীবন তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি ও তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকেই অন্বেষণ করি।

হিন্দু-মুসলমান-সম্মিলন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার পুণ্য ইদের দিন, ভারতসঙ্গীত-সমাজে হিন্দু ও মুসলমানগণের সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ঐ বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারস্থ সভ্যগণকর্ত্তৃক সাদরে সভাস্থলে আনীত হন। সভ্যগণ, সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট কবিরত্ন মহাশয়ের পরিচয় দেওয়ায়, উপস্থিত প্রধান মৌলবী ও তাঁহার সহচরেরা সকলেই পরমানন্দে কবিরত্ন মহাশয়কে বার বার প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি করিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ও প্রীতিভরে প্রত্যালিঙ্গনাদি দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত বৃদ্ধ মৌলবীর ও অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতার তাদৃশ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-প্রেমের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে পুলকিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান সকলেই মুক্তকণ্ঠে বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং এই যুগল সম্মিলনকে হিন্দু-মুসলমানের

চির-সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সে সময় সমাগত হিন্দু-মুসলমান মধ্যে যে কি এক প্রেমধারা উচ্ছলিত হইল! তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

কবিরত্ন মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া তৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কবিরত্ন মহাশয়ের কথা;—হে হিন্দু-মুসলমান সোদরগণ! ঈশ্বর ও জন্মভূমি আমাদের সকলেরি পিতা-মাতা। এই একতাসূত্রে সকলের হৃদয়কে বন্ধন করাই আমাদের প্রকৃত রক্ষাসূত্র বা রাখীবন্ধন। এই অভেদ্য অক্ষয় সম্বন্ধই হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ সংযোগ-ভূমি বা সন্ধিস্থল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আস্তিক। যে, যে নামে, যেরূপে ডাকুক ও উপাসনা করুক, সেই একই ঈশ্বরকে ডাকে ও উপাসনা করে। একই পদার্থ, নামভেদে কখনও বিভিন্ন হয় না। হিন্দু ও মুসলমান, যে যাহা পানাহার করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির রস। হিন্দু ও মুসলমান, যে যথায় শয়ন করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির ক্রোড়। এ দেশের উপর হিন্দু-মুসলমান উভয়েরি ঈশ্বরদত্ত, পৈতৃক, মাতৃক, স্বাভাবিক স্বত্ব। উভয়েরি অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এমন প্রাণের সম্বন্ধ, হৃদয়ের টান, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে যেমন, জগতে আর কাহারও সহিত আমাদের তেমনটী নাই এবং থাকিতেও পারে না। হিন্দু মুসলমান-মধ্যে সদ্ভাব নিত্যই পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা উভয়ে ভারত-মাতার সমরক্ত—সমপ্রাণ—সমহৃদয়—একাত্মা, যমজ-পুত্র। যে স্থলে উভয় সন্তান এক মাতার স্তন্য সমভাবে পান করে, সে স্থলে সেই মাতার শোণিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই মাতার রসধাতু বিশোষিত হইলে, যেমন উভয় সন্তান সমকালে সমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই মাতৃভূমির সার-সত্ত্ব ক্ষয় পাইলে, হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমকালে সমভাবে ক্ষয় পাইতে হইবে। যখন স্বয়ং ঈশ্বর এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে জীবন মরণের এই একীভূত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়াছেন, তখন যে হিন্দু মুসলমানকে বিদ্বেষ করেন, তিনি আত্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী; এবং যে মুসলমান হিন্দুকে বিদ্বেষ করেন, তিনি আত্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী। অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু আত্মদ্রোহের—আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমার বক্তব্য এই;—আমাদের আত্মায় ধর্ম্মবল বদ্ধমূল এবং সেই সঙ্গে পুরুষকার সমঞ্জসভাবে মিলিত হইলে, তবেই আমরা সফলতার পথে অগ্রসর হইব। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং বর্দ্ধতে তপঃ।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মবলশূন্য বাহুবলের স্থায়ী

বিকাশ হয় না, বাহুবলশূন্য ধর্ম্মবলেরও স্থায়ী বিকাশ হয় না। সমঞ্জসভাবে এই উভয় বলের অচ্ছেদ্য সংযোগই চির-স্থায়ী উন্নতির মূল।

অহো! আজি আমি এই ঋষিতুল্য পূজনীয় বৃদ্ধ মৌলবী মহাত্মার এবং তদনুরূপ কতিপয় মুসলমান সাধুর অশ্রুসিক্ত-সকম্প—গাঢ়—ঘন ঘন আলিঙ্গনে যে আনন্দ পাইলাম, তাহা আমার সেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ৺পিতা-মাতার আলিঙ্গনেও পাই নাই। বিজয়ার দিন দেবী-মণ্ডপে অসংখ্য আত্মীয়ের প্রাণভরা প্রেমালিঙ্গন, আজিকার এ আলিঙ্গনের নিকট তুচ্ছ। এ আলিঙ্গনে আমার অন্তরাত্মা ও নাড়ী-চক্র অভূতপূর্ব্ব প্রেমে দ্রব হইয়া গেল! এ আনন্দ আমার অমর আত্মায় চিদানন্দ-রূপে থাকিয়া যাইবে। আর কিছুই বলিতে পারি না, আমায় ক্ষমা করুন।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। একটা হাতীর শুঁড়ে যত মাংস-পেশী আছে, অন্য জন্তুর সমুদায় শরীরে তাহা নাই। মনুষ্য-শরীরের মাংসপেশীর সংখ্যা ৫২৭, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কুবীরের মতে হস্তিশুণ্ডে মাংসপেশী ৪০ সহস্রের অধিক। এই জন্য ইহা এত নমনীয়, গতিশীল এবং স্পর্শপ্রবণ।

২। তিমি মৎস্য সকল জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ। একটা গ্রীণলণ্ড তিমির ওজন ১০০ টন বা ২৮০০ মণ, ইহা ৮৮টা হাতী এবং ৪৪০টা ভল্লুকের ওজনের সমান। বলটিক সাগরের তীরে যে তিমি-পঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার শরীর গ্রীণলণ্ড তিমি অপেক্ষা ২৭ গুণ বৃহৎ এবং ভারী ছিল!!

৩। স্থূলচর্ম্মী জন্তুদিগের মধ্যে তিমি একটী প্রধান। ইহার শরীর স্থানে স্থানে ২ বুরুল পুরু, কিন্তু অনেক স্থানে ২ ফুট পুরু। আমাদের দেশে গণ্ডার সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলচর্ম্মী, তাহার চর্ম্ম সিংহ ব্যাঘ্রের নখরা-ঘাতে ছিন্ন হয় না, তরবারি ও সামান্য গুলিতে ভিন্ন হয় না। জলহস্তীর চর্ম্মও গণ্ডারের অনুরূপ। এই উভয় চর্ম্মে ঢাল প্রস্তুত হয়।

৪। ১৮১২ সালের ডবলিন ফ্রিম্যান্স জর্ণালে একটী অদ্ভুত নরকঙ্কালের বর্ণনা আছে। ঐ সালে ১০ই জুলাই আয়র্লণ্ডের লিকালিপ নামক স্থানের সমাধিক্ষেত্র খুলিতে খুলিতে ইহা পাওয়া যায়। ইহা যে মনুষ্যের, সে ১০ ফুটের অধিক অর্থাৎ প্রায় ৭ হাত দীর্ঘ ছিল। তাহার একটী দাঁত অঙ্গুলী প্রমাণ দেখা গিয়াছিল।

৫। পতঙ্গদিগের যে শব্দ শুনা যায়, তাহা তাহাদিগের মুখবিনির্গত নয়, পতত্র-সঞ্চালন-জনিত। পতঙ্গের পাখা কত শীঘ্র স্পন্দিত হয়, মার্সী নামক

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এক যন্ত্র দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন—গৃহমক্ষিকা এক সেকণ্ডে ৩৩৫ বার এবং মৌমাছি ৪৪০ বার পাখা সঞ্চালন করে—মৌমাছির ক্লান্ত পক্ষেও এক সেকণ্ডে ৩৩০ বার স্পন্দন হয়। যে প্রজাপতির পাখা নড়িলে কোনও শব্দ হয় না, তাহারই পাখা দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইয়া শব্দ করে। মশক বসিয়া থাকিলে শব্দ হয় না, যখন উড়িয়া পাখা নাড়ে, তখনই তাহার ডাক শুনা যায়।

৬। খৃষ্টাব্দ ১৩৭০ সালে ইউরোপে ক্লক ঘড়ী প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাতা হেনরী ভিক্। ফরাসীরাজ ৫ম চার্লসের জন্য ইহা তৈয়ার হয়। ঘড়ীয়াল ৪ ঘটিকার স্থানে রোমান অঙ্ক IV লেখেন, রাজা চটিয়া বলেন সেই স্থানে ৪টী দাড়ী হইবে। তদনুসারে অঙ্ক সংশোধিত হয়। অদ্যাপি সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

৭। পাশ্চাত্য দেশে ২৪ ঘণ্টায় দিন এবং ৬০ মিনিটে ঘণ্টা প্রচলিত, এ গণনার প্রবর্ত্তক প্রাচীন বাবিলনের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ।

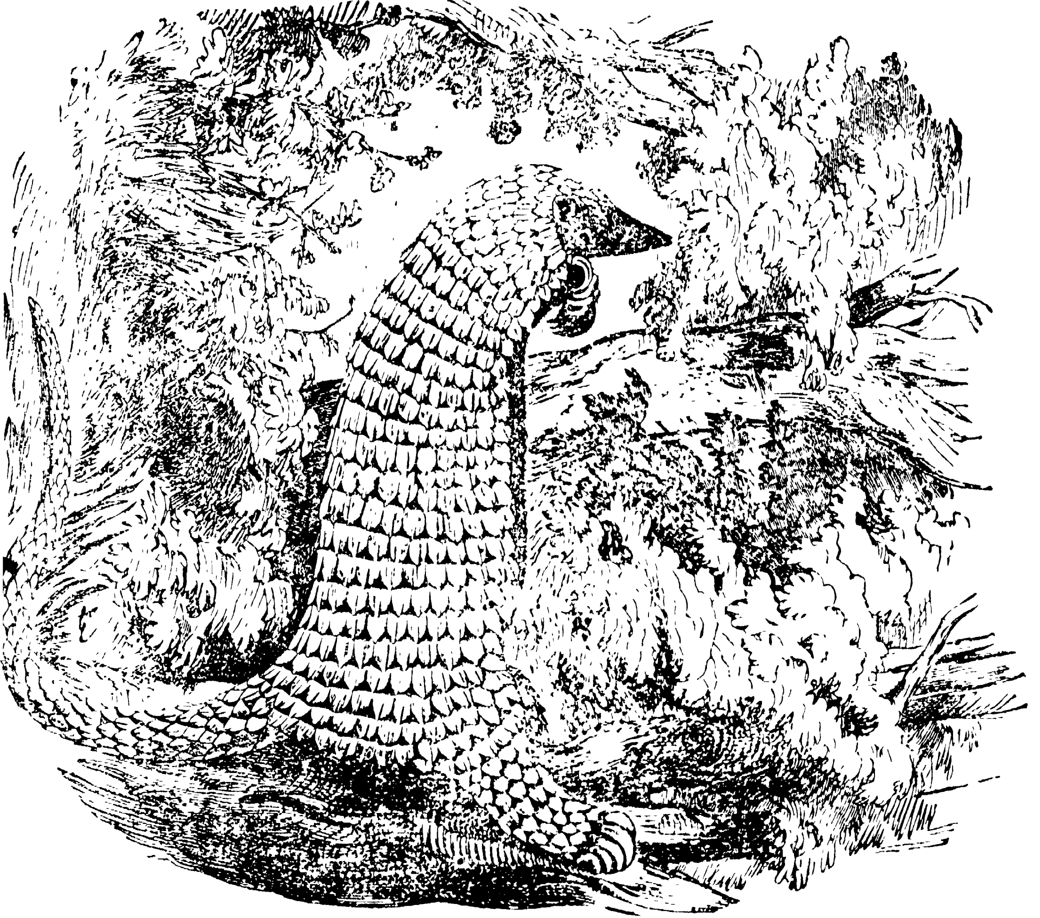
৮। গত ২১এ আগষ্ট সামোয়া দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। ৫ দিন ধাতু-নিঃস্রব অবিশ্রান্ত বিনির্গত হইয়া চারিদিকে ৪ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

৯। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে অগ্ন্যুৎপাতে সেণ্ট পিয়ারী মার্টিনিক দ্বীপ বিলুপ্ত হয়। তথায় অগ্ন্যুদ্গিরণে যে স্তূপ হয়, তাহা কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বৃহদাকার, কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইতেছে। ১৯০৩ মে মাসে ইহা দুর্গের মত ১০০০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে, ইহার নিম্নদেশের বেড় ৩০০ হইতে ৫০০ ফিট এবং চূড়াটী সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠে। দর্শক হিলপ্রিন লেখেন পপোকাটাপিটেল, কলোরেডো বা অন্যান্য আগ্নেয়গিরির দুর্গ-চূড়া দেখিয়াছি, কিছুই এরূপ আশ্চর্য্য নয়।

১০। তালজাতীয় বৃক্ষের পাতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমেজন নদীতীরে (Inaja palm) ইনাজা পাম নামে এক প্রকার তালবৃক্ষ জন্মে, তাহা দীর্ঘে ৩০ হইতে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১০।১২ ফিট হয়। লঙ্কাদ্বীপে তালিপাত নামে তাল গাছ হয়, তাহা দীর্ঘে ২০ এবং প্রস্থে ১৮ ফিট। এই তালপাতায় সে দেশের লোক ঘর ছায়, তাহাতে বৃষ্টি নিবারণ হয়। ডবল নারিকেলের পাতা ৩০ ফিট লম্বা হয়।

১১। সাইবিরিয়ার শীতে যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ জমাট হইয়া এত শক্ত হয় যে, ছুরি দিয়াও কাটা কঠিন। বাজারে ইষ্টক-খণ্ডের ন্যায় দুগ্ধখণ্ড বিক্রয় হয় এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি বরফে জমাইয়া রাখা হয়। বাজারে বরফে জমান মাছ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইটের পাঁজা বা কাটের গাদার ন্যায় বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকে।

প্যাঙ্গোলিন।



ঈশ্বরের সৃষ্টি কতই বিচিত্র! আবার এই বিচিত্রতার মধ্যে কত আশ্চর্য্য বিচিত্রতা! বিবিধজাতীয় জীবের গাত্রাবরণ পরীক্ষা করিলে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিকৌশলে শীত গ্রীষ্ম নানা সময়ের উপযোগী গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইলে ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করে। কিন্তু ইতর জীবদিগের প্রয়োজন জানিয়া বিধাতা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ হইতেছে।

যে জন্তুর প্রতিকৃতি এখানে অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা দেখিতে সরীসৃপের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্তন্যপায়ি-জাতিভুক্ত।

আর্ম্মোডিলো, পিপীলিকাভুক্, শ্লথ প্রভৃতির ন্যায় প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে ইহা মানিসশ্রেণীস্থ। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, মালয় এবং নূতন মহাদ্বীপেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়বাসীরা ইহাকে পাঙ্গোলিন বলে।

পাঙ্গোলিন লাঙ্গুল ছাড়া ১ হইতে ৩ ফুট লম্বা। লাঙ্গুল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কাহারও খুব ছোট, কাহারও শরীরের দ্বিগুণ দীর্ঘ। ইহাদের পা এত ছোট যে, চলিলে যেন ভূমির উপর সাঁতরাইয়া যাইতেছে বোধ হয়। কর্ণ ক্ষুদ্র এবং জিব লম্বা ও কণ্টকময়, তাহা দ্বারা সহজে পিপীলিকা ধরা যায়। ইহাদের দেহাবরণই সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। বহুসংখ্যক অস্থিময় শল্ক বা আঁইস, একটার খানিকটা উপরে আর একটা—তাহার উপর আর একটা পড়িয়া সমস্ত দেহকে সুন্দর সুসাজ্জিত করিয়াছে। কেবল উদরের দিক্ অনাবৃত এবং কোন কোন শ্রেণীর লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান শল্কের পরিবর্ত্তে লোমে আচ্ছাদিত। এই লোমে উদরও আবৃত। প্রত্যেক পায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, প্রথম দুই অঙ্গুলির নখর সামান্য, কিন্তু তৃতীয় অঙ্গুলির নখর সুদীর্ঘ, বক্র ও পার্শ্বে চাপা, সম্মুখের পদদ্বয়ে ইহা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। ইহারা বেড়াইবার সময় অঙ্গুলি সম্মুখ ও পশ্চাতে এমন ছড়াইয়া দেয় যে, শরীরের ভারে নখরের কোনও ক্ষতি হয় না।

পাঙ্গোলিনের মুখ লম্বা, মসৃণ ও গোলাকার। ইহাদের আদৌ দন্ত নাই এবং অন্যান্য পিপীলিকাভুক্‌দিগের ন্যায় শক্ত আলজিব পশ্চাৎ দিকে গলার ভিতর পর্য্যন্ত প্রসারিত। নিম্নের চোয়াল পাতলা দুইখণ্ড অস্থিতে দাড়ীর নিকট মিলিত এবং মস্তকের অস্থির সহিত শিথিল ভাবে সংলগ্ন।

পাঙ্গোলিন প্রধানতঃ আসিয়া ও আফ্রিকায় দুই বিভিন্নজাতীয়। আসীয় জন্তুদিগের শল্ক মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, শল্কের মধ্যে মধ্যে লোম আছে এবং লাঙ্গুলের অগ্রভাগ অনাবৃত থাকাতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। ইহাদের ছোট ছোট কর্ণও আছে। আফ্রিক জন্তুদের লাঙ্গুলের ২।৩ বুরুল উর্দ্ধে মধ্য শল্কশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ নাই। ইহাদের ৪ উপজাতি—দীর্ঘ লাঙ্গুল, শ্বেতোদর, ক্ষুদ্র-লাঙ্গুল এবং বৃহদাকার (Giant) পাঙ্গোলিন। ইহাদের কাহার কাহার লাঙ্গুলের আগাগোড়া—কাহার কাহার কতক অংশ শল্কে আবৃত। দীর্ঘ-লাঙ্গুলের লাঙ্গুলাস্থি ৪৬ খান, অন্য কোনও স্তন্যপায়ীর এরূপ দেখা যায় না।

লুই ফ্রেজার তাঁহার প্রাণিতত্ত্ব গ্রন্থে পাঙ্গোলিন সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

"ফার্ণাণ্ড পো (আফ্রিকার দ্বীপ) বাসকালে এক যোড়া জীবন্ত পাঙ্গোলিন সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহারা বাচ্চা, শরীর ১২ এবং লেজ ১৮ বুরুল লম্বা।

তাহাদিগকে একটী ঘরে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তথায় কালো পিপড়া অনেক ছিল এবং তাহা তাহারা আগ্রহের সহিত ভোজন করিত। ঘরের খুঁটি বাহিয়া উঠিত এবং মাথা নীচু করিয়া নামিত। কখন কখন শরীর তাল গোল পাকাইয়া লম্ফ দিয়া পড়িত, তাহাতে কোনও কষ্ট বোধ করিত না। লাঙ্গুল ও পশ্চাতের পদদ্বয় খুঁটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া শরীর শূন্যে লম্বা করিয়া ছাড়িয়া দিত ও দোল খাইত এবং তাহাতে বড় আমোদ পাইত। ঘুমাইবার সময় গোলাকার হইয়া ঘুমাইত। ঘুমাইবার সময় গৃহের কোণে ছিদ্র স্থানে শল্ক ও পদ এমত দৃঢ়বদ্ধ করিত যে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাদিগকে ঠেলিয়া সরাইতে পারিত না।"

গৃহকর্ম্ম।

ছানার পুলি।—ছানা ⁄॥০, ক্ষীর ৵০, ঘৃত ⁄।০, চিনি ⁄॥০, সফেদা ⁄০, ক্ষীর বাটিয়া তাহাতে কিছু ছোট এলাচ চূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে। তাহার পর ছানা বাটিয়া, তাহার সহিত সফেদা ভালরূপে মিশাইয়া লইবে। ছানাতে উক্ত ক্ষীরের পূর দিয়া ছোট ছোট পুলির ন্যায় গড়িবে। চিনিতে একতারবন্দ রস করিয়া ঐ পুলিগুলি ঘৃতে ভাজিয়া রসে ফেলিবে। বাদামি রঙের ন্যায় ভাজা দরকার। ইহা খাইতে উত্তম লাগে।

পাকা আমের বড়া।—সুমিষ্ট পাকা আমের রসে সফেদা ও চিনি মিশাইয়া রাখিবে, তাহাতে ছোট এলাচের চূর্ণ এবং বড় এলাচের দানা মিশাইয়া লইবে। তাহার পর ছোট ছোট বড়ার ন্যায় ঘৃতে ভাজিবে, বড়াগুলি লালচে হওয়া চাই। গরম গরম খাইতে ভাল।

খেজুরি।—ময়দা ⁄।০, চিনি ৵০, ঘৃত ⁄।০, ভাল ময়দা ময়ান দিয়া তাহার সহিত চিনি এবং ছোট এলাচ চূর্ণ ও বড় এলাচের দানা মিশাইয়া জল দিয়া মাখিয়া লইবে। ময়ান বেশী দিতে হইবে। তাহার পর লেচি কাটিয়া পাকাইয়া লইবে, লেচির মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিবে, এবং অল্প অল্প জ্বালে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ভাজাটা বেশ কড়া হওয়া দরকার।

ইন্দ্রভোগ।—চিনির রস পরিমাণ মত চড়াইয়া যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে ১ ভাগ ছানা বাটা, ১ ভাগ বাদাম বাটা, ১ ভাগ নারিকেল বাটা ও ১ ভাগ ক্ষীর দিয়া পরে তাহাতে এলাচের গুঁড়া, পেস্তা ও সরের কুচি দিয়া নাড়িতে হইবে। সর ভাজার মত মোটা সর হইবে এবং তাহা কাঁচি দিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। পরে রস নাড়িতে নাড়িতে যখন চটচটে ও মোহনভোগের মত হইবে, তখন তাহা নামাইতে হইবে।

অর্থ-নীতি।

(৫০৫-৬ সংখ্যা—১৭০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। সরলা, ধনাগমের তিনটী উপায়ের মধ্যে ভূমি ও শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে! তৃতীয়টী কি এবং তাহা দ্বারা কি বুঝ?

সরলা। অর্থাগমের তৃতীয় উপায় মূলধন। মূলধন অর্থাৎ আগে কিছু টাকা হাতে না থাকিলে ভূমি-কর্ষণাদির যন্ত্র কোথা হইতে হইবে এবং শ্রমজীবীরা বা কি খাইয়া পরিশ্রম করিবে?

জ্ঞা। মোটামুটি ঠিক্ বলিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার পূর্ব্বের ভ্রম যাইতেছে না। ধন মানে কেবল টাকা নয় পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। মূলধন অর্থও কেবল সঞ্চিত টাকা নয়, ইহা টাকা ছাড়া ধান চাউল, অন্ন বস্ত্র বা গো-মহিষাদিও হইতে পারে। টাকার দরকার ত এই সকলের জন্যই?

স। তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, ধন বল্‌তে টাকাই মনে হয়, তাই ভুল হয়। শস্যধন গোধন প্রভৃতিও ধন। তবে মূলধন যে কোনও প্রকার ধনের সংস্থান বলা যাইতে পারে।

জ্ঞা। দেখ একজন চাষার টাকা চাই, কিন্তু টাকাত সে খাইবে না, পরিবেও না। তাহাকে যদি টাকা না দিয়া অন্ন বস্ত্র দিতে পার আর তাহার পরিশ্রমের যন্ত্র সকল দিতে পার, তা হলেই ত সে সচ্ছন্দে খাটিয়া ধনাগমের উপায় করিতে পারে। অতএব যে কোন প্রকারের ধন ভবিষ্যৎ ধনাগমের সাহায্যার্থ সঞ্চিত হয়, তাহাই মূল ধন।

স। যে কিছু ধন সঞ্চিত থাকে, তাহাকেই কি মূলধন বলা যায় না, তাহা ত ভবিষ্যৎ ধনাগমের জন্য ব্যয় হইতে পারে?

জ্ঞা। তা কেমন করিয়া বলিবে? পোতা ধন ও কৃপণের ধনত সঞ্চিত ধন, কিন্তু তাহা কোনও ব্যবহারে আসে না এবং তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতিগত ধনের উন্নতি হইতে পারে না। সে অবস্থায় তাহা থাকা না থাকায় সমান। পৃথিবীর গর্ভে ত রত্ন আছে এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা আছে, তাহা কাজের সহায় হয় না।

স। আচ্ছা জাতিগত ধন কি এবং জাতিগত মূলধন বা কি?

জ্ঞা। সমুদায় দেশের ধনকে জাতিগত ধন বলা যায় এবং যে ধন অপব্যয়ে নষ্ট বা অব্যবহারে বৃথা সঞ্চিত না হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হয় তাহাই জাতিগত মূলধন।

স। আচ্ছা, আমাদের দেশের লোকে

না খাইয়া পরিয়া এবং না ব্যয় করিয়া যে কোম্পানীর কাগজ করিয়া রাখে, তাহাকে কি মূলধন বলা যায়?

জ্ঞা। সেও কৃপণের ধনের ন্যায়, তাহা দ্বারা ত ধন বৃদ্ধি হয় না। কাজে খাটাইলে এক গুণে দশগুণ ধন উৎপন্ন হইত। আমাদের ন্যায় মৃত অলস জাতির পক্ষে নিজের এবং পরিবারদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন প্রকারে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে হয়। কিন্তু ইংরাজ, জর্ম্মণ, মার্কিণ, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী জাতির মধ্যে ধন বসিয়া থাকে না, কোন না কোন কাজে খাটিয়া থাকে, তাই তাদের জাতীয় এত অর্থোন্নতি।

স। কোনও জাতির সমুদায় মূলধন কি এক সময় ব্যবহারে আসিতে পারে?

জ্ঞা। তাহা সম্ভব নয়। আমরা ধন বলিতে আবার টাকার দৃষ্টান্ত লইয়াই বাড়াবাড়ি করিতেছিলাম। হাজার ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানা করিলেও কতক টাকা বসিয়া থাকিবে, আর শস্যাদি মূলধনরূপে সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সম্ভবপর নয়।

স। কেন, আমাদের দেশে যে ধান চাউল হয়, তাহাত কিছুই থাকে না দেখিতে পাই। হয় দেশের লোকে খায়, নয় রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায়।

জ্ঞা। দেশে যে কিছুই থাকে না, তা নয়। তার পর এই ধান চাউল সম্বন্ধে কতটা মূলধন, কতটা নয়, তাহা কি স্থির করিতে পার? দেশের লোক যাহা খাইয়া ধনবৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে, তাহা মূলধন বটে। মনে কর একজন চাষা জমী চাষ করিয়া ১০০ মণ ধান পাইল। সে যদি এই ১০০ মণই ধনবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করে, তাহা মূলধন হইতে পারে। কিন্তু সে প্রথমে মনে করিলেও তাহার মনের ভাবের কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং অবস্থা গতিকেও তাহার ইচ্ছা বিফল করিতে পারে। তার আরাম ব্যারাম আছে, লোকলৌকিকতা আছে, ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা আছে এবং অগ্নিভয় দস্যুভয় প্রভৃতি উপদ্রব আছে, শেষে ঠিক্ কতটা মূলধনে দাঁড়াইবে, স্থির করা অসম্ভব। এক জনের বিষয়ে এই, দেশের অসংখ্য লোকের অসংখ্য রুচি ও অবস্থা ভেদে জাতীয় মূলধনের সমষ্টি কিরূপে ঠিক্ হইবে?

স। আচ্ছা, বর্ষান্তে দেশের সব ধান যদি ফুরাইয়া যায়, তখন মূলধনের হিসাবে কত গেল, কি ঠিক্ করা যায় না?

জ্ঞা। কেবল ধনবৃদ্ধির হিসাবে ঠিক্ কত শস্য ব্যয় হইয়াছে, তাহা যদি ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে বিষয়ে মূলধন স্থির হইতে পারে। কিন্তু লোকের আয়লব্ধ ধন দেখিয়া ইহা ঠিক্ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুচিভেদে ও অবস্থাভেদে ধনের কত সদ্ব্যয় ও অপব্যয় হইতে পারে। একজন মিতাচারী কৃষক ১০০ মণ কৃষিলব্ধ ধান্য সমুদায়ই মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুত্র এই ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া অপব্যয়ে

সকলই উড়াইয়া দিতে পারে। মূলধনীরও মনের ভাব সময়ে ভিন্নরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব নিক্তির তৌলে জাতীয় মূলধন ঠিক্ করা যায় না। অনেক বাদ সাদ দিয়া ধরিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড আম্পহিলের পরিবর্ত্তে সার্ আর্থার ললি মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর হইয়াছেন।

২। মস্‌লিপটমে স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা মূল ধনে এক লিমিটেড কোম্পানি খোলা হইয়াছে। দশ টাকা করিয়া অংশ হইবে।

৩। পৃথিবীর ১৫০ কোটি লোকের মধ্যে ৮০ কোটি লোক এখনও অসভ্য অবস্থায় আছে।

৪। কর্ম্মহীনদিগের ফণ্ডে লর্ড মাউণ্ট ষ্টিফেন দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

৫। ইংলিস চ্যানেল পার হইতে হইতে হিল্‌দা নামক জাহাজ জলমগ্ন হয়, তাহাতে ১২০ জন লোক ডুবিয়া মরিয়াছে, ৫ জন মাত্র বাঁচিয়াছে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড এবং গ্রিক্‌-রাজ গত ২০শে নবেম্বর বকিংহাম্ প্রাসাদে উপস্থিত হন। রাজা এডওয়ার্ড সম্প্রতি যে আঘাত পান, তজ্জন্য খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছেন।

৭। ইহুদিরা দক্ষিণ রুষিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাদের হত্যা চলিতেছে। ইহাদের অন্তর্জাতিক ফণ্ডে ১০ লক্ষের অধিক টাকা জমিয়াছে।

৮। পর্টুগালের রাজা পারিসে আসিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লুবে ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

৯। লর্ড কুর্জ্জনের স্মৃতিফণ্ডে ৩৬০০০ টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১০। হটেণ্টট্‌দিগের সহিত জর্ম্মণির যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহাদের সেনাপতি জর্ম্মণির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

১১। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পদ-ত্যাগ করাতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর সার হেনরী কাম্বেল বানার্মান তৎপদে বৃত হইয়াছেন। ইনি উদারনৈতিক সম্প্র-দায়ের একজন নেতা এবং ঐ সম্প্রদায়ের সুযোগ্য লোকদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

১২। যে পার্লেমেণ্ট স্থগিত আছে, ইহা শীঘ্র ভঙ্গীকৃত হইবে এবং ইহার স্থানে নূতন পার্লেমেণ্ট গঠিত হইবে।

১৩। কুমারী সোরাবজী আইন ঘটিত পরামর্শ দিয়া বঙ্গদেশের কয়েকটী ধনাঢ্য পরিবারকে মোকর্দ্দমার দায় হইতে রক্ষা

করিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারে অন্তঃপুরিকাদিগের সম্পত্তি রক্ষার সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছেন।

১৪। তিব্বতের তাসিলামা আগামী ২৬এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌছিবেন।

১৫। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দীর্ঘে সহস্রাধিক মাইল, তদ্ভিন্ন শাখা রেল আছে। ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৭২,৪০৩, ষ্টেসন-সংখ্যা ৩৬০টী। গত বৎসর এই রেলওয়ে যোগে ২॥ কোটির অধিক লোক গমনাগমন করিয়াছে।

১৬। বৰ্দ্ধমানরাজ ৺মহতাপচাঁদের পত্নী মহারাণী নারায়ণকুমারীর ৭৫ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সত্য-শতকম্—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, অনূদিত ও সংশোধিত, কিশোরগঞ্জ আর্য্য যন্ত্র হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। বামাবোধিনী পত্রিকায় পদ্য অনুবাদ-সহ সত্যের মহিমা সম্বন্ধে যে শত শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই একটী সুন্দর ভূমিকা সহিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সত্যই মানব-সমাজ স্থিতির এবং নীতি ও ধর্ম্মের মূল, সত্যের আলোচনা, শিক্ষা ও অনুগতা যতই হইবে, ততই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল। সর্ব্বসাধারণে এই গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

২। অকিঞ্চনের নিবেদন—ডাক্তার হরিধন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া কোনও সুপণ্ডিত দেশহিতৈষী মহাত্মা ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ধীরভাবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সকল আলোচিত এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই স্বল্পমূল্যের পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্বদেশ-সেবায় নিয়োজিত হইবে, সুতরাং ইহার জন্য দুই আনা ব্যয় অসার্থক হইবে না।

৩। সতীশতক ১ম খণ্ড—শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, মূল্য ॥০ আনা। গত বৈশাখে আমরা এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি। ইতিমধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন আনন্দকর, তেমনি ইহার গুণের পরিচায়ক। দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ সংশোধিত ও সংবৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সাধারণের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। সতীশতক নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণাকারে প্রচারিত হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

বামারচনা।

বঙ্গের দুর্দ্দিনে (আজি) জাগ গো ভগিনীগণ।

(১)

বঙ্গের দুর্দ্দিনে আজি জাগ ভগ্নীগণ!
স্বদেশের তরে কর আত্মসমর্পণ।
গাহ গো মঙ্গল-গান,
উৎসাহে মাতাও প্রাণ;
দুখিনী মায়ের তরে হোক্ অগ্রসর
তোমাদের স্বামী, পুত্র, পিতা, সহোদর।

(২)

কেন আজি বঙ্গমাতা বিষাদ-বদনে
ঝর ঝর বারিধারা ঝরিছে নয়নে?
কোটি পুত্র কন্যা যার
কিসের অভাব তার?
কেন তিনি পরাধীনা অশনে বসনে?
জাগাও, ভগিনীগণ স্বামী পুত্রগণে।

(৩)

চল সবে ভগ্নীগণ চল ধেয়ে যাই,
বঙ্গজননীর অশ্রু অঞ্চলে মুছাই।
মাতৃ-স্নেহ সুধা পিয়ে
বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে
গাউক আনন্দ-গীতি মাতায়ে সংসার,
সে গান শুনিলে হবে আনন্দ অপার।

(৪)

বিদেশীর পণ্য ত্যাগ স্বদেশী গ্রহণ
করিয়া—করিব এস মঙ্গলাচরণ।
জয়মালা শিরে পরি,
বিজয় নিশান ধরি,
বঙ্গজননীর মুখ করিতে উজ্জ্বল
হও সবে অগ্রসর, হও মহাবল।

(৫)

বিলাতী পোষাক আর বিলাতী বাসন—
ওসব আমরা আর ছোঁব না কখন।
বঙ্গের সন্তানগণ
হয়ে এক প্রাণমন
স্নেহময়ী বঙ্গ মায়ে রাজরাণী করি,
জয় হুলাহুলি দিয়ে লইবে গো বরি।

(৬)

উৎসাহ আনন্দে মাতি বঙ্গের সন্তান
স্বদেশের তরে কর জীবন প্রদান।
বিলাতীয় পরিহরি
স্বদেশী বসন পরি
পবিত্র স্বদেশ-ব্রত কর উদ্‌যাপন,
কর গো ভারতভূমি-মহিমা কীর্ত্তন।

(৭)

জাগরে স্বদেশবাসী হিন্দু মুসলমান,
স্বদেশ ভক্তির বলে হও বীর্য্যবান্।
শিবজী প্রতাপ বীর,
উদয়, সমরে ধীর,
যশের মুকুট শিরে করিয়া ধারণ
স্বদেশের তরে তারা ত্যজিলা জীবন।

(৮)

বীরপুত্র ধাত্রী মাতা বীরপ্রসবিনী
শুনাইত বিজয়-কাহিনী জননীরে।
শুনেছি পুরাণে কত
আর্য্যদের কীর্ত্তি যত,
যতনে মায়েরে তারা করিত পূজন,
ধন্য ধরাতলে সেই আর্য্য-সুতগণ।

(৯)

সেই আর্য্য-বংশে জন্ম হিন্দুর কুমার
জয় জয় ধ্বনি কর মঙ্গল আচার।
কোট পেণ্ট, পরিহরি
স্বদেশীর বস্ত্র পরি,
নবোৎসাহে মাতি সবে হও অগ্রসর,
জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান্ আর্য্যবংশধর।

(১০)

ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে লভিয়া জনম
কেনরে থাকিব মোরা জড়ের মতন?
বাজিছে স্বদেশী ভেরী,
জাগ জাগ বঙ্গ-নারী,
সেই আর্য্যনারী মোরা হইব আবার,
ঘুচাইব জননীর বিষাদের ভার।

(১১)

সুপবিত্র আর্য্যভূমে জনম মোদের,
জাগ গো ভগিনীগণ ঘুমিও না আর।
বঙ্গের দুর্দ্দিনে এবে
তোরা না জাগিলে সবে,
এ ঘুমন্ত বঙ্গদেশ জাগে না জাগে না,
জাগ গো ভগিনীগণ উঠিছে ঘোষণা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
দ্বারভাঙ্গা।

রাখি বন্ধন।

(৩০শে আশ্বিন)

আজি শুভ দিনে এস ভগ্নীগণ!
লয়ে স্নেহ প্রীতি অকপট মন—
প্রাণ-ভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে সবে যাই।
স্নেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
সুপবিত্র রাখী বাঁধি পরস্পরে,
এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
বোনে বোনে মোরা ভেদাভেদ নাই।১
ভুলে যাই দ্বেষ, স্বার্থ আপনার,
শত্রু মিত্র ভাব করি পরিহার,
উচ্চ নীচ জ্ঞান, ত্যজি অভিমান,
বোনে বোনে সব মিলি এক ঠাঁই।
করি এ প্রতিজ্ঞা পবিত্র হৃদয়ে,
দেশের কল্যাণে পরাণ সঁপিয়ে,
যথাসাধ্য যাব, স্বার্থ আপনার,
বিলাসিতা সুখ ত্যজিব সবাই।২
মোরা গরীয়সী ভারত-রমণী,
ছিলাম যেমন, হইব তেমনি,
দিয়ে প্রাণ দান, আপন সম্মান,
হিন্দুর গৌরব রাখিব আবার।
সীতা, দময়ন্তী, দ্রুপদনন্দিনী,
সতী সাবিত্রীর যে পুণ্যকাহিনী—
শত কণ্ঠে গায়, এক দিন হায়!
আমরাই ছিনু আদর্শ তাহার।৩
যমুনা জাহ্নবী কল কল তানে,
বহিত মোদেরি গৌরবের গানে,

পুণ্য সমীরণ, করিত বহন,
আর্য্যরমণীর কীর্ত্তি পরিমল।
কুসুম-কোমলা, আমরা রমণী,
চিরদিন হায়! আছি কি এমনি?
বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
ভীরুতায় কেন হয়েছি দুর্ব্বল। ৪
বাগ্দেবী, কমলা, কালী কপালিনী,
সেই অংশোদ্ভূতা আমরা রমণী,
করে খর অসি, শক্তি মহীয়সী—
সম্মুখ সমরে নাশিয়াছি অরি।
গণিতে, জ্যোতিষে, কলা কবিতায়,
খনা, লীলাবতী, আমরাই হায়!
মহিমা মণ্ডিত, কীর্ত্তি বিভূষিত,
যশের মুকুটে সেজেছি অমরী। ৫
কুন্তী ও কৌশল্যা সুভদ্রার মত,
বীরপুত্র গর্ভে ধরিয়াছি কত,
যাদের প্রতাপে, ঘোর বীর দাপে,
সিন্ধু হিমাচল উঠিত কাঁপিয়া।
পুণ্য-রত্নগর্ভা ভারতজননী,
তাঁহার দুহিতা বীর-প্রসবিনী,
ভারত গৌরব, বীরত্ব, বৈভব,
বিস্ময়ে জগৎ দেখিত চাহিয়া। ৬
সেই আর্য্য নারী, আমরা এখন,
আজি আমাদের কি ঘোর পতন!
পুতুলের মত, হাসি খেলা-রত,
শুধু স্বার্থসুখে হয়েছি মগন।
কুসুম-কোমলা আমরা রমণী,
চিরদিন হায়, আছি কি এমনি?
বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে কাটাই জীবন। ৭
আজি শুভ দিনে এই শুভক্ষণে,
স্বার্থ পরিহরি, দৃঢ়তার সনে,
এস ভগ্নীগণ! করি এই পণ,
বীরের জননী আবার হইব।
পতি পুত্রগণে শিখাব যতনে,
তুচ্ছ করি প্রাণ, সঙ্কল্প সাধনে,
পরার্থে জীবন, দিতে বিসর্জ্জন,
হিন্দুর গৌরব আবার রাখিব। ৮
আজি শুভ দিনে এস ভগ্নীগণ!
লয়ে স্নেহ, প্রীতি, অকপট মন—
প্রাণভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে ঘরে যাই।
স্নেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
সুপবিত্র রাখী বাঁধি পরস্পরে,
এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
সব আপনার, পর কেহ নাই। ৯

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী,
কানপুর।

ভ্রাতৃপূজা তিথি।

বন্দি মহা পুণ্যময় ভ্রাতৃপূজা ভোরে,
শরতে সোণার ছবি জাগে উষা ভোরে।
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুস্থান প্রতি পদ পদ,
শিক্ষায় পবিত্র রীতি সুনীতি বিশদ।
একটি তিলক ভালে রাজ-টীকাসম,
নব শশী উদে যেন শোভা নিরুপম।
ভাঙ্গা প্রাণ যোড়া দেয় আনে নব বল,
আজিকার এ দ্বিতীয়া মহা সুমঙ্গল।

নব বল নবোৎসাহ—নবীন উদ্যমে
আবার ভারতে বেণু বাজাও সঘনে।
বঙ্গের বিষাদ-দিনে তুমি হে দেবতা,
জাগাও ভ্রাতার প্রাণে স্বর্গের একতা!
ভগিনীর করদত্ত, তিলক বিমল
পরিয়ে ললাটে আজি কামনা সফল।
ভাই ভাই এক ঠাঁই, এক মন্ত্র প্রাণে,
রাখিবে অনন্ত কাল এ মহা মিলনে।
প্রণমামি হে দ্বিতীয়া তোমার চরণে,
শিখাও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পবিত্র বিধানে।
ভাই বোন এক হয়ে, সাধিব কল্যাণ,
ভারত মাতার মোরা অধম সন্তান।
আমরা অবলা বালা নাহি বুদ্ধি জ্ঞান,
অকিঞ্চন হেয় অতি বুঝি না বিজ্ঞান।
ধরিতে জানি না ধনু কোমল করেতে,
শুধুই বিলাস-ভোগে বাঁধা নিগড়েতে।
হে দেবতা ভ্রাতৃ-পূজা, দেহ নব শক্তি,
জাগাও মুমূর্ষু প্রাণে উন্মাদিনী ভক্তি।
মায়ের সন্তান হয়ে মাতৃপূজা করি,
ভাই বোনে সমভাবে লব ব্যথা হরি।
সাজায়ে নূতন অর্ঘ্য নব দূর্ব্বাধানে,
হে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আজি দিতেছি চরণে।
ভায়ে ভায়ে বেধ শান্তি, একতা বন্ধনে॥
অটুট অক্ষুণ্ণভাবে তোমার সম্মান
ভগিনীর প্রাণে যেন রহে দীপ্তিমান্।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
উষার অস্ফুটালোকে
বিহগ পুলকে সুখে
তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায়!
পূরবে সুনীলাকাশে
উজল বালার্কভাসে,
সরায়ে তমসা রাশি বঙ্কিম আভায়!
মাতায়ে অবনী খানি
হাসিছে হেমন্ত রাণী,
ধীরি ধীরি বহিতেছে সুমধুর বায়!
আজিকে ভগিনী হিয়ে
উঠিয়াছে উথলিয়ে;
ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবে পুনরায়!
বাঙ্গালির প্রতি ঘরে
আজি পুনঃ সম্বৎসরে,—
হাসিছে উজল রবি স্নেহের ছটায়!
প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।১
প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
আজি সারা বঙ্গময়,
প্রবাহে প্রবাহে বয়,
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা অজস্র ধারায়!
এ হেন সুখের দিনে
মিলিয়া ভগিনীগণে
ভ্রাতার কল্যাণ যাচে ও অভয় পায়।
কাহার বাক্যের পরে
হেন অমরতা ধরে,
"কৃতান্ত সমান" কেবা 'পরমায়ু' পায়?
আছে কি সে আর্য্য শক্তি,
অটল অচল ভক্তি,
শাপ, বর এখনো কি দিতে পারা যায়?

তবে কি তোমার বরে
এসেছে সে দিন ফিরে
বহিছে কি আর্য্য রক্ত "ভগিনী"
হিয়ায় ?
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ।২
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
এ হেন সুখের তিথি
স্নেহপূর্ণ ভাই দ্বিতী—
পেয়েছি আমরা দেব ! তব করুণায়।
মমতায় ভরা বুক,
উথলি উঠিছে সুখ,
ডাকিতেছে ভ্রাতৃগণে স্নেহ মমতায় !
কি আছে মরত পরে
স্নেহভরে প্রীতিভরে
পরাইয়া দিবে সুখে ভ্রাতার গলায় ?
এ নহে আপন পর
আট কোটি সহোদর,
অমৃত ফোয়ারা ছোটে স্মরণেতে হায় !
ভগিনীর হিয়াপরে
অমিয় বর্ষণ ক'রে,
উচ্ছ্বসি উঠিছে স্নেহ ধমনী শিরায় !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।৩
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
আজিকে মমতা রাশি
লহরে লহরে ভাসি
প্লাবিত করিছে ক্ষুদ্র রমণীহিয়ায় !
যে আছে আঁধার বাসে
তাহারো হৃদয়াকাশে
অজ্ঞান তিমির নাশি নব জ্যোছনায় ;
স্বর্গীয় আলোকরাশি
উজলি উঠিছে ভাসি
মন্দারসৌরভ;বহে হেমন্তের বায়।
মৃত-সঞ্জীবনী দিয়া
দিবে না কি জিয়াইয়া
যাহাতে "ভগিনী" হিয়ে ফিরে পুনঃ পায় ?
আজিকে মোদের প্রাণ
কর দেব ! কর দান,
প্রকৃত ভগিনী যাতে হতে পারা যায় !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।৪
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
উষার অস্ফুটালোকে
বিহগ পুলকে সুখে
তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায় !
আজিকার মহা ঘটা
স্নেহের কিরণ-ছটা—
ছড়ায়ে পড়েছে সুখে রক্তিম আভায় !
দাও জ্ঞান, দাও ভক্তি,
দাও প্রভু ! আর্য্যশক্তি,—
ছুটুক বিজলী সম ভ্রাতার হৃদয় ;
বাঁধিয়া একতা ডোরে
দাও সব সহোদরে
সাধিতে বঙ্গের হিত ভুলি আপনায় ;
সত্যশীল, মাতৃভক্ত,
ন্যায় ধর্ম্মে অনুরক্ত,
সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তোমার পূজায়।
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ॥৫

শ্রীমতী—

বামাবোধিনীর অভ্যর্থনা।



ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনারল ও রাজ-প্রতিনিধি

লর্ড মিণ্টো।

(নবেম্বর—১৯০৫)

ভারতের দুঃসময়ে হইলে উদয়,
এস এস সমাদরে করি অভ্যর্থনা ;
ঘুচাও দেশের যত বিষাদ বেদনা,
সবে মিলি গাই সুখে জয় মিণ্টো জয়।

শতবর্ষ গত পিতামহ মহোদয়
সুনাম লভিলা করি এ রাজ্য শাসন ;
তাঁর মত রাজধর্ম্ম করিয়া পালন,
ঈশ্বর-কৃপায় লভ সুযশ অক্ষয়।

Bamabodhini Patrika.

Glory be to God—the giver and sustainer of life and the dispenser of all good. Bamabodhini through His grace has entered the 43rd year of her career and hopes to be of some service to our motherland and her daughters in the future as she has been in the past. Heaven help her.

The Government have changed both in India and at home. The Earl of Minto has succeeded Lord Curzon as Viceroy and Governor-General of India. Sir Henry Campbell-Bannerman of the Liberal party has succeeded Mr Balfours as Premier of England. We hope the state of things both at home and abroad will be changed for the better under the new *regime*. The public utterances of our new Viceroy promising to give peace and security to the land are hopeful.

We accord our hearty welcome to their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales who are touring round India amidst most loyal and enthusiastic cheerings and are expected in Calcutta within this month. We earnestly hope that the royal visit will augur well for India and her people. May God bless our exalted visitors and guide their ways.

A
METRICAL TRANSLATION
OF
"BANDE MATARAM"
(From the STATESMAN)

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing.
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !
Thou of the silvery-joyous
moon-blanched night,
Thou with fair groups of
flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !
Though now seventy million
Voices through thy mouth sonorous
shout,
Though twice seventy million
hands hold thy trenchant
sword blades out,
Yet, with all their power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !
Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart.
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts dost reign,

And the form from fane to fane
Thine, O Goddess !
For thou hast the ten-armed Durga's power,
Riches thrones thee in her lotus bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and water bless,
Mother, hail !

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail !

On the 1st of November 1905, the anniversary day of our late revered Queen-Empress's Proclamation which is regarded as the Indian *Magna charta*, mass meetings were held in every part of Bengal where along with the royal proclamation the following people's proclamation was read :—

Whereas the government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

RECEPTION OF H. R H. THE PRINCESS OF WALES BY THE LADIES OF BOMBAY.

The ladies of Bombay have given Her Royal Highness not only a right royal welcome, but the occasion being an auspicious one as well from every point of view, the following ceremonies, as described by an English writer, were gone through at the ladies' reception :—

On the first landing the Parsi ladies in their delicate veils of light blue sea-green, primrose, and pink silk performed the quaint rite known as *Vadhavi-levam*. The Princess stood in the middle of the group while an egg and a cocoanut were passed round her head seven times, symbolizing the seven circles of the world, and were then broken, in sign that whatever calamity the Fates have had in store for the person thus treated will be broken even as were the egg and the cocoa-nut, and the recipient of these attentions may henceforth live in safe contempt of the Fates and their cruel machinations. To this significance of the rite, a significance which I think may be traced to what anthropologists call mimetic magic, is added another equally symbolized though less profound. The egg and the cocoa-nut are interpreted as emblems of good nourishment, and as they were broken on behalf of the Princess even so will every evil ever concocted by destiny turn to her advantage and, so to speak, nourishment. With a similar purpose a dish of water was passed seven times round Her Royal Highness's head and then poured away. This libation is interpreted as a prayer that no drought but rainy abundance may be the Princess's lot in life. It also belongs to the category of symbolic magic, and, though the good Parsi ladies were

probably unaware of the fact, in pouring that water out they were performing an act common to the wedding ceremonies of many races whose very names are unknown to them After the egg, cocoanut and water, followed a handful of rice thrown over the Princess's head, likewise indicative of prosperity and plenty, the original meaning of our own custom of throwing rice after the departing bride. The one really original part of the ceremony was the last. The lady learned in mystic lore who had already accomplished the things described above ended by pressing her knuckles fast against her own temples and making them crack, thus expressing in a curiously practical manner the wish that all evil may be cracked off the Princess's head for ever and ever.

On the top of the stairs the Hindu ladies were awaiting their own turn of benevolent witchery. Their ceremony was even more abstrusely interesting if simpler in form than the *Vadhavilevam*. A bunch of burning wicks and a handful of mysterious red powder were prepared in a tray, indicating that as red is the brightest of the seven colours, even so may the brightest of lots be granted to the Princess. It was the intention of the Hindu ladies to conclude their *arati* by marking Her Royal Highness's brow with the red powder, but the Princess evaded this attention with her habitual tact

Having thus successfully passed through these two ordeals of fire and water Her Royal Highness proceeded to the entrance of the Hall to undergo a third trial, namely, the Mahomedan rite of *Ameen*, the prettiest of the three and the least embarrassing. The Mahomedan ladies indulged neither in water nor in fire. Their magic consisted in garlanding the Princess and scattering round her head almonds and other nuts, their leaves plated with gold and silver, emblems of peace. They say that as the nuts are full of oil, even so may the oil of peace smooth the course of the Princess's life. These nuts reminded me of the nuts with which the ancient Romans used to salute the bride, and the Greeks to shower upon newly-bought slaves The meaning in both cases, as in this modern instance, was peace and prosperity. The ladies then handed to the Princess a cocoanut, emblematic of the wishes that as its kernel gives food and contains water, as its leaves provide roofings, as its coir makes some useful articles of furniture, and finally, as its shells make cups, even so may the Princess never lack food, water, shelter, and furniture.

When I arrived in Bombay I little dreamed that I was destined to enjoy so interesting and instructive an experimental lecture on Indian folk-lore. The pleasure was therefore all the greater, and but for the solemnity of the occasion I would say that all those fair priestesses of good luck—Parsi, Hindu and Mahomedan alike—have earned my abiding affection.

Legal Adviser to Ladies.—The Bengal Board of Revenue, reporting on the work of Miss Cornelia Sorabji as legal adviser to the "Purdanashin" ladies under the Court of Wards remarks :—"By the exercise of great tact she has succeeded in compromising litigation in no less than four

cases; and has been consulted by ladies on private matters in seven others. The Board hopes that in future the District Officers will be able to make a more free use of her services, and that the ladies under the Court of Wards will feel that they have a friend whom they may consult at any time, and who is always ready to explain their real wishes to the District Officers and to deliver and explain to the ladies at first hand the orders and direction of the Court of Wards The Board joins with the District Officers in expressing their very high appreciation of the valuable services of Miss Sorabji."

The following is the list of the new Cabinet which the King has approved. —

Sir Henry Campbell-Bannerman, Prime Minister and First Lord of the Treasury

Sir Robert Reid, Lord High Chancellor

Mr. H. H. Asquith, Chancellor of the Exchequer

Mr. Herbert Gladstone, Home Secretary.

Sir Edward Grey, Foreign Secretary.

Lord Elgin, Colonial Secretary.

Mr. Haldane, War Secretary.

Mr. John Morley, Indian Secretary.

Lord Tweedmouth, First Lord of the Admiralty.

Mr. Lloyd George, President of the Board of Trade.

Mr. John Burns, President of the Local Government Board.

Captain John Sinclair, Secretary for Scotland.

Lord Carrington, President of the Board of Agriculture.

Mr. Sydney Buxton, Post-Master General.

Lord Crewe Lord President of the Council.

Lord Ripon, Lord Privy Seal.

Mr. Augustine Birrel, President of the Board of Education

Lord Justice Walker, Lord Chancellor of Ireland.

Mr. "Lulu" Harcourt, First Commissioner of Works

Sir Henry Fowler, Chancellor of the Duchy of Lancaster.

Lord Aberdeen, Lord Lieutenant of Ireland.

Mr. James Bryce, chief Secretary for Ireland.

Further appointments.

Mr. Edmund Robertson—
Secy to the Admiralty.
" R. Cruston—Paymaster General.
" Lawson Wilton—Attorney-General.
" W. Robson—Solicitor General.
" Reginald Meckenna—
Secy to the Treasury.
" Herbert Samuel—
Under Secy, Home Office.
" Thomas Shaw—
Lord Advocate of Scotland.
" Alexander Ure—
Solicitor G. for Scotland.
" John Fillis—
Under Secy, Indian Office.
" W. Churchill " Colony "
Earl of Portsmouth " War "
Marquis of Bute " Foreign "

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

সন ১৩১২ সাল।

বাবু গোবিন্দ লাল দত্ত, কলিকাতা ১৲
„ সত্যেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কলিকাতা ১৲
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা ॥০
„ নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲
„ গোঁসাই দাস দত্ত মেদিনীপুর ২॥৵০
„ নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অযোধ্যা ২॥৵০
„ ধরণীধর দাস ব্রহ্মণপুরী ১৸০
„ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত রাজবাটী ২॥৵০
„ মণিমোহন বসু বলরামপুর ২॥৵০
„ প্রফুল্ল চন্দ্র বাগচি দিক্রগড় ২॥৵০
„ ডাঃ ভুবনেশ্বর মিত্র মেদিনীপুর ২৲
„ ডাঃ অক্ষয়কুমার পাইন কান্দি ২॥৵০
রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুর যোড়হাট ২॥৵০
রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর নাগপুর ২॥৵০
শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী রায় ভবানীপুর ২॥৵০
তারাসুন্দরী দেবী ব্যাহবাইচ ২॥৵০
শ্রীমতী কৃপাময়ী তরফদার মধুবনি ২॥৵০
„ অশোকলতা দাস দেরাডুন ২॥৵০
„ বিদ্যাবতী আবিয়ার সরস্বতী জয়নগর ১।৵০
„ কমলকামিনী দাসী বোলপুর ১।৵০

সাবেক।

বাবু করালী প্রসন্ন মিত্র চৌকীভাঙ্গা ২৲
„ দেবীবর চট্টোপাধ্যায় বাগেরহাট ৪৲
„ বিজয় প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সম্বলপুর ২৲
„ বৈদ্যনাথ সান্যাল বগুড়া ৩৲
„ হীরালাল হালদার বহরমপুর ৫৲
„ ধরণীধর দাস ব্রহ্মণপুরী ৸৵০
„ প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত রাজবাটী ৸০
„ চতুর্ভুজ পট্টনায়ক কটক ২৲
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ভবানীপুর ২॥৵০
রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুর যোড়হাট ২॥৵০
শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী ব্যাহবাইচ ২॥৵০
„ কৃপাময়ী তরফদার মধুবনি ২॥০
„ নিস্তারিণী দাসী বসন্তিয়া ২৲
„ চারুশীলা ঘোষ সিউরি ৪৸৴০

"বামাবোধিনী"র কয়েকটী নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৴০, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৴০, না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৷০; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৷০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিত্র হইয়াছে, ইহার সহিত ইংরাজী-স্তম্ভও সংযোজিত হইল। আমরা যেমন নানাপ্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি সাধারণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি দ্বারা ইহার আয়োন্নতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন।

৮ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিতে, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

ব্রণ, মেচেতা ও ছুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম।

মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আনা, মাশুল ।৹ আনা।

যুবতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান। ব্রণ ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। রমণী-মুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার গন্ধ অতীব মনোহর।

আপনার "মালতী কুসুম তৈল" ব্যবহার করিয়া বুঝিলাম, উহা ব্রণ ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ।

রাণী শিবভাবিনী, আন্দুল রাজবাটী।

কল্যাণ-ঘৃত

স্ত্রী-ব্যাধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ।

ইহা জরায়ু সম্বন্ধে যাবতীয় স্ত্রী-রোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, পেটবেদনা ও তদানুষঙ্গিক স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ প্রভৃতি নির্ম্মূল আরোগ্য করিয়া থাকে। বঁাহারা চির-বন্ধ্যা, তাঁহারা এই মহৌষধপ্রভাবে সন্তানের মুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন।

ইহা কামিনীকুলের স্বাস্থ্য-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ। যাঁহাদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে, তাঁহাদের কল্যাণ-ঘৃত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য ১ শিশি ১॥৹ টাকা, মাশুল ৵৹ আনা।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,
[illegible] নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার,
কলিকাতা।

চিকিৎসাদ্বারা-পরীক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ।

মহামেদ-রসায়ন।

"মহামেদ-রসায়ন" সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা নষ্টস্মৃতিসম্পন্ন বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয়। পাঁচ ঘণ্টার পাঠ, এক ঘণ্টায় কণ্ঠস্থ হয় এবং পুনরায় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

"মহামেদ-রসায়ন" জগতে অদ্বিতীয়,—

ইহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্ব্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই।

"মহামেদ-রসায়ন" স্নায়বিক দুর্ব্বলতার আশ্চর্য্য ঔষধ,—

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তিষ্কপরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (Nervous Debility), স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তকঘূর্ণন, মস্তক গরম, প্রভৃতি এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ "মহামেদ-রসায়ন"।

"মহামেদ-রসায়ন" মস্তিষ্কপরিচালনশক্তিবর্দ্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করার জন্য যাঁহাদিগকে মস্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে "মহামেদ-রসায়ন" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

"মহামেদ-রসায়ন" মূর্চ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,—

অর্থাৎ,—পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া), উন্মাদ ও মৃগীরোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

"মহামেদ-রসায়নের" মূল্যাদির কথা,—

১ শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵৹ ছয় আনা; দুই শিশি ২৲ দুই টাকা, মাশুল ৷৹ আট আনা; ৩ শিশি ২৷৹ আড়াই টাকা, মাশুল ৷৵৹ দশ আনা; এবং একত্রে ৬ ছয় শিশি ৫৲ পাঁচ টাকা, মাশুল ৸৵৹ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ;

৪ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

স্বরবল্লীকষায়

দূষিত রক্ত শোধনে

এই কষায় অদ্বিতীয়।

স্বরবল্লীকষায়ের উপাদানগুলি যেরূপ অমিততেজঃসম্পন্ন সেইরূপ হিতকর। শোণিতদোষ নিবারণ করিতে ইহা যেরূপ অদ্বিতীয়, রক্তের পরিপুষ্টি সাধনে ইহা সেইরূপ অপরিসীম-শক্তিসম্পন্ন।

দুঃসাধ্য চর্ম্মরোগ, বাতব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত করিতে একমাত্র স্বরবল্লীকষায়ই সম্পূর্ণ সমর্থ।

দুরারোগ্য বলিয়া, চিকিৎসক-পরিত্যক্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিনিচয়—স্বরবল্লী সেবনে অচিরেই চিরকালের জন্য উন্মূলিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৷৹ দেড় টাকা।
ভিঃ, পিঃ, ডাকমাশুলাদি ৷৶৹ নয় আনা।
তিন শিশির মূল্য ৩৷৹ টাকা।
ভিঃ, পিঃ ডাঃ মাঃ ৸৶৹ আনা।

অমৃতাদি বটিকা।

উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ।

প্লীহা, যকৃৎ ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সবিরাম বা অবিরাম, নূতন বা পুরাতন যে কোনরূপ জ্বরে, প্রযুক্ত হইলেই ইহার অমোঘ শক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি বটিকার বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধের ন্যায় ইহার ফল ক্ষণস্থায়ী নহে। ইহা সেবন করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

কুইনাইনে জ্বরের শান্তি হয় বটে, কিন্তু উহার পুনরাক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। জ্বর-শান্তির নিমিত্ত কুইনাইন পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে; তখন আর উহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার উপায় থাকে না। এরূপ অবস্থাতে আমাদিগের অমৃতাদি বটিকা প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে এবং কুইনাইন বিষ হইতে রক্ষা করিয়া রোগীকে ব্যাধিবিমুক্ত করে।

এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।
ভিঃ পিঃ ডাকমাশুলাদি ৶৹ তিন আনা।
তিন কৌটার মূল্য ২৷৹, ভিঃ পিঃ ডাকমাশুলাদি ৶৹,
ডজন ১০৲ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুলাদি ৷৹ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ,
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No 509. January, 1906.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৯ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১২। জানুয়ারী, ১৯০৬। | ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ স্ট্রীট বাজলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক ৯৯নং আটনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।/০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত,

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুক্ষয় ইত্যাদি বিবিধ প্রকার **জটিল** রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের **পরক্ষণেই** অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঢোল বাধিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ **শীঘ্রই উপশমিত হইবে।**

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই **ইহার যথেষ্ট** উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে, **অম্লজনিত হৃদ্রোগ** যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি **হইবে।** ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমময় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা **আশু নিবারিত হইবে।** আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১।০, মাশুল ।।০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ।)

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ **দূরে যাইবে, গলার** ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ আটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা **বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত** হইবে।

শিশু ও বালক বালিকাদের হুপকাশি, ঘুংড়ি কাশি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা **ঘড় ঘড় করা,** বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাশরোগের পক্ষে ইহা অব্যর্থ ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাশ নিয়ত **বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ** রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি, অবিরত কাশিতে হয় ও গয়ের উঠে, **অথচ** হাঁপানির টান **থাকে, তাঁহারাও** এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১।।০ টাকা, ডাকমাশুল ।।০ আনা, মোট **২্ টাকা** পড়ে।

কবিরাজ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,
৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,
কলিকাতা।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেশন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যদ্যপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যদ্যপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার ক্ষয়-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যদ্যপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাত্রে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ?

থাইসিস ইন্‌হেলেসন খাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আঘ্রাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাণু সকল (জর্ম্ম) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আঘ্রাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫৲ টাকা, প্যাকিং খরচ ৵০ আনা। ডাক-মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৶০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন:—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার "থাইসিস ইন্‌হেলেসন্" ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পত্রবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদাল্জী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস সার জামসেৎজীর স্যানিটেরিয়াম, খাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন:—আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" খুব উপকারী ঔষধ; সর্ব্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার স্ত্রীর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস্,
১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

সন্তান রক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের "সন্তানরক্ষক" মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲; প্যাকিং খরচা ৵০; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৵০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,
১৯নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ, ১৩১১ সাল।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট "মিশ্র" উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক্ তাহাই ছিল। আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার "সন্তানরক্ষক" ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তদ্ভিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি।

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 509 January, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৯ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩১২। জানুয়ারী, ১৯০৬।	২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—গত বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে, বালকদিগের সহিত পাঠশালে পাঠিকা বালিকার সংখ্যাও শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে। এখনও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট অভাব, ইহার আরও উন্নতি প্রার্থনীয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণরের সুযশ—লর্ড আম্‌থিল অতি সুখ্যাতির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া অবসর লইয়াছেন। দেশবাসিগণ সভা করিয়া তাঁহার যশোগান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রের উন্নতি—১লা জানুয়ারি হইতে লাহোরের সুবিখ্যাত "ট্রিবিউন" পত্র দৈনিক হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়ান পিপল" দৈনিক হইয়াছে। বঙ্গদেশের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশেও দেশীয় পত্রের উন্নতি দেশের শক্তিবৃদ্ধির পরিচায়ক।

লেডি মিণ্টো—ইঁহার প্রকৃতি ও ব্যবহার মধুর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। ইঁহান "লেডী ডফারিণ ফণ্ড" এবং কলিকাতা সেবিকা (Nurse Institution) সভার সভাপতি হইয়াছেন এবং ভারতীয় রমণীদিগের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

যুবরাজের ভ্রমণ—যুবরাজ সস্ত্রীক যথানিয়মে বোম্বাই হইতে মধ্যভারত, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া গত ২৯এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। প্রিন্সেপ্‌স ঘাটে অভ্যর্থনার মহা সমারোহ হয়। তৎপরে গড়ের মাঠের প্যারেড ও মহা অভ্যর্থনা, নগরের দক্ষিণাংশে আলোকসজ্জা ও আতোষবাজী

হয়। বেলভিডিয়ারে রাজবধূকে লইয়া মহিলা-সম্মিলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবরাজের ডি এল উপাধি-গ্রহণ হয়।

নববর্ষের সম্মান—ভারত-সম্রাটের অনুজ্ঞানুসারে রাজপ্রতিনিধি নিম্নলিখিত মহিলাদিগকে কৈশরী হিন্দ মেডাল দিয়াছেন :—

জানকীবাই—বোম্বাই দৌলৎরাম উমরা সিংহের বিধবা ১ম শ্রেণী।

কুমারী এমা কার—মান্দ্রাজ বালিকা-বিদ্যালয় সকলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী ২য় শ্রেণী।

শ্রীমতী মহাদেবী—দেরাদুন কন্যাপাঠশালার অধ্যক্ষ ২য় শ্রেণী।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার পেডলার এবং ছোটবঙ্গের ছোট লাট ফুলার সাহেব "স্যার" উপাধি পাইয়া কুলীন-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—কাশীধামে ২১ বার্ষিক কনগ্রেস মহাসমারোহে ও মহোৎসাহে ২৭এ হইতে ৩০এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সভাপতি সুবিখ্যাত গোখলে সুদীর্ঘ চিন্তাপূর্ণ সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সহস্র সহস্র প্রতিনিধি এবং অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

কনগ্রেসের আনুষঙ্গিক—বৎসর বৎসর কনগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমিতি, শিল্পপ্রদর্শনী, ব্রাহ্ম সম্মিলনী প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবারও হইয়াছে। বেশীর ভাগ কাশীতে ধর্ম্মমহামণ্ডল, আর্য্য-সভা, মহিলা-সম্মিলন ও মাদকনিবারণী সভা প্রভৃতি ঘটা করিয়া হইয়াছে। মহিলা-সম্মিলনের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

টাসি লামার ভ্রমণ—ইংরাজরাজের অনুগৃহীত টাসি লামা দার্জ্জিলিঙ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা দেখিয়া গিয়াছেন। বড় লামা এখনও রুস রাজ্যে।

রুস-বিভ্রাট—রুসিয়ার বিপদের শেষ নাই। সাম্রাজ্যের চারিদিকে ঘোর বিদ্রোহ। অনেক লোক হত্যা করিয়া মস্কৌ মহানগরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

আমেরিকায় ভারতবাসী—ত্রিনিদাদ হইতে যে সকল ভারতবাসী সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা খরচ খরচা বাদে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া আসিয়াছেন। এক এক জনের উপার্জ্জন ৫০০ হইতে ১৩,৬০০ টাকা। কেহ কেহ ত্রিনিদাদে জমিদারী করিয়াছেন, আবার তথায় ফিরিয়া যাইবেন।

দানের তারতম্য—মণিমাণিক্য-ভূষিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কোনও পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের হস্তে লক্ষ টাকা দিলেন। আর আমরা দেখিলাম এক চীরবসনধারী দুঃখিনী বিধবা বিধবাশ্রমে তাঁহার জীবিকার সম্বল হইতে একটী মুদ্রা দান করিলেন। ভগবানের চক্ষে শেষোক্ত দানের যে মূল্য অধিক বলা বাহুল্য।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ভ্রান্তিনদে নিমজ্জিত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়।"

মানুষের সৌন্দর্য্য-পিপাসা অদ্ভুত। যাহাকে কখনও দেখি নাই, কল্পনায় মানসপটে তাহার চিত্র এমন অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তুলে এবং তাহার জন্য সে অসাধ্য সাধনেও প্রবৃত্ত হয়।

সুরেশ অঞ্জনার সৌন্দর্য্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন মানসে পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া অবিচলিত হৃদয়ে চলিয়াছেন। সাধনার্থী যোগীপুরুষ যেমন সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া নির্ভীকচিত্তে হিংস্রজন্তু-সমাকুল পর্ব্বতে বা অরণ্যে একমাত্র পরব্রহ্মের অন্বেষণে ব্যাকুল, সুরেশ সেইরূপ আজি অঞ্জনাকেই সংসারের একমাত্র সারবস্তু ভাবিয়া তন্ময় হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত। এক একবার হৃদিপটে অঞ্জনার মোহিনীমূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতেছেন, পুনরায় হতাশপ্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতেছেন।

ক্রমে বিভাবরী ধীরে ধীরে সমাগত হইল ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুরেশের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, ক্ষতবিক্ষত শরীরে অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সুদূর পথপর্য্যটনে তিনি ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া তারাদিহি গ্রামের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপত্যকায় এক শালবৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। শয্যা শিলাতল, উপাধান বলিষ্ঠ বামভুজ। এই পর্ব্বতটীকে যদিও তারাদিহির অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু এখানে জনমানবের সম্পর্ক নাই। এই পর্ব্বতের নিকট একটী জঙ্গল; এই অরণ্য দুই ক্রোশ-ব্যাপী; ইহার পর আর একটী পর্ব্বত আছে; এই পর্ব্বতের পর মনুষ্যের বাসস্থান।

তারাদিহি বুদ্ধগয়ার মধ্যে; ইহা বুদ্ধগয়ার অন্নপূর্ণার দেবত্র সম্পত্তি। খ্রীঃ ১৬৮২ সালে দিল্লীর নবাব মহান্ত লালগিরিকে ইহা প্রদান করেন; দিল্লীর সম্রাট্‌গণ মহান্তদিগকে বুদ্ধগয়া মঠের জন্য অনেক গ্রাম জায়গির প্রদান করেন। ওয়াজিরুল মুমালিক কমরুদ্দিন খাঁ ছয়টী গ্রাম প্রদান করিয়াছেন; দিল্লীর সম্রাট্‌ ফেরোকশিয়ার মহান্ত কেশবগিরিকে অন্তবান প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মহান্ত শিবগিরির সময় মঠের কতকগুলি সম্পত্তি ১৮১৯ সালের ২য় রেগুলেশন ও ১৮২৮ সালের ৩য়

রেগুলেশন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট খাস দখলে আনয়ন করেন; অবশেষে বিশেষ তদন্তের পর এই সম্পত্তি পুনরায় মহান্তকেই প্রদান করেন। ইহাঁর ১৪০০ চেলা ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হেমনারায়ণ গিরি মহান্ত ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ও বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত হন। ১৮৭৩—৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার জীবন রক্ষা বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টকে সমধিক সহায়তা করিয়াছিলেন; সেই জন্য গভর্ণ-মেণ্ট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৬ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে দেওয়ানি আদালতে কখনও উপস্থিত হইতে হইবে না বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সময়ে চেলা সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার গোঁসাই চেলাদিগের জন্য বেনারসে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও তাঁহার জমিদারীতে অনেক দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মহান্ত হেমনারায়ণ গিরির প্রধান কয়েক জন শিষ্যের মধ্যে হরেরাম বাবাজী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিলেন। হরেরাম বাবাজীর বয়স পঞ্চাশতের উর্দ্ধ হইবে। তিনি সংসারীও বটেন, সন্ন্যাসীও বটেন। সর্ব্বপ্রকার সংযম পালন করিয়া অহর্নিশ ঈশ্বরচিন্তা করেন, সুতরাং যোগী পুরুষ; কিন্তু তাঁহার একমাত্র পালিতা কন্যা তাঁহার নিকট অবস্থান করায় তাঁহাকে সংসারীও বলা যাইতে পারে। কন্যার নাম মহিমা। মহিমা ব্রাহ্মণকন্যা; দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শৈশবকালেই তিনি পিতৃ-মাতৃ-হীন হন; পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে সস্নেহে লালন পালন করেন; মহিমার বয়স যখন ৪ বৎসর, তখন তাঁহার সহোদরও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহিমা এককালে নিঃসহায়। সেই সময় হরেরাম বাবাজী কোন কারণ বশতঃ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মহিমাকে দেখিয়া তাঁহার বড় দয়া হইল; মহিমা পিতা মাতার জন্য নয়—দাদার জন্যই কাঁদিয়া আকুল, কারণ পিতা মাতার কথা আদৌ তাহার স্মরণ হয় না, সহোদরকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিত। মহিমার করুণ ক্রন্দনে অনেকেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল বটে, কিন্তু কেহ তাহাকে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না।

মহিমা রোদন করিতেছে, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়াছে, এমন সময় হরেরাম বাবাজী সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন। শিশুর আর্ত্তনাদে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন, "কেন মায়ি? কাঁদ্‌ছ কেন?" এই প্রশ্ন করিবা মাত্র একটী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন "খুকি, আর কাঁদিস না; দেখ তোর বাবা এলেন। তিনি বুঝি

বিদেশে চাকরী কর্‌তে গেছিলেন, তোর জন্ম আজ ঘরে ফিরে এসেছেন।” অনেকে ভাবিলেন স্ত্রীলোকটা কি পাগলী; যা নয় তাই বলছে।” কত সময় প্রলাপ বচনের মধ্য হইতেও কত স্বর্গীয় ভাব মনুষ্যের প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহা কে বলিতে পারে? সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশকে মানুষ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু আবার এমন দিন আসে যে সেই প্রলাপ-বচনের সত্যতায় জগৎ মুগ্ধ হয়; সেই বাক্যকে ঈশ্বর-প্রেরিত সুসংবাদ বলিয়া মস্তকে তুলিয়া লয়; এবং তাহা দ্বারা সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভে যত্নবান্ হয়।

আজি ঐ স্ত্রীলোকের প্রলাপ-বাক্যই মহৎ উপকার সাধন করিল। বালিকার ধারণা হইল “নিশ্চিতই ইনি আমার পিতা।” সে হরেরাম বাবাজীকে দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বাবাজীও সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী মজিলেন; ডোর কৌপীন মায়া-জালে সমাচ্ছন্ন হইল; ভগবৎপ্রীতি দ্বিধা বিভক্ত হইল। বালিকাকে আর ক্রোড় হইতে নামাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; বালিকাও আর নামিতে চাহে না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। সন্ন্যাসী বিপদে পড়িলেন; তিনি বালিকাকে লইয়া কি করিবেন? সকলেরই অভিলাষ যে সন্ন্যাসী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান, কারণ বালিকার এক জগদীশ্বর ভিন্ন আপনার বলিবার কেহই ছিল না। সকলেই বলিতে লাগিলেন “বাবাজী, আপনি মেয়েটীকে লয়ে যান; এখানে থাকলে কে দেখ্‌বে? হয়তো না খেতে পেয়েই মারা পড়্‌বে।”

সন্ন্যাসী সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন; তিনি দুই এক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করিলেন ও বালিকাকে লইয়া আপন মঠের দিকে চলিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দিত হইল, ঈশ্বরের মহিমায় বালিকার আজ একটা উপায় হইল।

হরেরাম বাবাজী বালিকাকে লইয়া তারাদিহির পর্ব্বতের এক গুহায় সংস্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন ও মহাত্মের নিকটেও প্রায়ই যান। বালিকার জন্ম আহার্য্য প্রভৃতি সামগ্রী সেই স্থান হইতেই আনয়ন করেন। তিনি বালিকার নাম রাখিলেন “মহিমা”। সেই সময় হইতেই মহিমা এক পলক পিতা ভিন্ন আর কাহারও মুখ দর্শন করিতে পান নাই; আজি মহিমা পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

প্রাতঃকালে মহিমা কলসী কক্ষে ঝরণায় বারি আনয়ন করিতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। পথিমধ্যে বৃক্ষতলে যজ্ঞোপবীতধারী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সুরেশের অমানুষিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভিন্ন জগতের জীব বলিয়া মনে মনে নির্দ্ধারিত করিলেন; কিন্তু সে স্থান হইতে

এক পাও নড়িতে সক্ষম হইলেন না। একবার ভাবিলেন যে, পিতাকে ডাকিয়া এই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করাইয়া দেন; আবার ভাবিলেন যদি পিতাকে ডাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে এই অপরূপ সামগ্রী অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে তো আর তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখা হইবে না। এইরূপ মনে মনে নানাপ্রকার তোলা পাড়া করিয়া সেই স্থানে কলসী রাখিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। মহিমার মুখে বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরেরাম বাবাজীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; ভাবিলেন বিধি বুঝি এতদিনে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন,—আজি মহিমা বুঝি নিজভর্ত্তা নিজেই অনুসন্ধান করিয়া লইলেন।

পিতাকে সঙ্গে লইয়া মহিমা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুরেশকে অবলোকন করিয়া বাবাজীও স্তম্ভিত হইলেন। উভয়ের খরতর দৃষ্টিতে তাঁহার কোমল শরীর ঝলসিত হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় সহসা তিনি জাগরিত হইলেন। সম্মুখে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সস্নেহে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "তুমি কি অপ্সরা?"

মহিমা নীরব;—যেন বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "না,—আমি মহিমা, তোমায় বড় ভালবাসি।"

"তুমি কি অপ্সরা?" এই কথা শ্রবণ করিয়াই হরেরাম বাবাজী সুরেশের অতীত জীবনের অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হইলেন এবং সুরেশের প্রতি মহিমার ভালবাসার সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কর্কশস্বরে সুরেশকে উত্তর করিলেন

"তুমি কে?"

"প্রভু! আমি একজন পথিক মাত্র, পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হয়ে এই স্থানে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলুম।"

"কোন্ সাহসে অপরিচিতা যুবতীকে এরূপ ভাবে সম্বোধন করলে?"

"প্রভু! আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছি, তাই একটু জল চাচ্ছিলাম।"

"তোমার তৃষ্ণা জলের তৃষ্ণা নয়; আমার কাছে কপটতা খাটবে না;—সব মিথ্যা কথা।"

"না প্রভু! আমি তৃষ্ণায় অধীর হয়ে পড়েছি; রাত্রিকালে অনেক অনুসন্ধান করলেম, কিন্তু কোথাও একটু জল পেলেম না।"

মহিমার নবনীত হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি কহিলেন "বাবা, আমি জল আনব?"

হরেরাম গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "না।"

"তবে বাবা, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ঝরণা দেখিয়ে দিয়ে আসি?"

"না।"

"কেন বাবা? তৃষ্ণায় ওঁর মুখ শুকয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন না?"

"তাতে তোমার আমার কি?"

"তা বলে বাবা, তৃষ্ণার সময় লোককে একটু জল দেবে না?"

"জল! ওকি মানুষ যে ওকে জল দেব? ও একজন ডাকাত!"

"না বাবা, উনি বড় সজ্জন; এরূপ কমনীয় মূর্ত্তি, ঢল ঢল আঁখি,—চন্দ্রনিভ বদন, কি কখনও দস্যুর দেহে সম্ভব হয়?"

পুনরায় সুরেশ কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভু! একটু জল দিন।" সুরেশের করুণ স্বরে মহিমা যেন অধীর হইয়া পড়িলেন; পিতাকে উত্তর করিলেন, "বাবা! যাই, আমি জল আনিগে।"

এই বলিয়া কলসী কক্ষে যাইতেছেন, এমন সময় হরেরাম কর্কশস্বরে কহিলেন "যাও কোথা?—এখনি এই পাপিষ্ঠকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করব" এই বলিয়া হরেরাম ক্রোধন মূর্ত্তিতে সুরেশের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পিতার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মহিমার কক্ষের কলসী ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মহিমা তৎক্ষণাৎ পিতার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার পদ ধারণ করিয়া কহিলেন,—"বাবা! ওঁকে কিছু বলবেন না;—যা শাস্তি দিতে হয়, আমায় দিন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

কাশীতে স্ত্রী-সম্মিলনী।

বিগত ৩০এ ডিসেম্বর—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই মহানগরীতে এক অপূর্ব্ব সম্মিলনী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে এ বৎসরে জাতীয় মহা সভার অধিবেশনে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির স্ত্রী ও পুরুষের সমাগম হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নানাপ্রকার সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এমন সুন্দর মিলন ইতিপূর্ব্বে এ প্রদেশে কখনও হয় নাই। অবশ্য পুরুষগণের সভা সমিতির অধিবেশন, মান্য স্থানীয় কৃতবিদ্য মহাত্মা পণ্ডিত বক্তা প্রভৃতির পরস্পরের মিলন ও আলোচনা প্রথা একরূপে সুসাধ্য হইয়াছে কিন্তু বলিতে গেলে অবরোধ প্রথা রক্ষা করিয়া রমণীগণের এই পরম হিতকর মিলন-সুযোগ এই প্রথম উপস্থিত। স্থানীয় নাগরী প্রচারিণী সভাগৃহে ইহার অধিবেশন হয়। ছয় শতের অধিক ভদ্র মহিলা একত্র হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটি, দক্ষিণী, ইংরাজি প্রভৃতি সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মী নিরক্ষরা হইতে বিদুষী গ্রাজুয়েট মহিলাগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের রাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, মিসেস টহলরাম সেক্রেটরী ছিলেন। মিসেস দুবে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সভাপতি মাননীয়া রাণীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইলে পর মিসেস টহলরাম ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। পরে একটি বাঙ্গালি রমণী হিন্দিতে "স্ত্রী-জাতির কি কর্ত্তব্য এখন" সে বিষয়ে বলেন, তাহার পর মিসেস রমণ বাই ইংরাজীতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর একটী হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা হিন্দিতে বলেন। অতঃপর, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "মাতৃপূজা" নামে একটি হিন্দি বক্তৃতা করেন। ইহার পর মিসেস তারাবাই নাম্নী একজন মহারাষ্ট্রী মহিলা হিন্দি ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর এক রমণী মহারাষ্ট্রী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহা কাহারই বোধগম্য না হওয়াতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্থগিত হয়। অবশেষে মিসেস পি, কে রায়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতান্তে, শ্রীমতী সরলা দেবীর সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ৮।৯ বৎসরের বালিকা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা আবৃত্তি করিল। বালিকার সুন্দর স্মরণশক্তি, অনর্গল বলিল। কণ্ঠস্থ করান হইয়াছিল বোধ হয়। আরও দুটি বালিকা শ্রীমতী অমলা ও শ্রীমতী সুনীতি, সংস্কৃতে সরস্বতীর স্তব ও শ্লোক ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয় এরূপ স্ত্রী জনতার মধ্যে বক্তৃতাকারিণীগণের ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর সকলের শ্রুতিগম্য হয় নাই। অনেকের মুখেই "কিছুই শুনিতে পাই নাই" এই কথা শুনিলাম। আর অধিকাংশ বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া সঙ্গত হয় নাই, কারণ সে স্থলে ইংরাজিতে অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প ছিল—বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক বাঙ্গালা ও হিন্দী বুঝিতে পারেন এইরূপ ছিলেন। তাঁহাদের উক্ত সকল বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে মনঃসংযোগ করেন নাই ও শিশুগণের ক্রন্দন-ধ্বনিতে সভাগৃহ আন্দোলিতঃ হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার পরস্পর মেলা মেশায় যাহা উপকার, তাহা ঘটিয়াছে। এই প্রকার যদি মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া এরূপ সদালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে 'অচিরে আশাতীত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপগড়ের রাণীর উদার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ধনী মহিলার অনুকরণ-যোগ্য। তাঁহার আচার ব্যবহার সভাগৃহে যাহা প্রকাশ পাইল, উহা প্রশংসার্হ। কলিকাতার এবং অন্যান্য বিদেশের মহিলাগণ যাঁহারা সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ভগিনী-প্রীতি সম্যক্ ভাবে আদরণীয়। আমরা প্রবাসে থাকিয়া স্বদেশী বিদুষী ভগিনী-গণের সম্মিলনে পরম সুখী হইয়াছি।

প্রতিবর্ষে এই প্রকার জাতীয় মহা-সভার আশীর্ব্বাদ লইয়া এক একটি স্ত্রী-সম্মিলনী গঠিত হইলে দেশের স্ত্রীগণের পরম মঙ্গল হইবে। শ্রীনি—দেবী।

সাধুবাক্য।

(৫০৮ সংখ্যা—২৪১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের অন্তরে।

২৭। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য দম্বলের ন্যায়, তিন কলসী দুগ্ধের মধ্যে তাহা রাখিলেও সমুদয় দুগ্ধ দধি হইয়া যাইবে।

২৮। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য কোনও ভূমি-নিহিত স্বর্ণখনির ন্যায়, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান পায়, সে তাহা গোপন করিয়া রাখে এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করে।

২৯। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য রত্নসংগ্রহার্থী বণিকের ন্যায়। যে ব্যক্তি একটী বহুমূল্য মুক্তা পায়, সে আপনার সমুদয় মুক্তা বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে।

৩০। অন্যের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা যত অধিক হউক না কেন, তৎপ্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন কর; কারণ অন্যে তোমার কত দোষ ত্রুটি সহ্য করিয়া থাকে।

৩১। কেহ কি তোমার কোনও অপকার করিয়াছে? তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লও—উপেক্ষাতে তাহার আরম্ভ এবং ক্ষমাতে তাহার শেষ।

৩২। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান কর, দুর্ব্বলের হস্ত ধারণ কর ও সকলের প্রতি ধৈর্য্যশীল হও, দেখিও কেহ যেন অপ-কারের পরিবর্ত্তে অন্যের অপকার না করে।

৩৩। প্রভু পরমেশ্বর। তোমার হস্ত যদি সরাইয়া লও, মানুষের পবিত্রতা থাকে না; তুমি যদি না চালাও, জ্ঞান কোনও কার্য্যকর হয় না; তুমি যদি রক্ষা না কর, কোনও সাহসের উপর ভর করা যায় না; তুমি পরিদর্শক হইয়া না থাকিলে আমাদের সতর্কতায় কোনও কাজ হয় না।

৩৪। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; শঙ্কিত হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে বলীয়ান্ করিব, তোমাকে সাহায্য করিব ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিব।

৩৫। ঈশ্বর আমার পর্ব্বত ও দুর্গ এবং আমার মুক্তিদাতা; আমার প্রভু আমার শক্তি, আমি তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিব।

৩৬। আমরা তাঁহাতে বাস করি, বিচরণ করি এবং জীবন ধারণ করি।

৩৭। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরামর্শ খাটে না।

৩৮। ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন আমি কোনও কার্য্যই করিতে পারি না এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার সে সাহায্যের প্রয়োজন।

৩৯। পবিত্রচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।

৪০। ঈশ্বরের নিকটে আইস, তিনি তোমার নিকট আসিবেন।

৪১। তোমার হস্ত ও হৃদয়কে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখ।

৪২। প্রভু! তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমাকে পবিত্র করিতে পার। আমাকে ধৌত করিয়া তুষারের ন্যায় শুভ্র কর।

৪৩। এক হরি-নামে যত পাপ হরে, পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।

৪৪। স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং পৃথিবীতে আমি তোমা-ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না।

৪৫। যদি আমরা চিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা ভিতর হইতে হৃদয়-দ্বার বন্ধ না করি এবং বাহির হইতে সংসারের অপবিত্রতার স্রোত প্রবেশের পথ রোধ না করি, তাহা হইলে হৃদয়ে পবিত্র ভাবোদ্রেকের আশা করা বৃথা।

৪৬। যখন শয্যাতে শয়ন কর, তখন স্থির হও এবং আপনার আত্মার সহিত আপনি আলাপ কর।

৪৭। যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, তোমার কুটীরে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার গোপনস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা কর; তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, প্রকাশ্যভাবে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪৮। দুঃখের সময়ে আমাকে ডাকিও, আমি তোমার কথা শ্রবণ করিব।

৪৯। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

৫০। প্রভু! আমার আত্মাকে এরূপ দৃঢ় কর যেন দুঃখ, ক্লেশ, নৈরাশ্য, শোক, পীড়া—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হই।

সাধনার প্রতিদান।

(১)

সংসারের শত অভিশাপে
আজ মম হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা!
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

(২)

যৌবনের লাবণ্য-সম্পদ
ভরাবুকে আছিল যখন
আমি কেবা—ভাবি নাই কভু,
বুঝি নাই পরের বেদন!

(৩)

দুদিনের খেলা ধুলা লয়ে
ভাবিতাম জনম সফল,
আজ তার প্রতিদান সখা,
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

(৪)

জগতের শত প্রলোভনে
ভাবিতাম সকলি আমার,
এ বধির শ্রবণেত কভু
পশে নাই দীন-হাহাকার!

(৫)

মুছাইতে বিন্দু আঁখি-জল—
ব্যথিতের হৃদয়-বেদন,
এ পাষাণ পরাণত সখা
একবার কাঁদেনি কখন।

(৬)

আজি মোর অন্তিম বিচার,
আজি মোর হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা!
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

ত্রিবেণী।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থান বলিয়া প্রয়াগ ত্রিবেণী নামে পরিচিত। বাস্তবিক এই "ত্রিবেণী" শব্দের মধ্যে একটা অব্যক্ত মাধুর্য্য আছে এবং বোধ হয় আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসবশতঃ এই নামের সহিত হৃদয়ের পবিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

এবার বারাণসীতে গিয়াছিলাম। প্রয়াগে যাইবারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে ত্রিবেণী দর্শনের জন্য প্রয়াগ-গমন, সে ত্রিবেণী-তীর্থ কাশীধামেই দেখিতে পাইলাম।

কথাটা কিছু জটিল হইল। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে। সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ নিরূপণ করিয়া ভারতবর্ষ অদ্যাপি সভ্যজগতে যে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মের প্রয়োজন। ভারতে যেমন এক দিকে ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে—অপর দিকে কর্ম্মের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। কর্ম্মযোগও ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীতে সেই কর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন, শিল্পপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন এই তিন শুভ অনুষ্ঠানে পুণ্যধাম কাশীর মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—মঙ্গলময় কর্ম্মোৎসবে কাশীতে ত্রিবেণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

কাশী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু পুণ্য-সলিলা জাহ্নবীর তীরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান সেই মহাসমিতির সুশোভন মণ্ডপ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। বুঝি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। তার পর মাননীয় গোখলের স্নিগ্ধ সহাস্য মুখচ্ছবি আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে;—জ্ঞানে পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ, বিনয়ে পদাবনতা লতার ন্যায় কোমল—এমন লোক কাহার হৃদয়ের পূজা ও ভক্তি পাইবে না? বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক

কি এক আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, সকল ভেদাভেদ, সকল ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে—এ দৃশ্য দেখিলেও জীবন সার্থক হয়। তাহার পর স্বদেশানু-রাগে উদ্দীপ্ত ভলণ্টিয়ার দলের প্রশান্ত মুখচ্ছবি আমার মনে পড়ে! ধন্য তুমি, জাতীয় মহাসমিতি! বর্ষে বর্ষে তুমি এমনি করিয়া আমাদিগকে একতার পথে অগ্রসর কর।

কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গবিভাগ এক প্রধান বিষয় ছিল। বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথ যখন বঙ্গবিভাগে বাঙ্গালী কত মর্ম্মাহত হইয়াছে—তাঁহার ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃ-মণ্ডলী হইতে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তখন কোন্ পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই? যখন তিনি ১৬ই অক্টোবরের কলিকাতার হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিতেছিলেন—নির্ম্মল আকাশে অল্প মেঘের সঞ্চার হইয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সমগ্র জাতির মিলিত শোকপ্রকাশের সময়ে বিধাতা তাঁহার সহানুভূতি জানাইলেন। এ সকল দৃশ্য ও ঘটনা অনুভূতি-সাপেক্ষ—বর্ণনীয় নহে।

প্রদর্শনীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব-পর নহে। কিন্তু যখন দেখিলাম স্বদেশ-জাত বিবিধ দ্রব্যে প্রদর্শনীর গৃহতল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তখন প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমাদের জাতীয় শিল্প-গৌরবের শেষ রেখাটুকু যে এত উজ্জ্বল—ইহা ভাবিয়াও প্রাণে অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। বরদা বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী বালিকা লেস (Lace) বুনন কার্য্যের জন্য প্রদর্শনীতে আসিয়াছে। তাহাদের বয়স বেশী হইবে না। কিন্তু শিল্পকার্য্যে তাহাদের দক্ষতা ও অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রৌপ্যখচিত হস্তিদন্ত, চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতির নানাবিধ শিল্পকার্য্য দেখিতে পাইলাম। যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—একবার এই প্রদর্শনী দেখিয়া যান। যদি আমাদের সমগ্র ইচ্ছা ও শক্তি স্বদেশপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই ব্রতসাধনে সমর্থ হইব—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শেষ কথা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন। এই সকল সম্মিলন আমাদিগের দেশের বিভিন্নদেশবাসী, সম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন আনয়ন করিতেছে। রাজপুতদিগের সম্মি-লন, আর্য্যসমাজের সম্মিলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাণসীতে একেশ্বরবাদী-দিগের সম্মিলন এক অভিনব ব্যাপার। বোম্বাইয়ের জষ্টিস চন্দাবার্কর, পঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম, বঙ্গের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগমে সম্মিলন অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এই

সম্মিলনে অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক মিঃ দেশাই, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও ডাঃ ভি রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ড হইতে প্রত্যাগত বোম্বাই প্রদেশবাসী মিঃ ডি, আর, সিণ্ডে এই সম্মিলনের সম্পাদক।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আর দুই একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এ বৎসর কাশীতে মহিলাদিগের সম্মিলন অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমাদের দেশের মহিলাগণ যে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবার জন্য মিলিত হইতেছেন ও তাঁহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঐক্যবন্ধনের সূচনা হইতেছে, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। এবার সকল অনুষ্ঠানেই মহিলারা কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন-গৃহে ভূতপূর্ব্ব অন্তঃপুর-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী একদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন। সামাজিক সম্মিলনে মিসেস্ পি, কে রায় ও অন্য দুই একজন মহিলা আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অবলা বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, চঞ্চলা ঘোষ, সরলা দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ এবার কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য জনসাধারণ ও বিশেষ ভাবে বঙ্গীয় মহিলাকুল তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

যে তিনটী পুণ্য অনুষ্ঠানের সমাবেশে কাশীতে ত্রিবেণীর শোভা দর্শন করিয়াছি—আজ তাহা হইতে বহু দূরে আসিয়াছি। ধর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিতেন—বর্ত্তমান যুগে কর্ম্ম-তীর্থ কাশী হইতে আমরা যে পুণ্য আহরণ করিয়া আসিয়াছি—ভগবৎ প্রসাদে যেন তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে।

বারাণসী।

১লা জানুয়ারী, ১৯০৬।

হে তীর্থ, হে পুণ্য স্থান, অরুণ-আলোকে
তোমার মঙ্গল ছবি মরি কি মধুর—
সমুন্নত হর্ম্ম্যমালা হাসিছে পুলকে,
মুক্তিধাম তোমা হ'তে নহে কভু দূর।
প্রস্তর-নির্ম্মিত শত সোপানের শ্রেণী
জাহ্নবীর নীল জলে গিয়াছে মিশায়ে,
মণিকর্ণিকার ঘাট, ধ্বজতীর্থ বেণী,
শত তীর্থ বিরাজিত হেথা পায়ে পায়ে।
জপ তপ, স্নান দান, হে পূত নগরী,
নীরবে সাধিতে তব পঞ্চক্রোশ মাঝে—
পাপী, সাধু আদি যুগযুগান্তর ধরি,
আত্ম-সমর্পণ হেথা করে বিশ্বরাজে।
ধন্য তুমি পুণ্যধাম, ধন্য তুমি কাশী—
পবিত্র সুন্দর আরো বিশ্বপাপ-গ্রাসী।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজারু।



জীবের দেহাবরণে কত বিচিত্রতা, গত বার তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "পাঙ্গোলিন"কে উপস্থিত করিয়াছিলাম, এবার যে জন্তুর প্রতিরূপ এখানে প্রকটিত হইল, ইহা সকলেরই পরিচিত। ইহার নাম "সজারু।" ফরাসী ও ইংরাজীতে ইহাকে "Porcupine" বলে, ইহার অর্থ কণ্টকিত শূকর। অনেক জন্তুর গায় লোম আছে এবং

তাহা কণ্টকবৎ শক্তও হইয়া থাকে, কিন্তু সজারুতে ইহা যেরূপ, এরূপ আর জীবজগতে কোথাও দেখা যায় না। এই সজারু-কণ্টক কোন কোন স্থলে লেখনীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সেলাইয়ের সূচ হয় এবং অনেকগুলি একত্র করিয়া মানুষের গাত্রাচ্ছাদনও প্রস্তুত হয়।

সজারু খরগোষ প্রভৃতির ন্যায় রদন বা দন্তুর শ্রেণীভুক্ত এবং অতি কোমল ও ভীরুস্বভাব। ইহাদিগের আত্মরক্ষার জন্য বিধাতা এই অপূর্ব্ব উপায়বিধান না করিলে ইহাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। ইহারা ভয় পাইলে যখন এই কণ্টকাবরণ বিস্তারিত করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ভল্লুকও ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

পুরাতন মহাদ্বীপে ও নূতন মহাদ্বীপে সজারু দুই বিভিন্ন শ্রেণীর। পুরাতন পৃথিবীর সজারুদিগের কসের দাঁত অর্দ্ধবদ্ধ, কণ্ঠার হাড় অসম্পূর্ণ, উপরের ওষ্ঠ চেরা, পায় তলা সমান, স্তন ৬টী এবং ইহাদের মস্তকের হাড়েরও অনেক বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগকে ইউরোপের দক্ষিণাংশে, সমগ্র আফ্রিকায়, আসিয়ায় ভারতবর্ষ ও ভারত দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত দেখা যায়। ইহারা সম্পূর্ণ স্থলচর। ইহাদের শরীর দেহপরিমাণে ভারী, মস্তক গোল ও চাপা, নাসিকা মাংসল ও দ্রুত-স্পন্দনশীল, সমুদায় গাত্র কণ্টকে আবৃত, মধ্যে কিছু লোম নাই। ইহাদের এক শ্রেণীর মস্তকের খুলি অপেক্ষা নাসাভ্যন্তরস্থ খোল প্রশস্ত, লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, তাহাতে কাঁটা সংলগ্ন, চলিবার সময় এক প্রকার শব্দ হয়। এক শ্রেণীর সজারুকে ক্রস-লাঙ্গুল বলে, তাহাদের লেজ লম্বা, তাহার অগ্রভাগে ক্রসের ন্যায় চাপটা কাঁটার গুচ্ছ। ইহাদের আকৃতি অন্যদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

জর্ড্ডন সাহেব ভারতবর্ষীয় সজারুর এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন:—ভারতের অধিকাংশ স্থলে—হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত (Hystriex leucura) এই জাতীয় সজারু দেখা যায়, নিম্নবঙ্গে তাহার অত্যন্ত অভাব। নিম্নবঙ্গে (H. Bengalensis) বঙ্গদেশীয় সজারু পাওয়া যায়। ইহারা অনেক স্থলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং পর্ব্বতের পার্শ্বে, নদী ও নালার ধারে, অধিকাংশ স্থলে পুষ্করিণীর পাড়ে ও পুরাতন মাটীর দেওয়ালে বহুসংখ্যক গর্ত্ত খনন করে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা ধান, আলু, শসা ও অন্য তরিতরকারী খাইয়া নষ্ট করে। (পানের বরজে ইহাদিগের দৌরাত্ম্য প্রসিদ্ধ)। ইহারা অন্ধকার না হইলে গর্ত্ত হইতে বাহির হয় না, কখনও কখনও দুই একটাকে দিবালোকে বাসস্থানে ফিরিতে দেখা যায়। কুকুরেরা ইহাদের গন্ধ অনেক দূর হইতে পায়। আমি কুকুরদ্বারা নীলগিরিতে অনেক সজারু মারিয়াছি। ইহারা যখন শত্রুকে আক্রমণ করে, তখন কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া পশ্চাৎ দিকে ধাবমান

হয়। এই কাঁটার আঘাতে আক্রমণকারী কুকুরেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে এবং কাঁটা শরীরে বিদ্ধ হইয়া থাকে। সাহেবদের রসনায় ইহাদের মাংস শূকর-মাংস ও গোমাংসের মধ্যবর্ত্তী এবং সুস্বাদু।

নূতন পৃথিবীর সজারুদের কসের দাঁত দৃঢ়বদ্ধ, কণ্ঠার হাড় সম্পূর্ণ, উপরের ঠোঁট অখণ্ডিত, পার তলা বন্ধুর, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্নমাত্র নাই এবং স্তনসংখ্যা ৪টী। ইহাদের গাত্রের কণ্টকগুলির মধ্যে মধ্যে লোম। ইহারা ঠিক্ নিশাচর নয় এবং এক শ্রেণী ব্যতীত সকলে বৃক্ষে বাস করে—ইহাদের লম্বা দৃঢ় লাঙ্গুলে বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিতে পারে।

ইহাদের তিন শ্রেণী। প্রথম শ্রেণী কানাডা-দেশীয়, ইহারা বলিষ্ঠ ও গুরু-দেহ। ইহাদের লোম এত দীর্ঘ যে, গাত্র-কণ্টক তাহাতে প্রায় ঢাকিয়া থাকে। সম্মুখের পায় ৪ এবং পশ্চাতের পায় ৫ অঙ্গুলি এবং লাঙ্গুল খাঁট। কানাডা ও যুক্তরাজ্যে যেখানে পুরাতন জঙ্গল আছে, সেখানেই ইহাদিগের সমাবেশ দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী গেছো সজারু, ইহাদিগের ৮৷১০ উপশ্রেণী, দক্ষিণ আমেরিকায় উষ্ণ-প্রধান দেশ ও মেক্সিকোতে ইহারা বাস করে। ইহার লঘুতর দেহ, ইহাদের কণ্টক সকল ছোট, ঘন ও নানাবর্ণ, তাহাদের মধ্যে মধ্যে লোম আছে। ইহাদের লাঙ্গুল শাখা-ধারণোপযোগী। ইহাদের পশ্চাতের পায় ৪।৪ অঙ্গুলি, কিন্তু পঞ্চম অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে পার তলা মাংসের গদিযুক্ত, এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতে হস্তদ্বারা যেরূপ শাখা দৃঢ়রূপে ধারণ করা যায়, এই চতু-রঙ্গুলিবিশিষ্ট পদদ্বারাও সেইরূপ ধরা যায়। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ব্রেজিলের উষ্ণতম স্থানে দেখা যায়। ইহাদের কপাল ভিন্নাকৃতি এবং দন্ত সকল বিমিশ্র। ইহাদের উপজাতি দেখা যায় না।

শতদল।*

প্রথম স্তবক—প্রথম অংশ।†

স্ত্রীলোকের প্রথম শিক্ষা "সতীত্ব"। সতীত্ব, নারী-জীবনের মূল ধর্ম্ম। সতীই দেবী, কুলের ভূষণ। অসতীর সকল আড়ম্বর ছুই, দিনে কোন্ দিক দিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহা স্থির নাই। সে সর্ব্বদা অবিশ্বাসিনী—নারী-রাক্ষসী!

---

* শ্রীমতী বিদ্যাবতী আবিয়ার সরস্বতী সম্পাদিত।

† শতদল নানা স্তবকে বিভক্ত হইবে। প্রথম স্তবকে সতীত্ব, নম্রতা, ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা, পবিত্রতা, রমণীচরিত, ভালবাসা, আমাদের কর্ত্তব্য এবং গীতি পঞ্চাশৎ এই বিষয়াষ্টক থাকিবে।

লেখিকা।

সতীত্বের 'গৌরব' যেমন মহৎ, উহার 'আচরণ' তেমনই কঠোর। বাস্তবিক 'সতীত্ব-রক্ষার্থ ক্ষণকালের তরে জীবন দান' অপেক্ষা 'সতীত্ব লইয়া চিরদিন চলাই' কঠিন।

কবিবর দীনবন্ধু মিত্র স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হ'লে।

সতীত্বের প্রকৃষ্ট লক্ষণ 'স্বামীর প্রতি কোনও অবস্থায়—কোনও মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধার অণুমাত্রও ত্রুটি হইবে না।'

সতীত্বে মনের দৃঢ়তা হয়, বুদ্ধিবৃত্তি চরম স্ফূর্ত্তি পায়, সকল শুভকার্য্যে মঙ্গল প্রবৃত্তি হয়, স্বর্গমর্ত্ত্যের সকল সুখ-সম্পদে পূর্ণ অধিকার জন্মে। সতী স্ত্রী জনপুঞ্জের কল্যাণকারিণী—সতী স্ত্রী সর্ব্বমঙ্গলা—সতী স্ত্রী মানব-মানস-মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমা।

"পাপের লীলা-স্থল—নারকীর নাট্য-ভূমি—দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ এই সংসারে, রমণীর 'সতীত্ব' স্বর্গীয় ধন। এই দুরবস্থার ঘোর দুর্দ্দিনে—অশান্তির অমানিশায়, নারীর 'সতীত্ব' আর্য্যগৃহে উজ্জ্বল মাণিক।"

আর্য্যহৃদয়, সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে রমণীর সতীত্বের বিন্দুমাত্রও অবমাননা সহিতে পারে না।

রাজপুতানার জহর-ব্রতের কথা স্মরণ কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে—বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হইয়া যাইবে। নারকীগণের নিকট প্রিয়তম সতীত্ব-রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া, রাজপুত-ললনাবৃন্দ পবিত্র বসনে পবিত্র দেহ আচ্ছাদন করিয়া, দয়াময়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, ব্যোমস্পর্শী প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে;—পার্শ্বে রাজপুত-গণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে হিমাচলের ন্যায় অচল-ভাবে আকাশ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সকল স্বর্ণপ্রতিমার ভস্মাবশেষ লইয়া পূতপাবক-শিখা গগন-মণ্ডল স্পর্শ করিল,—যেন অগ্নিদেব সেই সতীগণকে বক্ষে লইয়া সতীত্বের নেত্র-স্নিগ্ধকর, পবিত্র জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে করিতে, তাঁহাদিগকে সেই পুণ্যময় ভগবানের নিকট লইয়া চলিলেন!

সতী নারী জ্বলন্ত চিতায় বসিয়া মৃত পতির পা দুখানি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে সানন্দে হরি-ধ্বনি করিতেছেন, এ দৃশ্য মনে ভাবিলেও আমরা গৌরবান্বিত হই!

পতিব্রতাই 'সতীত্ব'। কেবল পাপ-কার্য্য হইতে বিরত থাকিলেই যে সতীত্ব রক্ষা হয়, তাহা ভাবিও না। পাপ বিষয় মনে ভাবিলেও সতীত্ব থাকে না। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব—স্বামী সতীর প্রত্যক্ষ দেবতা, স্বামী সতীর পরম গুরু।

সতীত্বের তেজঃ অসামান্য! কাহার সাধ্য সেই তেজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? কুচরিত্র লোকের ক্ষমতা নাই যে, তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে। পরম

দণ্ডদাতা নিখিল-পাতা শিবময় বিধাতা তাঁহার সহায়। নলোপাখ্যান স্মরণ কর। সতীত্বের জয় অনিবার্য্য ও অসাধারণ!—সাবিত্রী-চরিত গীত একবার অনুধ্যান কর।*

দ্বিতীয়।

'স্ত্রীলোকের "নম্রতা" একখানি সুন্দর অলঙ্কার। হীরা, মতি, মাণিক্য যত উজ্জ্বল দেখায়, স্ত্রী-চরিত্রে 'নম্রতা' ততোধিক সুন্দর দেখায়। যাহা নম্র, তাহাই সুন্দর;—বৃক্ষ ফলভরে যখন নত হয়, তখন বৃক্ষ বড় সুন্দর. মনুষ্য সৎ-স্বভাবে যখন নত হয়, মনুষ্য তখন দেবতা।'

স্বামী উন্মার্গগামী হইলে, তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার অপেক্ষা স্ত্রীর নীরবে অশ্রু বর্ষণ আমি ভালবাসি। উহাতেই বামাগণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং উহাতেই দুর্জ্জয় স্বামি-হৃদয় জয় করা যায়। আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রকৃতির ইঙ্গিত আছে; সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই চরিত্র-শালিনী।

'ফুল দেখিতে বড় সুন্দর, শুধু রূপে ইহা সুন্দর নহে; তাহা হইলে গড়িলে বা চিত্রে আঁকিলে অত সুন্দর দেখায় না কেন? ইহার 'নম্রতায়'—ইহার কোমলতায় ইহাকে এত সুন্দর দেখায়।'

'নম্রতার' একটী আশ্চর্য্য লাবণ্য আছে, ইহাতে কুৎসিতকেও সুন্দর করে। অঙ্গনাগণের রূপ ঔদ্ধত্যে মলিন হইয়া যায়। যদি সহানুভূতি পাইতে চাও—বিনীতা হও; এ পৃথিবীতে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

নীলাকাশে রামধনু সুন্দর, শৈলারণ্যে ময়ূর সুন্দর; ঊষা-ক্রোড়ে তরুণ অরুণ সুন্দর; স্বচ্ছ সরোবরে ফুল্ল শতদল সুন্দর; আবার, কবির কল্পনা-চক্ষে সুন্দরী স্ত্রীর প্রফুল্ল আনন, 'চন্দ্রানন' তুল্য। কিন্তু লোক-হিত-ব্রতধারিণী—সাধুশীলা—গুণজ্ঞা—'সরলা রমণীর' অন্তঃকরণের যে সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে বিকশিত হয়, তাহা জগতে অতুলনীয়।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মিষ্ট; সেই স্বরে যে বাক্য প্রকাশ পায়, তাহাও মিষ্ট, অর্থাৎ প্রিয় হউক; সেই বাক্যে যে অর্থ থাকে, তাহাও সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা মিষ্ট অর্থাৎ 'কমনীয় ও সৎ' হউক।

তৃতীয়।

'পৃথিবীতে সুখের বসন্ত-সমীরণ চিরদিন প্রবাহিত হয় না। বসন্ত অল্পকাল স্থায়ী, অতঃপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। মানবের সুখ-দুঃখের এইরূপ

* যদি কিছু দোষাভাস—অন্যায় লিপন—
হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর অয়ি বামাদল!
কৃতাঞ্জলিপুটে, আমি স্পর্শিয়া চরণ,
অর্পিলাম উপহার ম্লান "শতদল"।
—প্রবন্ধরচয়িত্রী।

লক্ষণ অনিবার্য্য ও নিয়মিত। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর, তাহাই যে পাইবে, এমন নিশ্চয় নাই। এখানে স্বজনের পরভাব, পরিজনবর্গের অসৌজন্য ও অনুচিত ব্যবহার, আত্মীয়ের মর্ম্মান্তিক ঔদাসীন্য, উপকৃত জনের কৃতঘ্নতা, পদে পদে ঘটা বিচিত্র নহে। এখানে কোন ক্লেশে দগ্ধ হইবে না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তাই ক্লেশ নিবারণে অপারগ হইলে, অপরাজিতচিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ "ধৈর্য্য" বা "সহিষ্ণুতা" আবশ্যক।

সকল বিষয়ের সিদ্ধিলাভহেতু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কেহ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তখনই তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে।

এ সংসারে মিথ্যার সফলতা হয় না,—অত্যাচারীর জয় হয় না,—বক্রপথে সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি হয়, তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্য। পরিণামে সত্যেরই জয় হয়,—সৎ ও সাধু ভাবেরই সুপ্রতিষ্ঠা হয়।

বক্র ও কুটিলপথগামী স্বার্থপর লোক নিশ্চয়ই উপযুক্ত কালে, সংসার-চক্রে নিপীড়িত বা পেষিত হইবে। যদি তুমি 'সহিষ্ণুতা' সহকারে সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার, তাহাতে তোমারই দোষ।

তোমার যত্ন, চেষ্টা, শ্রম ও সহিষ্ণুতার উপর বিধাতা যখন যে ফল দান করিবেন, তাহাই অক্ষুণ্ণচিত্তে গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে মৃত্যুতেই জীবলীলার অবসান, সে স্থলে 'ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা'-সূত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

যদি তুমি ক্রোধ ঈর্ষাদির বশীভূত হইয়া তোমার নিন্দাকারী বা অহিতাচারীর গুপ্তদোষ প্রকাশ করিয়া দেও, অথবা অন্য প্রকারে প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি সেই বিপক্ষ—বিরোধীকে আরও বলবান্ করিলে;—তাহাকে দমন করিতে পারিলে না। মদান্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত বা অবমানিত হইলেও, যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দিয়া অথবা বৈর-নির্য্যাতন-বাসনায় হৃদয় কলুষিত না করিয়া সহৃদয়ে "ক্ষমা" কর, তবে নিশ্চয়ই তোমার মান দ্বিগুণিত হইবে—শত্রু-দমনে ঐশী করুণা-মন্ত্র পাইবে।

আত্মসংযম-ক্ষমতাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। সামান্য বায়ু-ভরে তৃণই বিচলিত হয়, ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও অচলরাজি স্থানচ্যুত হয় না। লঘু হৃদয় সহসা বিচলিত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, কিন্তু মহৎ হৃদয় কিছুতেই ক্রোধ বা বৈর-নির্য্যাতন-বাসনা দ্বারা চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে না।

দুষ্ট, দুর্জ্জন ও পাপাশয় লোকদিগকে শাসন ও দমন করা কদাচ অবৈধ নহে। কিন্তু ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হওয়া, ন্যায়-

বিগর্হিত। প্রশান্তহৃদয়ে অপরাধীর ভাবী কল্যাণসাধন-কামনায় যাঁহারা দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল শাসন ও দণ্ডবিধানের অধিকারী।

ক্ষমাতে একদিকে যেমন হৃদয়ের উদারতা প্রকাশিত হয়, অপর দিকে তেমনই দয়া ও লোকানুরাগ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শত্রুগণের প্রতি ক্রমাগত 'ক্ষমা' ও 'সহিষ্ণুতা' প্রদর্শিত হইলে, কোন না কোন দিন নিশ্চয় তাহাদিগের হৃদয় অনুরাগে আর্দ্র হইয়া পড়িবে। শত্রু-বিজয়ের এরূপ সহজ, সুন্দর ও সরল পন্থা আর কৈ?

বিপক্ষ-শাসনহেতু ক্রোধের সাময়িক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনাবলম্বন অর্থাৎ প্রকারান্তরে ক্ষমার ন্যায় প্রকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপায় আর জানি না। ক্রোধের সময়ে ক্রোধোদ্দীপক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাই, ক্রোধ-শান্তির একমাত্র মহৌষধ। ফলতঃ চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে, ধীরপ্রাণে 'সহিষ্ণুতা' গুণের সাধনা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বারাণসী জাতীয় মহাসভা।

গত বড়দিনের সময়ে বারাণসীধামে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি অনরেবল রামকৃষ্ণ গোখলের ছবি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইনি জননী জন্মভূমির পূজার পুরোহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি সচ্চরিত্র; যেমন ধীরপ্রকৃতি, সেইরূপ স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবক্তা; যেমন চিন্তাশীল, তেমনি আত্মমনোভাব-প্রকাশে পটু; যেমন উচ্চ-পদস্থ, তেমনি নিরাড়ম্বর ও নিস্পৃহ। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মহানুভব আদর্শচরিত্র স্বর্গগত রাণাডের শিক্ষা ও চরিত্রাদর্শে ইহাঁর জীবন গঠিত। এরূপ সুবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশহিতব্রতে স্থাপিত ফার্গুসন কলেজে সামান্য বৃত্তি লইয়া অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন তাহা ছাড়িয়া একপ্রকার নিঃসম্বল হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় ইহাঁর পারিবারিক কোনও চিন্তা নাই এবং ইনি নিজের জীবনকে স্বদেশ সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাঁর কৃতিত্ব জগদ্বিখ্যাত। এ হেন দুর্জ্জয় লর্ড কুর্জনের সভার সদস্য থাকিয়া তাঁহার ভ্রূকুটি ও ক্রোধ-গর্জন অগ্রাহ্য করিয়া ইনি নির্ভীক-চিত্তে তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়াছেন। কয়েকমাস ইংলণ্ডে থাকিয়া শতসহস্র সমবেত ইংরাজের সমক্ষে সারগর্ভ বক্তৃতা



দ্বারা মাতৃভূমির দুঃখবর্ণন ও ইংরাজ-রাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি জাতীয় মহাসভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী ও তাঁহার পদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে এত বড় বিরাট সভার কার্য্যও সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এ সভায় ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় লোক সকল উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মাধো দাসের প্রারম্ভিক বক্তৃতা ও সভাপতির বক্তৃতা হইয়া প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যে সকল বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই :—

(১) সপত্নীক যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা ও মহারাণী



ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারত শাসন জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

(২) ব্যবস্থাপক সভার বিস্তার ও সংশোধন।

(৩) আবকারী ও শাসন বিভাগের উৎকর্ষ সাধন।

(৪) বিলাতের ভারতকৌন্সিলে ভারতের প্রতিনিধি গ্রহণ।

(৫) ভারতশাসনের উপর পার্লেমেণ্টের দৃষ্টি দান ও ক্ষমতা পরিচালন।

(৬) সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীদিগের প্রবেশ পথ বিস্তার।

(৭) বঙ্গব্যবচ্ছেদ।

(৮) স্বদেশী আন্দোলন।

(৯) ভারতবর্ষের আয় ব্যয় ব্যবস্থা।

(১০) সামরিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি ও শাসন-বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাসের প্রতিবাদ।

(১১) শাসন ও বিচার ক্ষমতার পৃথক্ করণ।

(১২) ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারত সন্তানদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার।

(১৩) সিবিল সার্বিসের পুনর্গঠন।

(১৪) পুলিশ সংস্কার।

(১৫) শিক্ষা নীতি।

(১৬) বিবিধ।

মাতৃভক্তগণ ষোড়শোপচারে মাতৃপূজা করিয়াছেন। ইহার দৃশ্য নয়নতৃপ্তিকর, মনোহর ও হৃদয়ানন্দোদ্দীপক। ভারতের নানা প্রদেশের নানা-পরিচ্ছদধারী, নানা-ভাষাভাষী, নানা-ধর্ম্মাবলম্বী ও নানা-আচারব্যবহারসম্পন্ন নরনারী এই মহা-হোমাগ্নিকুণ্ডে বর্ষান্তে স্বদেশানুরাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কালে ইহার সুফল নিশ্চয়ই ফলিবে এবং ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিন উপস্থিত হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা।

টোটকা।

১। কোন অঙ্গ ফেটে গেলে,
পাথুরে কয়লা গুঁড়িয়ে রাখ;
তারই ফাঁকী লাগিয়ে বাঁধ,
ব্যথা তোমার থাক্‌বে নাক।

২। টাটকা কলসী-পাঁকের আটা,
আরাম করে কাটার ঘা টা।

৩। পাথুরে কয়লা জলে ঘ'সে,
ফোঁড়ার উপরে লাগাও ক'ষে।

৪। ইসব্‌গুল আর মিছরি খানিক
জলে যদি ভিজিয়ে রাখ,
সেই জলটী খেয়ে ফেল,
অগ্নিমান্দ্য রবে নাক।

৫। মৌরী আর সৈন্ধব লবণ গুঁড়া
দুগ্ধে মিশয়ে খেয়ে ফেল,
ফলটী পাবে হাতে হাতে—অজীর্ণ
রোগ হবে ভাল।

৬। পানের রস মাথায় মাখ,
উকুণগুলো থাক্‌বে নাক।

৭। ভাল জাফরান তিন চার মাসা
খাও, প্রসব হবে খাসা।

৮। কুরচির ছালের রস এক ছটাক,




দুধের সঙ্গে খেয়ে ফেল,
রক্তামাশয় রোগটী তোমার
একেবারে হবে ভাল।

৯। শিউলি গাছের ছালের রস
দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাবে,
রক্তামাশয় রোগটী তোমার
একেবারে সেরে যাবে।

১০। হাড় নারেঙ্গা গাছের ডাল,
বাদ দিও তার উপর ছাল;
জলে ঘ'সে লাগাও ঘায়,
সারবে, নাইক সন্দ তায়।

১১। গলস্ত নারিকেল ঝুনা
খাও, অম্বল রোগ আর রবে না।

(ক্রমশঃ)

সান্নিপাতিক রোগের বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষা।

নাড়ী পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক নাড়ী, কখন মন্দগতি কখন দ্রুতগতি হয়। বিকার প্রাপ্ত হইলে ক্ষণে বেগবতী, ক্ষণে স্থিরগতি, কখন বা ব্যাকুলগতি, কখন সূক্ষ্মগতি, কখন রুদ্ধগতি হয়। এইরূপ নাড়ী যদি মণিবন্ধ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পুনবায় তর্জ্জনীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে রোগ অসাধ্য হয়। (নিদান)

জিহ্বা পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক রোগে জিহ্বা কৃষ্ণ অথবা কটাবর্ণযুক্ত হয় এবং আকুঞ্চিত হইয়া টাকরায় উঠে। যদি জিহ্বা লম্বায়মান হইয়া পড়ে বা উল্টাইয়া যায় এবং শুষ্ক হয়, তবে রোগীর মৃত্যু লক্ষণ হইবে। (নিদান)

মূত্র পরীক্ষা—

কোন একটী পাত্রে রোগীর মূত্র রাখিয়া তাহাতে একবিন্দু শরিষা তৈল নিক্ষেপ করিবে। যদি ঐ তৈলবিন্দু প্রথমতঃ নিমগ্ন হইয়া, পরে ভাসিয়া উঠে, তবে সান্নিপাতিক রোগ স্থির করিবে। সান্নিপাত রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। (নিদান)

সান্নিপাতিক জ্বর (Typhus Fever) —রোগী অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়া থাকে (in a state of half-consciousness), মৃদু প্রলাপ হয় (low muttering delirium), চক্ষু লাল হয়; গণ্ডদেশ (cheeks) লাল হয় অথবা কাল আভাযুক্ত থাকে (uniformly flushed and of a dusky colour), ঠোঁটে ময়লা জমে; জিহ্বা শুষ্ক এবং কটা হয়; পিপাসা থাকে; ক্ষুধা থাকে না; কোষ্ঠবদ্ধ হয়। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল (rapid and feeble) হয়; চর্ম্ম উষ্ণ হয়; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় (respiration increased in frequency)।

সান্নিপাতিক রোগ—জ্বরের ৫ম হইতে ৭ম দিবস পর্য্যন্ত শরীরে এবং

হাত পায়ে কণ্ডু উঠে; কণ্ডুগুলি কাল হয় এবং থাকিয়া যায় (dark-coloured and persistent); কণ্ডুগুলি উঁচু উঁচু থাকে (slightly elevated); দিন কয়েক পরে কণ্ডু চেপ্টা ও মলিন হয়, কিন্তু এককালে অদৃশ্য হয় না।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)—সান্নিপাতিক রোগ তিনটী রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে, যথা—(১) বিষম সান্নিপাতিক জ্বর বা Typhoid fever, (২) ফুসফুস প্রদাহ বা Pneumonia এবং (৩) মস্তিষ্ক আবরণের প্রদাহ বা Meningitis.

১। বিষম সান্নিপাতিক জ্বর:—এ রোগে প্রস্রাবে মূত্রের যবক্ষারজানবিশিষ্ট উপাদান বা urea অধিক থাকে; পায়ে কণ্ডু উঠে, লাল হয়; ইহা সংক্রামক ও বহুব্যাপী হয়।

২। ফুসফুস প্রদাহ,—এতে ফুসফুসের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে এবং প্রলাপ তত হয় না।

৩। মস্তিষ্কের আবরণের প্রদাহ,—এতে জিহ্বা পরিষ্কার থাকে, কণ্ডু উঠে না; নাড়ী দুর্ব্বল হয়; বমি অধিক হয়; শিরঃপীড়া অত্যন্ত হয় ও একলাগা (বরাবর) থাকে।

সান্নিপাতিক ও বিষম সান্নিপাতিক রোগ প্রায় একই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। মস্তিষ্কের চিহ্ন উভয় রোগে থাকে, জ্বর থাকে এবং ফুসফুসের প্রদাহ থাকে; তন্মধ্যে

সান্নিপাতিক জ্বর।

১। দরিদ্র লোকদের হয়।

২। একবার হইয়া সারিলে প্রায় আর হয় না।

৩। জ্বর ২১ দিনের অধিক থাকে না।

৪। জ্বরের ৪র্থ হইতে ৭ম দিবসে কণ্ডু উঠে।

৫। নাড়ীস্পন্দন ১২০ সংখ্যার অধিক হয় না।

৬। উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রীর অধিক হয় না।

৭। সব বয়সে হয় না।

বিষম সান্নিপাতিক জ্বর।

১। ধনী লোকদের হয়।

২। জ্বর ২২ দিন হইতে ৩২ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

৩। জ্বরের ৭ম হতে ১৪শ দিনে কণ্ডু উঠে।

৪। হঠাৎ নাড়ী ও উত্তাপ অধিক হয়।

৫। ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে হয়।

আনুষঙ্গিক পীড়া (Complications)—এ রোগের সঙ্গে ৭টী রোগ হইতে পারে, যথা—(১) উদরাময় হয়; (২) সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, বমি হয়; (৩) কর্ণমূল ফুলিয়া যায়, পুঁয হতে পারে; (৪) বিসর্প রোগ হতে পারে; (৫) পুঁযজ্বর হতে পারে; (৬) আক্ষেপ হতে পারে; (৭) পচিয়া যাইতে পারে।

মৃত্যুর পূর্ব্বের চিহ্ন—(১) অত্যন্ত

দুর্ব্বল হয়; (২) প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়; (৩) অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হয়; (৪) শয্যাক্ষত হয়; (৫) নাড়ীস্পন্দন ১৬০ বার হয়; (৬) অজ্ঞাতসারে মাংসপেশী বেঁকে যায়, আক্ষেপ হয়; (৭) মুখ কাল হয়ে যায়; (৮) ঘন ঘন শ্বাস পড়ে; (৯) নিদ্রা হয় না; (১০) মূর্চ্ছা হয়; (১১) কোমা হয়; (১২) অজ্ঞানতা হয়; (১৩) মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা—পরিপোষণকারী আহার দিবে। রোগীর ঘরে যাতে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। ঘর পরিষ্কার রাখিবে, অধিক জিনিষ ঘরে রাখিবে না, অধিক লোক ঘরে যেতে দিবে না এবং ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিবে, ঘরে চুণকাম করাইয়া লইবে। জলের বিষয়ে মনোযোগ করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা—দূষিত কাপড় প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলিবে, আর বমি, মল, মূত্র প্রভৃতি অনেক দূরে ফেলিবে। প্রফুল্লবদনে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবে। রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করাইবে। [illegible] হলে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিবে। জলবার্লি, সোডাওয়াটার, বরফ খেতে দিবে; দুধ, সাগু, এরারুট, মাংসের জুষ প্রভৃতি খেতে দিবে। আর ইউরিয়া বাহির হইবার জন্য চা বা কফি খেতে দিবে।

দুর্ব্বলতার জন্য আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ দিবে।

রসটক্স (Rhustox)৬ এক ঘণ্টান্তর দিবে। এগারিকস (Agaricus)৬ এক ঘণ্টান্তর অস্থিরতা থাকিলে এবং মাংসপেশীর আক্ষেপ থাকিলে দিবে। জীবনী শক্তি কমিয়া আসিলে আর্সেনিক (Arsenic)৬ এক ঘণ্টান্তর দিবে। ফুস্ফুসের প্রদাহে ফস্ফরস (Phosphorus)৬ এক ঘণ্টান্তর। লালাগ্রন্থির প্রদাহে চাইনিনম সল্ফ (Chin. Sulph.) ৩য় দশমিক দুই গ্রেণ করিয়া দুই ঘণ্টান্তর দিবে। গ্রন্থিপ্রদাহে (ফুলিলে) মার্ক সল (Merc. Sol)৬ দুই ঘণ্টান্তর দিবে।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

বেনারস কনগ্রেসের আংশিক চিত্র।

আমরা কনগ্রেসের তৃতীয় দিনে মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। বেলা বারটার সময় আমরা সকলে এক মস্ত ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চেপে রাজঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অভিভাবক স্বরূপ একজন পুরুষ আমাদের সহিত চলিলেন। সমস্ত পথই কেবল লোকের জনতা—গাড়ী একার বিরাম নাই, এই সব দেখিতে দেখিতে রাজঘাটের বিস্তৃত ময়দানে গিয়া পহুছিলাম। দোধারী লাল ও সবুজ রংয়ের পাতাকা চারিদিকে উড়িতেছে। সাদা কাপড়ে কংগ্রেসের গেট হইয়াছে এবং

চতুর্দ্দিকে ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের থাকিবার জন্য তাঁবু ও মধ্যস্থলে কংগ্রেস-মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মণ্ডপটী ঠিক্ যেন লক্ষ্ণৌয়ের ছত্র-মঞ্জিলের ন্যায় দেখাইতেছে। হিন্দিতে যাকে শীর্কি বলে, তাই দিয়া বৃহৎ মণ্ডপ তৈয়ারি হয়েছিল। চারিদিকে লোক গিজ গিজ করিতেছে, এই সকলের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ীখানি মণ্ডপ-গৃহের যে পাশে মেয়েদের বসিবার স্থান নির্দ্দেশিত হয়েছে, সেখানে গিয়া থামিল। সহ-যাত্রীটী কোচবাক্স হইতে নামিয়া আমা-দিগকে নামাইয়া তাঁবুর ভিতর পঁহুছাইয়া দিলেন। আমরা সকলে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতল মণ্ডপ-গৃহে উঠিলাম। সে অংশটা মেয়েদের জন্য পর্দ্দা করা হয়ে-ছিল। যাক্, উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর বোধ করি এ জীবনে দেখিবার অবসর হইবে না। কি বিরাট দৃশ্য!! মেয়েদের বসিবার স্থানে মিঃ রমেশ দত্তের পরিবারেরা ও অনেক ব্রাহ্ম মহিলারা যেমন জে সি বোসের স্ত্রী, মিসেস্ নাগ, অন্তঃপুরের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা হেমন্ত-কুমারী ও আরও অনেক বাঙ্গালী, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছিলেন। অপর পার্শ্বে অর্থাৎ সভা-গৃহের অন্য ভাগে পুরুষদের বসিবার স্থান। আর মধ্যস্থলে মহাসমিতির অধি-বেশন। তখন মহাসভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরাও গিয়া এক একখানি চেয়ার লইয়া বসিলাম। প্রথমে একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিক্ দেখিয়া লইলাম। কি অপূর্ব্ব নয়নমনোমুগ্ধকারী দৃশ্য! হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা, গুজরাটী, পঞ্জাবী, ইংরাজ সকল জাতির একত্র সমাবেশ!! বিরাট সভা-গৃহের উপরে নীচে এত লোক যে, কোনও দিকে মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অযুতসংখ্যক মনুষ্য স্থির ধীর ভাবে আপন আপন আসনে বসিয়া আছেন. মধ্য স্থানে এক বৃহৎ টেবিল রক্ষিত হইয়াছে। তাহার মাঝখানে সভাপতি গোখলে মহোদয় বসিয়া, তাঁহার আশে পাশে রমেশ দত্ত, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জে ঘোষাল প্রভৃতি মহোদয়গণ বসিয়া আছেন। আর যে কত লোক তাহার আর কি সংখ্যা আছে? অগণিত তারাসমূহের ন্যায় কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী মনুষ্যপুঙ্গব শোভা পাইতেছেন। আমরা যখন গেলাম, তখন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি আপন আসনে গিয়া বসিলেন। তারপর মান-নীয় রমেশ দত্ত উঠিলেন। কি সুন্দর বক্তৃতা, সকলেই একভাবে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া কেবল ঘন ঘন কর-তালি দিতে লাগিলেন। পরে তিনিও আপন আসনে গিয়া বসিলেন। এইরূপে এক এক করিয়া ডেলিগেট মহাশয়গণ বক্তৃতা করিলেন।

তিন ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়



ও আর আর যাঁহারা বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাঁহাদের জলযোগের সময় হওয়াতে আধ ঘণ্টার জন্য সভার কার্য্য স্থগিত হইল। সে সময়টা একবার খুব গোল হইল। লোকেরা উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ যাহার যাহা আবশ্যক কার্য্য করিতে গেলেন; কেহ কেহ আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমাদের পর্শ্বের দত্ত মহাশয়ের পরিবারেরাও উঠিয়া একবার নীচে গেলেন; আর সকলেই যথাস্থানে রহিলেন। এইবার মহামতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, সেজন্য সকলে আনন্দোৎফুল্ল ও উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য মহোদয়গণ জলযোগ সারিয়া আসিয়া নিজ নিজ আসন অধিকৃত করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি সভাপতির চেয়ার রূপার। তখন ক্রমে ক্রমে পুনরায় সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইল। শীঘ্রই গোল থামিয়া শান্তি স্থাপিত হইল। উপরে মিসেস্ দত্ত ও তাঁহার কন্যা এবং দৌহিত্রী, তাঁহারাও যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন। সেই অবসরে তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গেল; বড় ভদ্র ও সুন্দর স্বভাব বোধ হইল, কারণ অত বড় লোকের পরিবারের অমায়িক ভাব দেখিলাম। আরও সকল মহিলার সহিত আলাপ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন তো সে সময় নয়। যাক্ কি বলিতে কোন্ কথা বলিতে বসিয়াছি। যখন সকলেই স্থির হইয়াছে, তখন "বন্দেমাতরম্—সুজলাং সুফলাং" গান গাহিতে গাহিতে একদল সভাগৃহে আসিলেন এবং সমস্ত লোক সে সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গান গাওয়া সমাপ্ত হইলে আবার যথাস্থানে সকলে উপবেশন করিলেন। এইবার আবার খুব একটা গোল উঠিল। বোধ হইল যেন লক্ষ কণ্ঠ হইতে গগন বিদীর্ণ করিয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। কারণ কি? তখন আমাদের স্বদেশবৎসল মহামান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসন হইতে উঠিয়া বক্তৃতামঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিন বার 'বন্দেমাতরম' বলার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বক্তৃতাস্থলে দণ্ডায়মান না হইলেন, সে অবধি কেবল করতালি চলিতে লাগিল। তার পর শান্তি সংস্থাপিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে কিরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা করিলেন, যাহারা শুনিয়াছে, তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছে। স্বদেশ সম্বন্ধেই তিনি বলিলেন। তাঁহার বলিবার ক্ষমতা এমন সুন্দর যে, বাস্তবিক সকলের প্রাণে গিয়া স্পর্শ করে। দৈবাৎ সে সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হইয়া গেল, ঠিক্ যেন দেবতার করুণাধারা তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইল। প্রায় একঘণ্টাকাল তিনি সভাগৃহ আলোড়িত করিয়া, 'বন্দেমাতরম্' জয়ধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়া

তাঁহার সুন্দর, হৃদয়-প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা শেষ করিলেন এবং যথাস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার পরে অনেকেই বলিলেন, একজন মুসলমান নাম—আলিমহম্মদ ভীমজি উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারও বক্তৃতা বড় ভাল হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এলাহাবাদের বিখ্যাত সতীশ বাবু, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মদনমোহন মালবী, মিষ্টার ওয়াচা ও আরো কয়েক জন তাঁহাদের নাম মনে নাই, ইহাঁদের সকলের বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিতে হইল। যাহাহউক যাহা দেখিলাম, তাহা আর যে কখন দেখিব, সে আশা নিতান্তই কম।

শ্রীশশিমুখী দেবী—বেনারস।

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস কলিকাতা হইতে দার্জিলিঙে না গিয়া এককালে সস্ত্রীক ও সদল ব্রহ্মদেশ ও তৎপরে মান্দ্রাজ ভ্রমণে গিয়াছেন।

২। বিবি বেসান্ত মান্দ্রাজে থিওজফিক্যাল সোসাইটীর বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতাদি করেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমারী সৈয়দ এফ্ মহম্মদ, এ এম আলি এবং নাজরবি এস্ আহাম্মদ নাম্নী ৩টী মুসলমান বালিকা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং ইহাঁদের একজন ডাক্তারী শিক্ষার্থ না কি বিলাত যাইবেন।

৪। যুবরাজ পাদুকা খুলিতে অসম্মত হওয়াতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি বাহির হইতেই মন্দিরের শোভা দেখিয়াছেন।

৫। বিলাতে নূতন পার্লামেণ্ট গঠনের মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। উদারনৈতিক পক্ষেরই জয় হইতেছে। এ পর্য্যন্ত মনোনীত সভ্যের মধ্যে তিন শতাধিক উদারনৈতিক। সার হেন্‌রী কটনও মনোনীত হইয়াছেন।

৬। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন আগামী বর্ষে কলিকাতায় হইবে। কলিকাতার মহিলাগণ স্বকর্ত্তব্য সাধনে প্রস্তুত হউন্।

৭। আলিপুর ছোট লাটের ভবনে যুবরাজ-পত্নী যে পর্দ্দানশিন মহিলা-সমিতি করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক হিন্দু মহিলা যোগদানে স্বীকৃত হন নাই। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বেগম, শোভাবাজারের রাজপরিবারের কয়েকটী মহিলা, দুইটী দেশীয় জজের পত্নী এবং কয়েকটী

রাজকর্ম্মচারীর পত্নী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমিতি বেথুন কলেজ বা হিন্দু-বিভাগের কোনও স্থানে হইলে উদ্দেশ্য অধিক সফল হইত।

৮। গত ৯ই পৌষ সপ্তগ্রামে চৈতন্য-শিষ্য শ্রীমৎ উদ্ধারণ ঠাকুরের উৎসব ও মেলা হইয়াছে।

৯। অনারেবল এ আপ্‌ফার সাহেব কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। লর্ড কর্জন স্মৃতিভণ্ডে ৭২ হাজার টাকার অধিক উঠিয়াছে।

১১। বড় লাট লর্ড মিণ্টো শীঘ্র বেহার অঞ্চল ভ্রমণে যাইবেন। তিনি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের অভিনন্দনে বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য ধীরভাবে শ্রবণ করিয়াছেন।

১২। কৌশিকী নদী কাটাইবার জন্য মৃত বামাচরণ ভড়ের স্ত্রী ৩৫০০০ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

১৩। যুবরাজ অমৃতসরে শিখমন্দিরে ও দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ১,৫০০ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

১৪। গত ১৮ই জানুয়ারী বোম্বাই-নগরে জৈন মহিলাদিগের এক সভা হয়, তাহাতে ২৫০০ স্ত্রীলোক সম্মিলিত হন। বাই মগনবাই সভাপতির কার্য্য করেন ও কয়েকটী রমণী বক্তৃতা করেন।

১৫। আমেরিকার বোষ্টন নগরের চাস গ্লিডেন সাহেব সস্ত্রীক মটোর কারে চড়িয়া ভারতবর্ষের ৪৪০৫ এবং পৃথিবীর ২৭টী দেশে সর্ব্বসুদ্ধ ২৯,৫০৫ মাইল ভ্রমণ-পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বাঞ্চল জাপান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আগামী ১লা জুলাই নাগাদ স্বদেশে ফিরিবেন।

বামারচনা।

সম্ভাষণ।*

এস রাজ-পুত্র এস, রাজ-বধূ সনে,
বঙ্গ-রাজ-ধানী মাঝে প্রফুল্লিত মনে।
বঙ্গবাসী ভগ্নবক্ষে আজি তব তরে
রেখেছে বিপুল সুখ হৃদি স্তরে স্তরে।
জ্ঞানী তুমি, গুণী তুমি বিধি আশীর্ব্বাদে
এস তুমি বঙ্গমাঝে বিনা পরমাদে।
বিধাতা করুন তোমা অজর অমর—
এই ভিক্ষা বিধিপদে, রাজ-বংশধর ! ১

দেখ আসি বাঙ্গালীর হৃদয়ের মাঝে
কি অসহ্য জ্বালা হায় ! নিত্য জাগি আছে।
দারুণ যাতনা-ক্লিষ্ট সবার অন্তর
তপ্ত অশ্রু নয়নেতে বহে নিরন্তর।
তুমি না বুঝিলে আজি কে বুঝিবে আর
এ বিষম হীনাবস্থা দীন বাঙ্গালার ! ২।
ভারত-সম্রাট-পুত্র তুমি সদাশয়,
কর লক্ষ্য দরিদ্রের ব্যথিত হৃদয়,

* সমহিষী যুবরাজের ভারতাগমনোপলক্ষে রচিত।

অনশনে অনিদ্রায় দেখ হায় তারা
বিক্ষোভিছে অহরহ সুখ-শান্তিহারা!
ধনি-সুখ করি লক্ষ্য যেওনা ফিরিয়া,
বারেক দেখিও প্রভু চৌদিক্ চাহিয়া।
ভারতের সুখ দুঃখ প্রকৃত অবস্থা
দেখি আজি রাজপুত্র কর সুব্যবস্থা। ৩
দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া পৌত্র তুমি তাঁর,
রাখিও তাঁহারি নাম জগৎ মাঝার।
ছিল না অশান্তি, নাহি ছিল নির্যাতন
তাঁহার রাজত্বকালে; ছিল অনুক্ষণ
সুখহাসি শান্তি রাশি; যেন পুনরায়
ফিরে পাই সেই দিন দীন বাঙ্গালায়।
রাজভক্ত বঙ্গবাসী কহে এই কথা
হউক তোমারি জয় মঙ্গল সর্ব্বথা। ৪

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

জলধরের প্রতি।

সখা—
কোন্ দেশ হতে এলে ধীরে ধীরে চলি
সুনীল আকাশে সখে,
এলে কোন্ দেশ থেকে,
সুশোভিতা অঙ্কে তব চঞ্চলা বিজলী।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হও অগ্রসর;
কত চিত্রপট আঁকা, বিচিত্র বরণে ঢাকা,
আবরি আসিছ তুমি বিশাল অম্বর।
ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু কর গরজন,
আজি সখা কোন্ ক্ষোভে,
সুদূর বিশাল নভে,
মৃদু গরজনে কার প্রচার শাসন?
হেরি ভারতের দুঃখ কাঁদে কি অন্তর?
অনাচার অত্যাচার,
কিছু বাকী নাই আর,
তাই দেখি গর্জ্জ কি হে, ওহে জলধর?
* * *
তুমিত রয়েছ সখে, সুদূর অম্বরে,
বাঙ্গালীর অশ্রুজল ঝরিতেছে অবিরল,
তোমার চোখের জল তাই কিহে ঝরে?
কর তবে ঘন ঘন গুরু গরজন,
বর্ষি নয়নের ধারা, ভাসাইয়া দাও ধরা,
দারুণ অশান্তিপূর্ণ—বাঙ্গালী-জীবন।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

চিনি নাই!!*

নীরব মাধুরীময়ি, সুবাসিত ফুল!
চিনি নাই তাহারে আমরা,
অকালে পড়িল ঝরে, শুকাল মুকুল,
পরিচয় নাহি পেল ধরা।
বিজন কাননে যথা সুবাস যূথিকা
ফুটে থাকে আপনার মনে;
কখন আতপ-তাপে কোমল কলিকা
অকালেই ঝরে পড়ে বনে।

* একমাত্র সন্তান সুচরিত্রা ইন্দুবালার মৃত্যুতে লিখিত।

কে করে সন্ধান তার কে করে যতন ?
বন্য ফুল বনে লীন হয়,
তেমতি এ কুমারীর পবিত্র জীবন
না ফুটিতে হইল বিলয়।
চিনিল না কেহ তারে বুঝিল না হায় !
কি মহৎ পবিত্র সুন্দর—
অমূল্য, অতুল্য বিভা ছিল বালিকায়,
আদর্শ সে সংসার ভিতর !
সে ক্ষুদ্র জীবন টুকু কত মূল্যবান্—
কত তার মাধুরী সুবাস ?
চিনি নাই মোরা হায় ! হয়ে হতজ্ঞান,
গেল তাই দেবতার পাশ।
পবিত্র কুসুম সে যে দেবতা-পূজায়,
মানবের তরে সেত নয়,
বুঝি নাই অতটুকু ক্ষুদ্র যূথিকায়
কিবা শক্তি পূজিতে চিন্ময়!
মানবে মোহিত করি কাঁদায়ে আমায়
আপনার সুবাস লইয়া,
মুকুলে অঞ্জলী হল নারায়ণ পায়
শুভ্রোজ্জ্বল বালিকা অমিয়া।
ফুটিবে সে দেব-লোকে সুবাস শোভায়
আহা ! মম স্নেহের পুতলী,
রাজিবে অনন্ত কাল বালিকা সরলা—
দেবপদে, হয়ে কুতুহলী।
চিনি নাই তারে মোরা করিনি আদর !
চিনি নাই ক্ষুদ্র যূথিকায়,
ক্ষীণ প্রাণে ছিল কত সুগন্ধি আতর !
অযতনে দিয়াছি বিদায় !
এবে হায় অনুতাপে জ্বলে যে হৃদয় !
কোথা শান্তি আছে ভগবান্!
কত দিনে এ অনল হইবে বিলয়,
কত দিনে পাব পরিত্রাণ ?
অভাগিনী মা।

খোকার লীলাখেলা।

আধ আধ ভাষে হাসিতে হাসিতে
চঞ্চল চরণে নাচিতে নাচিতে
স্বরগের শিশু সাজি দেব-সাজে,
চলেছ কাহার হৃদয় মোহিতে ? ১
কোকিল-কাকলী কণ্ঠে মাখা তোর,
করতালি মরি কত মনোহর !
ললিত ভঙ্গিমা গমন মধুর,
হেরিয়া মানব ভাবে ভরপুর। ২
নন্দনের গন্ধ মেখে সর্ব্ব গায়
জানাতে বিধির করুণা ধরায়
আসিলে কি তুমি দেবাশীষ ভরা
মন্দার মালিকা হৃদি-মন-চোরা ? ৩
'জয় জগদীশ' মধুমাখা বোলে
সন্ধ্যা প্রাতে গাও মহা কুতুহলে,
নবনী-সদৃশ জুড়ি দুই হাত,
বিভুর চরণে কর প্রণিপাত। ৪
অতুল সে শোভা, তুলনা তাহার
মরত মাঝারে নাহি মিলে আর,
ভূতলের কবি কি বর্ণিবে আর ?
স্বরগের ছবি এ লীলা অপার। ৫
শ্রীহেং প্রং কর।

নীরব।

নীরব হইতে বড়
হয়েছে বাসনা মনে।
নীরবে রহিব ভবে
নীরবতা মাখি প্রাণে ॥১

নীরবে এসেছি হেথা,
নীরবে যাইবে প্রাণ,
নীরবে গাহিব আমি
সাধের নীরব গান ।২

হাসিব নীরব হাসি,
খেলিব নীরব খেলা।
নীরবে তুলিয়া ফুল
নীরবে গাঁথিব মালা ॥৩

নীরবে আসিবে ঊষা,
কহিবে নীরব ভাষা।
নীরবে উদিবে রবি
জাগায়ে নূতন আশা ॥৪

নীরবে মলয় ববে,
নীরবে হাসিবে শশী।
নীরবে নদীর বুকে
ছুটিবে তরঙ্গরাশি ॥৫

নীরবে সাজিবে মেঘ,
ঢালিবে নীরব ধারা,
নীরবে দেখিব চেয়ে
সাঁঝের সে শুকতারা ॥৬

কাননে কুসুম কলি
নীরবে রহিবে ফুটি।
নীরবে কনকলতা
পড়িবে ভুতলে লুটি ॥৭

সংসারের যত কিছু
শোক দুঃখ তাপ ভয়
নীরবে করিব আমি
সকল বিপদ জয় ।৮

নীরবে আঁধারে রব,
নীরবে জ্বালিব আলো।
নীরবে সাধিব সব
নীরবতা বাসি ভালো ॥৯

নীরবে ঘুমাব সখি,
নীরবে জাগিয়া রব।
নীরবে পুরিবে আশ,
নীরবে দু কথা কব ॥১০

নীরবে সে দিবে দেখা,
কহিবে নীরব কথা।
নীরবে তাহারে আমি
জানাব প্রাণের ব্যথা ॥১১

কোমল কুসুম শিশু
নীরবে ঘুমাবে বুকে,
নীরবে চুমিব তার
চাঁদপানা সোণামুখে ।১২

নীরবে দেখিব চেয়ে
বিশ্বের অশ্রান্ত গতি
কোথায় মিশিয়ে যায়
পলে পলে রতি রতি ॥১৩

নীরবে চরণে তব
নিবেদন দয়াময়!
নীরবে নীরবে যেন
এ জীবন শেষ হয় ॥১৪

শ্রীমনোরমা দেবী—সলপ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১৩১২।

মহারাজা ময়ূরভঞ্জ ২৸৶৹

শ্রীমতী প্রমীলাবালা দেবী
কাকিনা ২।৹

" কুসুমকুমারী দেবী
ঘোড়ামারা ২৸৶৹

" সরোজিনী সেন
দিনাজপুর ২৸৶৹

" সরযূবালা দেবী
কামারখাড়া ১।৵৹

" সোমপ্রভা দে
রেহাবাড়ী ২৸৶৹

" ইন্দুলেখা রায়
চট্টগ্রাম ২৸৶৹

মুন্সী রহিম বক্স খাঁ বাহাদুর
জলপাইগুড়ি ২৸৶৹

পণ্ডিত তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
জামালপুর ।৶৹

ডাঃ দুর্গানন্দ সেন মালদা ২৸৶৹

বাবু জানকী নাথ বসু
কটক ২৲

" নগেন্দ্র নাথ কর
মালদা ২৸৶৹

" রমানাথ বসু
মজঃফরপুর ১॥৹

" হেম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ওয়ারী ২৸৶৹

বাবু যোগেন্দ্র লাল চৌধুরী
কমিল্লা ২৸৶৹

" গিরীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত
গোয়ালপাড়া ২৸৶৹

সাবেক।

বাবু ভবসিন্ধু দত্ত কলিকাতা ১॥৵৹

" করালীপ্রসন্ন মিত্র
চৌকীডাঙ্গা ২৲

" আনন্দমোহন বর্দ্ধন
কমিল্লা ২৲

" প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
ফরিদপুর ৫৲

শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী
ঘোড়ামারা ৸৶৹

" পঙ্কজিনী দাসী
ভবানীপুর ২৸৶৹

" সরোজিনী সেন
দিনাজপুর ৶৵৹

" বিধুমুখী রায়
ভবানীপুর ২৲

" হেমপ্রভা দে
রেহাবাড়ী ২৸৶৹

ডাঃ দুর্গানন্দ সেন মালদা ।৶৹

মুন্সী রহিম বক্স খাঁ বাহাদুর
জলপাইগুড়ি ৫।৹

রায় শশিভূষণ দত্ত বাহাদুর
ত্রিপুরা ১০৲

"বামাবোধিনী"র কয়েকটী নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১৷৵০, না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনূন এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২।০; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২৯ শে পৌষ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিত্র হইয়াছে, ইহার সহিত ইংরাজী স্তম্ভও সংযোজিত হইল। আমরা যেমন নানাপ্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি সাধারণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি দ্বারা ইহার আয়োন্নতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন।

৯ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিঃতে, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২৯শে পৌষ, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি।

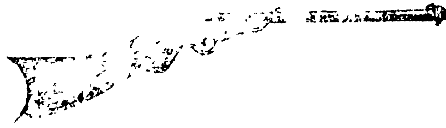
অন্য বাজে দোকানের অযত্ন কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রশংসিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ষ্টিরয়সকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পাইবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব — মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মণী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন; লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪৲ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১৷০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৵০ হিঃ পড়িবে। যেরূপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে।



ইতিপূর্ব্বে যে ১ নং বন্দুক ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪৲ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্ব্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দরুণ ১৲ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কৌটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ।/০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গেশ্বরের নূতন নন্দন কানন।

অমরায় নন্দন কানন আছে। পুরাণে, কাব্যে, নাটকে, গাথায়, কথায়, ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মর্ত্ত্যের অমরাবতী এই কলিকাতা নগরের বুকে একটী নূতন নন্দন কাননের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবার চেষ্টা হইতেছে। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর কলিকাতার গোলদীঘির পুরাতন উদ্যানটীকে নন্দনের শোভাসম্পদ দিয়া সাজাইবার জন্য মিউনিসিপালিটীর হাত হইতে উদ্যানটী খাসে লইয়াছেন। আমাদের যুবরাজ ভাবী সম্রাটের ভারতে আগমনের পূর্ব্বেই ইহার সংস্কারকার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। তখন হয়তঃ ইহা শোভাসম্পদে ইন্দ্রের নন্দনকে পরাজিত করিবে। বঙ্গেশ্বরের নব-প্রতিষ্ঠিত নন্দনকাননে সুরাভ-গন্ধার সমস্ত পুষ্পবৃক্ষের সমাবেশ হইবে, কিন্তু দেবভোগ্য পারিজাত ত সেখানে থাকিবে না! পাঠকগণ! যখন এই মর্ত্ত্যের উদ্যানে ভ্রমণ করিবেন, তখন হয়তঃ পারিজাত না দেখিয়া হতাশ-চিত্তে ফিরিয়া আসিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে একটী সৎপরামর্শ দিই। সময় থাকিতে এক শিশি কেশরঞ্জন কিনিয়া তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ করুন। দেখিবেন অদৃশ্য পারিজাতের মনোহর গন্ধে তাঁহাদের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৴০ আনা।

সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগে

রমণী হিন্দু সংসারের কল্যাণী—রমণী রক্ষা করুন

অ-শো-কা-রিষ্ট

অশোকারিষ্ট

অশোকারিষ্ট

অশোকারিষ্ট

অ-শো-কা-রিষ্ট

অ-শো-কা-রিষ্ট

অশো-কা-রিষ্ট

অ-শো-কা-রিষ্ট

অ-শো-কা-রিষ্ট

রমণী জননী—রমণী ভগিনী—রমণী বণিতা—

মহা কল্যাণকর মহৌষধ।

মূল্য প্রতি শিশি ও এক কৌটা ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৴০।

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No. 510-11. Feb. & March, 1906.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১০-১১ সংখ্যা। | মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১২। | ২য় ভাগ। ৮ম খণ্ড।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইবেল, ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৮নং আর্চার বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৶০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুক্ষয় ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায় তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে, অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ঢড় ঢড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে। ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ আমময় মল, উদরে কুন্থনবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ৸০, মাশুল ॥০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ।)

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ আঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দ্দিকাশি, ঘুংড়ী কাশি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

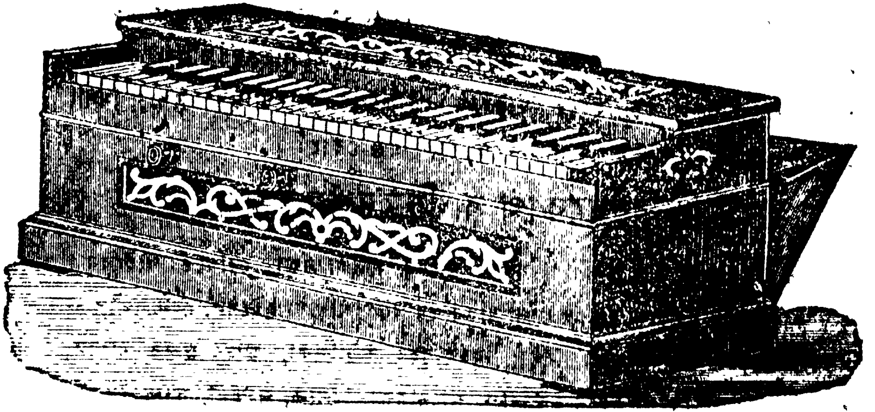
কাশরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাশ নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাশিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা, মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,
৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,
কলিকাতা।

আদি ও অকৃত্রিম

মোহন ফ্লুট-হার্ম্মোনিয়ম।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহন ফ্লুট-হার্ম্মোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক "মোহন" কথাটী ও বেলোর পৃষ্ঠে অসংখ্য স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উর্দ্ধ। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স্, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১।০ টাকা, ডাকমাশুল ৴৫ আনা। কলিকাতা; ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিত্র হইয়াছে, এবং ইহার সহিত ইংরাজী স্তম্ভও সংযোজিত হইতেছে। আমরা যেমন নানাপ্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি অনুগ্রাহক গ্রাহকগ্রাহিকা, সাধারণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি দ্বারা ইহার আয়োন্নতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন।

১১ মাস গত হইয়াছে। এ বৎসরের মূল্য এখনও যাঁহাদের বাকী, অবিলম্বে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৩১৩ সাল আগতপ্রায়। নববর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। আগামী চৈত্রের সংখ্যা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

** সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিঃতে, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। চৈত্র মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৩০শে ফাল্গুন, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

"বামাবোধিনী"র কয়েকটী নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০, অথবা অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৷০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৩০শে ফাল্গুন, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

অগ্রিম।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা ১৲
" কৈলাসচন্দ্র বসু কলিকাতা ২৸৵৹
" অদ্বৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা ৷৹
" আনন্দনাথ মজুমদার
ময়মনসিংহ ২৸৵৹
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
ঘোড়ামারা ২৸৵৹
সেক্রেটরী, বাগবাজার রিডিং রুম
কলিকাতা ১৷৵৹
শ্রীমতী হেমলতা মৈত্র বিহার ২৸৵৹
বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
নৈনিতাল ১৷৵৹
বাবু জ্ঞানশঙ্কর সেন কলিকাতা ৷৵৹
মিসেস্ আর কে চাটার্জ্জি
খান্দোয়া ২৸৵৹
সেক্রেটরী ললিতমোহন লাইব্রেরী
তালাণ্ডা ২৸৵৹
হেডমাষ্টার বেলপুকুরিয়া স্কুল ৷৵৹
মিঃ এম গুপ্ত হোসেঙ্গাবাদ ২৸৵৹
বাবু কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
লোহজঙ্গ ২৸৵৹
বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা ১৲
বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবানীপুর ১৲

ডাঃ গিরীশচন্দ্র দে ভবানীপুর ২৸৵৹
বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র মতিহারী ২৸৵৹
" অতুলকৃষ্ণ সরকার ভবানীপুর ১৸৵৹
বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ১৲
শ্রীমতী হরিসুন্দরী দেবী
গোয়ালপাড়া ২৸৵৹
শ্রীমতী বধুরাণী কুসুমকুমারী
গড়খগুরুই (১৩১৩) ২৸৵৹

সাবেক।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
ঘোড়ামারা ৪৷৹
বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত চুঁচড়া ১৲
" জ্ঞানশঙ্কর সেন কলিকাতা ৸৵৹
" রাজবিহারী দাস ডগমারা ২৸৵৹
" হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ ৫৲
মিসেস্ আর কে চাটার্জ্জি
খান্দোয়া ৪৷৵৹
শ্রীমতী মনোরমা বাই মিত্র
গিরগাওন ২৸৵৹
ডাঃ শ্যামনীরদ গুপ্ত সিলিগুড়ি ৫৲
মিঃ এম্ গুপ্ত হোসেঙ্গাবাদ ২৸৵৹
মিসেস্ এইচ্ এন দাস গুপ্ত
মোরাদপুর ২৸৵৹
শ্রীমতী হরিসুন্দরী দেবী
গোয়ালপাড়া ৫৵৹

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 510-11. Feb & March, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ।	মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১২।	২য় ভাগ।
৫১০-১১ সংখ্যা।		৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—৭৬ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম-সমাজে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মিকারা ব্রাহ্মিকা-সমাজ, মহিলাসভা, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সমস্ত পৌষমাস প্রারম্ভিক উষা-সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। জাতীয় জীবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের জ্যোতি তাহার পথ-প্রদর্শক হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়।

পার্লেমেণ্ট গঠন—নূতন পার্লেমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইয়াছে। ৬৬১ সভ্যের মধ্যে

লিবারাল (ঔদারনীতিক দল)	৩৮৩
ইউনিয়নিষ্ট (পূর্ব্বতন মিলিত দল)	১৫৩
লেবরিষ্ট (শ্রমশীল দল)	৪২
ন্যাসন্যালিষ্ট (জাতীয় দল)	৮৪

দেন্মার্কের নূতন রাজা—গত ২৯এ জানুয়ারি ইংলণ্ডেশ্বরের শ্বশুর রাজা ক্রীশ্চয়ানের ৮৮ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র ৮ম ফ্রেডারিক দেন্মার্কের রাজা হইয়াছেন। ইনি সৎপিতার গৌরব রক্ষা করুন্।

যুবরাজের ভ্রমণ—যুবরাজ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে মহীশূর-রাজের শিল্পবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

নূতন রেলওয়ে—মিসর গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সুয়েজে নূতন রেলওয়ে খুলিয়াছে। সকল জাতিই ইহার সুবিধা ভোগ করিতে পাইবেন। মিসরের ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের কার্য্য-দক্ষতার বড়ই সুখ্যাতি।

আশ্চর্য্য বিবাহ—চারণ্ট নামক দুই যমজ ভাই রেনড নাম্নী দুই যমজ ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছেন। উভয় বরই প্রসিদ্ধ চিত্রকর, কন্যাদ্বয়ের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইহাদের সৌসাদৃশ্যে কৌতুকাবহ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা ইহাদের ভিন্নতা বুঝা যায়।

গো-তিমি—অধ্যাপক মুলার নিউ ফাউণ্ডলণ্ড দ্বীপে ৫০টী গো-তিমি পুষিয়াছেন, ইহাদের এক একটী হইতে প্রতি দিন ৫।৭ পিপা দুগ্ধ পাওয়া যায়। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিক ঘন ও পুষ্টিকর এবং ইহা কডলিবার তৈলের গুণবিশিষ্ট।

দান—সিন্ধুর খয়েরপুরের রাজ-দেওয়ান উত্তম সিং হাইদ্রাবাদে বিধবাশ্রম জন্য ১৫০০০, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য ২৫০০০ এবং সক্করে অনাথাশ্রম জন্য ৮০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ দানেই অর্থের সার্থকতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—১৯০৫ সালের এম এ পরীক্ষায় ৪৮ জন উত্তীর্ণ এবং বি এল পরীক্ষায় ১০৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাবু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ষ্টেট্‌সম্যানের নিগ্রহ—ইনি মন্ত্রী রিজলীর প্রতি লর্ড কর্জনের তিরস্কারের এক গুপ্তলিপি প্রকাশ করাতে মন্ত্রি-প্রবরের বিরাগ ও উৎপীড়ন-ভাজন হইয়াছিলেন। সামান্যভাবে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইহা বঙ্গচ্ছেদের আনুষঙ্গিক।

শ্রীমতী রাণাডে—মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের বিধবা পত্নী সামাজিক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইঁহার মহানুভব স্বামী ৫ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইতি পতির প্রিয়ব্রত সাধনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্ত্রী-সমাজে অতি সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

মহাকালী পাঠশালা—লেডী মিণ্টো ইহার পারপোষিকা (patroness) হইয়াছেন। হাতোয়ার মহারাণী ইহার ফণ্ডে এককালীন ৫ হাজার এবং মাসিক ৫০৲ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন।

টাউনহলে বিরাট সভা—গত ৩১এ জানুয়ারি বঙ্গের নানা স্থানের প্রতিনিধি লইয়া পুনরায় এক মহা সভাধিবেশন হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। নূতন ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট বঙ্গচ্ছেদ খণ্ডনার্থ আবেদনপত্র যাইবে।

অস্ত্রচিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থাপন—৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডালহাউসী কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি লর্ড মিণ্টো ইহার সার্জিকাল ওয়ার্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। খুব জাঁকজমকে ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয়।

শীতকালে গরমে মৃত্যু—অষ্ট্রেলিয়ায় এ বৎসর পৌষ মাঘ মাসে এত গরম পড়িয়াছে যে, গরমে অনেক মানুষ মরিয়াছে। আমাদের দেশে যখন শীত, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে তখন গ্রীষ্ম, এই বিবরণে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

জাতীয় ফণ্ড—গত ১৬ই অক্টোবর যে

ফণ্ডের সূত্রপাত হয়, তাহাতে লক্ষাধিক টাকা জমিয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। জাতীয় অভাব-সমুদ্রে ইহা শিশির বিন্দু, আরও অনেক লক্ষ চাই।

অনাথাশ্রমে বিবাহ—একটী ৩ বৎসরের নিরাশ্রয় শিশু এই আশ্রমে স্থান পায়। "প্রীতিবালা" তাহার নামকরণ হয়। আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে গত ২১এ মাঘ তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত হইলাম, এই আশ্রমে এইরূপ ৭টী বিবাহ হইয়াছে। এ আশ্রম না থাকিলে এ অনাথাদিগের কি দুর্দ্দশা হইত! আমরা আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। ঈশ্বর এই আশ্রমকে স্থায়ী ও উন্নতিশীল করুন্।

গবর্ণরের অভিনন্দন—১৪ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ নগরবাসিগণ সস্ত্রীক লর্ড আম্পৃহিলকে ভোজসহ অভিনন্দন দিয়াছেন। তাঁহারা দেশবাসীদিগের আশীর্ব্বাদসহ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

লর্ড কর্জনের পরিণাম—নূতন পার্লেমেণ্টে স্থান পান নাই। বিলাতে এ বৎসর তিনি "Romanese Lectures" বক্তৃতা দিবেন। কি ভাগ্য-বিবর্ত্তন!

বাগ্ভাষী যন্ত্র গৃহ—কুন্তলীন-উদ্ভাবক সুবিখ্যাত এইচ বসু ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ফনোগ্রাফ, গ্রামোফন প্রভৃতি যন্ত্রযোগে মানব-ভাষার অভিনয় প্রদর্শন হইয়া থাকে।

বস্ত্র-বয়ন স্কুল—বুঠিয়ার "Tagore Weaving Institution" বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ২১টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা ঠকঠকী তাঁত-বোনার পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখন দেশের সর্ব্বত্র যেমন তাঁতের কল বসিতেছে, সেইরূপ শিক্ষিত কর্ম্মকারকদিগের প্রয়োজন।

মহিষাদলের মহারাণী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মহারাণী মন্থরা দেবী।

বঙ্গীয় ১২১১ সালে রাজা মতিলাল উপাধ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য গুরুপ্রসাদ গর্গ নামক এক আত্মীয়কে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করেন। রাজা মতিলালের মৃত্যু হইলে কৌশলী গুরুপ্রসাদ কৌশলক্রমে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে, বিধবা মহারাণীর সমুদয় অধিকার, ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহারাণী মন্থরা দেবী রাজপ্রাসাদের নিভৃত



কক্ষে উপবেশন করিয়া অতি নিঃসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ন্যায়পরায়ণ রাজমন্ত্রী রামকুমার বর্ম্ম, গুরুপ্রসাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মন্থরা দেবী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ রাজদ্বারে গুরুপ্রসাদের অবৈধ কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমায় মহারাণীর জয় হইল। শ্রীমতী মন্থরা দেবী অধিক দিন জীবিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু যে স্বল্পকাল তিনি রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। মহারাণী মন্থরা সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিতে পারি নাই; তাঁহার কীর্ত্তিমালার মধ্যে দুইটী সরোবর, কয়েকটী মন্দির, কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপকের গৃহনির্ম্মাণ এবং একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করা প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তিনি সচ্চরিত্রা, সুন্দরী, সরলস্বভাবা, শিক্ষিতা এবং সুস্থদেহী ছিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দেবী।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দয়ারাম মিশ্র নামক এক ব্যক্তির কন্যা এবং বালগোবিন্দ মিশ্র সর্দ্দার বাহাদুরের সহোদরা। রাজা জগন্নাথ গর্গ মহাশয় ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে কমলপুর গ্রামে যে সুরম্য প্রাসাদ ও পরিখা নির্ম্মিত হইয়াছিল, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী সেই বৃহৎ ব্যাপারে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ পরামর্শ দান করিয়া ঐ সুবৃহৎ প্রাসাদ ও পরিখাকে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১২২৯ সালে রাণী ইন্দ্রাণী সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বালগোবিন্দ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রাম দুলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাণী ইন্দ্রাণীর সুচারু রাজ্যশাসনপ্রণালী এখনও সাধারণের নিকট দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া গণ্য। ১২৩৪ সালে মহারাণী মহোদয়া বহুব্যয়ে এক প্রকাণ্ড রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্ঞী মহোদয়া প্রভূত অর্থ, বস্ত্র, গ্রন্থ, শস্য, গাভী এবং তৈজস-পত্র দান করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত রাসমণ্ডপের খোদিত লিপি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

শাকেনাগসুধাংশুচন্দ্রা বা মতে বারে করোঃ।
হরকন্তু কোকেয় গ্রহপ্রবেশদিবসে দিবায়॥
বামাখক শ্রীইন্দ্রাণী বিধিবন্দ্য দৌ নৃপ।
জগন্নাথস্য রাজ্ঞী মঠং গোপালায়নীলয় চরে।
গোপাঙ্গনাভিঃ সমেৎ। সন ১২৩৪ সাল।
তারিখ ১ মাঘ। (১৭৪৮ শক)।

রাজ্ঞী মহোদয়া কিছু দিবস পরে রাজপ্রাসাদে সিংহবাহিনী ও দধিবামন নামক




বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে সু-বিদ্বান্ পুরুষ, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধু মহাত্মাদিগের আগমন হইয়াছিল। রাণী মহাশয়া যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পাওয়া যায়। ঐ সকল পত্রে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি এই—

ঝিকিরা-নিবাসী রামনারায়ণ ন্যায়ভূষণ।
মাঘাংশে ভূমিসংখ্যে ভৃগুস্তদিবসে
দেবগোপালায় দেবপ্রাসাদস্থ প্রতিষ্ঠা
সুসংগুক সদৃশৈবেত্য সম্পাদনীয়া॥
বাষ্টমৈশাদলাগো কমলপুরবর ধামকে
ব্যক্তি চৈতচ্চন্দ্রানী নাম রাজ্ঞী নৃপতি-
জগন্নাথগর্গস্য পত্নী।

আমরা মহকুমার অন্তর্গত ঝিকরা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়-ভূষণ মহাশয় রাজ্ঞীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এই জন্য পত্র তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছিল। রাণীর দস্তখত এইরূপ—

"সহায় ৺সিংহবাহিনী রাণী শ্রীইন্দ্রাণী"

মহারাণী ইন্দ্রাণী ১২২৯ সাল হইতে ১২৪৩ সাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশবর্ষ কাল ব্যাপিয়া অত্যন্ত যোগ্যতাসহকারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মহিষাদলের মহারাণী-দিগের মধ্যে আর কেহ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই।

মহারাণী নিস্তারিণী দেবী।

রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ মহাশয়ের প্রথমা রাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী প্রাণ-ত্যাগ করিলে পুত্রার্থী মহারাজ ১২৬৩ সালে লছমন পীড়ান নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাণী নিস্তা-রিণীর দুই কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; একের নাম ঈশ্বরপ্রসাদ, অপরের নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ। মহারাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে সর্ব্ব-প্রথম লিবরপুল লবণের আমদানী করিয়া-ছিলেন, তৎপূর্ব্বে এই দেশেই লবণ প্রস্তুত হইত। প্রজারা আপত্তি করায় ইংরাজ সরকার বাহাদুর যে সকল জমিতে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং যাহাতে বিলাতী লবণের খুব কাটতি হয় ও দেশীয় লবণ বন্ধ হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে সেই চিরস্মরণীয় ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন (বুধবার) তারিখের পঞ্চমী তিথির ভীষণ ঝটিকা নদ, নদী ও সমুদ্র হইতে জলরাশি উথলিত করিয়া মহা অনিষ্টোৎপাদন করিল; তদ্ব্যতীত ঐ ভয়ানক ঝড়ে অসংখ্য গৃহ ও অট্টালিকা এবং তরু ও দেউল ভূমিসাৎ হইয়া গিয়া-ছিল। অগণ্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির সমাচার পাওয়া যায় নাই। যাহাহউক লিবারপুলের লবণে এবং ১২৭১ সালের মহাভীষণ ঝড়ে মহা-রাণী নিস্তারিণী দেবী বিষম ক্ষতিগ্রস্তা হইয়াও অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সাবধানতা ও যোগ্যতাবলে ক্রমে ক্রমে

সমুদয় ক্ষতি সম্পূরণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে মহিষাদলেশ্বরী একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির সূত্রপাত করেন। হোল্দী নাম্নী নদীর তীরে তখন নিবিড় অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যাভ্যন্তরে হিংস্র পশু এবং কোন কোন স্থানে গুপ্তভাবে দেশলুণ্ঠনকারী দস্যুদল বিচরণ করিত। পথিকেরা এই পথ দিয়া গমনাগমন করিতে সাহস করিত না। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ডাক পিয়নেরাও এস্থানে আসিতে ভীত হইত। রাণী মহোদয়া এই অরণ্য কাটাইয়া দিয়া প্রশস্ত ও সুন্দর বিপণি, প্রাসাদ, পান্থাশ্রম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃহৎ সরোবর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরাজি বিদ্যালয়, কতকগুলি দেবমন্দির, একটী দুর্গ এবং একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি যেমন শিক্ষিতা, তেমনি বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমপরায়ণা ছিলেন। অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সহজে কেহ তাঁহাকে কোন কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। মহারাণী নিস্তারিণী দেবী অনেকের অনেক প্রকার উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এবম্প্রকারের রমণীগণ পৃথিবীর সকল দেশের, সকল সমাজের এবং সকল জাতির গৌরব-স্বরূপ।

শ্রীধ্যানানন্দ মহাভারতী।

শতদল।

(৫০৯ সংখ্যা—২৮২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ।

"রমণী-চরিত্রে" দেবত্বের ভাব প্রকাশিত বলিয়া উহা সকলের স্পৃহণীয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রমণী-চরিত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি দেখিতেন। কিন্তু এখন এই বিংশ শতাব্দীতে, হিন্দু রমণী কবি-কণ্ঠে যেন বিংশ পর্য্যায়ে ধ্বনিত। জানি না, ভারত-মহিলাবৃন্দের কোন্ প্রত্যবায়ে, পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে, তাঁহাদের পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছে! সেই স্বর্গীয় ভাবপুঞ্জ—সেই পবিত্র কিরণমালা—সেই শুভ শক্তিনিচয়ে আবার অনুপ্রাণিত হইয়া, পূত ভাবোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হউক—মর্ত্ত্যধাম স্বর্গধাম হউক!

নারী-চরিত্রের প্রথম অঙ্ক 'কুমারী' অবস্থা। এই সময়ে সকলের চক্ষে রমণী সরলা, লাবণ্যময়ী এবং বাৎসল্য ভাবের তৃপ্তিদায়িনী মূর্ত্তি বলিয়া পূজিতা। এই কুমারী অবস্থায় রমণীতে দেবী-ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখা যায়। সেই জন্য, দেবদর্শন, শক্তি-পূজা, যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদিতে

হিন্দু ধর্ম্ম মতে ‘কুমারী-পূজার’ বিধান আছে।

কুমারীই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী শক্তির আধার। এই সময় হইতেই ইহাকে সংসারের ভাবী উন্নতিবিধায়িনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে নানারূপ হিতোপদেশের বীজ-বপনের এই প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়।

অতঃপর রমণী-চরিত্রের দ্বিতীয় অঙ্কে ‘সধবা’ অবস্থা। এই অবস্থায় রমণী পতি-পুত্রাদি এবং স্বজন পরিজনমণ্ডলী লইয়া সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা। এই অবস্থায় রমণীর ‘পবিত্রতা’ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষ-সম্মিলনে রমণী-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবের অভ্যুদয় হয়। কুমারী-অবস্থায় রমণী একাকিনী ছিলেন, এক্ষণে সধবা-বস্থায় পতিরূপ গুরু-সহায়ে দ্বিগুণতর তেজ সহকারে সৃষ্টি পালনে যত্নবতী।

হিন্দু-সমাজে যতদূর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, জগতে এরূপ কোথাও কোন সমাজে দেখা যায় না। হিন্দু-রমণী পতিকে দেবতা, গুরু, সুহৃদ্ ও সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানেন। হিন্দু-রমণী জানেন যে, পতিসেবা ঐহিক ও পারলৌকিক অনন্ত সুখের নিদান। হিন্দু-রমণী ভিন্ন আর কোন দেশের রমণীরা, সংসারের ঘোর যাতনার মধ্যেও একপ্রাণে স্বীয় ব্রত-পালনে নিষ্ঠাবতী নন। সর্ব্ববিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে সধবারই অধিকার।

হিন্দু-রমণীর বিধবাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও চরিত্রের নির্ম্মলতা অন্তর্হিত হইবার নহে। এই অবস্থায় তাঁহার ইহলোকের অনুষ্ঠানের উপসংহার ও পারলৌকিক জীবনের সূত্রপাত।* পবিত্রমতি হিন্দু বিধবা, হিন্দু সমাজে পূর্ণ দেবীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি যে কিরূপ পবিত্রভাব-সমন্বিত, তাহা হিন্দু ভিন্ন অপর কেহই ধারণায় আনিতে পারেন না।

হিন্দু-বিধবা, পতির সঙ্গেই ইহসংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আপন হৃদয় ‘আধ্যাত্মিক ভাবে’ পূর্ণ করিয়া, পতির বিয়োগ-জ্বালা সহ্য করেন।† এই অসহনীয়

* হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের স্বচ্ছতায় কখন কখন যেন তন্দ্রাবেশে, মৃত স্বামীর অমৃত রূপের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, আচম্বিতে—কাতর-ক্রন্দনে সত্য সত্যই বলিয়া উঠেন,—

"তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব'লে
হের গো কি দশা হ'য়েছে!
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে র'য়েছে!'

† অবিরল জল ছল ছল নেত্রে, হিন্দু শোক-সন্তপ্ত প্রাণে, পরম প্রেমময়ের চরণে কাতর নিবেদন করিতে থাকেন; শূন্য প্রাণে, চিরজীবন, তাঁহাকে করুণকণ্ঠে বলেন,—

"নাথ!
রূপ নিয়েছ, নিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ"?
ডেকে নিলে, ছিল যেই কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'।
প্রাণ তাঁরি সাড়া সদা চায়,

অবস্থায় তিনি আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া থাকেন! আদর, সোহাগ ও যশোবাসনা পরিবর্জ্জন করিয়া 'পরার্থ-সাধন' হেতু জীবন উৎসর্গ করেন! এরূপ পবিত্র চিত্র জগতে আর কোথায় দেখা যায়? পরলোকে পতি-সম্মিলন ব্যতীত আর কোন আশাই থাকে না! "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে, নারী পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে, তখন স্বার্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্না থাকিলে, পরকালে অনন্তধামে অনন্তকাল পতি-পূজার অধিকারিণী হইবেন," এটি হিন্দু-বিধবা মাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস। 'রমণী' শব্দের যাহা কিছু পবিত্র অর্থ, হিন্দু-রমণীতেই তাহা সম্যক্ প্রতীয়মান হয়! রমণীর গুণেই ভারত বিখ্যাত—রমণীর চরিত্র-বলেই ভারত উন্নত।

যদি-মাঝে দেখিব তাঁহায়,
আমি যে বড়ই অসহায়,
মোর কাছে ডাক', প্রভু ডাক' ?
(আর) কে আমার আত্মীয়-স্বজন ?
মুখ পানে কেহ নাহি চায়।
চরাচর ঘুরি'ছে কেবল,
জগতের বিশ্রাম কোথায় ?
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয় ?
পতিহীনা নিরাশ্রয়া জনে
তোমার স্নেহেতে নাথ ঢা'ক ॥"

—বিদ্যাবতী আবিয়ার।

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনসিদ্ধি।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দের পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতপ্রদেশে রোহিনী নদী তীরস্থ কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোধন রাজার ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের পিতা মাতার প্রদত্ত নাম সিদ্ধার্থ। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজা শুদ্ধোধন হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের মঙ্গলার্থ দান, উৎসব, বন্দিমোচন ইত্যাদি রাজোচিত মহোৎসব করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজগণের নিয়মানুসারে রাজজ্যোতিষীগণ রাজকুমারের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিলেন—"রাজকুমার সিদ্ধার্থ" শাক্যকুলের একমাত্র তিলক, ভুবনের গৌরব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের আলোকস্বরূপ হইবেন; কিন্তু তরুণ বয়সে ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাজ্যসুখ—এমন কি প্রিয়তমা ভার্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।" রাজা জ্যোতিষীর বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলেন এবং দৈব-প্রতিবিধানে যত্নবান্ রহিলেন।

রাজকুমার শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে বিদ্যাভ্যাসে রত ও অল্প দিন মধ্যে পণ্ডিত

শ্রেষ্ঠ হইলেন। ক্রমে যৌবনাবস্থা আগত দেখিয়া রাজা শুদ্ধোধন যুবরাজের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুবরাজ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে অনেক কৌশলে অনেক দিন পরে গোপা নাম্নী পরমা সুন্দরী শাক্যবংশীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা কুমারের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা পরিত্যাগ করেন নাই। যাহাতে কুমার সংসারের কোনও দুঃখ ক্লেশ অবগত হইতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে প্রমোদ-কানন নামে অতি সৌন্দর্য্যময় উপবন নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। শত শত নর্ত্তকী ও রূপবতী গোপাসহ রাজকুমার সিদ্ধার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেও তাঁহার মহান্ হৃদয়, উদার ও উচ্চান্তঃকরণ সেই অনিত্য সুখে শান্তি লাভ করিল না। তাঁহার চৈতন্য হইল, মায়াতে অশান্তি বোধ জন্মিল, বিলাস ক্ষণিকানন্দ জ্ঞান হইল, স্ত্রী পুত্রাদি অসার ধারণা হইল এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার অজ্ঞাত বোধে আপনাকে আপনি ভ্রমান্ধ অজ্ঞস্বরূপ জ্ঞান করিলেন। তিনি প্রমোদকানন-রূপ কারাগারে নিপতিত আছেন, তাঁহার এমন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

যথাসময়ে প্রতিদিনের ন্যায় রাজা, সিদ্ধার্থ ও পুত্রবধূকে দর্শন করিতে আসিলেন। পিতা পুত্রে যথাযোগ্য সম্ভাষণ হইল। যুবরাজ নগর-ভ্রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে "সময়ান্তরে হইবে" বলিলেন, তাহাতেও যুবরাজকে নিবৃত্ত না দেখিয়া "আগামী কল্য ছন্দক সারথি রথ লইয়া আসিবে, নগর ভ্রমণ করিও", এরূপ আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাহাতে নগরে কেবল রাজকীয় মহোৎসব হয় এবং কোনও নিরানন্দ কি অশান্তির নিদর্শন না থাকে, তজ্জন্য রাজা শুদ্ধোধন মন্ত্রিগণের প্রতি বিশেষ আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা-প্রাপ্তে সকল সুসম্পন্ন হইল। যথাকালে সারথি ছন্দক রথ লইয়া নগরভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অতীব সতর্কতার সহিত শান্তিরক্ষকদ্বারা চারিদিকে শান্তি স্থাপন করা হইল। যাহাতে রাজবর্ত্মে অশান্তি-কর শোকতাপপূর্ণ কোনও ব্যাপার না ঘটে, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তজ্জন্য সতর্ক ও ব্যস্ত রহিলেন।

নগরভ্রমণোদ্দেশে যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছন্দকসহ রথে প্রথমতঃ উত্তরদ্বারাভি মুখে গমন করিলেন। তথায় অতিশয় সুশৃঙ্খলায় শান্তি রক্ষা সত্ত্বেও এক স্থবির অতিবৃদ্ধকে দৃষ্টিগোচর করিয়া যুবরাজ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সারথিকে বলিলেন "ছন্দক! এ ব্যক্তি শুভ্রকেশ, দন্তহীন, লোল-মাংসযুক্ত, চলিতে অক্ষম এবং যষ্টিভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, ও কে? মানব না অন্য কোন-রূপ প্রাণী?" ছন্দক যুবরাজের বাক্যে মনে মনে হাস্য করিলেন এবং রাজা যে যুবরাজের নিকট বিশ্বের সমস্ত সংবাদ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"যুবরাজ শাস্ত্রে যে বৃদ্ধের

কথা পাঠ করিয়াছেন, ইহা তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী নহে। মানবের শেষ দশাই এইরূপ।" যুবরাজ ছন্দকের বাক্য শ্রবণে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন 'হায়! মানবের শেষ দশা এই রূপ কুৎসিত! হায়! এই দেহের জন্য এত ভোগবিলাস! এই চন্দনচর্চ্চিত ভোগবিলাসপূর্ণ দেহ এমন বিসদৃশ হয়—চিক্কণ ত্বক্ লোল এবং সুচারুকেশ শণরজ্জুবৎ হয়। হায় হায়! অপরিণামদর্শী মানব ইহার এত আদর করে?' এই ভাবিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তৎপরে আর এক দিন পূর্ব্ব দ্বারে রথ চলিল। পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধের চিন্তায় চিত্ত আকুল ছিল, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতে না হইতে এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের দর্শনগোচর হইল। সেই পীড়িত ব্যক্তির পাষাণদ্রাবক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন "ছন্দক! ঐ ব্যক্তি ওরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে কেন? উহার শরীর অস্থিময়, চর্ম্মশূন্য ও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থাপন্ন কেন? উহার স্বধর্ম্ম কি ঐরূপ?" ছন্দক বলিল—"যুবরাজ! ইহা দেহের এক অবস্থা, কেননা ও ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে ওরূপ কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। ইহা সমস্ত মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম, যেহেতু সকলেরই এই ব্যাধিতে নিপীড়িত হওয়া সম্ভব।" বুদ্ধের হৃদয় শতগুণে উত্তেজিত হইল। মানব-দেহের অবস্থা ভাবিয়া মনে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সুতরাং দিশেহারা হইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন এবং সে দিনও গৃহে ফিরিলেন।

তৎপর দিন পশ্চিম দ্বারে রথ পৌছিল। অদূরে বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব-দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক লইয়া যাইতেছে এবং উক্ত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মীয় স্বজন হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া যুবরাজ, পথিক যেমন পথিমধ্যে কালফণি-দর্শনে চমকিত হয়, তদ্রূপ ঘোর চিন্তান্বিত হইলেন। হাহাকার ও রোদনশব্দ শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সারথে! এ কি ব্যাপার? এরূপ অপূর্ব্ব কাণ্ড আমি স্বপ্নেও দর্শন করি নাই। ঐ পালঙ্কোপরি শায়িত মনুষ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত কেন? আর উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকেরা অবিরাম নিরানন্দসাগরে ভাসমান কেন?" সারথি কহিলেন "যুবরাজ! ইহাই মনুষ্যের শেষ পরিণাম; ইহাকেই মৃত্যু বলে।" যুবরাজ বলিলেন "কি বলিলে—মৃত্যু? মৃত্যুহস্তে কি সকলেই পতিত হইবে? না এ উহার কুলধর্ম্ম?" সারথি বলিলেন "যুবরাজ! রাজা নাই, ভিক্ষুক নাই, বলবান্ নাই ও দুর্ব্বল নাই—সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। জন্মমাত্রেই জীবের মৃত্যু নিশ্চিত।" এইক্ষণে বুদ্ধদেব আত্মহারা হইলেন। সংসার অশান্তির আলয় স্থির হইল ও দেহ নশ্বর দৃঢ় ধারণা হইল। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত মায়া, সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অসার এবং সমস্তই অশান্তিপূর্ণ জ্ঞান হইল।

সম্পদ-ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন, প্রেমময়ী পত্নী এবং ভক্তিভাজন পিতা প্রভৃতি ভাল লাগিল না তাঁহার প্রাণ অশান্তিময় হইল, জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল এবং হৃদয়ে অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরম জ্ঞানী ও মহান্ চিন্তাশীল যুবরাজ যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ অজ্ঞানান্ধতা দর্শন করিতে লাগিলেন। সংসার নিতান্তই অসার ও অশান্তিময় কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে নগরভ্রমণ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে এক পরম সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। কৌপীনধারী, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, শান্ত ও সহাস্য জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল, মুখে প্রণবধ্বনি ভিন্ন অন্য কথা নাই, দণ্ড কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য সম্বল নাই, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, জটাজূট কেশ, সাংসারিক চিন্তা-পরিশূন্য এবং পরম ধ্যানে নিমগ্ন! এমন অলৌকিকস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উনি কে?" রাজকুমারের প্রশ্ন শ্রবণান্তে সারথি প্রকাশ করিলেন "উনি সাধু সন্ন্যাসী। উঁহার কার্য্য কেবল ঈশ্বরা-রাধনা। উনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানালোচনা করিতেছেন।" বুদ্ধদেব তৎশ্রবণে আশা প্রাপ্ত হইলেন। উদাস মন শান্ত হইল, কঠোর বৈরাগ্যের আধার সন্ন্যাসগ্রহণ শান্তির কারণ, তাহা জানিতে পারিলেন। যথাসময়ে গৃহে উদাসভাবে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রমোদকাননের ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন কি মত্ত মাতঙ্গরূপ পরম জ্ঞানী বুদ্ধকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? অনতিবিলম্বে ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে পিতা, পত্নী, মাতৃস্বসা, নবজাত কুমার আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক ছন্দক-সারথিসজ্জিত বেগবান্ ঘোটকে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিলেন। বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের সমীপে অশ্ব ও আভরণ চাহেন, তখন সে বিষণ্ণভাবে কুমারকে অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিল "আর্য্য! কমললোচনা মণিরত্নভূষিতা মেঘমুক্ত-সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না। সুন্দরী নর্ত্তকীগণের এমন মৃদঙ্গবংশবেণুনি-যুক্ত সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত স্রক্‌চন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন? বিবিধরসপূর্ণ উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন? গ্রীষ্মে শীতলতা-সঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যানভূমি - বিশেষতঃ এমন অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অতএব অগ্রে এই সুখদ বস্তু সকল উত্তমরূপে উপভোগ করুন, পরে উপযুক্ত সময়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।"

রাজকুমার প্রত্যুত্তরে প্রকাশ করিলেন "ছন্দক! দেখ আমি রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে

ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিবৃত হইয়াছি। কিন্তু দেখিলাম এই সকল অনিত্য বিষয়ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা-তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি কেমন সুখী ও শান্ত! পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতিস্থ আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ। তাঁহার জীবনের আশা নাই, মরণেরও ভয় নাই। তিনি নিষ্কাম ও পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত, সদানন্দ এবং জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধির অতীত। সুতরাং আমি এই বিষম অসার সংসার উপেক্ষা করিতেছি।"

যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোরতিমিরাবৃত, বিপদাকীর্ণ, নানা-হিংস্রজন্তুপরিপূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে উষাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সারথির নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করেন। তজ্জন্য এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয়। ঐ স্থানকে "চূড়া-প্রতিগ্রহণ" বলা হয়। তদনন্তর তিনি এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করতঃ রাজ-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। যে স্থানে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হয়, তথায় "কষায় গ্রহণ" নামক এক চৈত্য স্থাপিত হয়। বুদ্ধ প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকী-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপরে পদ্মা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবত-নামা ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর বৈশালী নগরে অরাড় কালাম-নামক জনৈক শ্রাবক সন্ন্যাসীর আবাসে উপস্থিত হন। শ্রাবক সন্ন্যাসীর অনেক শিষ্য ছিল। বুদ্ধ তাঁহার সমীপে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শ্রাবকের ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি মোক্ষান্বেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া মগধরাজ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে একাকী তিনি মগধেশ্বর বিম্বসার রাজার রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করেন। রাজা বিম্বসার তাঁহাকে তৎসকাশে চিরদিন বাস করিতে অনুরোধ করায় বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন "পরম শিবং বরবোধি প্রাপ্তুকামঃ" 'আমি এখন পরম মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভার্থী হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তিকর, এমন অসার বিষয়সুখে কি কখন কেহ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? অসার সংসারের অনিত্য বিষয়সুখে বদ্ধ হইয়া জীব নিরন্তর ক্লেশ পাইতেছে।' শাক্য সিংহের সুমধুর বচন

শ্রবণে রাজা বিম্বসার দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং মনে অপূর্ব্ব শান্তিরসের উদয় হইল। তিনি শাক্যসিংহের নিকট তদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। শাক্যসিংহ তদনন্তর রুদ্রকনামক এক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট ব্রত তপ আচরণ করিবেন বলিয়া গমন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না, কারণ শুদ্ধ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ যে সাধন-সাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং তিনি সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষ পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রুদ্রকের পাঁচজন ব্রহ্মচারী ছাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। এই নগর নৈরাঞ্জন নদীতীরে বুদ্ধগয়ার নিকটে অবস্থিত। নৈরাঞ্জন নদীতীরে তিনি ছয় বর্ষকাল ঘোর দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনাভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল এবং তিনি জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর ও উত্থানশক্তি-রহিত হইলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন দর্শনে শিষ্যেরা বারাণসীতে গমন করিল। অতঃপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে তাঁহার চিত্তে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন তিনি পিতার স্নেহপাশ, প্রিয়তমা পত্নীর প্রেম বন্ধন, বন্ধু বান্ধবের প্রণয় ও আত্মীয় স্বজনের উপদেশ এবং অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াছেন। ভাবিলেন অসার জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, কেননা যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণসমর্পণ করিতে না পারিল, তাহার জীবনই বৃথা। এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার নামক দুরাত্মার ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। সে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যক্ত করিল "হে শাক্যপুত্র! তুমি যোগক্ষেমপ্রাপ্তির আশয়ে ও ভাবী মহৎ পুণ্যলাভার্থে কেন বৃথা এই সুন্দর শরীর-পাত করিতেছ? নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? আমি তোমাকে প্রচুর ধন ও রাজ্য দান করিব। অতএব এই ক্লেশকর ব্রত পরিত্যাগ কর।" মারের প্ররোচন বাক্যে বুদ্ধ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে বলিলেন "নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং। অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্ম-চর্য্যাপরায়ণঃ॥ বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্‌গ্রাম্যং নোচ জীবিতং। সংগ্রামে

মরণং শ্রেয়ো নচ জীবেৎ পরাজিতঃ॥" রে পাপাত্মন্! আমি ত মরণ মানি না, কারণ মরণান্তই আমার জীবন। আমি ব্রহ্ম-চর্য্য-ব্রত-ধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না। বরং প্রাণহর মৃত্যু শ্রেয়ঃ, জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক্। রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ইত্যাদি।" বুদ্ধদেব এই প্রকারে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাতে প্রলোভন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল। নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত এবং বিশ্বাস-বল ও আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি ক্রমশঃ পান ভোজন করিয়া সবল হইয়া উঠিলেন।

তত্ত্বলিপ্সু সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং তাহা বৃথা ক্লেশ স্বীকার মাত্র মনে করিয়া এখন অন্যতর মার্গ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমাহিত ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনে বিধি অনুসারে তাঁহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি এখন পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। যাহা হউক, তিনি নৈরাঞ্জন নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া তত্রত্য বোধিদ্রুমতলে গমন করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন অর্থাৎ যাহাতে নবজীবন লাভ হয়, তজ্জন্য সমাধি আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং "সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যং সুখ-মিতি" স্বাবলম্বধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। সুতরাং তিনি একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে জয় করতঃ দয়া, প্রেম ও একাগ্রতায় পবিত্র স্বভাব ধারণ করিলেন।

পূর্ব্বতন আর্য্য পণ্ডিত কপিল, পাতঞ্জলি, কণাদ ও ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানবজীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্য ও নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকগণ জীবের মুক্তি-লাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ সাংসারাসক্তি এবং রিপুপর-তন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য। শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিতে অর্থাৎ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ অবিরত ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রী-তৃষ্ণা, পুত্র-

তৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও ধনৈশ্বর্য্য-তৃষ্ণা এবং সুখতৃষ্ণায় অস্থির। এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে মানবের চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কি এবং কিসে ইহার বিনাশ হয়, তজ্জন্য তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির অনুসরণ করেন। অতঃপর তিনি মগধরাজ বিম্বসার এবং তাঁহার পিতা, মাতা ও পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ নরনারী সকলে তদীয় নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, দৌর্মনস্যে দহ্যমান মানব নিয়ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেমকে সার জ্ঞান করিল। নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা নির্ব্বাণবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য এবং যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত, তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন, এই বিবেচনা করিয়া রাজা বিম্বসার বুদ্ধের সমীপে তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বেলা শেষে।

১

কত যুগ হল শেষ,
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন!
কোথা তুমি হে আত্মীয়!
চিরানন্দ চিরপ্রিয়!
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন?

২

এ দেশে বিফল "গেহ"
দোসর হ'ল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল "ফুরায়েছে বেলা"!

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব রেখা,
সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া;
শূন্যময় মরুভূমি,
তাই ডাকি কোথা তুমি,
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া!

৪

বুঝিলাম এত দিনে,
সবি মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহ দয়া সকলি অসার;
সুহৃদের বেশ ধরে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণনাশী নির্ম্মম সংসার!

৫

শত শত ত্রুটি খোঁজে,
পরে "স্বার্থপর" বোঝে,
ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নিদয় ;
শিখিয়া মহত্ত্ব ভাণ
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
এমনি দেখিনু নাথ, সংসার-হৃদয় !

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশে যদি যেতে হবে,
কেন গো "করুণা-ভিক্ষা"—সেধে কেন
মান ?
চোখে কেন অশ্রুধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব ভগবান্ ?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা' আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড় "শুভ দিন" ;
সবারি যে হেয়, ঘৃণা,
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন—
—হোক সে অভাগা পাপী পঙ্কিল
মলিন।

৮

—স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা ;
গণিয়া সে ভাবী দিন,
র'ব, আর কত দিন,
কখন ডাকিবে মোরে, ফুরা'ল যে বেলা ?

শ্রীমা—

অমলা।

(৫০৯ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সুরেশ মহিমার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বাবাজীকে কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না; তবে কিনা আমার জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা এখনও পূর্ণ হয়নি; সেই জন্যই কিছু দিনের জন্য জীবন ভিক্ষা চাই।"

তখন মহিমা বলিয়া উঠিলেন "ওগো, তোমার কোনও ভয় নাই ; বাবা আমার কখনও হিংসা জানেন না।"

এই কথা বলিয়া মহিমা পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমার কি এঁকে দেখে দয়া হচ্ছে না ?"

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার এঁর প্রতি এত দয়া হলো কেন ?

মহিমা। ওঁকে দেখে আমার সেই দাদাকে মনে পড়ে। আহা ! মা বাবা মারা যাবার পর দাদা আমাকে কত যত্ন করতেন ; এখনও আমার সে সব কথা বেশ মনে পড়ে। দাদার মুখ চোখ ঠিক্ এঁরই মত ছিল ; গায়ের রংটি পর্য্যন্ত

এঁর মত ছিল। তিনি এঁরই মত নম্র ছিলেন; তাঁর কথাগুলি এঁরই মত মিষ্ট ছিল। এত দিন যে সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম; আজ এঁকে দেখে মনে হয় একবার প্রাণ খুলে 'দাদা' বলে ডেকে প্রাণটা জুড়াই।

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার কথায় আমি উহাকে ক্ষমা করলেম।

মহিমা। বাবা, তবে জল আনি।

বাবাজী। যাও; পার ত কুটীরে ফল মূল যা কিছু থাকে, আনিও।

মহিমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তিনি কলসী কক্ষে লইয়া ঝরণা হইতে বারি আনয়ন করিলেন এবং কুটীর হইতে ফল আনিয়া সুরেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

মহিমা ফল লইয়া উপস্থিত হইলে, বাবাজী সুরেশকে ফলাদি আহারের পর তাঁহার গুহায় লইয়া যাইবার জন্য মহিমাকে আদেশ করিলেন। বাবাজীর আনন্দের সীমা নাই; তিনি ঈশ্বরের অভাবনীয় কার্য্য দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইলেন। মন যে কিরূপে আপন পর জানিতে পারে, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন মহিমা ভ্রান্ত নহে; মহিমার মন যথার্থই আজি নিজ ভ্রাতার সাক্ষাৎকারলাভে পুলকিত হইয়াছে।

বাস্তবিক সম্পর্কে মহিমা সুরেশের খুড়তুতো ভগ্নী। অনেকেই জানেন যে, পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। ইহা তাহাদের মধ্যে একটা বাতিক ছিল। কেহ কেহ ১০।৮০টী বা শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র ধর্ম্মের বন্ধনকে তাঁহারা অতিশয় নিম্নশ্রেণীর শিথিল সামাজিক বন্ধনে পরিণত করিতেন। কেহ বা অর্থলোভে, কেহ বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দারপরিগ্রহ করিতেন। পত্নীদিগের মধ্যে পরস্পরের বড় একটা দেখা শুনা হইত না। তাঁহারা শ্রবণ করিতেন মাত্র যে, দশ পনর গণ্ডা সপত্নী আছে কিন্তু তাঁহাদের পিত্রালয় যে কোথা, তাহাও অধিকাংশ সময় জানিতেন না। এই প্রকারে গুণধর কুলীনসন্তান দুই একটী স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া সহধর্ম্মিণীভাবে স্থান দিতেন এবং যখনই অর্থের অভাব হইত, তখনই ২।৪টী শ্বশুরালয়ে দেখা দিয়া অতি জঘন্য ভাবে দরিদ্র শ্বশুরের অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া আসিতেন।

মহিমার মাতার নাম সরমা, পিতার নাম হরিশচন্দ্র। হরিশচন্দ্র সুরেশের খুল্লতাত। হরিশচন্দ্রের ৫৮টী বিবাহ; হতভাগিনী সরমাও হরিশচন্দ্রের দ্বাদশ গণ্ডা পরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে একজন। হরিশচন্দ্রের বাটী হইতে সরমার পিত্রালয়ের ব্যবধান ৪।৫ ক্রোশ মাত্র। যতদিন সরমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন বৎসরে দুই একবার যাইয়া হরিশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে গমন করিতেন। তাহার পর চাকরীর অনুরোধে সরমার পিতা গয়া

আসিতে বাধ্য হন; সুতরাং সরমাও পিতা মাতার সহিত তথায় গমন করেন। সরমা যখন গয়া গমন করেন, তখন তাঁহার দুইটী সন্তান;—পঞ্চদশবর্ষীয় এক পুত্র ও ছয়মাসের এক কন্যা। এই কন্যারই নাম এখন মহিমা।

গয়া আগমনের ২ বৎসর মধ্যেই সরমার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন সরমা একাকিনী; নিঃসহায়া হইয়া স্বামীকে একখানি পত্র লিখেন। সরমার পত্র প্রাপ্তে প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, এ কেবল চাতুরী; তাঁহাকে লইয়া যাইবার অভিসন্ধি। হরিশ্চন্দ্র ঠকিবার পাত্রই নন; তিনি কখনও টাকার চুক্তি না করিয়া—অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আগামী বায়না না লইয়া শ্বশুরবাটী পদার্পণ করেন না। এখন তিনি কি কেবল সরমার একখানি পত্রের খাতিরে এত টাকা লোকসান দিতে রাজি হইতে পারেন?

পিতামাতার মৃত্যুর পর সরমার কষ্টের অবধি রহিল না। পিতার অল্প যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহাতেই অতি ক্লেশে পুত্রকন্যা-সহ দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিল; তখন সরমা অনন্যোপায় হইয়া তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীকে পত্র দিতে থাকেন, কিন্তু কোন উত্তর পান না। পরিশেষে হতভাগিনীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইল। ১৮৬৬ সালে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল। আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; ধনি-ভিন্ন অন্যান্য লোকের জীবন ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কলেরায় অসংখ্য লোক মারা যাইতেছে। এমন সময় যাহার যেখানে দুই পয়সা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি সেই স্থানেই গমন করিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র কুলীনসন্তান; তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ সচ্ছল নয়, সুতরাং তিনিই বা এখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন কি প্রকারে? বাঙ্গালা দেশে বড় কিছু সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন একবার গয়াতে সরমার পিতৃভবনে পদধূলি প্রদান করিবেন স্থির করিলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর নামে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের সার মর্ম্ম এই—

"কল্যাণবতীষু—

তোমার অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি এক-বার গয়া যাইতে ইচ্ছা করি; তোমার পিতাকে বলিয়া আমার পাথেয় ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিবে। টাকা প্রাপ্তিমাত্র আমি রওনা হইব। আর আমার বিশেষ কিছু টাকার আবশ্যক আছে; তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া আরও ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিবে। নচেৎ যাওয়া না হইলেও না হইতে পারে। আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সরমা নীরবে

দুই এক ফোঁটা অশ্রুপাত করিলেন। তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহার স্বামীর আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার আর এক চিন্তা হইল—"৫০৲ টাকা কোথায় পাই যে পাঠাইয়া দিই।" রন্ধনকার্য্যে তিনি মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন; তাহার মধ্যে দুইটী সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে হয়। সমস্ত খরচ খরচা চালাইয়া সরমার নিকট ৩০৲ টাকা মাত্র জমা ছিল, বাকী ২০৲ টাকার জোগাড় করিতে হইবে। অসময়ের জন্য তিনি ৪টী স্বর্ণের মাকড়ী রাখিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ করিলেন। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সরমা আজি পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পতির শ্রীচরণ দর্শন-লালসায় তাঁহাকে পঞ্চাশৎ টাকা প্রেরণ করিলেন। সরমা চিন্তা করিলেন যে, তিনি একবার আসিলে স্বচক্ষে পুত্রকন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাইতে পারিবেন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে একটু দয়া হইতে পারে। পুত্র কন্যারও একটা সদুপায় হইতে পারিবে।

হরিশ্চন্দ্র মণিঅর্ডার প্রাপ্ত হইয়া যথা-সময়ে গয়াধামে পৌঁছিলেন। সরমার মুখের উপর একটু আনন্দের জ্যোতি প্রতিফলিত হইল; মেঘাবৃত আকাশে যেন দিবাকরের প্রখর রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগিনী জানেন না যে ক্ষণেকের হাসি ক্ষণেকে বিলীন হইয়া যাইবে। পুত্রও আজ পিতাকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গয়া পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পর হইতেই হরিশ্চন্দ্রের ভেদবমি আরম্ভ হয়; তিনি যশোর হইতেই কলেরার বিষ লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরমা শরীর পাত করিয়া এবং অগণিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াও স্বামীকে যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। হতভাগিনীর শরীরেও ওলাউঠা বিষ সংক্রামিত হইল; তিনিও পুত্রকন্যাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পতির অনুগমন করিলেন। ইহার পর মহিমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।

সুরেশ ফলমূল আহার করিলে পর, মহিমা তাঁহাকে লইয়া হরেরাম বাবাজীর গুহায় গমন করিলেন।

"সন্ন্যাসি-আশীষে সিদ্ধ হবে মনোরথ,
হেন আশা পোষি হৃদে চলেন সুরেশ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

অধম বাঙ্গালী।*

(১)

কর বঙ্গবাসিগণ প্রতিজ্ঞা পালন।
চারিদিকে এ কাহারা
করেছে পাহারা খাড়া,
বঙ্গ হ'তে দেশী বস্ত্র করিতে বর্জ্জন ?
এই বেলা কর সবে প্রতিজ্ঞা পালন।

(২)

সবে জানে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল অলস ;
ডাল খায়, ভাত খায়,
গৃহ কোণে নিদ্রা যায়,
বন্ধুবান্ধবেরো কভু নাহি হয় বশ।

(৩)

এক মুখে শত বার শত কথা কয় ;
করিছে প্রতিজ্ঞা বড়,
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে দড়,
বাঙ্গালীর পেটে কথা থাকিবার নয়।

(৪)

এই বার এই বার বঙ্গবাসিগণ !
দেখাও বীরের মত
হৃদয়ের বল যত,
করিয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা পালন।

(৫)

বিষ বলি ত্যজিয়াছ বিদেশী জিনিস,
দেখিও কাহারো ভয়ে
আবার ভুলিয়ে নিয়ে
মাখিও না অঙ্গে আর পরিত্যক্ত বিষ।

(৬)

প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
"বিদেশী জিনিস আর
করিব না ব্যবহার,"
এখনি ভুলিলে তাহা কর্ত্তব্য পাসরি ?

(৭)

ভয়ানক কুসংবাদ শুনি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলি,
বিদেশী জিনিসগুলি,
কিনিতেছ সস্তা বলি প্রফুল্লবদনে।

(৮)

ছিছি ! বঙ্গবাসী ধিক্ পশুর অধম ;
পর-পদে অবনত,
জীবনে মরার মত,
বল শক্তি নাই, নাই সরম ভরম।

(৯)

এমন কর্ত্তব্য-হীন জড়ের মূরতি—
হীন জাতি কোথা নাই,
তাই বড় ভয় পাই—
খণ্ডন বা নাহি হয় মায়ের দুর্গতি।

(১০)

হায় ! যদি আট কোটি বঙ্গসুত-দল
বিদেশী জিনিস আর,
না করিত ব্যবহার,
বঙ্গোদ্ধার আশা প্রাণে হইত প্রবল।

* বঙ্গবাসিগণ সস্তা বলিয়া পুনরায় বিলাতী জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

(১১)
হায়! কুসন্তানগণ একত্র হইয়া
মায়ের বন্ধন দড়ি
দিল আরো দৃঢ় করি,
সুগভীর পঙ্কে মাতা পড়িল ডুবিয়া।

(১২)
হায়রে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট অধম বাঙ্গালী!
এই না সে দিন সবে
বন্দে মাতরম্ রবে
বন্দিয়াছ মায়ে স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ বলি?

(১৩)
ওহে ছাত্রগণ! কোথা তোমাদের পণ?
বর্ষণবিহীন তাই,
গর্জ্জন শুনিতে পাই,
অনেকেই করিতেছ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।

(১৪)
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পাপ বড় সুকঠিন,
এই পাপে জর জর
হলে সব নারী নর—
হতভাগা দেশবাসী শ্রীহীন মলিন।

(১৫)
হায়! মা জননি বঙ্গ ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে
কাটিবে জীবন তোর,
দুঃখের না হবে ওর,
বাঙ্গালী নীরবে রবে আসামী সাজিয়ে?

(১৬)
বৃথা পুত্র ধরি গর্ভে পুত্রবতী নাম
ধরিয়াছ বঙ্গভূমি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল চুমি,
কারাবাসে চিরকাল লভিবে বিশ্রাম।

(১৭)
অধম বাঙ্গালী হও এখনো জাগ্রত,
কালনিদ্রা পরিহরি
জাগ জাগ ত্বরা করি,
প্রাণপণে সাধ সবে দেশ-'হিত-ব্রত।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

ডাক্তার বার্ণাডো।*

একজন পরোপকারী মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে ইংলণ্ডের—বিশেষতঃ লণ্ডন সহরের সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে। নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বার্ণাডো বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর জীবনী আলোচনা করিতে হইলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরের রাজপথের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। সেই সময়ে প্রধান প্রধান রাজপথে অনশনে শীর্ণদেহ, ছিন্ন-বস্ত্রপরিহিত, নগ্নপদে পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণ দিয়াশালাই বাক্স ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইত। লণ্ডন

* ঢাকা মহিলা সমিতির জনৈক মহিলাকর্ত্তৃক লিখিত।

নগরের রাজপথে, পাঁচ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ-বয়স্ক, এইরূপ শত শত বালক বালিকাকে অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। লণ্ডনের এই শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও, ডাক্তার বার্ণাডোর আজীবন চেষ্টার ফলে, অনেক পরিমাণে যে ইহা দূরীভূত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। তিনি সাহস, অধ্যবসায়, ও উৎসাহের গুণে নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জীবিকার সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপর ব্যক্তিরাও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর কার্য্যের সূচনা অতি বিস্ময়কর। যুবা বয়সে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া চীন দেশে চিকিৎসকরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে অধ্যয়নকালে, তিনি সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যার সময়, রাজ-পথ হইতে আশ্রয়হীন বালকদিগকে, কোনও পরিত্যক্ত গাধার আস্তাবলে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এক দিন উপদেশান্তে, একটী বালক ঐ আস্তাবলেই সেই শীতকালের রাত্রি যাপনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। বালকের এই প্রার্থনায় বার্ণাডো আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই দশ বৎসরের বালক নিরাশ্রয়। প্রথমতঃ বালকের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় নাই। তিনি জানিতেন, লণ্ডন নগরে অনেক হীনাবস্থাপন্ন বালক বালিকা আছে, কিন্তু একেবারে এইরূপ গৃহশূন্য ও অভিভাবকশূন্য যে কেহ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং তিনি বালককে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাহার ন্যায় অসহায় নিরাশ্রয় আরও শত শত বালক লণ্ডন সহরে আছে। বালকের বৃত্তান্ত কত দূর সত্য, ইহা স্থির করিবার জন্য সহরের যে সব স্থানে নিরাশ্রয় বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বালকটীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহরে বাহির হইলেন। সহরের নানা স্থান ঘুরিয়া, অবশেষে এক অতি সঙ্কীর্ণ অপরিচিত স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, ৯ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের কতক-গুলি বালক এই শীতকালের রাত্রিতে অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং লণ্ডন সহরের নিরাশ্রয় বালকদিগের উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

কিছুদিন পরে, সাধারণের অবগতির জন্য এক প্রকাশ্য সভায়, উল্লিখিত ঘটনাটী বিবৃত করিলেন, এবং তৎকালীন

সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইল। উহা পাঠ করিয়া, পরদুঃখকাতর, লর্ড স্যাফট্‌স্‌বারী, ডাক্তার বার্ণাডোর নিকট হইতে সমুদায় ঘটনা জানিবার জন্য, তাঁহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহা অতিরঞ্জিত মনে করিলেন। তাহাদের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে, লর্ড স্যাফট্‌স্‌বারী প্রস্তাব করিলেন যে ডাক্তার বার্ণাডোর সহিত তাঁহারা সকলে স্বচক্ষে সহরের পূর্ব্বপ্রান্ত (ইষ্ট এণ্ড) দেখিয়া আসিলে সকল সংশয় দূর হইবে। তাঁহারা প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ডাক্তার বার্ণাডোবর্ণিত একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। পার্শ্বস্থ একজন পাহারাওয়ালার পরামর্শ অনুসারে "অনাথ বালকদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ করা যাইবে" এই কথা প্রচার করিয়া দিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায়, প্রায় ৭০টী বালক, কাষ্ঠনির্ম্মিত পিপার ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বচক্ষে বালকদিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লর্ড স্যাফটস্‌বারী ও অপর একজন সদাশয় ব্যক্তি, ডাক্তার বার্ণাডোকে অর্থ দ্বারা, তাঁহার ব্রতসাধনের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে, ইষ্ট এণ্ডের মধ্যভাগে ২৫টী বালক আশ্রয় পাইতে পারে, এইরূপ একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বহস্তে আবশ্যক সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই গৃহকে বাসোপযোগী করিলেন। অল্পকালের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, সেই গৃহে স্থানাভাব হইল। তখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহে আশ্রয় দিলেন।

৪০ বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০ ষাটি হাজার বালক বালিকা বার্ণাডোর আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। তাহারা যে কেবল তাঁহার আশ্রয়ে দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা রীতিমত নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া জনসমাজে যথাশক্তি নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৬,৮০০ বালক ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজ উপনিবেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং কেহ কেহ আশাতীতরূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ডাক্তার বার্ণাডোর এই কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি, যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও শিক্ষার অভাবে যাহারা সমাজের অশেষ অহিত সাধন করিত, তাহারাই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সুখে জীবন কাটাইতেছে।*

শ্রীহে, ল, ব।

* উল্লিখিত জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষিতব্য কয়েকটি বিষয় গূঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে,

দ্বিগর্ভ প্রাণী।



জন্তুদিগের শাবকসকলের রক্ষণ ও পালন জন্য বিধাতা কত উপায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য ও তাঁহার করুণায় অভিভূত হইতে হয়। পশু-

---

কর্ত্তব্যেরও ইতর বিশেষ আছে। ডাঃ বার্ণাডোর প্রথমতঃ চীন দেশে যাইয়া চিকিৎসাদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার সংকল্প হইল। তাঁহার এই সংকল্প পর-হিতৈষণা প্রবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যখন স্বদেশেই মাতৃপিতৃ-হীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের দুর্গতি বিদূরিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই দ্বিতীয় সংকল্পও পর-হিতৈষণা-প্রণোদিত। কিন্তু দূরে কার্য্যক্ষেত্র অন্বেষণ অপেক্ষা সম্মুখে ঈশ্বর যে কার্য্যক্ষেত্র উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে খাটাই স্বাভাবিক, প্রত্যুত তাহা পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের ইঙ্গিত উপেক্ষা করা হইত এবং তাহার ফলাফল কি হইত কে জানে? দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী স্থির করাকে সুনীতির যথাপ্রয়োগ (application of moral principle) বলে। শুভবুদ্ধিদাতা ঈশ্বর এরূপ বিষয়ে বিশ্বাসী মনুষ্যকে বুঝিবার ক্ষমতা দেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ কর্ত্তব্যকার্য্যে হস্ত প্রদান করিলে আপনার সুখ দুঃখের জমা খরচ করিতে পারে না—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া নির্ভীকচিত্তে কর্ম্ম করিয়া যায়। যাহার নিজের সুখ দুঃখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং যে নিজের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারে না, সে কখনও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয়তঃ কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইলে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না, সে হিসাব করিবার তাহার অবসর থাকে না। সে একাগ্রচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। "সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বিশ্বাস সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে তাহাকে শক্তি প্রদান করিতে থাকে এবং যতই সেই কর্ত্তব্য-পথে সে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উত্তরোত্তর তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে সে পরিণামে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে।

চ, কি, কুশারি।

মাতারা শাবকদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া ও যথাকালে প্রসব করিয়া নিষ্কৃতি পায় না। শাবকগণ যতদিন বয়স্ক ও আত্ম-রক্ষণক্ষম না হয়, ততদিন অনেক জননীকে তাহাদিগের ভার বহিতে হয়। বিড়ালমাতারা মুখে করিয়া সন্তান সকলকে বহন করে, সকলেই দেখিয়াছেন। বানরীরা শাবকদিগকে বুকে ধরিয়া এ গাছ হইতে ও গাছে লম্ফ দিয়া বেড়ায় এবং অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অব-রোহণ কার্য্য সম্পন্ন করে। অনেক জন্তুমাতা সন্তানদিগকে মস্তকে বা পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। কিন্তু সন্তান-প্রসবের পর আর একটী বাহিরের গর্ভ-স্থলীতে সন্তান রক্ষা করা দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই উপায়ে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় :—(১) শাবকদের যে কিছু পোষণ প্রথম গর্ভে অবশিষ্ট থাকে, তাহা এখানে হয়; (২) তাহারা ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া এমন নিরাপদে থাকে যে, শত্রুর দৃষ্টিগোচর হয় না; (৩) ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহারা সময় সময় শীতাতপ হইতে রক্ষা পায়; (৪) ইহার মধ্যে থাকিয়া মাতার কোলে বসিয়া তাহারা নানাস্থান ভ্রমণ করে; (৫) ইহা শাবকদের একটী ক্রীড়া, আরাম ও আমোদের স্থান।

দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে কাঙ্গারু অতি প্রসিদ্ধ এবং তাহারই ছবি প্রথমে দেওয়া গেল। এরূপ জন্তুর অস্তিত্ব ইউরোপীয় জাতিদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ভূ-প্রদক্ষিণকারী কাপ্তেন কুক যখন জাহাজ সংস্কারার্থ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব অংশে অবস্থান করেন, তখন জাহাজস্থ লোকে এই অপূর্ব্ব জন্তু দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়। কাপ্তেনের ভ্রমণবৃত্তান্তের ১৭৭০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। "অদ্য গোর সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির হন এবং যে জন্তুর বিষয়ে আমরা এত কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাহারই একটী বধ করেন। দেশীয় লোকেরা ইহাকে কাঙ্গারু বলে।" কাপ্তেন কুক স্বদেশে ইহার চর্ম্ম লইয়া আসেন। পণ্ডিত স্রুবার আমেরিকার আপোসম (opossum) জাতির সহিত ইহার অধিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার "স্তন্যপায়ি-বৃত্তান্ত" পুস্তকে ইহাকে দ্বিগর্ভ শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া (Didilphis gigantea) "বৃহৎ দ্বিগর্ভ" নামে অভিহিত করেন। ১৭৯১ সালে ডাক্তার সা ইহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের দীর্ঘতা একটী বিশেষ লক্ষণ স্থির করিয়া ইহার নাম (macropus) দীর্ঘজানু দেন, তদবধি ইহা (macropus giganteus) বৃহৎ-দীর্ঘজানু এই নামে পরিচিত। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাঙ্গারু জাতীয় অনেক জন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও ইহার সন্নিহিত দ্বীপসমূহে বাস করে।

কাঙ্গারু জাতির পদ, দন্ত ও অন্যান্য অঙ্গের গঠনের বৈলক্ষণ্যে দ্বিগর্ভ অন্যান্য প্রাণী হইতে ইহার পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। ইহাদের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, বৃহৎ

মেষ হইতে খরগোষের মত ক্ষুদ্র। শরীরের তুলনায় মস্তক ছোট এবং তাহা প্রদীপের মত স্থচলো। স্কন্ধ ও সম্মুখের পদদ্বয়ের বিকাশ অসম্পূর্ণ, এই জন্য ইহারা চারি পায় চলিলে দেখিতে কিম্ভূত কিমাকার। আহারের সময় এইরূপেই চলে। পশ্চাতের পদদ্বয় যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলশালী। দ্রুত চলিতে হইলে ইহারা লম্ফ দিয়া যায়, তখন হাতাদ্বয় সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে এবং পশ্চাতের লম্বা, দৃঢ় ও ক্রমশঃ ক্ষীণ লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের ভারসামা রক্ষা পায়। লাফাইবার সময় লাঙ্গুল পশ্চাতে ভূমির সহিত সমান্তরাল থাকে। কাঙ্গারু যখন চলে না, তখন পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুলে ভর দিয়া যেন ত্রিপদের উপর বসিয়া থাকে; হাতা দুটী সম্মুখে ঝুলিতে থাকে এইরূপ অবস্থানকালে তাহাদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির কার্য্য ভাল-রূপে চলে এবং তাহারা শত্রুর আগমন বুঝিতে পারিলে দীর্ঘ লম্ফ দিতে দিতে পলাইয়া যায়। প্রত্যেক হাতায় ৫টী অঙ্গুলী ও তাহাতে নখর আছে। পশ্চাতের পায়ের পাতার গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে ৪।৫টী অঙ্গুলী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাই এবং তাহা খুব লম্বা ও সরু। বস্তুতঃ তাহা নখর-বিশিষ্ট মোটা অঙ্গুলীর ন্যায়; তাহার গাত্রে যে ছোট ছোট অঙ্গুলী, তদ্দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন মাত্র হয়, গতিক্রিয়ার সাহায্য হয় না।

কাঙ্গারুর ছেদক দন্ত, শ্বদন্ত, কসের কসের মধ্যে দন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪টী। ছেদক দন্তদ্বারা ইহারা খাদ্য তৃণশস্যাদি কর্ত্তন করে এবং কসের দাঁতে চিবাইয়া খায়।

ইহাদের মেরুদণ্ড ২৮ খানি অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন দীর্ঘতানুসারে লাঙ্গুলে ২১ হইতে ২৫ খানি অস্থি থাকে। ইহাদের কণ্ঠাহাড় ও হাতার নীচের হাড় দুখানি বেশ বিকাশপ্রাপ্ত, তদ্দ্বারা হাতার সঞ্চালনক্রিয়া দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়। উদরগহ্বরে দ্বিতীয় গর্ভস্থলীর উপযোগী অস্থিকোষ আছে। জানুর হাড় ছোট এবং পায়ের গোছার হাড় দুখানি লম্বা ও শক্ত।

উদর বৃহদাকৃতি এবং জটিলগঠন; মানুষের বৃহৎ অন্ত্রের ন্যায় লম্বা লম্বা মাংসপেশী দ্বারা জড়িত। আহারনালী (Alimentary Canal) দীর্ঘ এবং উদরে চামড়া ভাঁজিয়া যে থলী নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ৪টী স্তন পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। শাবকসকল ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ আকারে জন্মে, এই জন্য প্রসব মাত্র তাহাদিগকে এই দ্বিতীয় গর্ভে রাখিতে হয় এবং সে-খানে তাহারা বর্দ্ধিত হয়। বড় কাঙ্গারুর বাচ্চাও প্রসবকালে এক বুরুলের অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গর্ভে গিয়া শাবক স্তনাগ্রভাগে মুখ সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে এক দৃঢ় মাংসপেশীর পেষণে স্তন্যধারা উদর-গহ্বরে পিচকারীর ধারার মত আসিয়া পড়ে। এই সময়ে তাহাদের শ্বাসযন্ত্র এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে, মুখ ও

কণ্ঠনালী-নিরপেক্ষ হইয়া বাহিরের বাতাসের সহিত তাহার যোগ থাকে। ইহাতে কণ্ঠনালীতে দুগ্ধ যাইবার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার বিপদ ঘটে না। অন্ধ, অনাবৃতদেহ এবং নিরাশ্রয় শাবকেরা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। শাবকেরা যখন বড় হইয়া চলিতে ও খাইতে শিখে, তখনও সময় সময় এই দ্বিতীয় মাতৃগর্ভ তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়।

কাঙ্গারুরা উদ্ভিদ্‌-ভোজী—তৃণ ও সর্ব্বপ্রকার শাকসবজী খায়, ক্ষুদ্র জাতি মূল ভক্ষণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু ও নিরীহ, কিন্তু বৃহৎ জাতীয়েরা উৎপীড়িত হইলে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করে। তাহারা একটা কুকুরকে সম্মুখের হাতাদ্বারা জড়াইয়া পার ধারাল নখরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই সংগ্রামকালে ইহারা বৃহৎ লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া প্রভৃতি দ্বীপে হরিণ জাতির অভাব, কিন্তু কাঙ্গারু দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। নিউগিনি দ্বীপেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখা যায়, কিন্তু তদূর্দ্ধে আর দৃষ্ট হয় না। আজি কালি অষ্ট্রেলিয়ায় পশুপালন জন্য ঘাসের বড় প্রয়োজন। কাঙ্গারুরা ঘাস খাইয়া ফেলে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে মারিতেছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি দেখা যায়।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত দ্বিগর্ভ জাতীয় পশু দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহাদের পশ্চাৎ পদের পঞ্চ অঙ্গুলি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত এবং দন্তসংখ্যা ৫০টী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ নাম অপোসম। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি জন্তু, ইঁদুর হইতে বড় বিড়ালের আকারের দেখা যায়। নাসিকা, কর্ণ ও লাঙ্গুল দীর্ঘ। লাঙ্গুল এত দীর্ঘ হয় যে, তাহা দ্বারা বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাদি জড়াইয়া ধরিতে পারে। পশ্চাৎ পদে পঞ্চাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলীগুলির বিপরীতে থাকাতে তাহা দ্বারা হস্তের কার্য্য হয়। পার আঙ্গুলে নখ বা নখর নাই, তাহা গদির ন্যায়, ইহাতে বৃক্ষারোহণ কার্য্যের সুবিধা হয়। সম্মুখের পদদ্বয়ের অঙ্গুলীতে ধারাল নখর আছে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তত বিপরীত নয়। ইহারা কীটভুক্‌। ইহাদের বহু দন্ত ও তাহা তীক্ষ্ণাগ্র থাকাতে শীঘ্র কীট সকল ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

অপোসমদের দুই প্রধান জাতি—(১) ডিডেলফিস ও (২) য়াপক। শেষোক্তদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহাদের পদাঙ্গুলী হংসের পায়ের মত চামড়া দিয়া যোড়া এবং গায় কাটবিড়ালীর মত ডোরা ডোরা দাগ। ইহারা জলচর; মৎস্য চিংড়ী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। গোয়াটিমালা হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত ইহাদের বাস ও বিচরণ-স্থান।

ডিডেলফিস জাতির অনেক উপজাতি আছে, তন্মধ্যে বার্জিনীয় অপোসম অধিক প্রসিদ্ধ। বার্জিনীয়া ও সম-মণ্ডলের

অন্যান্য দেশে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়। নগরে রাত্রিকালে ইহারা মলা পরিষ্কারের কার্য্য করে এবং দিনের বেলা ঘরের ছাদ বা নর্দ্দমায় লুকাইয়া থাকে। বসন্তকালে একবারে ৬টী হইতে ১৬টী বাচ্চা হয়। প্রসবান্তে কাঙ্গারু-ছানার ন্যায় ইহারাও মাতার দ্বিতীয় গর্ভে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল থাকে, তাহাতেই শরীরের বিকাশ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। আর এক জাতির নাম কর্কটভুক্, তাহারা কাঁকড়া ধরিয়া খায়।



উপরে যে অপোসমের ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় জাতির এক উপজাতি। ইহাদের নাম মেটাকিরস অপোসম এবং ইহারা আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান স্থানে বাস করে। ইহাদের আকৃতি মধ্যম; লোম খাট ও ঘন; লাঙ্গুল সুদীর্ঘ, রোমহীন ও আঁসযুক্ত। ইহাদের সন্তান বহনের দ্বিতীয় গর্ভস্থলী নাই, বিধাতা এই জন্য তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের শাবকেরা মাতার পৃষ্ঠে চড়িয়া যায়। এই কার্য্য সুন্দর-রূপে সংসাধন জন্য শাবকদের দীর্ঘ লাঙ্গুল মাতার লাঙ্গুলে জড়াইয়া লয়, তাহাতে তাহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। উপরের ছবিতে দেখ কতগুলি ছানা পিঠে লইয়া মাতা দৌড়িতেছে। লর্ড ডার্বির নামে এই জাতিকে ডার্বিয়ান অপোসমও বলে।

মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর অপোসম্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি ইন্দুরের মত, কিন্তু রঙ গাঢ় লাল। ইহাদের মধ্যে ত্রি-রেখাঙ্কিত এক শ্রেণী আছে, তাহাদের রঙ লাল্‌চে, এবং গায় তিনটী সুস্পষ্ট কাল রেখা। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং লোমশ।

প্রার্থনা।

পীত্বা প্রমোহমদিরামতিনির্ভরেণ
মগ্নং বিঘূর্ণিতমতিং নরকার্ণবে মাং।
হে নাথ হে পতিতপাবন দীনবন্ধো!
ত্রায়েত কো যদি ন পাপিনি তে কৃপা স্যাৎ ॥১॥

মোহ-মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া আমি উদ্ভ্রান্তচিত্ত এবং নরক-সাগরে নিমগ্ন। হে নাথ! হে পতিতপাবন! হে দীনবন্ধু! এ পাপিষ্ঠে যদি তোমার দয়া না হয়, তবে আমাকে কে ত্রাণ করিবে? ।১।

হে নাথ! শৌনিককরেণ পশুং যথৈব
কামাদিভির্দিননিশং বত ভিদ্যমানম্।
প্রেমামৃতৈর্যদি ন জীবয়সে মৃতং মাং
ব্যর্থং তদা পতিতপাবন-নাম ধৎসে ॥২॥

কসাই যেমন পশু-দেহকে খণ্ড খণ্ড করে, কামাদি রিপুরা তেমনি আমাকে অহোরাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। হে নাথ! যদি এ মৃত সন্তানকে অমৃতদানে জীবিত না কর, তবে তুমি 'পতিতপাবন' নাম বৃথাই ধারণ কর।২।

ব্যালী সুতীক্ষ্ণগরলা সরলেন কান্তা
কণ্ঠে ধৃতা বত ময়া পরমাদরেণ।
তদ্দংশনাজ্জ্বলতি মে সকলোঽন্তরাত্মা
হে দেব হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ ॥৩॥

সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পীকে (১) আমি সরলা কান্তা ভাবিয়া পরমাদরে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। তাহার দংশনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জ্বলিতেছে। হে দেব! হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ।৩।

আদায় পূর্ব্বমতিমোহনরূপরাশিং
হৈতৈশ্চ মাং কপটকাম্যশতৈঃ প্রলোভ্য।
প্রক্ষিপ্য কালবদনেঽদ্য তৃষাপিশাচী
নৃত্যত্যহো বিকটদন্তকরালহাস্যা ॥৪॥

কুহকিনী তৃষ্ণা-পিশাচী প্রথমে সম্মোহন রূপরাশি ধারণ করিয়া আমার কাছে আসিল; সেই সেই শত শত মায়াজালে আমাকে প্রলোভিত করিল। অহো! সে আজি আমাকে কৃতান্ত-মুখে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ দেখ! করাল দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য করিতেছে! ।৪।

ওতুঃ প্রধাবতি যথামিষমেব ভূয়ঃ
সন্তাড়িতোঽপি সুভৃশং শতশঃ প্রহারৈঃ।
শোকপ্রহারশতজর্জ্জরিতোঽপি ভূয়ঃ
কামেষু সজ্জতি মতির্নদ কা গতির্মে ॥৫॥

বিড়াল যেমন বারবার নিদারুণ প্রহার খাইয়াও, সেই উচ্ছিষ্ট আমিষেই ধাবিত হয়, তেমনি শত শত শোক-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও এই পাপ মন সেই বিষয়-রসেই ধাবিত হইতেছে। হে নাথ! বল! আমার কি গতি হইবে।৫।

কুর্ব্বন্নবস্তুন সদা পরমার্থবুদ্ধিং
হালাহলাধিকবিষজ্বলিতোঽস্মি নাথ!
উন্মীলয়াদ্য নয়নং পরমার্থদর্শি
দুঃখানলস্য সকলস্য নিবারি বারি ॥৬॥

হে নাথ! এতদিন অপদার্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া এক্ষণে যে বিষানলে জ্বলিতেছি, তাহার নিকট কালকূটের জ্বালাও তুচ্ছ। যাহাতে পরমার্থ-দর্শন হয়, এবং যাহা সকল দুঃখানলের শান্তি-

(১) 'সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পী'—শঠাময়ী সংসার-মায়া।

বারি, আমার সেই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর।৬।

যত্রৈব ধাবতি বিভো! পথি পাতকানাং
মোহেন জীবনিবহো বিবশীকৃতাত্মা।
প্রেম্ণা প্রসারিতকরঃ খলু তস্য মুক্ত্যৈ
তৎপৃষ্ঠতস্ত্বমপি ধাবসি গূঢ়রূপঃ॥৭॥

হে বিভো! মোহবশে বিবশ হইয়া যে জীব যখনি পাপ-পথে ধাবিত হয়, তুমিও তখনি প্রেমভরে বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার মুক্তির জন্য গূঢ়ভাবে পশ্চাৎ গমন কর।৭।

স্নেহোঽধিকোঽধমসুতে স্বতএব মাতুঃ
যত্নোঽধিকশ্চ ভিষজোঽধিকপীড়িতেষু।
মাতা ত্বমেব জগতাং চ মহেশ! বৈদ্যঃ
সর্ব্বাধমাতুরসুতং কিমিমং জহাসি॥৮॥

মার স্নেহ, অধম পুত্রেই স্বভাবতঃ অধিক; বৈদ্যের যত্ন অধিক পীড়িতেই স্বভাবতঃ অধিক। হে মহেশ! তুমিই ব্রহ্মাণ্ডের মাতা, তুমিই বৈদ্য। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত; এ সন্তানকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ?।৮।

সর্ব্বাসু দিক্ষু সততং করুণা তবৈব
দেদীপ্যতে নভসি নক্তমিবোড়ুরাজিঃ।
পশ্যামি হন্ত ন তথাপি বিবেকমূঢ়ঃ
কো বাস্তি পাতকিতমো ভুবি মাদৃশোঽন্যঃ॥৯॥

নৈশ আকাশে তারকাপুঞ্জের ন্যায়, সর্ব্বত্র সকল দিকেই তোমারি করুণা নিয়ত দেদীপ্যমান; হায়! তথাপি এ মোহান্ধ পামর তাহা দেখিতে পায় না। অহো! জগতে মাদৃশ অধমতম পাতকী আর কে আছে?।৯।

সংসেবতামখিলতীর্থমশেষশাস্ত্রং
লোকঃ শৃণোতু সকলাংশ্চ গুরূপদেশান্।
তাবৎ স মূঢ়তম এব ভবে চিদাত্মন্!
যাবন্ন তে পততি তত্র কৃপাকটাক্ষঃ॥১০॥

লোক, সমস্ত তীর্থই সেবা করুক; অশেষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক; যেখানে যত গুরু আছে, সকলেরি উপদেশ শ্রবণ করুক; হে চৈতন্যময়! যতক্ষণ তাহার উপর তোমার কৃপাদৃষ্টি না পড়ে, ততক্ষণ এ সংসারে সে মূঢ়তমই থাকে।১০।

ধত্তে মরুঃ সুরবনীরমণীয়শোভাং
দগ্ধদ্রুমোঽপি ফলপল্লবপুষ্পলক্ষ্মীম্।
যস্মিন্ নিপাতয়সি দৃষ্টিমচিন্ত্যশক্তে!
কিং তস্য দুর্লভমহো ভুবনত্রয়েঽপি॥১১॥

হে অচিন্ত্য-শক্তিশালিন্! তোমার কটাক্ষমাত্রে মরুভূমিও নন্দনকাননের শোভা ধারণ করে, দগ্ধ তরুও ফল-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়। তুমি যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি কর, ত্রিভুবনে তাহার দুর্লভ কি আছে?।১১।

লব্ধাপি তে প্রতিপদং করুণামজস্রং
মূঢ়াধমাধমতমেন ময়া ন বুদ্ধম্।
ন প্রেমগদ্গদমভাষি তবাপি নাম
তৎ পচ্যতে মম তুষজ্বলনেঽন্তরাত্মা॥১২॥

হে ঈশ্বর! মূঢ়াধমগণের মধ্যে আমি অধমতম মূঢ়; পদে পদে অজস্র ধারায় তোমার করুণা লাভ করিয়াও, তাহা বুঝিতে পারি নাই; প্রেমভরে গদ্গদ স্বরে তোমার নাম করি নাই; তাই আজি আমার অন্তরাত্মা তুষানলে দগ্ধ হইতেছে।১২।

যদ্‌যৎ তমোময়মবৈমি ভবেঽতিমূঢ়ো
দুঃখাত্মকং যদশুভং প্রতিভাতি যচ্চ।
জ্যোতির্ম্ময়ং সুখময়ং চ শিবাত্মকং চ
তৎ সর্ব্বমস্তু কৃপয়া তব জীববন্ধো! ॥১৩॥

মহামোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমি যাহা কিছু তমোময়, দুঃখময় ও অমঙ্গলময় দেখিতেছি, হে জীববন্ধো! তোমারি কৃপায়, আমার নিকট সে সকল জ্যোতির্ম্ময়—সুখময়—মঙ্গলময় হউক ১৩।

সংপ্লাবিতানন্তদিগন্তরালং
সমুচ্ছলৎপ্রেমসহস্রধারম্।
দীপ্তং জগদ্ব্যাপি বিভো! স্বরূপম্
অন্ধায় মে দর্শয় দর্শয় ত্বম্ ॥১৪॥

হে বিভো! অনন্ত দিগ্‌দিগন্তের সমস্ত পরিসর, যাহার মহিমায় প্লাবিত; যাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রেম-ধারা উচ্ছলিত; তোমার সেই বিশ্বব্যাপী জাজ্বল্যমান স্বরূপ, এ অন্ধকে দেখাও—দেখাও!।১৪

তত্তেজসা কুরু মুমূর্ষুমিমং প্রদীপ্তং
ভস্মীভবন্তু দুরিতাণ্যখিলানি ভূমন্!
আত্মা জরামরণতাপবিমুক্ত এবঃ
ত্বয্যেব সংসজতু নিত্যমনন্তশান্তে! ॥১৫॥

হে ভূমন্! এই মুমূর্ষু সন্তানকে তোমার তেজে প্রদীপ্ত কর। সেই তেজে আমার সমস্ত পাপ তাপ ভস্মীভূত হউক। এ আত্মা, জরামরণাদি সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অনন্তকাল তোমাতেই সংলগ্ন হউক।১৫।

অদ্বৈতমৈত্রদৃঢ়পাশনিবদ্ধচিত্তো
নির্দ্ধূতবৈরকলুষাময়ভীতিশোকঃ।
আনন্দশান্তিনিলয়োঽস্তু সমস্তলোকো
হংহো কৃপামৃতনিধে! কৃপয়া তবৈব ॥১৬॥

হে কৃপামৃতসাগর! তোমার কৃপায় এ জগতের বিবাদ, বিসংবাদ, পাপ, ব্যাধি, ভয়, শোক নির্ম্মূল হউক। অদ্বৈত অক্ষয় প্রেম-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া, সমস্ত জীবলোক আনন্দময় শান্তিময় হউক।১৬।

অহো! কৃপা তে ময়ি ঘোরপাপে
কৃপাক্ষমাযোগ্যনরাধমেঽপি।
স্মরামি যৎ ত্বাং গলদশ্রুনেত্রঃ
কৃপাময়! ত্বৎকৃপয়ৈব নূনম্ ॥১৭॥

আমি ঘোর পাপী, কৃপার ও ক্ষমার অযোগ্য নরাধম আমি। অহো! তথাপি আমার প্রতি তোমার কি কৃপা! আমি যে আজি গলদশ্রুনেত্রে তোমাকে স্মরণ করিতেছি, হে কৃপাময়! এ শুধু তোমারি কৃপায়।১৭।

স্বকর্ম্মচিন্তাজনিতো মমায়ং
তীব্রোঽনুতাপো যদুদেতি চিত্তে।
আর্ত্তো মমাত্মা ত্বয়ি চোন্মুখো যৎ
ন কিং বিভো! সা করুণা তবৈব ॥১৮॥

হে বিভো! স্বকৃত কর্ম্ম সকল চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় যে আজি তীব্র অনুতাপে দগ্ধ, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়া যে এক্ষণে তোমাতেই উন্মুখ, ইহা কি তোমারি করুণা নহে?।১৮।

সিদ্ধাঞ্জনং মোহনিমীলিতানাং
সিদ্ধৌষধং সর্ব্ববিধাময়ানাম্।
সঞ্জীবনং পাপবিষৈর্মৃতানাং
মাং তারকব্রহ্ম পুনাতু নাম ॥১৯॥

মোহান্ধগণের যাহা সিদ্ধাঞ্জন, সর্ব্ব রোগের যাহা সিদ্ধৌষধ, পাপ-বিষে মৃত জীবগণের যাহা সঞ্জীবনী সুধা, তোমার

সেই 'তারকব্রহ্ম' নাম আমাকে পবিত্র করুক।১৯।

ভব হৃদয়! নিমগ্নঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধৌ
জপ জপ রসনে! ত্বং তারকব্রহ্ম নাম।
শরণমশরণানাং পাপতাপাহতানাং
সকলকুশলসিন্ধুঃ দীনবন্ধুঃ বিনা কঃ॥২০॥

হে হৃদয়! তুমি সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হও; হে রসনা! 'তারকব্রহ্ম' নাম অবিরাম জপ কর। অশেষ-মঙ্গল-সিন্ধু সেই দীনবন্ধু বিনা পাপতাপাহত গতিহীনগণের গতি কে আছে?।২০।

"হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা"

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আঙ্গুরের আবাদ।

দ্রাক্ষা সংস্কৃত শব্দ; ইসলামীয় ভাষায় ইহার নাম আঙ্গুর, হিন্দিতে ইহাকে দাখ্ বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাকে (Grapes) গ্রেপস্ বলে। যে লতায় আঙ্গুর ফল জন্মে, তাহার ইংরাজী নাম বাইন্। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় ৫১ প্রকার দ্রাক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আসিয়া দেশের ফল, অত্যন্ত প্রাচীন-কাল হইতে এই ফল প্রচলিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ চারি সহস্র পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রন্থেও দ্রাক্ষা ফলের উল্লেখ আছে। ইহুদীদিগের পালেস্তাইন দেশের দ্রাক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুস্বাদু, উপকারী ও উৎকৃষ্ট। তাহার পরে আরব দেশের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও মরক্কো দেশের আঙ্গুর মন্দ নয়। ইউরোপের পর্টুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও উত্তর তুরস্ক এই কয়েক স্থানের দ্রাক্ষা দেখিতে সুন্দর এবং আস্বাদনে তৃপ্তিকর। হলণ্ডের হামবর্গের আঙ্গুর আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত রসাল এবং সুস্বাদু। দ্রাক্ষা ফল আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে আঙ্গুর, কিসমিশ, মনাক্কা, মস্কট্, মিরাশ, নেয়াজ, ব্লাকগ্রেপ, বাইনগ্রেপ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে প্রবাদ আছে, দ্রাক্ষা লতার জন্মদাত্রী একজন স্ত্রীলোক। এ স্থলে জন্মদাত্রী শব্দের অর্থে আবিষ্কর্ত্রী বুঝায়। শুনা যায় ইনি আর্ম্মেনিয়া-দেশীয়া যুবতী; স্বামিসহ তুরস্কের অন্তর্গত পালেস্তাইনে বাস করিতেন। গহনবনের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম আঙ্গুর আবিষ্কার করেন। ইঁহার নাম দল্‌হিনাম; গ্রীকেরা ইহাকে ডেলোনিয়ম্ কহিয়া থাকে। যাহাহউক অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীলোকের হাতেই আঙ্গুরের আবাদ সমর্পিত আছে। সমগ্র আসিয়া মাইনর, আর্ম্মেনিয়া, পারস্য, তুরস্ক, মরক্কো, আরব, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে পরিশ্রমপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা আঙ্গুরের আবাদ করে। দুঃখের বিষয়

ভারতবর্ষের ভূমি দ্রাক্ষার আবাদের জন্য কখনও প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উদ্ভিদবিদেরা অনুমান করেন অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে কেহ দ্রাক্ষা জন্মাইবার জন্য যত্ন করে নাই। কিন্তু অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এদেশে দ্রাক্ষার ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেলুচিস্থান, কাফ্রীস্থান ও আফগানিস্থান হইতে ফলের আমদানী হইত। এখনও পঞ্জাবে আঙ্গুর জন্মে। রাওলপিণ্ডি জেলা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত নানা স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে মান্দ্রাজে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে এবং রাজপুতানায় আঙ্গুর দেখা যায় না। এই সকল স্থানে আবাদ আদৌ নাই, দুই এক স্থানে অতি যত্নে দুই চারিটি বাইন্ লতা জন্মিতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে ইহার আবাদের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আশা করা যায়, এই নবীন উদ্যমের উদ্যোগিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে পুরুষাপেক্ষা সহজে আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গণ সুন্দর সুন্দর দ্রাক্ষা গাছে সাজাইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাইন বা দ্রাক্ষা লতায় আঙ্গুর জন্মে। এই লতা জন্মাইবার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণের যে কোন স্থান খনন করিয়া খুব নরম করিতে হয়, আল্‌গা মাটি না হইলে আঙ্গুরের লতা জন্মে না। মাটিতে বালুকা, প্রস্তর বা ইষ্টকচূর্ণ মিশ্রিত থাকিলে সে মাটি অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। ঘরের দেওয়ালের বা বারান্দার নীচের মাটি ভাল; বারান্দার বা প্রাচীরের নিম্নে কিম্বা ফটক অথবা দ্বারের নীচে জমি প্রস্তুত করিলে লতা জন্মিয়া ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিতে পারে। লতা জন্মিয়া উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করে, সুতরাং প্রাচীর বা স্তম্ভের প্রয়োজন, অথবা বংশনির্ম্মিত মঞ্চ আবশ্যক। দ্রাক্ষার বীজ এবং "কলম" এতদুভয় হইতেই লতা জন্মিতে পারে। বীজ পোপিত না করিয়া গোটা ফল পুঁতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। প্রথম হইতেই দেখা উচিত সূর্য্যতাপে, উষ্ণ বায়ুতে অথবা কোন প্রকার অগ্নিতাপ ও অগ্নির ধূমে যেন অঙ্কুর নষ্ট হইয়া না যায়। ফল না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ যত্ন করিতে হয়। সময়ে সময়ে কীট দেখা দেয়, সুতরাং তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। বীজ, ফল বা "কলম" পুঁতিবার অনেক দিন পরে (অতি দীর্ঘ সময়ের পরে) অঙ্কুরের সূত্রপাত হয়, সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হয়। উত্তর শ্রীহট্টে (বিশেষতঃ আলিনগর স্থানে) ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়া প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারাও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাহেবদের মেয়েরা এজন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। আঙ্গুর লতার মূল অত্যন্ত শক্ত হয়, মূলের কাণ্ডে ছোট ছোট কদাকার ব্রণের মত বহুসংখ্যক গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লখিম্‌পুরে মেমেরা যে কয়েক প্রকার আঙ্গুরলতা জন্মাইতে সক্ষমা হইয়াছেন, তাহাদের মূল পুতিয়া তাঁহারা নবীন লতা আর্জাইয়াছেন। বঙ্গদেশে বারুইগণ পানের যেরূপ বুরুজ তৈয়ার করে, আঙ্গুরলতার জন্য সেইরূপ বুরুজ প্রস্তুত করিলে লতা শীঘ্রই বড় হয়। একটা লতা যদি রীতিমত বাড়িতে পায়, তাহা হইলে একটা লতাতেই একটা ছোট বন বা কুঞ্জ হইয়া যায়। একটী লতায় অগণ্য ফল ফলে। ফল পাকিয়া গেলে অথবা ব্যবহারযোগ্য হইলে কৃষকেরা লতা হইতে রস বা নির্য্যাস বাহির করে। আঙ্গুরের রসে যে মদিরা প্রস্তুত হয়, তাহার সাধারণ নাম "পোর্ট"। এই মদিরায় লতার রসের বিশেষ প্রয়োজন। পোর্ট মদিরায় আঙ্গুর অপেক্ষা সরস বাইন লতার নির্য্যাস অধিক পরিমাণে থাকে। লতার কাষ্ঠ নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। লতায় বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আঙ্গুর খাইতে সুস্বাদু, বলকারক, পাচক, প্রীতিকর, রুচিকর, শোণিত-শোধক এবং বায়ুনাশক। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আঙ্গুর অধিকতর হিতকারী। চিকিৎসকদিগের মতে দ্রাক্ষা ফল অপেক্ষা দ্রাক্ষারস অধিকতর উপকারে আইসে। ফল ব্যবহার যোগ্য হইলে যদি কেহ লতাকে রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়ায় জল দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মূলের মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। বড় কাঁচি দ্বারা মোটা মোটা শাখা-গুলি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। আঙ্গুর লতার ছোট ছোট ফুলগুলিও সুন্দর এবং সুগন্ধ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নবীন ভারতী।

(১৮)

দেশের রাজা এক মুচীর স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার কুটীরে যাতায়াত করিতেন এবং মুচী গৃহে না থাকিলে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তথায় অবস্থিতিও করিতেন। একদিন রাত্রে রাজা মুচীর গৃহে, মুচী হঠাৎ বিদেশ হইতে উপস্থিত। রাজা ভয়ে আড়ষ্ট। মুচীর পত্নী বুদ্ধিমতী; যে মাচায় শয়ন করিত, তাহার নীচে রাজাকে ঝোড়া চাপা দিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিল। সে গৃহকার্য্য করে আর মাঝে মাঝে মাচায় বসিয়া পা দোলাইয়া ঝোড়া চাপে ও "কুর্ত্তা থাক থাক বলে।" মুচী জিজ্ঞাসা করায় বলিল "একটা কুর্ত্তা পুষিয়াছি," তাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতেছি।

মুচিনীর পদাঘাতে ও সম্বোধনে রাজার দুঃখ নাই, বরং তাহা মিষ্ট লাগিতেছে। তিনি সকল অপমান লাঞ্ছনা ধীরভাবে বহন করিতেছেন। সংসারাসক্ত মানুষের এই দুর্দ্দশা'; সে সংসার-লোভে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং সকল নীচতা ও অপমান লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করে। রাজসিংহাসন যাঁহার স্থান এবং যাঁহার পদতলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবনত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মানে, তিনি কিনা মুচিনীর পদদলিত ও কুকুর সম্বোধনে অভিহিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। ধিক্ সংসারাসক্তি! ধিক্ পাপাসক্তি!!

(১৯)

চড়ুই পাখী বড়ই চঞ্চল এবং পাখী-মারার হাতে সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু ওস্তাদের খেল— ওস্তাদ এক কড়ায় ধুনা চড়াইয়া তাহা গলাইতেছে। চড়ুই ধুনার ধোঁয়ায় পড়িয়া যায় এবং ধুনার আটায় তার পাখা জড়াইয়া গিয়া সে অচল অস্পন্দ হয়। তখন ওস্তাদ তাহাকে নামায়। চড়ুই অকষ্টবদ্ধ, নড়িতে চড়িতে পারে না, কেবল চোখ দুটী স্থির করিয়া মিট মিট করিয়া চায়। সংসার নীড়ের চড়ুই পাখী মানুষ সহজে ধরা দেয় না, কিন্তু ওস্তাদ ঈশ্বরের কৌশলে এইরূপ শক্তিসামর্থ্যহীন হইয়া তাঁহার হাতে ধরা পড়ে এবং মিট মিট করিয়া চাহিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করে—তিনি যা করেন।

(২০)

বিবাহের মহা ঘটা পড়িয়াছে। চারি দিকে বাড়ী সাজান, বাদ্যভাণ্ড, আলোক-মালা এবং ভোজ্য ভোগ্য আয়োজনের ধুমধাম। কত লোক কত দেখিতেছে—শুনিতেছে—কত কাজ করিতেছে—কত ভোজন পান ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে এ সকলি বিবাহের বহির্ব্যাপার, বাহিরের লোক ইহাতেই মত্ত ও সন্তুষ্ট। কিন্তু বর কন্যা যাহাদের বিবাহ, তাহাদের এ সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই—কতক্ষণে তাহারা উভয়ে একত্র হইবে, একত্র প্রেমালাপ ও হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহারই জন্য ব্যাকুল। আলোক নির্ব্বাণ হউক, কোলাহল থামিয়া যাউক, সব লোক যে যার স্থানে প্রস্থান করুক, তাহারা নিরালায় দুই হৃদয়ে একহৃদয় ও দুই প্রাণে একপ্রাণ হইতে চায়। ধর্ম্মোৎসবের বাহিরের আড়ম্বর এইরূপ বাহিরের লোকদের জন্য, কিন্তু প্রেমিক গোপনে প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চান। মহা মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। দর্শনের, শ্রবণের ও ভোগের অনেক বস্তু সেখানে আছে এবং অধিকাংশ লোক তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মার্থীর এক চিন্তা, এক লক্ষ্য, এক সাধনা—কিসে হৃদয়েশ্বরের দর্শন পাইবেন এবং হৃদয়সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার প্রেমে বিভোর হইবেন ও তাঁহাকে সম্ভোগ

করিবেন। তাঁর প্রার্থনা—

প্রাণের মন্দিরে প্রাণসিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।

(২১)

আমার প্রাণ তপ্ত, কঠিন ও মলিন, পরমাত্মা সুশীতল, সুকোমল ও সুনির্ম্মল। এই দুই বিপরীত বস্তুর মিলন কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমন শক্তি যে তাহাতে কঠিন প্রাণ গলিয়া গিয়া অতি কোমল হয়, তাহার জঞ্জাল সকল বাহির হইয়া যায় এবং তাহা শীতল হইয়া প্রাণেশ্বরকে স্পর্শ করিয়া সুখী হয়। ভক্ত আপনার প্রাণ গলাইয়া ঈশ্বর-চরণে লগ্ন হইয়া থাকিতে চান। তিনি কোমল, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল প্রলেপ হইয়া ভগবৎ-চরণের সুখ উৎপাদন করিয়া সুখী হইবেন, ভক্তের এই চির অভিলাষ।

জাপানের প্রাচীন রাজা ও রাণী।

সাধু সম্রাট্ নিণ্টকুর আখ্যায়িকা অতি সুন্দর। তিনি ৩১৩ হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। সম্রাট্ বড়ই দয়ালু ছিলেন, প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়া ৩ বৎসরের জন্য সমুদায় রাজস্ব মাপ করেন। ইহাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। রাজা নানিওয়া (বর্ত্তমান ওসাকা)নগরে বাস করিতেন। অর্থাভাবে তাঁহার রাজপ্রাসাদের একরূপ দুরবস্থা হইল যে বৃষ্টি হইলে ছাদ দিয়া জল পড়ে। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ হীনাবস্থা এবং রাজসভার জাঁকজমক কিছুই রহিল না। কিন্তু করভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদা দিতে চাহিল, কিন্তু সম্রাট্ ধন্যবাদ দিয়া তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। রাজ্ঞী স্ত্রীজনোচিত ত্যাগ-স্বীকার যতদূর সাধ্য করিয়া আর সহ্য করিতে পারেন না। এক বস্ত্র ক্রমাগত তিন বৎসর পরিতেছেন, তাহা মলিন ও শত-ছিন্ন হইয়াছে। তিনি এক দিন আহারের সময়ে সম্রাট্কে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন "আর যে সহ্য হয় না।" রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া ছিদ্র বহুল ছাদের উপর লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখ দেখ, চারিদিকে আমাদের সুখী প্রজাদিগের রন্ধনশালা হইতে কেমন সুন্দর ধূমোদ্গম হইতেছে।" তিনি আনন্দে কবিতা রচনা করিয়া গাইলেন "টাকাকী য়ানি নবো-রাইট মিবারে কিমুরী টাইসু;
টামি নো কামাডো-ওয়া নিজিওয়ে
নিকেরী।"

এই জাপানী গীত অদ্যাপি জাপানের



প্রত্যেক পুরুষ, রমণী ও শিশু গান করে এবং সাধু সম্রাট্‌কে ধন্যবাদ দেয়। ইহার অর্থ :—

দাঁড়াইয়া উচ্চে যে দিক্ নেহারি, সে দিকে উঠিছে রাশি রাশি ধুম। সব মোর প্রজাগণ মাঝে রন্ধনের লাগিয়াছে ধুম।

ঘরে হাঁড়ী চড়িত না, এখন প্রজাদিগের রন্ধন কার্য্য চলিতেছে দেখিয়া জ্ঞানী রাজা তাহাদের অবস্থোন্নতি অনুমান করিলেন এবং কবিতাচ্ছন্দে আপনার মনের উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মিষ্ট গানে বেচারা রাজ্ঞীর মনের সান্ত্বনা হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রজাদের উন্নতির অর্থ কি?" রাজা বলিলেন "নিশ্চয়, যখন দেশ ধূমে পূর্ণ হয় এবং প্রজারা স্বাধীনভাবে ধন উপার্জ্জন করে।" রাণী আবার রাজগৃহের ছাদের ছিদ্র সকল দেখাইয়া বলিলেন "দেখ জলধারা পড়িয়া আমাদের শয্যা যে ক্রমাগত ভিজিয়া যায়; আজ এখানে—কাল ওখানে বিছানা ক্রমাগত নাড়ানাড়ি করিয়া কোথায় একটু শুষ্ক ভূমি খুঁজিতে হয়। এত কোনও জন্মে রাজপ্রাসাদ নয়—এক খানা গোলাঘর, না আছে বালীকাম, না আছে চূণকাম, আছে সামান্য কয়েকটী খুঁটী ও আড়কাট। স্বামীর ইচ্ছা বা খেয়াল হেতু চালও ছাওয়া হয় না। রাজবাড়ী তৈয়ার হইলে প্রজাদিগকে খাটাইতে হয়। তিনি বলেন ইহা অন্যায় বলপূর্ব্বক খাটান, ইহাতে তাদের ক্ষেতের কাজ কামাই যাইবে।" রাজ্ঞী আবার তাঁহার তিন বছরের জীর্ণ বস্ত্র সম্রাটের চোখের নিকট তুলিয়া ধরিলেন ও বলিলেন "সত্য সত্য ইহাকেই কি সমৃদ্ধি বল?" সম্রাট্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ঈশ্বর যখন কোনও মানবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে কেবল প্রজাদের সুখের জন্য। এইজন্য প্রজাদের সুখই রাজার প্রথম লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয়। একটী মাত্র প্রজা অনাহারে থাকিলে বা শীতে ক্লেশ পাইলে প্রাচীন কালের জ্ঞানী রাজারা তজ্জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন। প্রজাদের দরিদ্রতাই আমাদের দরিদ্রতা। প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে এবং রাজা দরিদ্র আছে, ইহা কখনই হইতে পারে না।" সম্রাট্ পুনরায় কবিতায় আপনার বাক্যের উপসংহার করিলেন। সুকবি সার এডউইন আর্ণোল্ড রাজভোজ নাম দিয়া সেই কবিতার এই ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন—

"Thou and I
Have part in all the poor folk's health,
The people's weal makes the king's wealth."

রাণী, তুমি আর আমি
প্রজাদের কুশলের দুই অংশভাগী, প্রজার মঙ্গলে জেন রাজার মঙ্গল।

দূরদর্শী সম্রাট্ নিণ্টকুর সুখস্বপ্ন কেমন সফল হইয়াছে! ওসাকানগরী আজি জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত। অসংখ্য কল কারখানার ধূমে সহর পরিপূর্ণ। জাপানীরা তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রভূত সমৃদ্ধিশালী!

উদ্বোধন।

(১)

(হে) ভারত-সন্তান হিন্দু মুসলমান ;
সুষুপ্তি ত্যজিয়া কর গাত্রোত্থান।
হের কি দুর্দ্দিন তোমা সবাকার—
ছেদক করেছে ছিন্ন হৃদি মা'র !
হেন মাতৃদ্রোহী মায়েব সন্তান
কে আছ তোমরা নিষ্ঠুরপরাণ ?
এ হেন দুর্দ্দশা হেরি জননীর
ঘুমায়ে রহিবে হইয়া সুস্থির ?

(২)

জাগরিত হও হিন্দু মুসলমান !
কোটি কোটি ভাই হও একপ্রাণ।
বাদ, বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ ভুলি,
ভা'য়ে ভা'য়ে আজি কর কোলাকুলি।
মান অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন
লইয়াছ ব্রত—বিলাতী বর্জ্জন
প্রতিজ্ঞা করিয়া, দৃঢ় করি মন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৩)

মাতৃসেবাব্রত করিতে পালন
কোটি ভাই বোনে কর প্রাণপণ।
ধ্বংস প্রাপ্ত শিল্প বাণিজ্যে আবার
সগৌরবে এবে করহ উদ্ধার।
পুরাকালে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত
আছিল মোদের সোণার ভারত।
বিদেশীর তরে ভারত মাতার,
এবে কি দুর্দ্দশা হের একবার।

(৪)

এই তো দর্শন-বিজ্ঞান ভূষিত,
প্রধান যে দেশ সবার পূজিত,
তোমরা তো সেই দেশে জন্ম লয়ে,
ঋষি মুনি বীর বংশোদ্ভব হয়ে,
দেশের সম্পত্তি বিদেশে বিলায়ে,
পর-মুখ চেয়ে, সদ্‌গুণ হারায়ে,
আছ নিমজ্জিত পর-প্রলোভনে !
কতই বিভ্রম তোমাদের মনে !

(৫)

হের চীনবাসী যত মহামতি,
নাশিতে আপন দেশের দুর্গতি,
স্বদেশের অর্থ স্বদেশে রাখিতে,
করিল প্রতিজ্ঞা অতি দৃঢ়চিতে—
বিদেশী গোধূম লব না কখন,
অনাহারে মরি তবু আজীবন,
করিব নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৬)

তোমরাও যত ভারত-সন্তান,
সুষুপ্তি ত্যজিয়া করিয়া উত্থান,
বিদেশী বর্জ্জনে ওদেরি মতন,
কর নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে যেই জন,
অনন্ত নরকে হয় সে মগন।
শাস্ত্রেতে এ কথা লেখা স্বর্ণাক্ষরে।
প্রতিজ্ঞা পালহ দেহপাত ক'রে।

শত বাধা বিঘ্ন শত বিপদেতে
প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে দাও বুক পেতে।
বিদেশীর শত কোটি প্রলোভন
সম্মুখে আসিলে কোরো বিসর্জ্জন।
নবীন উৎসাহে কর্ত্তব্যপালনে
বদ্ধ-পরিকর হও দৃঢ়মনে।
নাশিয়া দেশের দুর্গতি অপার,
কর এ ভারতে সুখের আগার।

(৮)

হীনা নারী মোরা করি প্রাণপণ,
ত্যজিব বিদেশী বসন ভূষণ.
গৃহসাজসজ্জা বিদেশী ত্যজিয়া,
সাজাইব গৃহ দেশী সাজ দিয়া।
বিদেশী খেলনা নয়ন-রঞ্জন,
উপেক্ষিয়া সব করিতে বর্জ্জন,
দিব উপদেশ শিশুদের যত,
শিখাব তাদের দেশহিত ব্রত।

(৯)

আর্য্যনারী যত স্বদেশের তরে
যত পরিশ্রম সব সহ্য করে,
দিব গো কাটিয়া চরকায় সূত,
করিবারে বস্ত্র স্বদেশে প্রস্তুত।
দেশীয় অভাব করিতে মোচন,
অসাধ্যও যাহা করিব সাধন।
তা'হ'লে বিদেশী কলের সূতায়
বস্ত্র নির্ম্মাইতে হবে না হেথায়।

(১০)

আমাদের সেই পূর্ব্বমাতৃগণ—
দেশের গৌরব বর্দ্ধন কারণ,
পিতা পতি পুত্র যত ভ্রাতৃগণে,
বৈরদিল সনে জিনিবারে রণে—
নিজ মস্তকের কাটি কেশগুলি,
ধনুর্গুণ তরে দিতা করে তুলি;
স্বদেশের তরে জ্বলন্ত চিতায়
অম্লান বদনে সঁপিতেন কায়।

(১১)

সেই নারী-বংশে মোরা জন্ম লয়ে,
বর্জ্জিতে বিদেশী যত দ্রব্যচয়ে
কেননা পারিব স্বদেশের তরে,
শত প্রলোভন হেয়জ্ঞান করে ?
ইষ্ট দেবতার করুণ ইঙ্গিতে,
মেতেছে ভারত নবীন শক্তিতে।
সেই দেবতার কৃপা কটাক্ষেতে,
সিদ্ধ হব মোরা সকল কার্য্যেতে।

(১২)

ভারত মাতার সমস্ত সন্তান,
বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু মুসলমান ;
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বী যত,
সব সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞা ব্রত,
সাধ স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত করে,
'বন্দে মাতরং' মন্ত্র হৃদে ধরে।
বিদেশী বর্জ্জিতে এ হীনা ললনা,
করিছে আজিকে সবে উত্তেজনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

অর্থ-নীতি।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন)

(৫০৮ সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। মূলধন পরিশ্রমের ন্যায় সফল (productive) বা নিস্ফল unproductive হইতে পারে। চাষ আবাদ ও অন্য উন্নতির কার্য্যে যে ধন ব্যয় হয়, তাহা সফল আর বিলাস দ্রব্যের জন্য যাহা যায়, তাহা নিস্ফল।

সরলা। বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থ মূলধনরূপে ব্যয় হয়, তাহা নিস্ফল কেন? শাল, রুমাল, মখমল বা স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার প্রভৃতি যাহারা প্রস্তুত করে, ইহা দ্বারা তাহাদের ত জীবিকা নির্ব্বাহ হয়? তুমি অর্থ ব্যয় করিয়া চাষ করাইলে চাষারা খাইত; এ নয় শিল্পীরা খাইয়া বাঁচে।

জ্ঞা। স্থূ। দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ইহার ভ্রম বুঝা যায় সফল ও নিস্ফল দুই প্রকার মূল ধন বলা গিয়াছে, ধন ব্যয়ের পরিণাম দেখিয়া তাহা স্থির হয়। বিলাস দ্রব্যে বিলাসীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হয় না।

স। বিলাস সামগ্রী লোকে কি সাধ করিয়া বা খেয়ালবশতঃ তৈয়ার করে? তা ত নয়, লোকের দরকার বলিয়া তৈয়ার করে। আমি তুমি না লই আর দশ জন তাহা লইবে।

জ্ঞা। তা হলেই ত আর জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইল না। আর বিলাস দ্রব্যে ক্রেতাদের অপেক্ষা বিক্রেতা বা শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্ষতি অধিক। কেননা মূল ধনের সফল ব্যয় হইলে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবিকার সংস্থান হইত।

স। সে কিরূপ?

জ্ঞা। দেখ হাজার টাকা ব্যয়ে এক খান উৎকৃষ্ট শাল কি মখমলের বিছানা প্রস্তুত হইল। ইহার জন্য যাহারা খাটিল, তাহারা মূলধনে জীবিকার সাহায্য পাইল বটে; কিন্তু এই দ্রব্য গুলি ব্যবহৃত হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ ধনাগমের আর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হাজার টাকা ব্যয়ে যদি জমীর উন্নতি কর, বর্ত্তমান শ্রমজীবীদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইল; শ্রমজীবীরা তাহাতে আবাদ খাটিয়া ভবিষ্যতে ফল শস্য উৎপন্ন করিবে। জমীত আর ব্যবহারে নষ্ট হইবে না, ইহার ফলোপধায়িতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিল, আবার ভবিষ্যতে আরও কত শ্রমজীবীর জীবিকার সংস্থান হইবে। এক হাজার টাকা মূলধনে এইরূপে লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। শিল্পযন্ত্রাদিতেও এইরূপ হয়, ৫০০ টাকা দিয়া সূতার বা বস্ত্রের কল

কিনিলাম, কত কাল তাহা দ্বারা সূতা বা বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু বিলাস দ্রব্যের বিষয়ে সেরূপ বলা যায় না।

স। আচ্ছা বিলাস দ্রব্যের দরকার যদি অধিক হয়, তাতে শ্রমেরও ত সেইরূপ দরকার হইবে এবং বরাবর শ্রমজীবীদিগের জীবিকার উপায় হইবে।

জ্ঞা। মূল কথা ভাবিয়া দেখ, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে টাকা গেল, সে দ্রব্য দ্বারা তার পুনরুদ্ধার হইবে না। যা গেল, তা গেল। কিন্তু ভূমিকর্ষণে যে টাকা গেল, তা গেল না, আবার আরো লাভের কারণ হইল এবং এই লাভ চিরকালই চলিবে। একটী ভস্মে ঘৃত ঢালা—নিষ্ফল, আর একটী সফল—মাটী হ'তে সোণা ফলান। দুয়ে এত তফাৎ।

স। কি কি কারণে মূলধনের আশানুরূপ উন্নতি হয় না?

জ্ঞা। তাহার অনেক কারণ আছে। যেমন বিলাস দ্রব্য নির্মাণে মূলধনের বৃদ্ধি নাই; সেইরূপ শ্রমজীবীদিগের আলস্য, অনৈপুণ্য, যন্ত্রাদির হীনদশা এবং এক কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া কার্য্যান্তরে ধন বিনিয়োগ—এই সকল কারণে মূলধনের উন্নতি না হইয়া অপচয় হয়।

স। লোকে লাভের জন্য এক কার্য্য ছাড়িয়া আর এক কার্য্য করিলে, তাহাতে ক্ষতি কি?

জ্ঞা। ইহাতে ধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ক্ষতি। বোধ কর একজন একটা গ্লাসের কারখানা করিয়াছিল, তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ, যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে কত ব্যয় হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি তৎপরিবর্ত্তে লোহার কারখানা খোলে, তাহার পুরাতন ব্যয় বৃথা গেল, আবার নূতন গৃহ যন্ত্রাদির জন্য নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন। শ্রমজীবীরা এক প্রকার কর্ম্মে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সে দক্ষতা বৃথা গেল, আবার নূতন কলের জন্য নূতন প্রকার দক্ষতা শিখিতে হইবে। এই জন্য বলে "কামারের বৃত্তি কুমারে সাজে না।" কুমারকে কামার হইতে গেলে অনেক কাট খড় লাগে।

স। আচ্ছা, তুমি বিলাসিতার বিরোধী। কিন্তু দেখ, বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত না করিলে লোকের মূলধন এত মজুত থাকিবে যে, তাহা গোবর গাদার মত পচিয়া উঠিবে। ধন বসিয়া থাকা কি ভাল?

জ্ঞা। এরূপ বিবেচনা ভ্রান্তি। মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে দুইটী ঘটনা সম্ভব। প্রথমতঃ যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহাদের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিতে অতিরিক্ত মূল ধন ব্যয়িত হইবে। আর যদি লোকসংখ্যা না বাড়ে, তাহা হইলে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের আরও অনেক উপায় আছে। (১) বিলাস দ্রব্য প্রস্তুতকারিগণ তখন ত নিষ্কর্ম্মা হইবে, এই টাকায় সফল ব্যবসায় খুলিয়া তাহাদিগের খাটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। (২) যতই কার্য্যক্ষেত্র হউক না কেন,

সকল সময়েই অনেক লোক কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা তখন কাজ পাইবে। (৩) যদি শ্রমজীবীদিগের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা যায়, তাহারা আর একটু সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। (৪) শ্রমজীবীদিগের খাটিবার সময় কমাইয়া তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা প্রভৃতির অবসর করা যাইতে পারে।

স। তুমি যে শেষ দুটী কথা বলিয়াছ, বড়ই ভাল। এদেশের শ্রমজীবীরা সমস্ত দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে পরিবারদের দুবেলা অন্নের সংস্থান হয় না। আর ইহারা ত মানুষ, কত গতর খাটাইবে? ইহাদের কি লেখা পড়া বা ধর্ম্মানুশীলন করিতে নাই?

জ্ঞা। এখন মানুষেরা পেটের দায়ে এমনি বিব্রত যে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়, তবুও অন্নবস্ত্রের যোগাড় হয় না। জ্ঞানী মানবহিতৈষী মহাশয়েরা বলেন প্রকৃত সভ্যযুগ তখনি হইবে, যখন মানুষ অমূল্য জীবনের অল্প সময় ব্যয়ে খাওয়া পরার উপায় লাভ করিবে এবং অবশিষ্ট সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে যাপন করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দেশের মূলধন বৃদ্ধির ভয়ে ভীত হইও না; তাহা যত হইবে, ততই নানাদিকে মঙ্গল।

বারাণসীতে যুবরাজের অভ্যর্থনা।

সুপবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে এবার উৎসবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বিগত জাতীয় মহাসমিতির মহাপূজা উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের নরনারীগণ একত্র একতানে সমস্বরে স্বদেশের বন্দনা করিয়াছিলেন। সেই মঙ্গল-ধারা শিরে বহন করিয়া আজ এই বিশাল বারাণসী যুবরাজের অভ্যর্থনায় সফলকাম হইয়াছেন।

বিগত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ প্রাতঃকালে রাজকুমার সস্ত্রীক বেনারস ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কাশীরাজের সুসজ্জিত ভবন "নন্দেশ্বরে" উপনীত হইলেন। আজ মাসাবধি এই ভবন যুবরাজের আতিথ্য জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে প্রত্যেক রাজপথ ও সমুদয় প্রজাভবন যথাবিধি সুপরিচ্ছদ ও ধ্বজা পতাকা ও পুষ্প পত্রে পরিশোভিত হইয়াছিল। সকল দুঃখ কষ্ট পীড়া অপসারিত করিয়া প্রাণের সমগ্র উৎসাহ লইয়া ভাবী নরপতির দর্শনার্থে নগর সজ্জিত—স্থানে স্থানে তোরণদ্বার নানা প্রকারে গঠিত ও রঞ্জিত হইয়া কাশীধামের অপূর্ব্ব শ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রফুল্লমুখী বারাণসী রাজদর্শনে উন্মত্তা। অবিরাম ধনী, দরিদ্র প্রজাবৃন্দ শশব্যস্ত—কি প্রকারে মহানুভব সসাগরা ধরার অধিপতির একমাত্র পুত্রের

সম্বৰ্দ্ধনা ও সমাদর করিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর আর কিছু নাই—ধন, মান বল, শক্তি সকলি নিঃশেষিত হইয়াছে; আছে কেবল হীন প্রাণ, আজ তাহা দিয়া রাজপূজায় ব্যগ্র।

যুবরাজের আগমন দিবস রবিবার বলিয়া সে দিন কোনরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। রাজদম্পতী ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, বৈকালে উভয়ে সেণ্টমেরির গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিলেন।

পরদিবস সোমবার ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ যুবরাজের নগর প্রদক্ষিণার্থ হস্তিযাত্রা। বেলা ৯টা হইতে পথে জনতার সীমা নাই। আজ সমস্ত জনপদ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজদর্শন-লালসায় উৎসুকনেত্রে গৃহে বাহিরে, রাজপথে, যে যেখানে একটু স্থান পাইয়াছে, সে সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। অবশেষে নন্দেশ্বর কুঠি হইতে বৈকাল পাঁচটায় যুবরাজ সস্ত্রীক ও সদল শকটারোহণে প্রথমে স্থানীয় টাউন হলে উত্তীর্ণ হইলেন। যান হইতে অবতরণ করিয়া মিউনিসিপালিটির সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে গিয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহার সমীপে ভাইশ চেয়ারম্যান বাবু কালিদাস মিত্র অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তথাকার কার্য্যসমাধানান্তে যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বিশেষরূপে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ হাওদায় অধিরোহণ করিলেন। লেফ্টনাণ্ট গবর্ণর ও বেনারস মহারাজ এবং তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সদলে সকলেই যথাযথ হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া যাত্রা করিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ সুসজ্জিত মাতঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা চলিল। ইহাদের অগ্রে দুইটি করিবাহনে নাগরা ও রোসনচৌকি যুবরাজের শুভাগমন ঘোষণাপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রগামী হইল। তাহার পরে একদল পুলিশ কনষ্টেবল পদব্রজে বন্দুকধারী, তৎপরে বলণ্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) সৈন্য মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত। অগ্র পশ্চাৎ সৈন্যদল, মধ্যে হস্তিযূথ, তাহার পর ফিটন্ ল্যাণ্ডো ব্রুহেম পাল্কিগাড়ি ট্যাণ্ডম্ বাইসিকেল ইত্যাদি নানাবিধ যানে নানা পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ও ইংরাজ পুরুষ মহিলাগণ রাজছত্রের সঙ্গে যেন চিত্রা-চন্দ্র-পরিবেষ্টিকা নক্ষত্রমালার ন্যায় বারাণসী-বক্ষ শোভিত করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কাশীর পাণ্ডাগণ শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে সহযাত্রী হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে আনন্দের সাহানা সুরে নৃত্যগীতধ্বনি উত্থিত করিয়া যুবরাজকে অভিনন্দন করা হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষ ও ছাদ হইতে নিম্নে ক্ষুদ্র পথ পর্য্যন্ত যুক্তকরে "জয় যুবরাজ" বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ অভিবাদন করিতে লাগিল। সেই দেবমূর্ত্তিস্বরূপ যুগলমূর্ত্তি অতি সৌম্যভাবে প্রত্যেক প্রজার অভিবাদন

হস্তোত্তোলন করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যুবরাজের হস্তিযাত্রা টাউন হল হইতে নীচিবাগ, চক কাব, মাইকেল লাইব্রেরী ও বাঁশফটকা হইয়া গোদোলিয়ায় একটি সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। তথায় প্রত্যেক কলেজ ও স্কুলের বালকেরা স্ব স্ব দল বলে ভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। যুবরাজের "সমা-রোহ যাত্রার" সেই স্থানে শেষ। পরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট শকটারোহণে, চেতগঞ্জ থানা দিয়া কুইনস্ কলেজ হইয়া পুনরায় নন্দেশ্বর কুঠিতে প্রত্যাগত হইলেন। পথে স্থানে স্থানে কলেকটর্ সাহেবের আজ্ঞানু-সারে ময়দাগিন উদ্যানে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সিটিবোর্ড মিউনিসিপাল মেম্বারদের বন্ধু-বান্ধবের জন্য, নীচিবাগের একদিকে আমলা প্রভৃতির জন্য, অপরদিকের দ্বিতল ছাদে ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহল্লা 'মাচরাহাটায়" ও রাণী মালতী কুঙরের মন্দিরেও ভদ্র মহিলা-গণের বসিবার স্থান ছিল। চকে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্য টিকিট প্রাপ্ত-গণ, ইহা ছাড়া "দরবারী ষ্ট্যাণ্ড চকে," দরবারী ব্যক্তিগণের জন্য, আর গোদোলিয়াতেও কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য স্থান ছিল। ইহারা সকলেই স্থানীয় কলেক্টরের নিকট হইতে টিকিট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সমগ্র বারাণসী নগরী আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বারাণসীর মস্তক হইতে পদনখ পর্য্যন্ত যেন রত্নমালায় বিভূষিত। রাজঘাট হইতে অসিঘাট পর্য্যন্ত আরও রমণীয় শোভা। মধ্যে শান্তসলিলা জাহ্নবী সন্ধ্যার শ্যাম অঞ্চলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীর লহরে বহিয়া যাইতেছে। সমুদয় কূলে কূলে দীপমালা সোনালি হার স্বরূপ প্রত্যেক ঘাটের সোপানাবলির উচ্চ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আজ যুবরাজ-আগমনে যেন সুর-মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে নামিয়া কোমল গলদেশে সাতনর মালা বেষ্টিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ঘাট লোহিত বর্ণের তোরণদ্বার, ধ্বজা পতাকা ও নীল পীত আলোক মালায় বিভূষিত ও সৌগন্ধি মাল্যদামে সুরভিত করিয়া সস্ত্রীক যুব-রাজকে অভ্যর্থনা করা হয়। সেই দিনের শোভা অনুপম। কূলে কূলে দীপমালা; গঙ্গাবক্ষে সজ্জিত তরণীদল নৃত্য গীতামোদ-মুখরিত হইয়া সদ্যো-বিকশিত কমল দলের উপর ভ্রমর গুঞ্জিত সুরে নাচিয়া বেড়াইতেছে। পর পারে নানাবর্ণের বাজি পুড়িতেছে; সুনীল আকাশমণ্ডল হইতে যেন চন্দ্র তারকা-গণ মর্ত্ত্যে নামিয়া আনন্দে লীলা করিয়া ছুটিতেছে। এই সুখ সৌন্দর্য্যের অবতারণায় সমস্ত নগরবাসী আজ জাহ্নবী-তীরে যুবরাজের সুরধুনী বক্ষে তরি-

বিচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ও রাজবধূ মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর সাধারণ বেশে রাজদল লইয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ কলেজ কম্পাউণ্ড উত্তমরূপে পত্রপুষ্পমালায় সুসজ্জিত ছিল, মধ্যস্থলে বিশাল চন্দ্রাতপতলে নব অতিথির আসনদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কয়েকটি স্কুল বালক একবেশধারী হইয়া "Guard of Honour" রূপে পতাকা হস্তে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে তৎস্থান প্লাবিত করিতেছিল। হিন্দু কলেজের সমগ্র ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও পরিপাটি বস্ত্রালঙ্কারে শোভমানা হইয়া কুসুমগুচ্ছ হস্তে দঁাড়াইয়াছিলেন। উপরে দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ অবরোধ প্রথা রক্ষা করিয়া উৎসুক নেত্রে রাজ দর্শনে নিয়োজিতা ছিলেন। যথাসময়ে মোটর কারে রাজদম্পতী অভ্যর্থনাস্থানে পৌঁছিবামাত্র বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। পূর্ব্বে কথা ছিল তাঁহারা মোটর হইতে নামিবেন না, কিন্তু সংকালে কমিশনর শ্রীমতী বেশান্টকে আনিয়া যুবরাজের সম্মুখীন করিয়া পরিচিত করাইলেন, অমনি উভয়ে মোটরকার হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নিমেষে সর্ব্বজনের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িল। এইভাবেতে এক দিন মহারাজা রামচন্দ্র, যাঁহাকে হিন্দু শাস্ত্রে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনে বনে বিচরণ করিয়া কত যোগী ঋষি ও মুনিগণের সহিত সমভাবে সমাসীন হইয়া শাস্ত্রালাপ করিয়াছেন; কত ইতর জাতীয় গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া নিজের সরল উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেইভাবেতে আজি সসাগরা ধরার রাজকুমার পদার্পণ করিয়া দীন প্রজাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিতেছেন!!

শ্রীমতী বেশান্ট অপূর্ব্ব সুষমাময়ী রাজবধূর সন্নিধানে জানুপাবিষ্ট হইয়া অভিনন্দন পাঠ করিলেন। পরে তাঁহার মহামতি স্বামীকে বন্দনা করিলেন। পাশ্চ অর্ঘ্যের স্থানে কাসকেট উপঢৌকন প্রদত্ত হইলে পর বাবু ভগবান দাসের একটি বালিকা তনয়া শ্রীমতী সুশীলা একগাছি পুষ্পমালা প্রিন্সেসের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি মাথা নোয়াইয়া মালাগাছি গলায় তুলিয়া লইলেন। এই দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল, ফলশালী বৃক্ষ যেন আপনি নত হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর আর কয়েকটী বঙ্গবালিকা রাজবধূর উপরে কুসুম বর্ষণ করিলে পর তাঁহারা সকলকে অতি সম্মান-সহকারে প্রত্যভিবাদন করিলেন। মহামান্য পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দে স্ফীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুগলকরে যুবরাজের হস্তদ্বয় ধরিয়া প্রাণের ভক্তি ও প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজদম্পতী তথাহইতে পুনরায় মোটর

কারে আরোহণ করিবামাত্র সমগ্র ছাত্র-বৃন্দ সেই শকটখানি ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গেট পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া আসিল। সেই তুমুল আনন্দ মধ্যে প্রহরী বা রক্ষক কেহই বাধা দিল না —রাজদম্পতীও উল্লসিত-নেত্রে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। পরে রামনগর ঘাটে আসিয়া সজ্জিত তরীখানিতে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য সমীর সেবন ও পুতসলিলা গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ কাশীনরেশের রামনগরস্থ দুর্গে উপনীত হইয়া চা পান ও জলযোগাদির পর সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিশীথিনী আসিয়া কৃষ্ণাঞ্চলে মেদিনীর বদন আবৃত করিলে পর, ঊর্দ্ধে চন্দ্র তারকা, নিম্নে দীপাবলী যুবরাজের জলপথে সহচরী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছিল। অন্যান্য তরী সুশোভিত হইয়া গীতবাদ্য নৃত্য দ্বারা রাজ-তরণীর সমভিব্যাহারী যাত্রার সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। মহারাজা বিজয় নগরামের আদেশানুসারে তাঁহার মাননীয় এজেন্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ এল এল বি মহাশয়ের যত্নে ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ, সঙ্গীত সমিতির কনসার্টপার্টি ও ইংরাজি ব্যাণ্ড নৌকায় সজ্জিত হইয়াছিল এবং অত্রত্য ইংরাজপুঙ্গব-গণকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ-পুত্রের অভ্যর্থনা সমিতির শোভা বৃদ্ধি করা হয়। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মহিলাগণ তরি-আমোদ ভবনে ভোজে পরমাপ্যায়িত হইয়া বিশ্বাস মহাশয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সকল আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা কলিকাতার ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপের চিত্রগুলি যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর অধিক মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা নিজের নৌকা থামাইয়া ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বায়স্কোপ কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আনন্দ-লহরীর অবসান দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল। তথায় রাজ-দম্পতী অবতীর্ণ হইয়া শকটারোহণে নিজ বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

পরদিবস তাঁহারা রাজসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় মোটরকারে দুর্গামন্দির দর্শন করিয়াছেন। তথায় পাণ্ডাকে পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া রাজবধূ বানরগণকে স্বহস্তে চনক খাওয়াইয়া আমোদ উপভোগ করিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-নাথের মন্দিরে যাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু শিবরাত্রি উপলক্ষে ভয়ানক জনতা হওয়ায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১০টায় বারাণসী হইতে প্রস্থান করিলেন। জগদীশ্বর আমাদের ভাবী মহীপতির সর্ব্বা-ঙ্গীণ মঙ্গল করুন, তাঁহার ভারতীয় ভক্ত প্রজাবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতির ছায়া যেন তাঁহার মহান্ উদার হৃদয়ে চিরস্থায়ী রহে। তিনি এখান হইতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একদিন নাকি কোন স্থলে

অনেক ইংরাজ নর নারী তাঁহার সম্মানার্থে কমিশনারের আজ্ঞায় আহূত হন, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া কহিয়াছিলেন "আমি ইংরাজ সর্ব্বদা দেখিতে পাই, এখানে কি দেশী লোক এমন নাই যাহাদিগকে উহাদের স্থানে আনা যাইতে পারে?"

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বাঙ্গালা প্রবচন।*

অ।

১। অখিল যুড়ে জাল পেতেছে পলাইবে কোথা?

২। অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং ন দুঃখং লৌহতাড়নে। পরমেকমহাদুঃখং কুঞ্জৈঃ সহ তুলনে।

৩। অজাতের জাত।

৪। অতি কিছুই ভাল নয়।

৫। অতি আশায় নিরাশা।

৬। অতি ক্ষুধার্ত্তের ভাত নাই।

৭। অতি ভোজন রোগের মূল।

৮। অতিথিবালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ। অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

৯। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

১০। অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়।

১১। অধীনের অশেষ ক্লেশ।

১২। অনধিকার চর্চ্চা করিও না।

১৩। অনুরাগ বিনা গৌর আসবে কেন?

১৪। অম্বল খেয়ে দাঁত ভাঙলো সিঁদুর দিব কিসে? কলার কাঁটা পায় ফুটলো, গলা ধরলো বিষে।

১৫। অলঙ্কার নারীর শোভা, গড়ের শোভা ঢেঁকি। হাতীর শোভা মাহুত, সতীর শোভা পতি। সিঁথীর শোভা সিঁদুর, হাতের শোভা শাঁখা।

১৬। অলক্ষ্মী দূর হও, মা লক্ষ্মী ঘরে এস।

১৭। অলাজের লাজ।

১৮। অবতু বঃ গিরিসুত, মায়ে বলে পড় পুত, পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি, না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

১৯। অবোধ পথে বসে, লাথি খায় আপন দোষে।

২০। অলি এসে মধু খায়, ভেকে নাহি জানে।

২১। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল, অর্দ্ধেক লাথি, অর্দ্ধেক চড়।

২২। অসময়ে খোঁজ নাই, সময়ে বিশ বার।

২৩। অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া, সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া।

২৪। অহল্যা পাষাণী, সেও উদ্ধার হইল।

২৫। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

* অকারাদি অতিরিক্ত কয়েকটী প্রবচন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি।

মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নীচ ভাব, অনেকের এই সংস্কার। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর।

মহম্মদের উক্তি।

১। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গ।

২। স্ত্রীলোকের বিবাহ পক্ষে ৪টী গুণ বিবেচিত হয়:—(১) ধন, (২) সৎকুলে জন্ম, (৩) রূপ, (৪) ধর্ম্মপরায়ণতা। যে নারী ধার্ম্মিকা, তাহার অন্বেষণ কর। অন্য লাভের বিবেচনায় যদি পানিগ্রহণ কর, তোমার হস্ত কর্দ্দমাক্ত হইবে।

৩। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল মূল্যবান্, কিন্তু সমুদায় জগতের মধ্যে ধার্ম্মিকা রমনীই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য।

৪। কুরেশ বংশের ধার্ম্মিকা রমণীরা আরবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণী। তাহারা অতিশয় সন্তান-বৎসলা এবং স্বামীর ধন রক্ষা বিষয়ে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা যত্নশীলা।

৫। যে স্ত্রী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৫ বার নমাজ করেন, রোজার মাসে উপবাস করেন, সাধ্বী এবং স্বামীর অবাধ্য নন, তিনি ইচ্ছামতে যে কোন দ্বার দিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারিণী।

৬। আমার পরিবারের কাণে কাণে অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে স্বামীরা স্ত্রীদিগকে প্রহার করে। তাহারা সদাচারী নয়।

৭। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে বিপথগামিনী হইতে শিক্ষা দেয়, সে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

৮। ঈশ্বর স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিতেছেন, কারণ তাহারা তোমাদের মাতা, কন্যা, খুড়ী ও জেঠী।

৯। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার পবিত্র। দেখিও তাহাদের স্বত্বাধিকার যেন তাহারা ভোগ করিতে পারে।

১০। তোমাদের কুলাঙ্গনাদিগকে মসজিদে আসিতে বারণ করিও না। তবে তাহাদের গৃহ তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

১১। স্ত্রীদিগকে সদয়ভাবে উপদেশ দিও।

১২। মুসলমান তাহার পত্নীকে ঘৃণা করিবেক না। যদি তাহার একটী দোষ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার একটী গুণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হউক।

১৩। মৌল-বিন-হাইদা নামক মহম্মদের কোনও শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন:—"হে ঈশ্বর-প্রেরিত! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি?" তিনি বলিলেন "তুমি যখন খাও, স্ত্রীকে খাওয়াইবে, তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত

করিয়া বা অন্যরূপ অত্যাচারে তাহাকে নীচ করিও না এবং অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইও না।"

১৪। স্ত্রীকে সদুপদেশ দেও, তাহার মধ্যে যদি সুবুদ্ধি থাকে, সে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বৃথা প্রলাপ পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীকে ক্রীত দাসের ন্যায় প্রহার করিও না।

১৫। যাহার স্বভাব সুন্দর, সেই উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র।

১৬। বিধবা ও দরিদ্রদিগকে যে দান করে, সে ঈশ্বরের চক্ষে দাতা; সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা ও সর্ব্বদা উপবাসের যে ফল, সে তাহা লাভ করে।

১৭। কন্যা ও ভগিনীরা যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হয়, তদবধি তাহাদিগের প্রতি যে সদয় ও স্নেহশীল এবং তাহাদিগকে সদাচার শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গ বিধান করেন।

১৮। ধার্ম্মিকা স্ত্রী মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।

স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

বড়ই সুখের বিষয় কিছু দিন হইতে এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আবার গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার শুভ ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯০৪—৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় এবং ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয় ৪৬৮১র স্থলে ৪৯১০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে এবং ছাত্রীসংখ্যা ৯৬,৪৩৩ স্থলে ১,০২,০৪০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬ বাড়িয়াছে। উড়িষ্যা এবং পাটনা বিভাগেই বৃদ্ধি অধিক; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কি কারণে জানি না, বিদ্যালয়ের ও ছাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে। মিশ্র বিদ্যালয়ে অর্থাৎ যেখানে বালক বালিকা একত্র পাঠ করে, সেখানেও ছাত্রীসংখ্যা ৫৪,৯৫১ স্থলে ৫৭,৪৬৭ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪½ বৃদ্ধি হইয়াছে; সেকেণ্ডারি এবং প্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১,৪৮,৮৭৪ হইতে ১,৫৬,৪৯৬ অর্থাৎ শতকরা ৫ বাড়িয়াছে।

যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টী মাত্র। একটী ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনীসিপালিটীর অধীনস্থ। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ৩৮৫৫ হইতে ৪২১৭ হইয়াছে; কিন্তু সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, ৮১২ হইতে ৬৮৯ হইয়াছে।

একটী বিষয়ে সুলক্ষণ দেখা যায়—উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক অনুভূত হইতেছে। গত বৎসরে কলিকাতার ১০টী অপার প্রাইমারি স্কুল মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে, এজন্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষে ২৭৪ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ১৩৭২ হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষায় সহস্রাধিক ছাত্রীবৃদ্ধি কম আনন্দকর নহে।

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিম্নশ্রেণী বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার স্বহস্তে লইয়াছেন এবং এই সকল বিদ্যালয় মডেল প্রাইমারি স্কুল নামে আখ্যাত। ইহার সংখ্যাও ৪৯ হইতে ৮৬ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহা সুনিয়মে পরিচালিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বালিকা-বিদ্যালয় সকলের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অভাব পূরণার্থ গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইয়া শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন। তথাপি অনেক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্রী চাহিয়া পাইতেছেন না। ইহার জন্য আরও সুবিধা করা নিতান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় পূর্ব্ববর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৪,১৭,১৩১ ছিল, গতবর্ষে ৪,৪০,৬০৪ টাকা হইয়াছে। প্রদেশীয় রাজস্ব হইতে ১,০৫৩৪৮ স্থলে ১,১৬৬০১ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৮০,১৫০ স্থলে ৮৯৬৫৬ টাকা দিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী হইতে ১২,০১৯ স্থলে ১৩,০১৮ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রীদের বেতন এবং আয়ের অন্যান্য উপায়েও ২১৯,৬১৪ স্থলে ২২১,৩২১ টাকা আদায় হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে আরও অনেক অধিক ব্যয় স্বীকার করা আবশ্যক।

গতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২৭টী বালিকা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৮টী মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ২৫টীর মধ্যে ১৪টী এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে ২১টীর মধ্যে ১০টী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ মান পরীক্ষায় ৬৩, ৪র্থ এবং ২য় মান পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৯৯ এবং ১৫০১ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসে জুনিয়ার ও সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১৯টী জুনিয়ার এবং ৮টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব বর্ষে ইহার ফল উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল, ২২টী জুনিয়ার এবং ১১টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

উচ্চ স্ত্রীবিদ্যালয়-সংখ্যা ৯টী এবং তাহাতে ৮০ জন শিক্ষক, তন্মধ্যে ১২ জন গ্রাজুয়েট বা উপাধিধারী, ২৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৮ জন মাত্র (trained) শিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টী ও শিক্ষক ১৪২ জন, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র উপাধিধারী, ১৩ জন

নিম্নতর পরীক্ষোত্তীর্ণ, ১৪ জন শিক্ষিত শিক্ষক। অপর প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ৪৬৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১জন উপাধিধারী, ৮জন নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৫৩ জন শিক্ষিত শিক্ষক। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা ৬৮৫৩, তন্মধ্যে একজন বি, এ, ১জন এফ, এ, ১৯জন প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ১৮৬ জন শিক্ষিত শিক্ষক।

নিম্নশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়েও বি এ উপাধিধারী শিক্ষক, ইহাতে আনন্দও হয়, দুঃখও হয়। উপাধিধারীরা ছোট ছোট বালিকাদিগকে সামান্য সামান্য শিক্ষাদানে অনুরাগী, ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত বেতন পান, বোধ হয় না; সুতরাং কতদিন থাকিবেন নিশ্চয় নাই। হিন্দু বিধবা রমণীগণ অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর গ্রহণে প্রস্তুত হউন, তাহাতে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জীবন সার্থক হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীজাতির অশেষ উপকার সংসাধিত হইবে।

সামাজিক চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একজন পসারওয়ালা উকীল, তাঁহার বিস্তর কাজ; কাজেই অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্ক বড় কম। কিন্তু আজ গৃহিণী তলব করিয়াছেন, তাই অসময়ে অন্তঃপুরে হাজির হইতে হইয়াছে। গৃহিণী এ কথা সে কথার পর কহিলেন,—

"ঐ লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া ঘটকটা কেন ঘন ঘন আসে, বল দেখি?"

চন্দ্র বাবু। ঘটক বেচারার উপর তোমারই বা এত রাগ কেন বল দেখি?

গৃহিণী। ঐ পোড়ারমুখোর উপর আবার রাগ হবে না? ও বামন, ওর ইনানো বিনানো কথায় কত মেয়ের বাপকে যে ভুলায়ে অচল বর চালিয়ে দিয়েচে, কত বাজার ফের্‌তা বাঁদর বরের গলায় মুক্তাহার পরিয়ে দিয়েচে, তার কি খবর রাখ?

চন্দ্র বাবু। তা হ'তে পারে। কিন্তু সে জন্য তোমার ভয় নেই। আমি কত হাকিম ঠকায়ে মক্কেলের বাক্সের টাকা নিজের লোহার সিন্দুকে পুরেচি, আর আমার চোখে ধুলা দিবে ঐ মুখ্য ঘটকটা!

গৃহিণী। ওগো, ও ঠাকুরটির সঙ্গে বড় বেশী বড়াই করো না; কোন্ দিন যে ওর প্যাঁচালো বুদ্ধি তোমার ধারালো বুদ্ধিকেও ছাড়ায়ে উঠ্‌বে, তা বুঝ্‌তেও পারবে না।

চন্দ্র বাবু। কিন্তু ঘটকের শরণাপন্ন না হলেও যে আর চল্‌চে না। মেয়ের বয়স নিয়ে, লোকেরা কি বলাবলি করে, তাত শোন। এক যদি আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটায়ে, সমাজের ভয় ত্যাগ করে,

ব্রাহ্মসমাজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কোন কথাই ছিল না। মনে যখন অতটা জোর নেই, সাহসে যখন কুলাবে না,—যখন হিন্দু সমাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন ঘটক ছাড়া আর উপায় কি?

গৃহিণী। হিন্দুসমাজে যারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, তারা কেউই ঘটকের দুয়ারে বড় যায় না। কেন, তুমি কি তোমার মনের মত একটি জানা শুনা ছেলেকে ঠিক্ করতে পার না?

চন্দ্র বাবু। অসম্ভব। এ অঞ্চলের লোকেরা জানে, আমার বাড়ী অনেক মুরগী জবাই হয়েচে, কিন্তু কস্মিন্ কালে কোনও ঠাকুর দেবতার পূজা হয় নি। মেয়েকে ব্রাহ্মিকা ড্রেস পরিয়ে অনেক ব্রহ্মোৎসবে পাঠিয়েছ, কিন্তু বল ত, কবে কোন্ হিন্দুর বাড়ী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে?

গৃহিণী। কি করে যাবে? অমন সেয়ানা মেয়ে দেখে সকলেই যে কুৎসা করে।

চন্দ্র বাবু। সেই জন্যই ত বল্‌চি, এ অঞ্চলের কোনও হিন্দুর ছেলেই আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাজেই বিদেশে ঘটক পাঠায়ে ছেলের খোঁজ করতে হচ্চে।

গৃহিণী। মাগো! তাই নাকি? আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হো'ক, সেও ভাল; তবু আমি অজানা অ-চেনা লোকের হাতে মেয়ে সঁপে দিতে পারব না।

চন্দ্র বাবু। তা হলে সেই তারক উকীলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেও। তুমিই ত তাকে দেখে বলেচ অমন সুশ্রী মানুষ খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শুধু কি দেখ্‌তেই সুশ্রী? সে একজন জুনিয়র উকীল, তবু মাসে তার হাজার টাকা আয়! দেখেছ ত অল্প দিনে কেমন সুন্দর বাড়ী খানা বানিয়ে ফেলেছে!

গৃহিণী। হাঁ, তাকে দেখ্‌লে জামাই করতেই সাধ যায়; লেখা পড়াও খুব জানে; কিন্তু জান্‌লে হবে কি? লোকটি অর্থপিশাচ, ধর্ম্ম কর্ম্মের ত ধারই ধারে না; তাতে আবার দোজবরে! মেয়ের কি মনে ধরবে? সে ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই পাগল!

চন্দ্র বাবু। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করে পাগল হো'ক না, তাতে আর কে বাধা দিবে? সে কি মনে করে ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে হলেই বড় একটা ধার্ম্মিক ছেলে জুটে যাবে? সকলে ত আর তার মামার মত নয়। তোমার মেয়ে দেখতে শুন্‌তে, গাইতে বাজাতে—সর্ব্বগুণে যেরূপ গুণবতী, তাতে নিশ্চয়ই সে স্বামীকে তার মতে আন্‌তে পারবে। আমরা নয় সমাজের ভয়ে একজন হিন্দু ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে দিলাম; কিন্তু বিয়ের পর যদি তাকে নিজের মতে নিতে পারে, তাতে আর লোকসান কি?

গৃহিণী। কি জানি! আমি অত শত বুঝতে পারি না। মেয়েকে সব কথা ভেঙ্গে বলি, যদি তার মত হয় ত বিয়ে হবে।

চন্দ্র বাবু। কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনি মেয়েকে সব ভেঙ্গে বল্‌তে চাচ্চ? তোমার ভায়ের যে সে চেলা। বিয়ের কথা শুন্‌লেই তোমার ভাইকে গিয়ে বল্‌বে; আর তোমার ভাই কাণে কাণে এমন মন্ত্র দিবে,—আমরা খুন হয়ে মলেও আমাদের কথা শুন্‌তে চাইবে না। তোমার ভাই-ই ত ওর মাথায় কত সব বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছে; ও নাকি ঘরে পড়েই এফ্‌-এ বি এ, পাশ করবে; তার পর হয় প্রচারিকা হবে, নয় ত তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করে বেড়াবে।

গৃহিণী। তুমি যে কি রকম কথা বল, আমার একটুকু ভাল লাগে না। আমার ভাই-ই ত ছেলেবেলা থেকে ওকে লেখা পড়া শিখায়ে, কত ধর্ম্মের কথা শুনায়ে মানুষ করে তুলেছে। আজ যে অমন দেবীর মত মেয়ে নিয়ে গর্ব্ব কচ্চ, সে ত শুধু আমার ভাইয়ের জন্যে।

চন্দ্র বাবু। তোমার ভাইকে ত আমি মন্দ বল্‌চি না। 'আমার এই ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার ভাইয়ের মত পরোপকারী ও ঈশ্বরভক্ত হতে পারতাম, তা হলে ত জীবন ধন্য হত। কিন্তু এখন কথা হচ্চে, একটি মাত্র মেয়েকে যখন ছাড়তে পারব না, তখন ত তাকে আমাদের মতেই চলতে হবে?

গৃহিণী। কি করে চালাবে?

চন্দ্র বাবু। তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তা হলে শোন, কথাটা ভেঙ্গে বলচি। তারক উকীল হেমকে বিয়ে করতে রাজি হয়েচে; এখন আমি তাকে কথা দিলেই সব ঠিক্ হয়। তোমার যখন এ বিয়েতে তত আপত্তি নেই, তখন আজ রাত্রেই তারক উকীলের বাড়ী গিয়ে সব ঠিক্ করব। তার পর তোমার ভাই এবাড়ী হ'তে চলে গেলেই হেমকে সব কথা বুঝায়ে বলব। দেখবে সে কিছুতে আমার অবাধ্য হবে না।

গৃহিণী। বল কি? হেমকে না জানায়ে আগেই বিয়ে ঠিক্ করে ফেল্‌বে? তা আমিও বল্‌চি, মেয়ে যাতে অসুখী হয়, তা করতে পারবে না; মেয়ের অমত হলে বিয়ে ভাঙতেই হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবুর মেয়ের নাম হেমলতা। হেমলতাদের দুই ঝি ছিল। এক দিন প্রথমা দ্বিতীয়াকে কহিল;—

"হাঁলো, তুই যে একলা বসে বড় হাস্‌চিস্, মাথা খারাপ হ'ল নাকি?"

দ্বিতীয়া। মরণ আর কি! বসে বসে ত কোন কাজ নেই; এলে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে! বলি আমার মাথা খারাপ হবে কেন? আমি কি কারো মাথা খেয়েচি না কি?

প্রথমা। ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লুম, তার জন্যে অত রাগ কেন গা? কি ভেবে অত হাসি পাচ্ছিল, বল্‌না?

দ্বিতীয়া। না বল্‌ব না; গিন্নি নিজেই যখন সে খবর গোপন রাখতে চাচ্চেন, তখন আমি কেন লোকের কাছে বলে বেড়াব?

প্রথমা। মাথা খাস, কি খবর, আমাকে বল্।

দ্বিতীয়া। আগে বল্ তুই কারো কাছে বল্‌বি না।

প্রথমা। তোর দিব্বি, আমি কারো কাছে বলব না।

দ্বিতীয়া। আমাদের হেম দিদির যে বিয়ে!

প্রথমা। মাগো মা, এমন কথাও তুই বল্‌তে চাচ্চিলি নে? এই সুখবর কি গোপন রাখতে হয়?

দ্বিতীয়া। কি জানি বাপু? আমরা মা হলে ত অমন ধেড়ে মেয়ের বিয়ের খবর শুনে, পায়ে মল পরে ঝুমুর ঝুমুর করে নেচে বেড়াতুম; আর পাড়ার মেয়েদের ডেকে, বিয়ের আগেই ঘটা করে একটা ভোজ দিতুম। এ বাড়ীর সকলি উল্টা! মেয়ের মা নিজেই খবরটা চাপা দিতে চাচ্ছে!

প্রথমা। তা কথাটা আর কারোকে না বল্লেও হেম দিদিকে বল্‌তে হবে; হেম দিদির কাছে কিছু বকশিষ আদায় করব, তবে ত ছাড়্‌ব!

দ্বিতীয়া। ওলো সর্ব্বনাশি, তুই দেখচি আমাকে মজাবি!

প্রথমা। কেন গা? মজানোর কথা আবার কি হ'ল?

দ্বিতীয়া। বাড়ীতে ঐ মামা বাবুটি আছেন, উনি কি না সাধু মানুষ; ভগবানের নাম করেন, আর গরীব দুঃখীর উপকার করে বেড়ান। হেম দিদি ওঁর কথাই শোনেন। কল্‌কাতায় ভারি ব্রেহ্মসমাজ আছে না? উনি সেখানে হেম দিদিকে নিয়ে যেতে চান। সেখানে যে সব মেয়ে বিধবা, তাদেরই বিয়ে হয়। কুমারী মেয়েরা লেখা পড়া শেখে, ভগবানের নাম করে, আর দুঃখী লোকদের উপকার করে বেড়ায়। হেম দিদির বিয়ে হলে ত আর ব্রেহ্মসমাজে যাওয়া হবে না, তাই হেম দিদি বিয়ে করতে চান না। কাজেই কর্ত্তা গোপনে বিয়ে ঠিক করেচেন,—মেয়েকে জানান নাই। জান্‌লেই মামা বাবুটি দিদির কাণে মন্তোর দিয়ে একটা অনর্থ ঘটাবেন।

প্রথমা। মাগো মা, এত কথা ত আমি জান্তুম না; আমি ভাবতুম এমন রূপসী মেয়েরও কেন বর জুটে না!

দ্বিতীয়া। শুধু কি রূপ? এমন গুণই বা কয়টা মেয়ের আছে? দেখতে যেমন সাক্ষাৎ ভগবতী, মানুষকে দিতে-থুতেও যেন ঠিক্ অন্নপূর্ণা।

প্রথমা। বোন, সবই ভাল, খালি বিয়ে করে নাই বলেই যা কিছু নিন্দে; কত লোকে কত কি বলে!

দ্বিতীয়া। লোকের মুখে আগুন! তুইও যেমন পোড়া লোকের কথা শুন্‌তে যা'স্। একদিন আমার কাছে কেউ কিছু বলে ত মজাটা দেখতে পায়; তাদের পেটের নাড়ী নক্ষত্তোর বের করে দি। আমি শ্যামা ঝি, লোকের বাড়ী কাজ করে করে বুড়া হয়ে গেলুম, কার ঘরের কোন্ কথা আমার কাছে

ছাপা আছে? আমাদের হেম দিদির মত মেয়ে যদি তারা পেত, তা হলে তাদের কুল উদ্ধার হয়ে যেত!

প্রথমা। তা কি আর বল্‌তে? বড় লোকের মেয়ে, এত লেখা-পড়া শিখেচে, তা বলে কখনো অহঙ্কার দেখেছ? রোজ নিজের হাতে বাপকে বেঁধে খাওয়ায়। আমাদের উপর যে কি দয়া, তার ত কথাই নেই। জানিস্‌ ত সেবার সেই বোন-ঝিকে দেখতে গিয়ে দুমাস কাজে কামাই করতে হ'ল। বাবুর মুখপোড়া মুহুরী বেটা আমাকে ধম্‌কালো আর মাইনে কাট্‌লো। দিদির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়তেই নিজের বাক্স থেকে মাইনের টাকা দিলেন; তা ছাড়া বোন-ঝির সাধের সময় পাঁচটাকা দিয়ে এক খানা কাপড় কিনে দিলেন!

দ্বিতীয়া। তুই যদি আমার সেবারকার কথা শুনিস! ব্যামোতে ছমাস বিছানায় পড়ে। অন্য মুনিব হলে অতদিন কি সবুর কর্‌ত? নিশ্চয়ই একটা নূতন ঝি আন্‌ত। এখানে নূতন ঝি আনা ত দূরের কথা। একদিন হেম দিদি গাড়ী করে নিজেই গিয়ে আমার বাড়ী উপস্থিত। তখনই ডাক্তার ডাকালেন, নিজের হাতে পথ্য তয়ের করে আমাকে খাওয়ালেন; সমস্ত শরীরে ব্যথা বলে গা হাত টিপে দিলেন! যত দিন অসুখ ছিল, নিজে এসে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাতেই ত আমি বেঁচে উঠ্‌লুম; নইলে যমের বাড়ীই যেতে হত। শুনেছি আমার জন্য তাঁকে সাত গোণ্ডা টাকা দিতে হয়েচে।

প্রথমা। তা শোন, আমাকে দিদি ভাল বাসেন, আমি একদিন বল্লুম, লক্ষ্মী দিদি, বিয়ে কর, বাপের অবাধ্য হয়ো না।

দ্বিতীয়া। নালো না, তুই কিছু বলিস্‌ নে, কর্ত্তাতে গিন্নিতে বিয়ের কথা হচ্চিল, আমি হঠাৎ গিয়ে তাদের সাম্‌নে পড়েছি, তাই শুনেছি। গিন্নি বার বার কথাটা আর কাকেও বল্‌তে বারণ করেচেন।

প্রথমা। তা বেশ; বারণ করেছেন ত কাকেও বল্‌ব না।

বলা বাহুল্য যে, কথাটা প্রথমা, দ্বিতীয়া উভয়ের দ্বারাই পাড়ায় প্রচারিত হইল, হেমের কাণে গেল। হেম অনুসন্ধান করিয়া সকল খবরই জানিতে পারিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমলতার মামার নাম অম্বিকা বাবু। অম্বিকা বাবু হেমলতার গৃহে আসিয়া হেমলতাকে কহিলেন:—

"আমি আজ যাব বলে তুমি নাকি কাঁদচ? আবার তোমার শৈশবকাল ফিরে এল নাকি? ছি, লোকেরা যে তোমায় ভারি ছেলে মানুষ বলে মনে করবে!"

হেম। মামা, আপনি আমার নিকট হইতে দূরে যাবেন না; আমি বড় অসহায়!

অম্বিকা। হেম, কি বল্‌চ?

হেম। আমি বড় দুঃখিনী।

অম্বিকা। মা, কি হয়েচে বল দেখি?

হেম। কি বলব? আপনি কি কিছু জানেন না?—আমার বিবাহ।

অম্বিকা। ছি, তুমি এখনো এত ছেলে মানুষ! বিবাহের নামেই মনকে খারাপ করতে আছে? মা-বাপের তুমি একটি মাত্র মেয়ে, তোমার পক্ষে বিবাহই ত সুখের কথা।

হেম। মামা, আপনিও বলেন বিবাহ সুখের কথা। আমি যে ছেলেবেলা হতে কত আশা করে এসেছি;—আমি কত শিখব, কত কি করব—আমার মনে কত মহৎ সংকল্প!

অম্বিকা। বিবাহ করলে কি আশা ছেড়ে দিতে হবে? সংকল্প হতে ভ্রষ্ট হতে হবে? তা নয় মা। বরং কোন শিক্ষিত ঈশ্বর-ভক্ত ধার্ম্মিক যুবকের সঙ্গে পরিণয় হইলে, তোমার আত্মোন্নতির সুবিধা হবে।

হেম। বিবাহের পর কোন মেয়ে কতটা আত্মোন্নতি করতে পেরেছে; তা কি আপনি জানেন না? অনেক মেয়েই ত সংসারের স্বার্থে পড়ে উচ্চ আশা ও মহৎ সংকল্প চিরদিনের জন্য অন্তর হতে উৎপাটন করেছে। তা নয় স্বীকার করলাম কোনও ধার্ম্মিক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হইলেই, জীবন গড়ে উঠত; কিন্তু আমার যে কোথায় বিয়ে হচ্চে তাত আপনি জানেন?

অম্বিকা। কোথায় হচ্চে?

হেম। তারক উকীলের সঙ্গে।

অম্বিকা। তারক উকীল? হাঁ, শুনেছি তার রূপ আছে, অর্থও আছে; কিন্তু সে যে ধার্ম্মিক, তার কোন স্তাবককেও ত তা বল্‌তে শুনি নাই।

হেম। ধার্ম্মিক? আমি অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেচি, অতি লঘুপ্রকৃতির লোক। এমন ভাল বিষয় নেই, যা বিদ্রূপ করে উড়ায়ে দিবে না। যাঁরা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, দেশের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত, তাঁরা নাকি তাঁর নিকট মস্তিষ্কবিহীন উন্মাদগ্রস্ত লোক!

অম্বিকা। ছি, এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে! তুমি নিশ্চয়ই এ বিবাহে সম্মত হবে না।

হেম। সম্মতি কেহ চাহিলে ত অসম্মত হব? বাবা আমাকে না জানায়ে গোপনে গোপনে বিবাহ ঠিক্ করেছেন।

অম্বিকা। সে কি? তোমার মত বুদ্ধিমতী ধর্ম্মশীলা মেয়ের মত না নিয়ে বিয়ে ঠিক্ হয়েচে? তোমার বাপ যদি এমন নিষ্ঠুরই হবেন, তা হলে তোমাকে এতদিন অবিবাহিতা রেখে লেখা পড়া শিখালেন কেন?

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক ছোটলাট ফ্রেজারের সহিত বেহার ভ্রমণে গিয়া ছিলেন, পরে ডাল্‌টনগঞ্জ পরিদর্শন করেন। ২৯এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিবেন।

২। এ বৎসর ভারতের নানাস্থানে শস্যাভাব, আবার পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে।

৩। এ বৎসর বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার জয় হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে পুনা বালিকা-বিদ্যালয় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ডাক্তার আর জি ভাণ্ডারকারের পৌত্রী কুমারী ভাণ্ডারকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল বগলা নিজব্যয়ে যাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, ছোট লাট আনন্দসহকারে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৫। কলিকাতার গ্রাণ্ড থিয়েটারে স্বদেশহিতৈষী বীরদিগের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদক ও অন্যান্য সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন।

৬। গত ৫ই মার্চ্চ টাউনহলে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আসোসিয়েসনের এক সভা হইয়া ৪৪ জন বিদেশযাত্রী ছাত্রকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প শিক্ষার্থ যাইতেছেন।

৭। পুনা বিধবাশ্রমের শ্রীমতী কাশী-বাই দেবদার ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিধবাদিগের অবস্থোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৮। ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২৪ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে।

৯। লাহোরের আর্য্যসমাজ একটী মুসলমান বিধবাকে "ধর্ম্মদেবী" নাম দিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছেন।

১০। সার আলেকজাণ্ডার পেডলারের স্থানে জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ বিশেষ আনন্দকর।

১১। ২০এ ফেব্রুয়ারি বেথুন কলেজে লেডি মিণ্টো পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং অনরেবল্ রিচার্ড্স সভাপতিত্ব করেন।

১২। ডেন্মার্করাজ ক্রিশ্চিয়ানের সমাধি অনুষ্ঠান ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইয়াছে, ৭০,০০০ লোক উপস্থিত হয়।

১৩। কমন্স সভায় লোথার সাহেব স্পিকার বা সভাপতিরূপে পুনর্ম্মনোনীত হইয়াছেন।

১৪। জাপানের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ মুলতান প্রভৃতি স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

১৫। সুপ্রসিদ্ধ লুবের স্থানে ফুলিয়ার ফরাসী প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনিও

অনেক ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

১৬। ডাক্তার জে এন রিবেভিক ট্রিবা মৃত্যুকালে ৭০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাহাতে গোয়া বা কোচিন নগরে শিশু-আশ্রম হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভাস্করানন্দ-চরিত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কাশীর স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অতি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ইহঁার বাল্যকালের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসগ্রহণ, তপস্যা, জীবনের কঠিন পরীক্ষা, পদব্রজে ভারতভ্রমণ, উপদেশাবলী ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি দ্বারা গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত হইয়াছে। এরূপ অমূল্য জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরই পাঠ্য।

২। রিয়াস-উস-সালাডিন—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ-নিবাসী গোলাম হোসেন সলেমী পারস্য ভাষায় যে বাঙ্গলার ইতিহাস লেখেন, ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ। ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন বিভাগ ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ নগরের বর্ণনা আছে এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ হইতে মুর্শিদাবাদের নবাববংশের রাজত্ব বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও ধারাবাহিক এরূপ বঙ্গেতিহাস দুর্লভ। অনুবাদক অনেকগুলি টীকা টিপ্পনী দিয়া গ্রন্থের ভ্রমসংশোধন ও অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৩। অশ্রুবিন্দু—শ্রীসরলা দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এ কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও সাধারণ পদ্য গ্রন্থের মত নয়, ইহাতে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতা আছে। আমরা যে যে কবিতা পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই নূতনত্ব দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। ভাষা সরল, সরস ও মধুর। নবীনা লেখিকা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হা। তিনি অবলম্বিত ব্রতে সিদ্ধি লাভ করুন্ আমাদের এই প্রার্থনা।

৪। কুসুম গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা, গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার সুনিপুণতা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের কোন কোন কবিতা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি লেখিকার গৌরবের উপযুক্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

বসন্ত সমাগমে।

কোথা হতে এলে তুমি
হে বসন্ত ঋতুরাজ!
পরালে ধরণী মায়ে
যতনে মোহন সাজ। ১

কিবা নব শ্যামাম্বর
করা'য়েছ পরিধান;
আপাদ মস্তক মার
ফুল-সাজে শোভমান। ২

মলয় মারুতে বুঝি
করিয়াছ নিয়োজন,
ব্যজন করিতে মায়ে
ভক্তিভরে অনুক্ষণ? ৩

অঞ্চল দুলিছে তাহে,
গাছে গাছে কিশলয়;
সৌরভ ছুটিছে তাহে,
মন বিমোহিত হয়। ৪

কলকণ্ঠ পাখিকুল
ধরিয়াছে কত তান,
তাদের বলেছ বুঝি
মায়েরে শুনাতে গান? ৫

বর্ষে বর্ষে ঋতুরাজ
তোমার সৌভাগ্য কত,
যারে তুমি ভালবাস,
তোষ তারে মনোমত। ৬

আমার দেবতা যিনি,
বর্ষ বর্ষ কেটে যায়,
তাঁকে তো পূজিতে নারি
প্রেম ফুল দিয়ে পায়!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর প্রতি!

নারী তুমি! এত শক্তি, তোমার ভিতরে?
এত স্নেহ, এত আশা,
স্নিগ্ধ পূত ভালবাসা,
কাঁদিছে কোমল প্রাণ, স্বদেশের তরে।
আপনার দায়িত্বের
গুরু ভারগুলি
পারে নাই ভুলাইয়া রাখিতে তোমায়।
ও তোমার মুখ চেয়ে
দেখ গো স্বরগ-মেয়ে,
এ দীনার, স্বার্থ সাধ, মরিছে লজ্জায়।
তব উন্মাদিকা বাণী,
হৃদয়ে দিয়াছে আনি,
মলিন বিষাদভরা নীরব ধিক্কার।
ক্ষুদ্র নারীশক্তি নিয়ে

* ভারতমহিলা সমিতিতে শ্রীমতী হেমন্তকুমারীর জাতীয়তা সম্বন্ধে তেজস্বী ও সুশ্রাব্য, বক্তৃতা শুনিয়া লিখিত। লেখিকা।

এই মহা গান গে'য়ে
ভারত-শ্মশানে আজি, বীণাপাণি সম
বাসন্তি পরশ ভরে,
জাগাইতে চাহ ধীরে,
জাগাবে কি, নিদ্রামগ্ন ম্লান হিয়া মম?
সুদূর সে অতীতের
সুখস্মৃতি হ'তে
এনে দিবে, সুবাবতা, এই ভগ্ন চিতে?
ভারতের রমণীর
উন্মাদিকা গানে
বাজিয়া উঠুক ধ্বনি প্রতি প্রাণে প্রাণে,
জগতের প্রতি অণু
জেগে উঠে যথা
বসন্ত পরশভরে।
গভীর নিদ্রার পাশে
জাগরণ ভেসে আসে,
পুলক রোমাঞ্চ উঠে, ধরা কাঁপে থর থরে।

সরলা দত্ত।

যামিনী।

যামিনী আসিছে দেখে, কালো বসন পরে,
সসম্ভ্রমে সন্ধ্যারাণী দূরে গেল সরে।
ছুটে এল শিশুদল খেলা ভেঙ্গে দিয়ে,
শ্রান্তি দূর কর্ত্তে আহা মার কাছে গিয়ে।
ঘুমাল শিশুর দল—হইল নীরব,
লভিতে বিশ্রাম ব্যস্ত বিহঙ্গ মানব।
চারি দিকে নাহি আর সাড়া শব্দ কার,
মাঝে মাঝে শুনি শুধু ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দুই এক শিবা,
চড়ায়ে সপ্তম সুর ডাকে তুলি গ্রীবা।
শ্রুতিকটু রবে ডাকে পেচকের বাণী,
আনন্দে তুলিয়া তার চন্দ্রাননখানি।
কয়েকটী লোক ছাড়া ঘুমাইল সব,
জগতে ঘটিল যেন কাণ্ড অভিনব।
বিনিদ্র হইয়া বিশ্বে র'ল যে ক'জন,
তার মাঝে দুই কাজে দুই দল রন।
পরস্ব হরণ তরে ঘোরে এক দল,
কুকাজ ভেবেছে যারা জীবন-সম্বল।
বাকি এক দল যাঁরা রহেন জাগিয়া,
নির্জ্জনে মহৎ কাজ সাধন লাগিয়া।
দিবসের কলরবে মিটে নাই আশ,
পূরিবে সে ক্ষতি এবে এই অভিলাষ।
তাই তাঁরা নিরজনে বসিয়া এখন,
চাঞ্চল্য-রহিত হয়ে করেন সাধন।
বদ্ধজীব পাশে যাহা রাত্রি গণ্য হয়,
মুক্তাত্মার কাছে তাহা দিবা আলোময়।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

আজিরে কোথায়?

যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ, জানে কি জগতে কভু?
ছাই হয়ে গেছে সব, আগুন গেল না তবু।
কে বোঝে কেমনে যায় দিবস রজনী মোর,
নিবেছে সকল আলো, হৃদয় আঁধার ঘোর।
যেই মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হৃদি মাঝে,
অচিরে শুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তা' যে।
জীবনে সে নবযুগ, কেমনে কহিব আর,
আজি তা কোথায় গেল, স্বরগে অভাব যার?

এ শ্মশান একদিন নন্দন কানন ছিল,
তেমন শোভার রাশি, কেবা ভেঙ্গে চুরে দিল?
মন্দার মধুর বাসে সতত জুড়াত হিয়া,
সে সুরভি—কি কহিব, প্রাণ পরশিত গিয়া!
(নন্দন মন্দার স্বর্গ, উপমা হলো না ছাই,
অনুপম অতুলন ত্রিদিবে তেমন নাই।)
সে সুধা কোথায় আজি, যাতে হিয়া ডুবে ছিল,
বিনিময়ে বুকযুড়ে কেবা বিষ ঢেলে দিল?
সে স্বপন সে মদিরা আর ত এলনা ফিরে,
জীবনের মত মোর সে নেশা ছুটিল কিরে?
যে শুভ মুহূর্ত্তটুকু, কৈলাস গোলোক সাথে—,
বিনিময় মনে করি, অশনি পড়িত মাথে;
সে দিন কোথায় আজি? সে কথা বলিব কারে?
রাজরাণী—ভিখারিণী, বাকি ত থাকিল নারে।
পল অনুপল তার যদিরে এখনো পাই,
চাহিনা যক্ষের ধন, বৈকুণ্ঠে বাসনা নাই।
জগৎ আপনা ভুলি, যে ভাবে সতত ভোর,
সে ভাব পরশ মণি, আজিরে কোথায় মোর?
আছিনু যাহার ঘোরে, উন্মত্ত সাধকপ্রায়,
সে সাধনা, সে কামনা, বলিবে বুঝান দায়।
সেই মহাযোগ,—যাহা সতত সাধিত চিত,
যাহার মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত।
যেখানে সেখানে থাকি, নয়ন দেখিত যার,
সে ছিল সবেতে মিশে, সব যে মিশান তায়।
সে ভাব কি আসিবেরে জীবনে দ্বিতীয়বার,
সাগর-তরঙ্গবৎ, বিরাম ছিল না যার?
উদ্বেলিত ভাবরাশি, জগৎ সুধাতে ভরা,
তেমন নেশার ঘোর কি ক'রে ভাঙ্গিল হরা?
ভেবেছিনু এ জীবনে সে নেশা যাবে না কভু,
এমন মোহের ঘুম, কেন বা ভাঙ্গিলে প্রভু?
বুঝেছি—যা সুর-সেবা, তাকি গো অধমে রয়?
অমৃত অমর-ভোগ্য, নর জগতের নয়!
বেশীত চাহি না কিছু, সুধু ভাবটুকু সেই,
বারেক আনিয়ে দাও, আর কোন সাধ নেই।
তুমি ত সকলি পার দাসীর ধারণা এই,
সৃজন পালন-লয় সকলে যে তুমি সেই।

শ্রীহরিমতি দেবী।

আবাহন।

এস তৃণ আস্তরণে বসিয়া দুজন,
প্রকৃতির রত্নরাশি করিব লুণ্ঠন।
অদূরে গাহিবে গীতি শ্যামা পাপিয়ায়,
সেই স্বর শুনি সখে, মোরা দুজনায়
দুজনে বিভল প্রাণে চাহিব দুজনে,
অমৃত উচ্ছ্বাস কত বয়ে যাবে মনে।
আবার প্রাণেশ, মোরা শ্যামল সন্ধ্যায়,
বসিব তটিনী-তটে মুগধ হিয়ায়,—
স্বচ্ছ বক্ষে হেরি তার তারকানিকর,
লুটিব বিভলে তব হৃদয় উপর;
আদর সোহাগে তুমি করিবে তোষণ,—
তটিনীরে সিন্ধু যথা করে আলিঙ্গন।
আনন্দে উন্মত্ত তাহে হবে প্রাণ মোর,
জ্যোছনা মদীতে আমি হ'য়ে প্রেমে ভোর,
লিখিব সে প্রেম-গাথা অমর অক্ষরে,
এই সাধ সদা মোর জাগে এ অন্তরে।
দয়া করি কর মোর এ সাধ পূরণ,
জাগুক হে নব তানে এ মৃত জীবন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

Bamabodhini Patrika.

The Convocation of the Calcutta University came off on Saturday the 3rd of March. Lord Minto as Chancellor presided and Sir Alexander Pedler, Vice-Chancellor gave an address. Among the recipients of degrees a lady was loudly cheered when the B. A. diploma was handed to her.

Sir Charles Dilke's Women's Franchise Bill provides that every man and woman shall be qualified to vote and no person can be disqualified by sex or marriage from membership of either House of Parliament.

A sister of ours from Benares sends us a graphic description of the reception of their Royal Highnesses—the Prince and Princess of Wales in that city, which is published as an article in the body of the paper. Every thing in this connection was well-regulated and gave satisfaction to the august visitors as well as to the public.

The royal reception at Madras was also a great success. Lady Amphill took great care in arranging about the interview of the Princess of Wales with the Purda party. A good many Ranis and respectable ladies of the Madras Presidency came from distant outside places and were highly gratified by the condescending and graceful manners of the future Empress of India, who greeted each one of them and took particular interest in their children. She remarked that though there was not much time to devote to each town, yet the visit was full of interest to their Royal Highnesses.

OUR WOMEN.

Women in India hold a very low place in society and are deemed inferior to men almost in all respects. They are dependent on their male guardians—father, husband, or son, and are often entirely at their mercy. The following picture given of them by their greatest friend and benefactor—the illustrious Raja Ram Mohon Ray, when he fought hard to get the practice of burning widows abolished, still to a great extent holds good as regards the great majority of our females.

"If in the preparation or serving up of the victuals they commit the smallest fault, what insult do they not receive from their husband, their mother-in-law, and the younger brothers of their husband ? After all the male part of the family have satisfied themselves, the women content themselves with what may be left whether sufficient in quantity or not. Where Brahamans or Kayustus are not wealthy, their women are obliged to

attend to their cows and to prepare the cow-dung for firing. In the afternoon they fetch water from the river or tank, and at night perform the office of menial servants in making the beds. In case of any fault or omission in the performance of those labours they receive injurious treatment. Should the husband acquire wealth, he indulges in criminal amours to her perfect knowledge and almost under her eyes, and does not see her perhaps once a month. As long as the husband is poor, she suffers every kind of trouble, and when he becomes rich, she is altogether heart-broken. All this pain and affliction their virtue alone enables them to bear. Where a husband takes two or three wives to live with him, they are subject to mental miseries and constant quarrels. Even this distressed situation they virtuously endure Sometimes it happens that the husband for preference for one of his wives behaves cruelly to another. Amongst the lower classes and even better classes who have not associated with good company, the wife on the slightest fault or even on bare suspicion of her misconduct is chastised as a thief. A respect to virtue and their reputation generally makes them forgive even this treatment. If unable to bear such cruel uasge, a wife leaves her husband's house to live separately from him, then the influence of the husband with the magisterial authority is generally sufficient to place her again in his hands ; when, in revenge for her quitting him, he seizes every pretext to torment her in various ways and sometimes even puts her privately to death. These are facts occurring every day, and not to be denied"

Woman in ancient India was called *Mahila* or a being to be worshipped and at the time of marriage she was united with her husband as *Sahadharmini* in the strictest sense of the word *i. e.* a life-companion for the practice of religion. She was then greeted as *Samragni* (সাম্রাজ্ঞী) or empress over her husband's father, mother, brothers and sisters as well as over the domestic servants and animals of his house. She had not only the right to inherit property called *stridhan* and acquire knowledge both theoretical and practical, but she also took part in composing the *vedas*, from a study of which she has subsequently been debarred. The ancient lawgiver *Manu* compared "stree" (wife) to "sree" (goddess of fortune) and the Mahanirban Tantra boldly asserted

"যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

The gods delight to dwell where women are adored and all rights and ceremonies are of no avail where women are not adored.

It is the light of education which can dispel all darkness and help the fair sex of this land to attain the high position in society they once occupied. This light has dawned, but it has as yet benefited only a microscopic portion of Indian women We are glad to find that the opposition to female education which was very common, even a quarter of a century ago, has vanished away and parents and husbands are now anxious to give at least some education to their daughters and wives. We are glad also that our girls are fairly competing with boys in passing the various University examinations and learning some professions. The benign government is also

helping the cause of female education with increased pecuniary aid and encouragement. The educated women themselves are on many occasions taking the lead in the improvement and enlightenment of their less fortunate sisters. We hope and pray that God may bless these several endeavours for the regeneration of His daughters in India and crown them with every success.

TRIBUTES PAID TO WOMEN

1. Woman is the masterpiece—*Confucius*

2 Women teach us repose, civility and dignity. —*Voltaire*.

3. Shakespeare has no heroes, he has only heroines —*Ruskin*.

4. All that I am, my mother made me—*John Quincy Adams*

5. If woman lost Eden, such as she alone can restore it —*Whittier*.

6. Woman is last at the cross and earliest at the grave— *E. S. Barrett*

7. A handsome woman is a Jewel: a good woman is a treasure —*Saadi*.

8 There is a woman at the beginning of all great things.—*Damartine*

9 The sweetest thing in life is the unclouded welcome of a wife—*N. P. Willis*.

10. Women are a new race, recreated since the world received Christianity. —*Beecher*.

11. Woman is the most perfect when the most womanly —*Gladstone*.

12 Heaven has nothing more tender than a woman's heart when it is the abode of pity.—*Luther*.

SAYINGS FROM RUSKIN.

To paint water is like trying to paint a soul.

No royal road to anywhere worth going to.

When you have got too much to do, don't do it.

If you can paint a leaf, you can paint the world.

Any body who makes religion a second object, makes religion no object

To live is nothing unless to live to know Him by whom we live.

The most beautiful things in the world are the most useless—peacocks and lilies, for instance.

In Persia if a vase or China ornament is broken, instead of commiseration to the owner, he is heartily congratulated, as it is supposed that an accident was bound to happen, and it is a matter for congratulation that it was not a limb that was broken or a life lost.

A rule for conversation—As a general rule it is wise to drop from conversation and, as far as possible, from memory, all that is unpleasant or sad, or wrong, unless there be some positive and urgent reason for recalling it. Such things perish far more quickly by neglect than exposure; while every thing which is good, and just, and beautiful, is quickened and strengthened by being brought to the light and emphasised.

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা দুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৫০ আনা করিয়া ১॥০, আজকাল এই সিরাপদ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহাত্ম তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্ব্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্য্যন্ত সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্ব্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৫০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি ঘৃত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেব্য ও সুস্বাদু। আহারান্তে দুগ্ধসহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমত স্থলে প্রাতে শিলাযত্বাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সন্তান বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্রীখণ্ড তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৫০। শিলাযত্বাদি সিরাপ মূল্য ১৲। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

পঞ্চতিক্ত বটিকা।

(সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।)

ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ন্যায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা ন্যূন নহে।

১ কৌটা—২ রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶৹ তিন আনা। উক্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কৌটার মূল্য ১০৲ টাকা।

সচিত্র

ডাক্তারি-শিক্ষা।

তৃতীয় সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্য যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কম্পাউণ্ডারি-শিক্ষা, দ্রব্য-গুণ, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অস্ত্র-চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল ভাল প্রিস্‌ক্রিপশন্ প্রায় দুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—দুই হাজার পৃষ্ঠার উপর। দুই খণ্ডে বিভক্ত;—মূল্য ৪৲ চারি টাকা; বাঁধান পুস্তক ৫৲ পাঁচ টাকা; ডাক-মাশুলাদি ৸৹ বার আনা মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;
১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C. 134.

No. 512. April, 1906.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১২ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩১২। এপ্রেল, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক ১নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০, অগ্রিম যাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩, টাকা মাত্র।

পঞ্চতিক্ত বটিকা।

(সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।)

ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ন্যায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা ন্যূন নহে।

১ কৌটা—২ রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৴৹ তিন আনা। উক্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কৌটার মূল্য ১০৲ টাকা।

সচিত্র

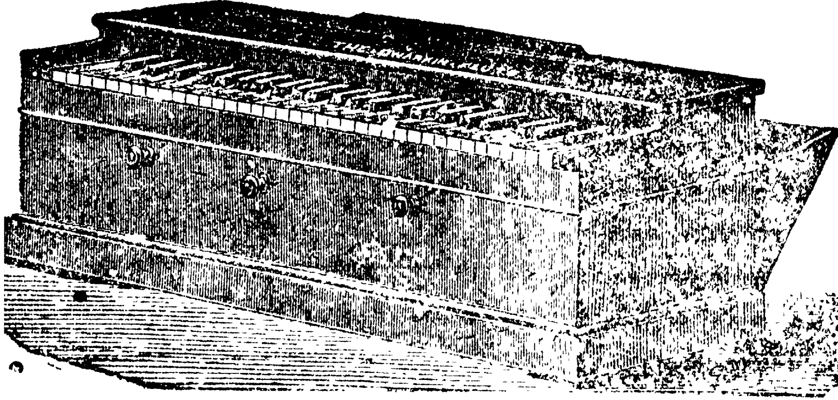
ডাক্তারি-শিক্ষা।

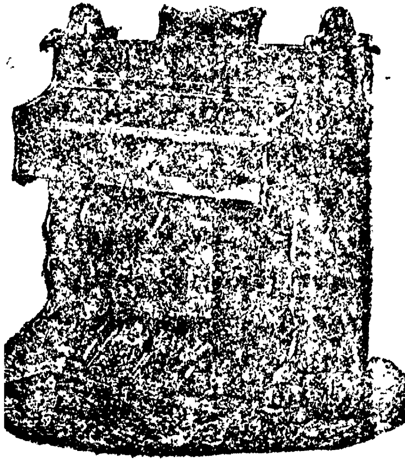
তৃতীয় সংস্করণ।

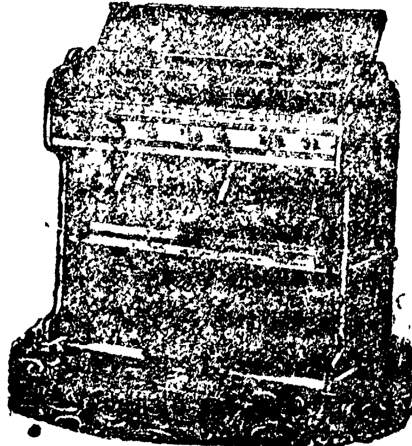
(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্য যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কম্পাউণ্ডারি-শিক্ষা, দ্রব্য-গুণ, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অস্ত্র-চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল ভাল প্রিস্‌ক্রিপশন্ প্রায় দুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—দুই হাজার পৃষ্ঠার উপর। দুই খণ্ডে বিভক্ত;—মূল্য ৪৲ চারি টাকা; বাঁধান পুস্তক ৫৲ পাঁচ টাকা; ডাক-মাশুলাদি ৸৹ বার আনা মাত্র।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,
১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।







কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য।

ভদ্র স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা, রূপা ও জহরতাদির দোকান।



অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও রুচি মত আপনাদের সাধের বস্তু অলঙ্কারাদি স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। ৬ই কার্ত্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকে। যাহাতে বঙ্গকুলবধূগণের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার কোন ত্রুটি না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উক্ত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধ্যমত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে।

বঙ্গ-ললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 512 — April, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ।	চৈত্র, ১৩১২। এপ্রেল, ১৯০৬।	৮ম কল্প।
৫১২ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের স্বদেশযাত্রা—বেলুচিস্থানের কোয়েটা হইতে করাচি বন্দর দিয়া এপ্রেলের প্রথমেই যুবরাজ সস্ত্রীক বিলাতযাত্রা করিবেন, মিসরে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া গ্রীসে পিতৃদেবের সহিত মিলিত হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড নূতন পার্লেমেণ্টে বক্তৃতার সময় পুত্রের ভারতভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। পিতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া ভারতের কল্যাণার্থ কি অনুষ্ঠান করেন, আমরা দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—"National Council of Education" জাতীয় শিক্ষা-সমিতি নামে একটী কমিটী গত ১২ই মার্চ্চ ল্যাণ্ডহোল্ডার্স আসোসিয়েসন সভাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফণ্ড ৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং ইহা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হইবে।

এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে শিল্প, সাধারণ ও ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমর্থিত না হইলে ইহার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও উন্নতি কতদূর সম্ভব? কেবল শিল্প ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়াও করা যাইতে পারে।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—২৯এ মার্চ্চ লর্ড মিণ্টো গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি পরিদর্শনপূর্ব্বক এপ্রেলে সিমলা পৌঁছিবেন। লেডী মিণ্টো দেরাডুন হইতে লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিবেন।

বরিশালের গৌরব—বিলাতী মদ বিক্রয় বরিশাল জেলা হইতে একেবারে

উঠিয়া যাইতেছে। বরিশাল সহরে বঙ্গ প্রদেশীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত রসুল সভাপতি হইবেন।

স্ত্রী-শিক্ষায় দান—বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ১০০০৲ দান করিয়াছেন।

ওবার্টুন হল—এখানে দুইজন জাপানী আসিয়া স্বদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ৩১এ মার্চ্চ ভারতীয় স্বদেশজাত দ্রব্য সকলের এখানে প্রদর্শন হইবে। আলেন সাহেব সভাপতিত্ব করিবেন।

এই হল খ্রীষ্টীয় যুবক-সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্বদেশ-হিতকর অসাম্প্রদায়িক অনেক শুভানুষ্ঠান এখানে হইয়া থাকে।

কলিকাতার উন্নতি সাধন—১৯০৭ সালের এপ্রেলের পূর্ব্বে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

লর্ড কর্জন বঙ্গচ্ছেদ করিয়া কলিকাতার উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছেন। এখন দেশী টাকস আদায় করিয়া ইংরাজ মহলের সাজসজ্জা বাড়াইলে কি প্রকৃত উন্নতি হইবে?

কর্জন স্মৃতিফণ্ড—এই ফণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ৯৬ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অপ্রিয় শাসনকর্ত্তার স্মৃতিরক্ষার্থ ভারত হইতে প্রায় লক্ষ টাকা উঠিল। আর ভারতের পরম প্রিয় হিতকারী লর্ড রিপণের জন্য কিছুই হইল না! ইহা অপেক্ষা এ দেশের লোকের অপদার্থতার পরিচয় আর কি হইতে পারে?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর—বর্ত্তমান এপ্রেলে সার আলেকজাণ্ডার পেডলার অবসর লইতেছেন, তাঁহার স্থানে সিবিলিয়ান আরল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগ পরিচালন জন্য শিক্ষাবিভাগের কোনও উপযুক্ত লোক নিয়োগ না করা সর্ব্বসাধারণের মতবিরুদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কোনও অভিপ্রায় আছে।

দুর্ঘটনা—(১) ফরাসী করিয়ার্স কয়লা খনিতে আগুন লাগিয়াছে, অন্যূন ১২০০ লোক মরিয়াছে। ইহাদের আত্মীয় বন্ধু ২৫,০০০ লোক খনির ধারে আসিয়া হাহাকার করিয়াছে।

(২) উত্তর সাগরে ঝড়ে কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ ডুবী হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) হাওয়াই দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাতে ৩টী গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৪) সিমলার সন্নিহিত স্থানে ভূমিকম্পে কয়েকজন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

(৫) ফর্ম্মোসা দ্বীপে ভূমিকম্পে হাজার হাজার অট্টালিকা পতিত ও অনেক প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-যোদ্ধা—ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা সম্প্রতি মার্কিনদিগের সহিত যুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া ঢালরূপে ব্যবহার করে। অনেক স্ত্রীলোক সম্মুখ-যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। স্ত্রী-হত্যা জন্য মার্কিনদিগের কলঙ্ক হইয়াছে।

জাপানের প্রতি সহানুভূতি—কানাডাবাসিগণ জাপানের দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ ২½ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ময়দা পাঠাইতেছেন।

ইংলণ্ডের ষ্টক এক্‌সচেঞ্জ ১১॥ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

রুষজাপ যুদ্ধে জাপানের গৌরব উজ্জ্বল এবং রুষের দর্প চূর্ণ হইলেও উভয় রাজ্যের উপর দুর্ভিক্ষের অভিসম্পাত পড়িয়াছে এবং ভিন্ন রাজ্য সকলকে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জাতীয় বিবাদ সকল প্রথমোদামেই মিটাইলে সাধারণের এ কষ্ট ভোগ হয় না।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, এম এ, ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম্ম ও স্বদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়া মাসেক শেষে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে ভারতের হিতব্রত-সাধনের আরও উপযুক্ত করুন্।

থেরী-চরিত।

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের উপদেশে যে সকল রমণী মুক্তি লাভ করিয়া থেরী (জ্ঞান-স্থবিরা) নাম পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনায় অশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। বুদ্ধদেবের কৃপায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের অসংখ্য রমণী ধর্ম্মপ্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজি সে কথার স্মৃতিতেও সুখ আছে। প্রবাসী পত্রিকায় এই পুণ্যময়ী রমণীদিগের গাথাপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ থেরীগাথার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত করিতেছি। ভারতমহিলাদিগের নিকট কয়েকজন থেরীর জীবনচরিত আলোচনা করিব।

১। শ্রীমতী খেমা (সংস্কৃতে ক্ষেমা হইবে), মগধরাজ্যের সাগল নগরের মদ্র-রাজের দুহিতা। মগধপতি প্রসিদ্ধ রাজা বিম্বিসার অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন, খেমা সেই পত্নীবর্গের একজন। বিবাহিতা হইবার পর খেমা একদিন দাসদাসী লইয়া বেণুবনবিহারে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে যান। বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, খেমার বিলক্ষণ রূপযৌবনের অভিমান। তখন তিনি যে পরম উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে খেমা রূপ-যৌবনের অসারতা বুঝিয়া মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার একটি উক্তি ধম্মপদের তন্হা-বগ্গের মধ্যে নিবিষ্ট আছে :—

যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো ব জালং
এতং পি ছেত্বান পরিব্বজন্তি
অনপেক্খিনো কামসুখং পহায়।
(৩৪৭ শ্লোক)

ঊর্ণনাভ নিজকৃত আনায় মাঝারে
বদ্ধ হয়ে অবিরত বিচরণ করে ;
সেইরূপ সংসারেতে সমাসক্ত জন
আত্মকৃত মোহ-জালে বদ্ধ অনুক্ষণ।

পণ্ডিতেরা এই জাল করিয়া ছেদন,
করেন তেজিয়া দুঃখ বৈরাগ্য গ্রহণ।
(সতীশচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ)

খেমা তাহার পর ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিয়া থেরী নাম প্রাপ্ত হয়েন এবং ভিক্ষুণীমণ্ডলীতে অগ্‌গ সাবিকা (অগ্রশ্রাবিকা) বলিয়া সম্মানিতা হয়েন। রাজার রাণী স্বাধীন ভাবে আসিয়া ভিক্ষুণী হইতেছেন, এ কি আমাদের ভারতবর্ষের কথা?

খেমা একবার মারের প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। সে যেন বলিতেছিল :—

দহরা তুবম্ রূপবতী অহংপি দহরো যুবা।
পঞ্চঙ্গিকেন তুর্যোন এহি খেমেরমামসে।

দহরা শব্দের অর্থ তরুণী; শ্লোকের অন্য অর্থ সহজ। খেমা তাহার পর যে যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ-সহ দিলে ভাল হইত; কিন্তু অত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা চলে না। ইচ্ছা আছে সমগ্র থেরীগাথার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব।

কোশলপতি প্রসেনজিতের দুহিতা খেমাও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অর্হতী খেমা নামে প্রসিদ্ধা।

২। শ্রীমতী উপ্পল বণ্ণা (উৎপলবর্ণা)। উপ্পলবণ্ণা না কি উৎপলবর্ণাই ছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যখন যুবতী হইলেন, তখন তাঁহার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক জন রাজপুত্রও এই রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠী দেখিলেন বড় গোল; তিনি ব্যবসায়জীবী লোক; কোন এক রাজাকে কন্যা দান করিয়া অন্য রাজার বিরাগভাজন হওয়া কিছু নয়। তখন তিনি কুমারীকে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া ভিক্ষুণী করিয়া দিলেন। ইনি খুব সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া একজন অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন।

৩। ধম্মদীন্না—এই রমণী রাজগৃহের বিশাখ নামক শ্রেষ্ঠীর দুহিতা। বিশাখ যখন নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, ধম্মদীন্না তখন বুদ্ধদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি খুব সুশিক্ষিতা অথচ অবিবাহিতা ছিলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই যুবতীর ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল নিগূঢ় কথা হইয়াছিল, তাহা এখন মজ্‌ঝিমনিকা গ্রন্থে চুল্লবেদল্ল সুত্ত (৪৪ সুত্ত)। যুবতী রমণীর এমন গভীর জ্ঞানের যথার্থ ইতিহাস পাঠে কি আনন্দই হয়! সেই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা থাকুক, এ কালের সভ্য দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। এই ছিল প্রাচীন ভারত!

বুদ্ধদেব ইঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ধর্ম্মতৃষ্ণা দেখিয়া ইঁহাকে ধর্ম্মকথিকাদিগের প্রধানা করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। ভদ্দা (ভদ্রা)—ভদ্রাও রাজগৃহের এক বণিগ্‌-দুহিতা। সৎথুক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারের প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে। যখন সৎথুকের মৃত্যু হইল, তখন ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন; সেই জন্য ইঁহার নাম হয়

কুণ্ডলকেশা। ভদ্দা পুরাণনিগন্থা বলিয়াও ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। স্বয়ং ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্তের সহিত ইঁহার ধর্ম্মবিচার হইয়াছিল; এ বড় সহজ কথা নহে।

৫। সুমেধা—ইনি মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্চের দুহিতা। বারণবতী নগরের অনিকরত্ত রাজার সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সুমেধা বুদ্ধদেবের নবপ্রচারিত ধর্ম্ম কথা শুনিয়া ভিক্ষুণী হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অনিকরত্ত স্বয়ং সুমেধাকে এই পবিত্র ব্রত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং সুমেধা থেরী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

৬। সুপ্রসিদ্ধা অম্বপালী পতিতা রমণী ছিলেন, তাঁহার বিবরণ বুদ্ধদেবচরিতে অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। অড্ঢকাশী এবং বিমলা নামে আরো দুই জন থেরীর জীবনচরিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারাও পতিতা রমণী ছিলেন; এবং যৌবনেই পাপমুক্তা হইয়া থেরী হইয়াছিলেন। বুদ্ধশিষ্য মোগ্‌গলানকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বেশালীনগরীর এক পতিতা রমণীর কন্যা বিমলা নিযুক্তা হইয়াছিল। বিমলা ভিক্ষুর মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া পাপ জীবন পরিহার করিয়া থেরী হইয়া গেল।

যে দিন রমণীর স্বাধীনতা ছিল, রমণীরা সুশিক্ষিতা হইতেন, ধর্ম্ম প্রচারিকা হইতেন; যেদিন রাজরাণী হইতে পতিতা রমণী পর্য্যন্ত মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিত, ভারতের সেই শুভ দিন আবার কি ফিরিয়া আসিবে? *

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

* পাঠিকাদিগের ভাল লাগিলে অন্য থেরীদিগের কথাও লিখিব।—লেখক।

আমার পরীক্ষা।

(গল্প)

সে আজ কত বৎসরের কথা, যৌবনের প্রথম অঙ্কেই আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এতদিন পরে এখনও সে কথা ভাবিতে আমার প্রাণ আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠে। তাই আজ আমার পাঠিকা ভগিনীগণকে সে সুখ সৌভাগ্যের কথা জানাইতে সাধ হইল। ভরসা করি আমার এ ক্ষুদ্র কাহিনী তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের জন্যও প্রীতি দান করিতে পারিবে।

আমি একটী পল্লীগ্রামবাসী মধ্যবিত্তের কন্যা। পল্লীগ্রামে থাকা নিবন্ধন আমি আধুনিক কালের মত সুশিক্ষিতা হইবার সুযোগ পাই নাই, আর আমি সুন্দরী শ্রেণীর মধ্যেও গণ্যা নহি। সুতরাং সকলেই বুঝিতেছেন, আমার রূপও নাই,

গুণও নাই! আমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া পিতা মাতা ভাবিয়া আকুল হইতেন। আজকাল মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা কেহ না জানেন এমন নয়, বিশেষতঃ কালো মেয়ের বিবাহ! বিলাতী সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের দেশে এখন অনেকেই কৃষ্ণবর্ণের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত যুবকমাত্রেই কালো মেয়ে বিবাহ করিতে একেবারে নারাজ। সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ নবাশিক্ষিত অনেকেই শিক্ষা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নিজজীবনে উপন্যাসের মত অভিনব সুখের কল্পনা করিতে থাকেন—কোন স্বর্গভ্রষ্টা সুরকন্যাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া সংসার-মরুতে নন্দনকাননের প্রতিষ্ঠা করিবেন মনে করিয়া, ভাবী সুখ-স্বপ্নে কত প্রীতির ছবিই অঙ্কিত করিয়া রাখেন! কিন্তু বাস্তব জীবনে, কয়জনের ভাগ্যে সে সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়? জীবন-সংগ্রামের কঠোর কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য হইয়া আশাভঙ্গে, তাই কেহ কেহ আবার একেবারে নিরুৎসাহ ও উদাসীন হইয়া পড়েন। আর যাঁহারা বলপ্রয়োগে পুত্রের অমনোনীতা কৃষ্ণবর্ণা পুত্রবধূ গৃহে আনেন, তাঁহাদের পুত্ররত্ন সংসারে বীত-শ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষী হন। আবার এমনও শুনা যায় যে, কেহ কেহ শুধু উক্ত কারণে আত্মঘাতী হইয়া জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করেন। হায়! সৌন্দর্য্যের মোহ!

আমার এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমার জীবনেই এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার বিবাহের পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে পিতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, মা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমার শরতের বর নাই, ও চিরকুমারী হইয়া থাকিবে।" শুনিয়া আমারও মনে বড় দুঃখ হইত, সত্যই কি আমি এত অপদার্থ যে কেহই আমায় গ্রহণ করিতে চায় না! হায় ভগবান্! কি পাপে আমায় শ্যামাঙ্গী করিয়াছ? নীরবে মনের দুঃখ মনেই রাখিতাম। একদিন শুনিলাম, বাবা মাকে বলিলেন, "শরতের জন্য একটী ছেলের ঠিক্ করিয়াছি, অতি সুপাত্র, যদি আমাদের অদৃষ্টে সুখ থাকে, তবেই সে ঘরে শরতের বিবাহ হইবে। পিতার ধন সম্পত্তি যথেষ্ট, একটি মাত্র পুত্র, আর পাত্রের পিতা অতি মহৎ ব্যক্তি, আমার বিস্তর কাকুতি মিনতিতে তিনি শরতের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আগামী বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বাবার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, আনন্দে মার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। মা বলিলেন, "ধন্য ঈশ্বর! আমি ভাবিয়া-ছিলাম, শরতের আর বিবাহ হইবে না।" অনেক দিনের পর পিতা মাতার মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া, আমিও সে দিন বড় সুখানুভব করিলাম।

তার পর একদিন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর প্রথম প্রহরে শুভলগ্নে আমার

বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে লজ্জা ও ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একটী দেবোপম কান্তিবিশিষ্ট প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। বলিতে লজ্জা নাই—প্রথম দর্শনেই যেন প্রাণ সে চরণে অবনত হইয়া পড়িল। বলিয়াছি কিছু বেশী বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল, আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। স্বামীর মুখ দেখিয়া আমি কম্পিতহৃদয়ে ভাবিলাম, এমন সুন্দর যিনি, তাঁহার কি এ কালো মুখ দেখিয়া পছন্দ হইবে? পরক্ষণেই বুঝিলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে, কারণ চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র স্বামীর প্রফুল্ল মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার ললাট মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, তাহা কেবল আমিই বুঝিলাম, আর কেহ নহে। তন্মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে কেমন ভীতির সঞ্চার হইল। বিবাহের গোলমাল, বাসরের আনন্দ সঙ্গীত, নিমন্ত্রিতাগণের হাস্য পরিহাস কিছুই আর আমার ভাল লাগিল না। বোধ হয় আমার স্বামীও তাহাতে বিরক্ত হইতেছিলেন।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল, সেই শুভ দৃষ্টির সময়ে আমার হৃদয়ে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমে সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। বিবাহের পর নবদম্পতীর কত প্রীতি সুখের কাহিনী —কত অনুরাগের কথা, সমবয়স্কাগণের মুখে গল্প শুনিতাম, শুনিয়া শুনিয়া আমারও বড় সাধ হইত, তেমনি করিয়া স্বামীর আদর পাইতে, স্বামীর প্রেম লাভ করিতে। কিন্তু আবার মনকে বুঝাইতাম, আমার দেবোপম স্বামী, আমি তাঁহার চরণের দাসী হইবারও যোগ্য নহি, আমার এ বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বৃথা প্রয়াস কেন? মন তাহা বুঝিত না। কতমতে স্বামীর চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সব বৃথা, বুঝিতাম কিছুতেই স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট নহেন। মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম যে তিনি আমার সকল কার্য্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কি গুণে জানি না শ্বশুরবাড়ীর সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী বিশেষ স্নেহ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, সেখানে আমার অন্য কোনও কষ্ট ছিল না। কিন্তু নারী-জন্মের সাধ—সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ যাহা —তাহাই আমার ভাগ্যে মিলিল না। স্বামী এ পর্য্যন্ত আমার সহিত একদিনও ভাল করিয়া কথা কহেন নাই, তাঁহার সহর্ষমুখ আমাকে দেখিলেই বিমর্ষ হইয়া যাইত। রাত্রে নীরবে তিনি শয্যার এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিতেন। লজ্জাবশতঃ প্রথম প্রথম আমিও নীরবে থাকিতাম, তিনিই আগে কথা কহিবেন, কিন্তু ক্রমশঃ সে নীরবতা আমার বড়ই অসহ্য বোধ হইত। তোমরা আমাকে যাহাই বল না কেন,—আমিই প্রথমে কথা কহিয়া তাঁহার মৌনভঙ্গ করিতাম, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা তিনি আমার

সঙ্গে কহিতেন না। কি তুর্বিষহ যন্ত্রণায়, কি দারুণ মনোদুঃখে যে আমার দিন যাইত, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। লোকে আমার দেবদুর্ল্লভ স্বামী ও সুখ সৌভাগ্যের কতই প্রশংসা করিত।

আমার স্বামী বিদ্বান্, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত; কিছু দিন পরে উচ্চ বেতনের কোনও সরকারি কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া কর্ম্মস্থান হুগলিতে চলিয়া গেলেন। আমাকে একটী মুখের মিষ্ট কথাও বলিয়া গেলেন না। হায়! আমার অপরাধ যে, আমি কালো, দৈহিক সৌন্দর্য্য আমার নাই, কিন্তু তা বলিয়া কি আমার হৃদয় নাই? আমার প্রেম নাই? এত উপেক্ষা, এত অবহেলা কেন? তোমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও যদি এরূপে আমাদিগকে পদদলিত কর, তবে আর আমাদের উপায় কি? কতবার ভাবিয়াছি তাঁহাকে একবার এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব তিনি কি উত্তর দেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেই আর কিছু বলিতে পারিতাম না, যেন কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত।

ছয়মাস তিনি কর্ম্মস্থানে থাকিয়া আমাকে একখানি পত্রও লিখিলেন না। কুৎসিতা বলিয়া কি এমনই করিয়া শাস্তি দিতে হয়? এই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? আমি তাঁহার চরণে ভ্রমেও কোন দিন অপরাধিনী হই নাই। তিনি আমায় ভাল না বাসুন, আমি সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভালবাসি, যতক্ষণ তিনি সম্মুখে থাকেন, ততক্ষণ যেন আত্মহারা হইয়া যাই; তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ প্রাণপণ করিতাম। শরণাগত হইলে পথের শত্রুকেও লোকে দুটা মিষ্ট কথা বলে, আর আমি কি এমনই ঘৃণিতা যে, মুখের একটা মিষ্ট কথাতেও তিনি আমায় সুখী করিলেন না। এ দুঃখ জানাইব কাহাকে? মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিতাম। ক্রমে আমার অসহ্য হইতে লাগিল। যদিও জানিতাম কালো আমি, কুৎসিতা আমি, এমন ভুবনমোহন স্বামী পাইয়াছি তাই যথেষ্ট, আবার তাঁহার প্রেমানুরাগের প্রত্যাশা কেন? কিন্তু মন ত তা বুঝে না, সংসারে এমন সতী রমণী কে আছেন, যিনি পতির প্রেম আকাঙ্ক্ষা না করেন? কালো হইয়াছি বলিয়া ত নারী-স্বভাব-সুলভ হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

৩

কত দিনের পরে পিতা মাতার অনেক উপরোধে ৺পূজার ছুটিতে স্বামী বাড়ী আসিলেন। মিষ্ট কথায়, সস্নেহ ব্যবহারে সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে সেই একই ভাব। অনেক দিনের পর দেখা,—কত আশায় দিন গণিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম, এবার তাঁহাকে কত কথা বলিব ও শুনিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সে নীরব উপেক্ষা আর আমার সহ্য হইল না।

তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "কেন তুমি আমাকে এত মনকষ্ট দাও? জানি আমি তোমার দাসীরও অযোগ্যা, কিন্তু তবুও যখন চরণে স্থান দিয়াছ, তখন এক দিনের জন্য তোমার একটি মিষ্ট কথা শুনিবার প্রত্যাশাও কি আমি করিতে পারি না?" মৃদু হাসিয়া স্বামী বলিলেন, "কেন তোমাকে আমি কি মনঃকষ্ট দিয়াছি শরৎ? তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই ত তাহা পাইতেছ? অর্থ বা অলঙ্কারাদির আবশ্যক থাকে বল, তাহাই দিব।" শুনিয়া আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া গেলাম। তাঁহার উপর কোন দিন অভিমান করি নাই, কারণ জানি তাহাতে আমারই ক্ষতি। কাজেই মনের দুঃখ লুকাইয়া বলিলাম, "ছাই অর্থ, টাকাতেই কি সুখ? কিসে সুখ, তাহা আমি তোমায় কি বুঝাইব; তুমি কি জান না?" স্বামী নীরব, আর কোনও উত্তর নাই। আবার আমি বলিলাম, "এবার আমি তোমার সঙ্গে যাইব, কখনও তোমার কাছে কিছু চাহি নাই, আজ আমার এ প্রার্থনাটি তোমাকে রাখিতেই হইবে।" বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে স্বামী বলিলেন, "কিন্তু তুমি গিয়া কি করিবে? সেখানে সুখী হইতে পারিবে না।" আগ্রহাতিশয্যে আমি বলিলাম, "কেন, তোমার নিকট থাকাতে আমার সুখ বই দুঃখের কারণ ত কিছুই নাই?" "না তা ভাবিও না শরৎ, তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে, সেখানে তোমার একটি সপত্নী আছে?" আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম. হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক-দংশনবৎ জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল, মুখে বলিলাম, "না আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।" "তবে চল, এবার তোমাকে দেখাইব, তুমি ত জান শরৎ! কালোর উপর আমার বরাবর ঘৃণা, তোমাকে বিবাহ করিয়া অবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সুখী হই নাই. আমার সুখসাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই ভাবিতেছিলাম, ধনোপার্জ্জনে সক্ষম হইলে একবার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অতৃপ্ত বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিব। এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়াছি, রূপের উপাসক আমি, তাই একটি সুরলোকের অপ্সরী মূর্ত্তি আনিয়া সেখানে আমার বিলাস-উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তুমি যদি তাহার অধীনে থাকিতে সম্মত হও চল, আমার আপত্তি নাই। আমি তোমায় অন্য সকল সুখেই সুখী করিতে পারিব, কিন্তু আমার নিকট হইতে তুমি কখনও প্রেমের আশা করিও না; আজ আমার মনোভাব তোমাকে স্পষ্ট জানাইলাম।" কি নিষ্ঠুর বাণী! কি কঠিন হৃদয়! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিতে ধিক্, যে শিক্ষা মনুষ্যহৃদয়কে এমন পাষাণে পরিণত করে, সে শিক্ষাকেও শত ধিক্। যে অপ্রিয় বাক্য শুনিতে হইবে বলিয়া আমি এতদিন স্বামীর নিকট ভালবাসার কথা উত্থাপন করিতে সাহস করি নাই. আজ তিনি আপনা হইতেই তাহা ব্যক্ত




করিলেন। আমি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত-ভাবে নীরবে বসিয়া শুনিলাম। হায়! এক্ষণে বুঝিলাম আমি কালো বলিয়া কেন আমার পিতা মাতা তেমন চিন্তিত হইতেন। পিতামাতার শিক্ষায় বরাবর আমি স্বামিচরণে বিনীত ভাবেই থাকিতাম, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতার মত পূজ্য ভাবিয়া তাঁহার নিকট আপনাকে অতি দীনহীনার ন্যায় বিবেচনা করিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার হৃদয়ে অসীম বল দিয়াছিলেন, তাই বিদীর্ণ-প্রায় আগ্নেয় গিরির উত্তপ্ত ধূম রাশির মত হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অতি কষ্টে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া আমি বলিলাম, "বেশ করিয়াছ, তুমি যাহাতে সুখে থাক, তাহাতেই আমার সুখ। আমি জানি তুমি আমার ভালবাস না, আর আমাতেও এমন কিছু গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি তোমার প্রণয় প্রার্থনা করিতে পারি। তবে নির্ব্বোধ আমি, তাই ভ্রমবশতঃ ভিখারিণীর রাজরাণী হইবার বাসনার মত তোমার প্রেম লাভের স্পর্দ্ধা করি, তজ্জন্য শরণাগতা ভাবিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার দাসী হইয়া থাকিব, তোমার যদি ইচ্ছা ও অনুগ্রহ হয়, আমাকে সঙ্গে লইও।"

স্বামী আর কথা কহিলেন না, আমি কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। উথলিত অশ্রুবেগ আর দমন করিতে না পারিয়া নীরবে ক্রন্দনের অজস্র ধারায় উপাধান সিক্ত করিলাম। মনস্তাপে সমস্ত রজনীতে একবার নিদ্রা হইল না, আর আমার স্বামী,—দিব্য সুখ-নিদ্রায় নিশা যাপন করিলেন, আমার প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। (ক্রমশঃ)।

ব্যর্থ বসন্ত।

(১)

আমার এ জীবনের বসন্ত প্রভাতে
দেখেছিনু সকলি নবীন;
তারাময়ী রজনীর ঘন অন্ধকার,
অরুণের আলোময় দিন।
করেছিল প্রাণে নব নব ভাবোদয়
অতীতের স্মৃতি পুরাতন,—
জগতের মুখচ্ছবি চির-পরিচিত
হেরি পুনঃ মধুর নূতন।

(২)

তার পর এক দিন নয়ন মেলিয়া
দেখিলাম আঁধার প্রভাত—
আকাশ আবৃত মেঘে, চমকে চপলা,
চারি দিকে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত!
মরম-উন্মাদী সেই বসন্ত-সখার
থেমে গেছে ব্যর্থ কুহুরব,
অশাসিত বাতাঘাতে পড়েছে ঝরিয়া
মুকুলিত আম্রশাখা সব।




(৩)

বসন্তের প্রতীক্ষায় আমি বসেছিনু,
জলশূন্য নদীর চড়ায়—
অবশ উদাস প্রাণ, ক্ষুদ্র তরণীর
হতভাগ্য মাঝিদের প্রায়!
জোয়ার আসিল যবে, ভাসিল তরণী,
স্রোতোমুখে ছুটিল বিমুখে;
ফিরিতে আপন ঠাঁই আসিল গোধূলি
বিঘ্ন-রাশি ঠেলিয়া সম্মুখে।

(৪)

তখন জোয়ার গেছে, নদী জলহীন,
তরণী সে ঠেকিল চড়ায়,
আঁধার নামিয়া এল ধরণীর পর
বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রায়।
আমিও হেথায় আজ গত বসন্তের
সমুজ্জ্বল শুভ্র স্মৃতিটুক
জাগায়ে হৃদয় আরো করেছি আঁধার,
বাড়ায়েছি জীবনের দুখ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ-চিত্র।

(গত সংখ্যার শেষ)

হেম। আপনি বিরক্ত হয়ে আমার পিতার উপর অবিচার করবেন না। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর স্নেহে অবিশ্বাস কচ্ছি না। বরং আমার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশেই তিনি চেষ্টা ক'রে এই বিবাহ দিচ্ছেন। আপনি কি জানেন না আমি এতদিন কুমারী রয়েচি বলে লোকেরা আমার কত কুৎসা করে! আমার বাবা যদি সমাজে না থাক্‌তেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই এ সব বরদাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে যখন সমাজে থাক্‌তে হবে, তখন সমাজকে ভয় না কল্লে চলবে কেন? আমার জন্যে সু-পাত্রের অন্বেষণ করতে ত কিছু কসুর করেন নাই। আমরা যার তার হাতে খাই, ঠাকুর দেবতা মানি না; এই জন্য কোন হিন্দু-ছেলেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। শুধু তারক বাবু দোজবরে, আর তাঁর টাকার জোর আছে বলেই আমাকে বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছেন; তিনি টাকা দিয়ে সমাজের লোককে বশ করতে পারবেন। এখন বলুন ত আমার বাবার দোষ কি?

অম্বিকা বাবু নিস্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন,—

"মা, যে সমাজে তোর মত মেয়ের আদর নেই, তুই কি সে সমাজে যাবি? যাস্‌নে মা। আমিই তোরে পিতার ন্যায় ভালবেসেছি, গুরু হয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছি,—আয়, তোরে আমি আমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজেই নিয়ে যাই; সেখানে তোর আদর হবে, সকলেই তোরে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

হেম। মামা, মনে মনে ত সেই উচ্চ

আশাই ছিল। ভেবেছিলাম আমি ব্রাহ্ম-সমাজেই যাব ; উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে ঈশ্বরের চরণাশ্রিতা দাসী হয়েই থাকব, দীন দুঃখীর সেবা করেই এ জীবনকে ধন্য করব। হায়! আমার সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল, আমি অদৃষ্ট-স্রোতেই ভেসে চল্লাম!

অম্বিকা। হায় মা, পূজা হলে, সেই পূজার ফুল যেমন অনাদরে অবজ্ঞায় স্রোতের জলে ভেসে যায়, তুই কি তেমনি সংসার-স্রোতে ভেসে যাবি! না মা, তা হবে না। আমি এখনি তোর পিতার পায়ে ধরে বলি—অমন দেবী-প্রতিমা কন্যাকে দুঃখনীরে বিসর্জ্জন করবেন না।

হেম। আপনার পায়ে পড়ি, বাবার কাছে আমার একটি কথাও বলতে পার্‌বেন না। বল্লে তাঁর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগ্‌বে বই আর কোন ফলই হবে না। আমার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ব'লেই যখন বিশ্বাস কচ্ছেন আমি তাঁর অবাধ্য হব না ; তখন এই জীবন যদি ছিন্ন শতদলের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়েও যায়, তবুও আমি আমার স্নেহময় পিতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চল্‌ব না। বাপ মা ভালবেসে, ভাল বুঝে যা কচ্চেন, তাতে দুঃখের স্রোতে ভাস্‌তে হয় ত ভেসেই যাই ; তবু বাপ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌ব না।

অম্বিকা। হায় বালিকা, দুঃখের স্রোতে ভেসেই কি তুই বাপ মাকে সুখী করতে পারবি ? তোর পিতা মনে ভাবচেন ছেলের রূপ দেখে আর টাকা দেখেই তুই ভুলে যাবি। তুই ত তা ভুলতে পারবি না ;—তোর আশার ফুল যেমন ঝর্‌তে থাকবে, তেমনি যে জীবন-লতা শুকায়ে যাবে, তোকে যে চির-দিনের জন্য হারাতে হবে!

হেম। আর উপায় কি? আমার মনের কথা ভেঙ্গে বল্লে বিবাহ যে ভেঙ্গে যাবে, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে বাবার মত মহৎ লোকের কি আর মান সম্ভ্রম কিছু থাক্‌বে? একেই ত সমাজের লোকেরা তাঁকে কত লাঞ্ছনা দিচ্চে, তার উপর যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তা হলে কি সমাজে তাঁর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে? হয় ত অপমানে, নির্য্যাতনে, ক্ষোভে, মনস্তাপে তাঁর বেঁচে থাকাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে! হায়, আমি কি তবে কন্যা হয়ে পিতার মৃত্যুর কারণ হব?

অম্বিকা বাবু নীরবে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সংসারে তাঁহার কেহই নাই। এই হেমলতাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। হৃদয়ের শোণিত পাত করিয়া ইহাকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন। আজ কি আর অম্বিকা বাবু স্থির থাকিতে পারেন? কিয়ৎকাল পরে অধীরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন ;—

"হা ভগবান্, মায়া-মোহ হ'তে মুক্ত থেকে তোমার কাজ করব বলে আমাকে তুমি সংসারে সংসারী সাজতে দিলে না, আর দেখ আমি ভ্রান্তিতে পড়ে, পরের মেয়েকেই নিজের মেয়ে মনে কচ্চি, তার জন্যেই বৃথা শক্তি ক্ষয় কচ্চি! বালিকা, তুই আমার কে? তোর উপর কিসের অধিকার? যা, যা, তুই তোর অদৃষ্ট-স্রোতে ভেসে যা; আমি আমার গন্তব্য পথে চলে যাই!"

অম্বিকা বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হেমলতা তাঁহার পা ধরিয়া কহিল—"মামা, আপনি আমার দেবতা। আপনি সহায় থাকলে অকূলেও কূল পাব; আমাকে ত্যাগ করে যাবেন না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একদিন হেমলতার ঘরে গিয়া হেমলতাকে কহিলেন,—

"হেম, তোমার মামার কি চিঠিপত্র পেলে?"

হে। না।

চন্দ্র। দেশে এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে, তিনি হয় ত কোথাও গিয়ে চাঁদা তুলে লোকের সাহায্য করবার চেষ্টা কচ্চেন।

হেম কিছুই বলিল না। তাহার পিতা কহিলেন;—"তোমার মামার জীবনের কথা ভেবে নিজকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মসমাজে দিয়ে শুধু লোকের উপকার করেই বেড়াচ্চেন, আর আমরা বাসনার দাস হয়ে স্বার্থের জন্য কেবল অর্থই উপার্জ্জন কচ্ছি! কত বার ভাবি, টাকা ত ঢের উপার্জ্জন করিলাম; এখন যাই, কিছু দিন নির্জ্জনে বসে ভগবানের নাম করি। কিন্তু কিছুতে সংকল্প রক্ষা করতে পারি না—আমি এমনি দুর্ব্বল! বলত মা, কি হলে এই দুর্ব্বলতার হস্ত হতে রক্ষা পেতে পারি?

হেম হাসিয়া কহিল—"বাবা, আমাকে কি তোমার কথার জবাব দিতে হবে?"

চন্দ্র। দিলে দোষ কি? আমি পিতা বটে, কিন্তু তোমার চরণতলে বসে ধর্ম্মের অনেক কথা শিক্ষা করতে পারি।

হেম। বাবা, তুমি কি বলচ?

চন্দ্র। মা, আমি যে তোমার অযোগ্য পিতা, তা তোমাকে জানাতে চাচ্চি।

হেম। তুমি ওরকম করে বল্লে, আমি এখান থেকে চলে যাব।

চন্দ্র। অন্যায় ত কিছুই বল্‌ছি না মা! আমি যে কত দুর্ব্বল, কত অপরাধী, আজ সেই কথাই তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি!

হেম। বাবা, তোমার কিসের অপরাধ? আমি কি তোমাকে জানিনে?

চন্দ্র। তুমি আমাকে কিছুই জান না, আমার অনেক অপরাধ; অভয় দেও ত আজ সব খুলে বলি।

হেম দুর্জ্জয় বলের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিল। তার পর কহিল—"বাবা, কি খুলে বলবে, আমার বিবাহের

কথা? তাত আমি জানি। সে কি তোমার অপরাধ? তা হলে ত অন্তরের প্রবল স্নেহও একটা অপরাধ। তুমি ভাবচ ছেলের তত ধর্ম্মজ্ঞান নেই বলে আমি তোমার অবাধ্য হব? তা কখনই নয়। তুমি আমার সুখের জন্য যা করবে, তাই-ই মাথা পেতে গ্রহণ করব,—তাতে আমার সুখই হোক আর দুঃখই হোক।

চন্দ্রনাথ বাবুর নয়ন অশ্রুতে আর্দ্র হইল। তিনি কহিলেন "মা, আমি একটি ধার্ম্মিক ছেলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিছুতেই যখন তা পেলেম না, তখন নিরুপায় হয়েই এই পাত্রকে ঠিক্ করেছি। কিন্তু আমি বল্‌চি, তুমি অসুখী হবে না, তোমার জীবন ব্যর্থ হইবার কোনও আশঙ্কা নেই। তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে সফল হবে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার পুণ্যপ্রভাবে তারককে মহৎ এবং ধর্ম্মানুরাগী করে তুলতে পারবে। তারকের প্রচুর অর্থ দ্বারা তোমার মনের মত পরোপকারও করতে পারবে।"

বুদ্ধিমতী হেম পিতাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার অবসরই দিল না। সে অন্য কথা তুলিয়া পিতার মমতাপূর্ণ চিত্তকে আর্দ্র করিয়া দিল। পিতার বিবেক যদিও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে লাগিল, তথাপি কন্যা যে এত দিন জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলে নাই, বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে নাই, ইহাতে সুখী হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে খুব জাঁক জমকের সহিত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে একটা গোলমাল হইল—তারক বাবুর জ্ঞাতি, গুরু ও পুরোহিতেরা বলিয়া বসিলেন, 'চন্দ্র বাবু প্রকাশ্য ভাবে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কিছুতেই তাঁহারা বিবাহে যোগ দান করিবেন না।' চন্দ্রনাথ বাবু সমাজের ভয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলিতেছেন, প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন; তথাপি অতটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু পাঁচ জনের পাকে চক্রে মাথা মুড়াইয়া গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহে আসিয়া মনের ক্ষোভে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন এবং কহিলেন—

"হা ভগবান্, যে সকল কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য ভাল করিয়া অনুতাপও করিলাম না; আর যৌবনের উদ্যমে যে সকল সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছি, আজ তাহারই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল? অধঃপতনের আর বাকী কি?

হেমলতা পিতার মুণ্ডিত মস্তক ও মলিন মুখ দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িল। তার পর যতই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার বাহিরের ধৈর্য্যের আবরণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বিবাহের পূর্ব্বদিন যখন করুণ সুরে সানাই বাজিয়া উঠিল,

মাতুলের একখানা চিঠি আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিল; তখন হেমের মা মমতায় পূর্ণ হইয়া কন্যার কাছে আসিয়া কহিলেন,

"মা, এত দিন ত তোকে এত রোগা দেখি নাই; এই চার পাঁচ দিনে এত রোগা হয়ে গেলি কেন? তোর মুখখানি যে একেবারে মলিন! এখনো সত্য করে বল্, তুই তোর মনের ব্যথা গোপন কচ্চিস কি না, এ বিয়েতে তোর অমত আছে কি না?"

হেমলতা আর থাকিতে পারিল না। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"মাগো, আজ একবার প্রাণ ভরিয়া আমাকে ভালবাসা দাও; আর যদি এই ঘরে ফিরিয়া না আসি, যদি অকালেই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে আজিকার এই মাতৃ-স্নেহের স্মৃতি লইয়াই যেন স্বর্গের জননীর কাছে চলিয়া যাইতে পারি।"

মায়ের আর মেয়ের মনের কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ চন্দ্র বাবুর নিকটে গিয়া কহিলেন,—"ওগো, আমার একটি মাত্র মেয়ে; আমি একে হারায়ে কি করে থাক্‌ব? আগে আমাকে বধ কর, তার পর মেয়ের বিয়ে দেও।" ইহা বলার পর কান্না। ব্যাপারটা কি, চন্দ্র বাবু হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তার পর পত্নীর মুখে সকল কথা শুনিয়া কন্যার কাছে আসিলেন। কন্যা শুধু চোখের জলে ভাসিতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। পিতার বিস্তর অনুরোধে নিজের ডায়েরীখানা পিতাকে দেখিতে দিল। পিতা ডায়েরি পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন,—

"হায় মা, আমি তোর হতভাগ্য পিতা, তুই এতদিন ধরিয়া বিবাহের জন্য সংগ্রাম করিয়া স্বহস্তে নিজের হৃদয়ের শিরা উপশিরা ছিন্ন করিয়াছিস্, আমি তার কোন খবরই রাখি না! মা, আমার সর্ব্বস্বধন, আমার কাছে তুই বড়, না সমাজ বড়? ওরে কে আছিস্? দে, দে, এখনি বাদ্য বাজনা বন্ধ করিয়া দে; আমার কন্যার বিবাহ বন্ধ হইল।"

চন্দ্রনাথ বাবু তখনই আপনার শয়নগৃহে গমন করিলেন এবং লোহার সিন্ধুকে যে পনর হাজার টাকার নোট ছিল, তাহা লইয়া তারক উকীলের কাছে উপনীত হইলেন। কহিলেন,—"আমার প্রায়শ্চিত্ত মিথ্যা ভাণ মাত্র; আমার ধর্ম্ম নাই, জাতি নাই; একমাত্র কন্যা ছিল, তাহাকেও স্বহস্তে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সেই হত্যা ব্যাপারের মধ্যে যে তোমাকে লিপ্ত করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলাম। অর্থ গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

তারক বাবু অর্থ গ্রহণ করিলেন কি না, কিম্বা অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন কি না, সে কথা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে

পারি না। কিন্তু সমাজের লোকে চন্দ্র বাবুর অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই। সেইজন্য লোকনিন্দায় মর্ম্মাহত ও সামাজিক উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবুকে যে স্ত্রী ও কন্যার মমতা-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইল এবং অসময়ে সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হইল, সে সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী।

প্রশান্ত মহাসাগরে অষ্ট্রেলিয়া নামে দ্বীপ আছে; তাহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ, আকৃতিতে ভারতবর্ষের দ্বিগুণ।

হলণ্ডবাসী ডচেরা এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করিয়া ইহার নাম নব-হলণ্ড দিয়াছিল, আজি কালি সে নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ হওয়াতে ইহা এখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। যাহাহউক এখনও এই দ্বীপে আদিম-নিবাসীরা বাস করিতেছে এবং এই প্রবন্ধে তাহাদিগেরই বিবরণ বর্ণিত হইল।

অনেকেই অনুমান করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসিগণ নিকটস্থ নিউ-গিনী দ্বীপ হইতে সমাগত। তাহাদের গায়ের রঙ তাম্রবর্ণ, চুল কাল ও প্রচুর পরিমাণ এবং কোঁকড়ান। নাসিকা গোল, ঠোঁট পুরু, কিন্তু নিগ্রোদিগের মত সূঁচলো নয়। ইহাদের অনেকের বাহু ও স্কন্ধ সবল, কিন্তু পদদ্বয় ক্ষীণ।

অষ্ট্রেলীয়দিগের বসন ভূষণ সাদাসিদে। অপোসম চামড়ায় আলখেল্লা জামা, কোমরে কয়েক গাছি চামড়ার দড়ী এবং মাথায় এমু পক্ষীর টুপী। নাকে এক-খণ্ড হাড় বিদ্ধ থাকা চাই। যুবতীরা শিষ্টাচারের অনুরোধে লোমনির্ম্মিত গা-জামা পরে। অনেক সময় লোকদিগকে ক্ষুধার পীড়া সহ্য করিতে হয়, এই জন্য দেশীয় কুকুরের চর্ম্মনির্ম্মিত এক প্রকার বেড় কোমরে বাঁধে, তাহাকে 'ক্ষুধার কোমরবন্ধ' বলে।

ইহারা লাল, হলদে, শাদা ও কাল নানা রঙ গায় মাখে। নৃত্যের সময়ে প্রায়ই শাদা রঙ মাখে; এই রঙ শোকেরও চিহ্ন। শাদা রঙ ডোরা ডোরা করিয়া এমন মাখে যে, রাত্রিকালে আলো ধরিয়া দেখিলে কঙ্কাল দেহ বা ভূত বলিয়া বোধ হয়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের নিকট ধাতু এককালে অজ্ঞাত ছিল, তাহাদের কুঠার ও বর্শার অগ্রভাগ শক্ত প্রস্তর-ফলকে নির্ম্মিত।

মুদ্গর, লাঠি শোঁটা ও বর্শা ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। ছোট শিকড় শুদ্ধ গাছ

উপড়াইয়া লইয়া লাঠি করে, শিকড়ের দিক্ ধরিবার গাইট হয়। লাঠির মুখ সূচলো ও ধারাল করা হয়। তাহা দ্বারা তাহারা তিন কার্য্য সাধন করে:—(১) শত্রুকে আঘাত করে; (২) বৃক্ষমূল খুলিয়া খায়; (৩) যে সকল জন্তু গর্ত্তে বাস করে, গর্ত্ত খুলিয়া তাহাদিগকে শিকার করে। লাঠিতে ধারাল পাথর দিয়া বর্ষা প্রস্তুত হয়। শিকারের বর্ষা সূক্ষ্মাগ্ররূপে ব্যবহৃত হয়। শক্ত কাঠে আর এক প্রকার বর্ষা তৈয়ার করে, তাহা কিছু বক্রাকৃতি, লম্বে প্রায় দুই ফুট, চৌড়ায় তিন বুরুল, কিন্তু তাহা পুরু আধ বুরুল মাত্র। ইহা খুব জোরে ছোড়া হয় এবং লক্ষ্য বিদ্ধ না করিলে নিক্ষেপকারীর পদতলে ফিরিয়া আইসে। বাতাসে ঘুরিতে ঘুরিতে যায়, শিকার ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। ঢাল বাওলা গাছের ছালে তৈয়ার হয়, ইহা লম্বে তিন ও চৌড়ায় আধ ফুট। ইহাদ্বারা অস্ত্রাঘাত নিবারিত হয়।

সূচ অস্থি দ্বারা প্রস্তুত হয়। জন্তুর শিরা সূতার কার্য্য করে। ঘাস ও গাছের আঁশ দিয়া ব্যাগ ও জাল সুকৌশলে প্রস্তুত হয়। জলপাত্র সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত, কখন কখন শঙ্খ শামুকাদির খোলাতেও প্রস্তুত হয়।

অষ্ট্রেলীয়েরা সমুদায় জন্তু এবং বিষাক্ত ভিন্ন সমুদায় উদ্ভিদ খায়। ইহাদের শিকারপ্রণালী চমৎকার। শিকারী হাতে এক খণ্ড মাংস লইয়া যেন ঘুমাইতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে; কোনও মাংসাশী পক্ষী খাইতে আসিলে শীঘ্র ঘুরিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বিষাক্ত সর্পও খাদ্য। শিকারের অন্যান ৫ প্রকার প্রণালী:—রাত্রিকালে ডোঙ্গায় চড়িয়া আলোক হস্তে চলিতে থাকে, তাহাতে মৎস্য আকৃষ্ট হয়। মৌমাছির অনুসরণে দৌড়িয়া মৌচাক হইতে মধু আহরণ করে। যে সকল পোকা গাছের ছাল খায়, বা মাটীতে চলিয়া বেড়ায় এবং যে সকল পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়, সকলই শিকারের বস্তু। উদ্ভিদের ফল, মূল ও বস প্রভৃতি সকলই খাদ্য।

অষ্ট্রেলীয়দের নিকট কুম্ভকারের ব্যবসায় অজ্ঞাত এবং তাহারা কোনও দ্রব্য সিদ্ধ করিয়াও খায় না। বড় জন্তু অথবা কতকগুলি ছোট ছোট জন্তু একত্রে রন্ধন করা হয়। রন্ধন প্রণালী এইরূপ:—মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতর উত্তপ্ত পাথর রাখা হয়; তদুপরি ঘাস বিছান হয়, ঘাসের উপর জন্তু রাখিয়া উপরে ঘাস চাপা দেওয়া হয়; পরে আরও কতকগুলি পাথর তাতাইয়া উপরে সাজাইয়া দেওয়া হয়। পরে সমুদয় মাটি দিয়া ঢাকা হয়, ভিতরে ভিতরে জন্তুটি সিদ্ধ হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে সামরিক নৃত্য হয়। কোন কোন নৃত্যে স্ত্রীলোকেরা যোগ দেয়। সর্প ভেক প্রভৃতি নানাপ্রকার

জন্তুর গতির অনুকরণে নানাপ্রকার নৃত্য হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ডোঙ্গা-নাচ প্রভৃতিও হয়। নাচের সময় নানাপ্রকার রঙে শরীর রঞ্জিত হয়, পাতা লতা প্রভৃতির ভূষণ এবং চামড়ার টুপিও ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রায় বাজনা বাজায়, কখন কখন গান করে। প্রত্যেক নর্ত্তকের হাতে দুই দুইটা কাটি থাকে। সর্দ্দার নর্ত্তক তাহার হাতের কাটি দুইটি বাজায়, আরও ২০।৩০টী সঙ্গী পরে কাটি বাজাইতে থাকে এবং একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে বাহু উত্তোলন করিয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে কখন কখন ব্যাঘ্রঝম্পন বা উচ্চ লম্ফ প্রদান করে। তাহাদের গানের সুর একবার এত উঁচু হয় যে কান ফাটিয়া যায়; আবার, এত মৃদু হয় যে শুনিতেই পাওয়া যায় না।

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় অষ্ট্রেলীয় জাতির মধ্যেও স্ত্রীলোকের অবস্থা অতি হীন। স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তি, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বিক্রয় বা বিনিময় করিতে পারে, বন্ধুদিগকে উপঢৌকন দিতে পারে অথবা আবশ্যক না হইলে গৃহ হইতে বিদায় করিতেও পারে। একটী বালিকা বাগ্‌দত্তা হইলে যদি বর মরিয়া যায়, বরের উত্তরাধিকারী তাহার ত্যাজ্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীরও অধিকারী হয়। কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীবিনিময় হয়। শাশুড়ীর পক্ষে জামাইকে দেখা বড় দোষ। ঘটনাক্রমে শাশুড়ী জামাইয়ের পথে আসিয়া পড়িলে জামাই মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

সন্তান হইলে পিতামাতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে। সে যদি মরিয়া না যায়, তাহাকে রক্ষা করে এবং ৩।৪ বৎসর মাতৃস্তনদুগ্ধে পোষণ করে। মাতা একপ্রকার চামড়ার ব্যাগ করিয়া সন্তানকে পৃষ্ঠে বহন করে। উত্তরাঞ্চলে শিশুরা দুই পা মাতার গলার দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া চুল মুটা করিয়া ধরে, মাতা তাহাকে বহিয়া লইয়া যায়।

কাঙ্গারুর বাচ্চাদের মত অষ্ট্রেলীয় শিশুরা অল্পবয়সে আপনারা আপনাদের আহারান্বেষণ করে। শিশুর হস্তে একটী ছড়ি দেওয়া হয়, সে বড় বড় ছেলের দৃষ্টান্তে মাটী খুঁড়িয়া মূল বা কীট বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। বর্শা-প্রক্ষেপ ও ঢাল ব্যবহার বালকদিগের শিক্ষা, বালিকারা সূত্র বয়ন বা ঝুড়ীবুনন শিখিয়া থাকে।

বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটী অস্থি-শলাকাদ্বারা তাহার নাসিকা বেধ হয়, তাহার গাত্রের নানাস্থান চিরিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সম্মুখের দুই একটী দন্ত উৎপাটিত হয়।

প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা বড়ই শোক করে। তাহারা যেখানে যায়, মৃত শরীর বহিয়া লইয়া যায়। যখন গন্ধ অসহ্য হয়; তখন শব পুতিয়া ফেলে বা একটী তরু-কোটরে রাখিয়া দেয় অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলে। কোনও মান্যমান লোক মরিলে তাহার হাত কাটিয়া পবিত্র বস্তু বলিয়া নিকট আত্মীয়েরা বহিয়া লইয়া বেড়ায়।

ইহাদের অনেক জাতি নর-কপাল পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে। যেখানে যায়, রজ্জুবদ্ধ করিয়া ইহা লইয়া যায়। মাতার মৃত্যু হইলে তাহার মাথার খুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহার করা কন্যার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত।

স্ত্রীলোকেরাই সমুদায় গৃহকার্য্য করে, তাহাদের হাত পা ক্ষীণ। পীড়িত হইলে পরিত্যক্ত হয়। স্বামী কোনও দিন শিকারে অকৃতকার্য্য হইলে স্ত্রীকে পিটিয়া গার ঝাল নিবারণ করে। স্ত্রীর মাথায় মুদ্গরাঘাত, হাত পা বর্শাদ্বারা বিদ্ধ করা এবং শরীরের ঠাঁই ঠাঁই কাটিয়া বা পিষিয়া গুঁড়া করিয়া দেওয়া পুরুষের স্বেচ্ছাধীন। স্ত্রীলোক মরিলে সমাধি হয় না, কিন্তু পুরুষের মৃত্যুতে স্ত্রীরা অবিশ্রান্ত বিলাপ করে এবং মধ্যে মধ্যে স্বামীদিগের কবর স্থান পরিদর্শন করা তাহাদের পক্ষে বিধি। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীরা অনেক সময় মস্তক মুণ্ডন করে ও শরীরে শ্বেত-মৃত্তিকা মাখে। স্বামীর মৃত্যুর ৬ মাস পরে তাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

অষ্ট্রেলীয়দিগের দৃঢ়বিশ্বাস, ডাইন মন্ত্র প্রভাবেই লোকের মৃত্যু হয়। তাহাদের মধ্যে গণক আছে, নিকটস্থ জাতির কোন্ ব্যক্তি ডাইন এবং মন্ত্রবলে মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দেয় এবং জাতীয় বীরেরা আত্মীয়-হত্যার প্রতিশোধ লয়। তাহাদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা জীবৎ-কালের প্রিয় স্থান কিছুকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে না। যোদ্ধার আত্মার তৃপ্তির জন্য নিকটস্থ জাতির রক্ত দিতে হয়, তা না হইলে প্রেত আত্মীয়দিগের সঙ্গ ছাড়ে না এবং তাহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

এই আদিম অসভ্য জাতিকে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বিদ্যালয় খুলিয়া খৃষ্টীয় মিসনরীগণ ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রচারও করিতেছেন। কিন্তু ইহারা এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে চায় না, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় ভাল বাসে, এজন্য ইহাদের উন্নতিসাধন করা সহজসাধ্য নহে।

বেদান্ত, খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

যে তিনটী ধর্ম্ম অথবা তাহাদের শাখা প্রশাখা দ্বারা এখন জগতের সকল সভ্য দেশের নরনারীর ধর্ম্মবিশ্বাস গঠিত হইতেছে, সে তিনটীই আসিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের মূলগত একতা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্ ধর্ম্ম বা বেদান্তধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই তিনেরই মূল ভাব এক। জীব কি প্রকারে মৃত্যুহস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে—অন্য কথায়, মুক্তির উপায় কি? উপনিষৎ বলেন "তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়,

মুক্তি লাভের অন্য পন্থা নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমর হয়েন।" বেদান্ত পুনঃপুনঃ, কহিতেছেন "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। কিন্তু আবার ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রূপ রস গন্ধাদি রহিত, নিত্য অনাদি অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ; সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন অথচ প্রকাশ পান না; কেবল সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁহাকে দেখিতে পান। অতএব জ্ঞানই উপনিষদের কথা—"তাঁহাকে জান, অমর হইবে।"

খ্রীষ্টধর্ম্ম কি বলিয়াছেন? ধর্ম্মের দুইটী প্রধান] অঙ্গ—ঈশ্বর-প্রেম এবং মানব-প্রেম। প্রেম, বৈরাগ্য এবং বিশ্বাস খৃষ্টের মূলমন্ত্র। তাঁহার প্রথম উপদেশে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় অনেক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই মণ্ডলীকে দেখিয়া তিনি এই আশীর্ব্বাদ করিলেন "দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য যাহারা শোকার্ত্ত, তাহারা ধন্য, তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। বিনয়ীরা ধন্য, তাহারা পৃথিবী জয় করিবে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসু, তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। কৃপাবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিবে। যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য, যেহেতু তাহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইবে। বিশ্বাস প্রেম, পবিত্রতা এই সকল উপদেশ দেখা যায়। দারিদ্র্য ও বৈরাগ্য মন্ত্রে খৃষ্ট দীক্ষিত। তাঁহার অভিষেককারী গুরু যোহন উষ্ট্রচর্ম্মধারী, পতঙ্গ ও বন্য মধুভোজী। তিনি অনুতাপ মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত করিতেছিলেন। খ্রীষ্টও সেই মন্ত্র অবলম্বন করিলেন। যোহন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার বাসগৃহ ছিল না। খ্রীষ্টও সন্ন্যাসী, গৃহীর ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিতে শিষ্যগণকে নিষেধ করিতেন। "আকাশের বিহঙ্গেরও নীড় আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" এই কথা তিনি বলিতেন। কেবল মুখে বলিতেন না, জীবনে দেখাইতেন। "বরং একটা উষ্ট্র সূচিছিদ্র দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধনীরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" ধনের প্রতি কি ঘৃণা!

এখন বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম কি দেখা যাউক। তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধনা সিদ্ধি বিষয়ক বিবরণ পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। গয়ার নিরঞ্জনা নদীর নিকটবর্ত্তী বোধিবৃক্ষ তলে গৌতম দিবসের পর দিবস, রজনীর পর রজনী ধ্যানে মগ্ন। অবশেষে অষ্টম দিবসে আলোক আসিল, যে আলোক তাঁহার নিজের এবং দেশের নরনারীর হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিবে। তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপে বর্ণিত আছে;—

অবিদ্যা অজ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার হইতে সজ্ঞা (বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে জন্মের ইচ্ছা, জন্মাকাঙ্ক্ষা হইতে জন্ম। জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব এই সমস্ত একে একে বিনষ্ট না হইলে পরমা শান্তি লাভ হয় না।

বুদ্ধ কি লাভ করিলেন? পাশ্চাত্য জ্ঞানী মহাপণ্ডিতেরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্র হয়ত বিশদ রূপে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারেন নাই। যাহাহউক তিনি স্বীয় জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন যে তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিলে মুক্তি হয় না এবং বিলাস-পরায়ণ হইয়া ভোগসুখে মগ্ন থাকিলেও মুক্তি হয় না। এই দুটীর মধ্যপথ অব-লম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ফল লাভ হইবে।

কাশীতে গিয়া তিনি এই মধ্যপথ এবং তাঁহার ধর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গ সকল প্রচার করিলেন।

এই মধ্যপথ লাভের অষ্টমার্গ অর্থাৎ আটটী উপায় এই;—

(১) সত্য বিশ্বাস বা দৃষ্টি, (২) সত্য সঙ্কল্প, (৩) সত্য বাক্য, (৪) সত্য কার্য্য, (৫) সত্য জীবন, (৬) সত্য চেষ্টা, (৭) সত্য চিন্তা, (৮) সত্য আত্মসংযম, ধ্যান, সমাধি।

বুদ্ধ চারিটি মহাসত্য প্রচার করিয়া-ছিলেন।

১। জীবের দুঃখ।
২। দুঃখের কারণ।
৩। দুঃখ নিবারণ।
৪। দুঃখ নিবারণের উপায়।

দুঃখ সম্বন্ধে সত্য এই,—জন্মে দুঃখ বার্দ্ধক্যে দুঃখ, পীড়াতে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, যাহাকে ভাল বাসি না, তাহার সহবাসে দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, বাঞ্ছিত বিষয় অপ্রাপ্তে দুঃখ অর্থাৎ প্রপঞ্চ বিষয় বাসনাই দুঃখ এবং সেই বাসনা ত্যাগ দ্বারা দুঃখ উন্মূলিত হয়।

যে পথ অবলম্বন করিলে দুঃখ যায়, সেই অষ্ট মহামার্গ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ দুঃখ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও পরকাল মানিতেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং তিনিও শিষ্যগণকে তদ্বিষয়ে কোনও স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি পৌরাণিক ও বৈদিক দেব দেবীর নাম করিতেন। তিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতেন। এরূপ গল্প আছে যে তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় তিনি দেবতাদিগকে সংগীত করিতে শুনিয়াছিলেন এবং কোন শিষ্যকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে বলিয়া-ছিলেন সরিয়া যাও, দেবতারা আমাকে দেখিতেছেন। (ক্রমশঃ)

স্বদেশী আন্দোলন ও রমণীর কর্ত্তব্য।

স্বদেশী আন্দোলনে আমরা বিস্তর শিক্ষা করিয়াছি এবং আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের জিনিসের উপর আমাদের চোখ পড়িয়াছে, আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এ বিষয়ে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। দৃষ্টান্তস্থলে অন্যের কথা না বলিয়া নিজের বিষয়ই উল্লেখ করিব। এক বৎসর পূর্ব্বে কোন এক আত্মীয়ের গৃহে বাস করিতেছিলাম। সেই গৃহের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্র বাবুর কাব্যের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। এই কাব্যের পক্ষপাতী হইতে গিয়া রবীন্দ্র বাবুর স্বদেশানুরাগের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহারাও বিদেশী বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। আমি এই সকল ছেলে মেয়েদের আত্মীয় বলিয়া আমাকেও তাঁহারা তাঁহাদের দলে টানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম "স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে পারিলে ত ভালই; দুঃখ এই যে, অল্পদামে ভাল সাদা কাপড় পাওয়া যায় না। সেইজন্য বিদেশী দ্রব্যের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে বিলাতি কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে।"

কিন্তু এক বৎসর পরে যখন গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেই আত্মীয়ের গৃহে উপনীত হইলাম, তখন খাবার সময় তাঁহারা দুধের সর ও কাশীর চিনি দিলেন। আমার মনে হইল যেন সে বিদেশী চিনি। এখন কি আর বিদেশী চিনি খাইতে পারি? কাজেই আত্মীয়া মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমাকে কি বিলাতের চিনি দিয়াছ?" তাহারা হাসিয়া কহিল "আপনি একবৎসর পূর্ব্বে বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিতে নারাজ ছিলেন, আর বিলাতি চিনির উপর এখন যে বড় বিদ্বেষ! তা আমরা কি আর বিলাতি জিনিস স্পর্শ করি? খান, ও দেশী চিনি।"

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর, এই আমার মত কত লোক যে বিদেশী জিনিস বর্জ্জন করিয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? স্বদেশী আন্দোলনে এই ত এক প্রধান লাভ দেখিতেছি যে, আমরা স্বদেশী দ্রব্যের সমাদর করিতে পারিতেছি। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের এবং অর্থের যে উন্নতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা দেশের দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই জানেন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবনতি আমাদের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ, এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অবনতির প্রধান কারণ বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী। এক সময় যে ভারতবর্ষ স্বদেশের সমস্ত বস্ত্র যোগাইয়া বিদেশে বিক্রয়ার্থ বৎসরে বৎসরে পনর কোটি টাকার বস্ত্র প্রেরণ করিত, সেই ভারতবর্ষের তাঁতিকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে, সেই ভারতবর্ষ আজ কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশের লোকের পরণের কাপড়ও যোগাইতে পারিতেছেনা। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা যদি দেশের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, সে কম লাভ নহে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ধনী পরিবারের মধ্যে এই স্বদেশী সামগ্রীর প্রচলন হওয়াতে বিলাসিতার মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে ইংরাজদিগের সংস্রবে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে আমরা অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব। কিন্তু তাঁহাদের সংসর্গের দোষে আমাদের মধ্যে যে বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে নিরীহ স্বদেশের প্রতি বড় অবিচার হইবে। আমাদের এই বিলাসিতার সহায়তার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে কত কোটি মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হয়, কে তাহার হিসাব করে? এক দিকে আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র স্বদেশবাসী এক মুষ্টি অন্নের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, অন্যদিকে আমরা আমাদের গৃহের সাজ সজ্জা ও গৃহিণীদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য কোটি কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিদেশীয়দিগের উদরকে ক্রমশঃই স্ফীত করিয়া তুলিয়াছি। বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ এই সুযোগে মুখব্যাদন করিয়া এরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছেন যে, আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই, তাহা হইলে তাহারা আমাদের এই দরিদ্র দেশকে একেবারে সর্ব্বগ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, আমাদের বিলাস-বাসনা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ এদেশের যুবকেরা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াই চাকুরীর জন্য পাগল হইতেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কিম্বা এফ, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্স এবং খানকতক প্রশংসা-পত্র সঙ্গে লইয়া উমেদার অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু হায়! গবর্ণমেণ্টের ফিরিঙ্গী সংরক্ষণ নীতিতে তাঁহাদের ঘরের পয়সা ও পরের অন্ন ধ্বংস করাই সার হইত, কোথাও চাকুরী জুটিত না। এখন সেই সকল উমেদারের দল যে বস্ত্রনির্ম্মাণ প্রণালী শিখিতেছেন, স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খুলিতেছেন এবং অন্যান্য প্রকার শিল্প শিক্ষায় মনোযোগী হইতেছেন, ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণের বিষয় মনে করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল

ও তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক গোঁড়া হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া—সঞ্জীবনী, হিতবাদী ও বঙ্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বিস্মৃত হইয়া জননী জন্মভূমির কার্য্যে একপ্রাণ ও একভাবাপন্ন হইতেছেন।

পঞ্চমতঃ এই স্বদেশী আন্দোলনের আর একটী শুভ সুফল এই যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নারীজাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে। তাঁহারা বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে নানা কার্য্যে নারীজাতির মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। শুধু যে পুরুষেরাই সভা সমিতি করিয়া, কাগজে পত্রে লিখিয়া, স্বদেশের নিমিত্ত স্বার্থ সাম্প্রদায়িকতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতেছেন তাহা নহে; এ বিষয়ে মহিলাদিগের দ্বারাও যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। কলিকাতা এবং মফস্বলের কোন কোন স্থানের মহিলাগণ সভা সমিতি স্থাপন করিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার জন্য প্রতিশ্রুত হইতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া নারীজাতির হৃদয়ে একটা জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুরুষেরা বুঝিতে পারিতেছেন, নারীগণ শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের কার্য্যে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিবেন। এই জন্য এই অল্পদিনের মধ্যেই নারীজাতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দু একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মাঘোৎসবের বক্তৃতায় বলিয়াছেন "স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় আমি দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। বিগত নবেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন মেয়েরা আমাকে বলিল স্বদেশী আন্দোলনে লোকের দৃষ্টি ফিরিয়া গিয়াছে। আগে যে রকম বাহিরের লোকেরা কোন সভাসমিতিতে আমাদিগকে দেখিতে পাইলে আমাদের পানে চাহিয়া হাসিতেন—বিদ্রূপ করিতেন, এখন তা নাই, তাঁহারা অতিশয় সম্মানের দৃষ্টিতে আমাদিগের পানে চাহিয়া থাকেন।"

কয়েকমাস পূর্ব্বে আমরা একবার মফস্বলের একটী সহরে গিয়াছিলাম। এক দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি একটী গৃহে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে সভা হইতেছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। তারপর একটি পঞ্চদশবর্ষীয় হিন্দু বালকের মুখে যেরূপ সুমিষ্ট বক্তৃতা শুনিলাম, তাহা আমার

অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। বালকটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অতি রমণীয় মুখশ্রী, বঙ্কিম ভ্রূলতার নিম্নে নীলোৎপল তুল্য উৎফুল্ল দুটি নয়ন, প্রশস্ত ললাট ও তদুপরি প্রতিভার জ্যোতিঃ। বালকটি ঈষৎ হাস্যশ্রীতে সেই সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া বলিতে লাগিল—নারী জাতির উন্নতি না হইলে আর বাঙ্গালী জাতির উন্নতির আশা নাই। যদি জননীর চিত্ত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সন্তান শৈশবকাল হইতে তাঁহার নিকট কি শিক্ষা করিবে? শুধুই পয়সা উপার্জ্জন ও চাকুরীর আবশ্যকতা? তাহা হইলে হইবে না, এখন বাঙ্গালী মায়ের জাপানী মা হওয়া চাই।"

ইহার পর আমাকে যখন এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইতে হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে আমি এই বালক-বক্তার বক্তৃতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক, নারীজাতির উন্নতির প্রতি কাহারো কাহারো দৃষ্টি পতিত হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা আমাদের এইরূপ আরো কত উপকার হইয়াছে, সেই সকল একত্র করিয়া এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে আমাদের মধ্যে এক অভিনব জাতীয় ভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের মধ্যে যথার্থ স্বদেশানুরাগ দেখা দিয়াছে, আমাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা গৌরব লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদিন অতি অল্পসংখ্যক লোকই দেশের জন্য ভাবিতেন, দেশের জন্য কাঁদিতেন; জননী জন্মভূমির নামে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মর্ম্মস্থলে স্বদেশপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আর এখন "আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি," এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কত লোকের গণ্ডদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যায়; "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কত লোকের চিত্তে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিরূপে দেশের দুর্গতি দূর হইবে, কিরূপে জননী জন্মভূমির উন্নতি হইবে, অধিকাংশ শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিকেই এরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। কেবল তা নয়, অনেক পদস্থ ও প্রসিদ্ধ লোক স্বদেশের সেবায় কায়মনোবাক্যে ও নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

পিতৃতর্পণ।

ওঁ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে। ১

সর্ব্বদেবময়, সুখদ, প্রসন্ন, সুপ্রীত,
জন্মদাতা মহাত্মা পিতৃদেবকে নমস্কার।

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ। ২

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ, স্বর্গস্বরূপ, পরমদেবতা, সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ, করুণাসাগর পিতৃদেবকে নমস্কার।

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ। ৩

সদা আশুতোষ, মঙ্গলস্বরূপ, সদা অপরাধক্ষমাকারী, শুভদাতা, সুখস্বরূপ পিতৃদেবকে নমস্কার।

তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনাৎ।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ। ৪

যাঁহার দর্শনে তীর্থ স্নান তপ জপ হোমাদি সিদ্ধ হয়, এমন মহাগুরুর গুরু পিতৃদেবকে নমস্কার।

যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটীশঃ পিতৃতর্পণং।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ। ৫

যাঁহার প্রণাম ও স্তবে অন্যান্য কর্ম্মাপেক্ষা কোটি গুণ ফল লাভ হয়, যাঁহার তর্পণ শত অশ্বমেধ তুল্য, সেই পিতৃদেবকে নমস্কার।

যস্মাদ্ধি জায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
নমস্তুভ্যং পিতা সাক্ষাদ্ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তু তে। ৬

যাঁহা হইতে মনুষ্য জন্মিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পিতা তুমি, তোমাকে নমস্কার।

পিতরো জনয়ন্তীহ পিতরঃ পালয়ন্তি চ।
পিতরো ব্রহ্মরূপা হি তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ। ৭

পিতারা জন্মদাতা, পিতারা পালনকর্ত্তা, পিতারা ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাদিগকে নিত্য নিত্য নমস্কার নমস্কার।

পিতা মেরোর্বরিষ্ঠঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ।
তস্য পাদোদকস্নানাদ্ গঙ্গা নার্হতি বৈ কলাং। ৮

সুমেরু হইতে পিতা শ্রেষ্ঠ, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি, তাঁহার পাদোদক-স্নানে যে ফল, গঙ্গাস্নানে তাহার এক কলাও হয় না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। ৯

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন।

ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ।
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি যঃ।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতং। ১০

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক এই পিতৃস্তোত্র পাঠ করেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, আপনার জন্মদিনে বা পিতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহার বাঞ্ছিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কিছুই দুর্লভ নহে।

নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি।

যে পুত্র নানাবিধ অপকর্ম্ম করিয়াও প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃস্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্পাপ ও সুখী হয়। অতঃপর পিতার প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

হারাণ সন্তান লাভ।*



দুই পুত্র লয়ে ধনী গৃহে করে বাস,
কনিষ্ঠের গৃহত্যাগে হৈল অভিলাষ।
বলিল পিতারে মোর অংশ আজি চাই,
থাকিব না তব ঘরে যথা ইচ্ছা যাই।
পিতা তার অংশ তারে করিলা প্রদান,
গৃহ ছাড়ি বিদেশে সে করিল পয়ান।
এ দেশ সে দেশ বৃথা করি পর্য্যটন,
অপব্যয়ে উড়াইয়া দিল সব ধন।
ভিক্ষা করি খায়, শেষে ভিক্ষা নাহি পায়,
অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন যায়!
নিরাশ্রয় নিরুপায় হইল যখন,
পিতৃ-সম্পদের কথা হইল স্মরণ।
'আমার পিতার গৃহে শূকর কুক্কুর,
খেয়ে হেঁচে ফেলে যাহা—প্রচুর প্রচুর।
তা পাইলে ক্ষুধানল হয় নিবারণ,
পিতৃগৃহে মাগি তাই করিব ভক্ষণ।'
শ্রান্ত পদে ক্লান্ত দেহে যায় পায় পায়,
দূর হ'তে পিতা তারে দেখিবারে পায়।
অতি দীন হীন ক্ষীণ মলিন সন্তান
দেখি বিগলিত স্নেহে জনকের প্রাণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি তারে করে আলিঙ্গন,
পুত্র বলে "করো না অধমে পরশন।"
দুরাচার—যোগ্য নহি তব করুণার,
শূকর কুক্কুর বলি কর ব্যবহার।
উচ্ছিষ্টের শেষ যাহা তব গৃহে থাকে,
অনুমতি দেও তাই খাইতে আমাকে।"
সন্তানে ধরিয়া পিতা গৃহে লয়ে যায়,
দাসগণে নিয়োজিলা তাহার সেবায়।

* মহর্ষি ঈশা-কথিত "Return of the Prodigal Son" উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

কেহ মাজেন অঙ্গ, কেহ বসন ভূষণে
সাজায় তাহার দেহ পরম যতনে।
বাছি বাছি ভাল খাদ্য করি আহরণ,
সাদরে জনক তারে করান ভোজন।
পরে ডাকি গৃহে যত আত্মীয় স্বজন
মহোৎসব করি পিতা আনন্দে মগন।
'লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ভা'য়ের কারণ,
এত ব্যস্ত জনকেরে করি নিরীক্ষণ,
জ্যেষ্ঠ ভাই সুদুঃখিত যুড়ি দুই হাত,
বলে "পিতা তোমার অন্যায় পক্ষপাত।
চিরদিন অনুগত সেবক এজন,
চির দিন ঘরে থাকি সেবি ও চরণ।
এক দিন হেন ঘটা আমার কারণ
এজীবনে করি নাই কভু দরশন।"
পিতা বলে "আছ কাছে সদাই আমার,
গৃহের সমস্ত ভোগে তব অধিকার।
হারাণ সন্তান এ যে পেয়েছি ইহারে,
এ আনন্দ হৃদয়ে কি পারি রাখিবারে?"
অনুতপ্ত দীনহীন পাতকী সন্তান,
ঈশ্বর-চরণে ফিরি মাগে যদি স্থান।
পরম পিতার হয় আনন্দ অপার,
ক্ষমি দোষ সন্তানে করেন পুরস্কার।
পিতার করুণাবিন্দু হয় সিন্ধুপ্রায়,
সন্তানের পাপপুঞ্জ তাহে ভেসে যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী মে মাসে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস্ ছুটী লইয়া বিলাত যাইবেন, মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

২। যুবরাজ সস্ত্রীক ১৭ই মার্চ্চ করাচী বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া সুয়েজ ও কেবো অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদে গৃহে উত্তীর্ণ হউন!

৩। গত বড়দিনে রচফর্ডের জাহাজ কারখানায় এক শ্রমজীবিনী রমণীর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ২২টি সন্তানের জননী, তাঁহার বয়স ৪২ বর্ষ মাত্র।

৪। শ্রীরামপুরে এক বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা সাহায্য করিবেন।

৫। কালা বোবা বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট আবার অতিরিক্ত ৩০০০ টাকা দিয়াছেন।

৬। পত্তন নামক স্থানে ৪র্থ জৈন সমিতি হয়। তদুপলক্ষে এক মহিলা-সভায় ১২০০ জৈন রমণী সম্মিলিত হন। এই সভার রমণীগণ স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও দূষিত দেশাচারের বিরুদ্ধে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

৭। সিয়াড়সোলের কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়ার মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৮। ২৯এ মার্চ্চ লর্ড মিণ্টো সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। লেডি মিণ্টো লক্ষ্ণৌয়ে তাঁহার সহিত মিলিবেন।

৯। কুচবিহারের মহারাণী স্বাস্থ্যো-

গতির জন্য কন্যাপুত্র ও সহোদর সহ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

১০। ৩রা এপ্রেল মেরী কার্পেণ্টারের স্মরণার্থ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে মেরী কার্পেণ্টার হলে এক মহিলা সভা হইয়াছে।

বামা-রচনা।

আহ্বান।

আসিয়াছি মোরা এ ভব সংসারে,
জগতের কাজ সদা সাধিবারে।
চল আজি মোরা ধরি করে কর,
কর্ত্তব্যের পথে হই অগ্রসর।
প্রাণে প্রাণে মিশে আজি সবে চল,
মুছাতে দুঃখীর নয়নের জল।
অনাহারে যেবা হয়েছে কাতর,
দিব অন্ন তারে আমি নিরন্তর।
বিপদেতে যেবা হতেছে হতাশ,
দিবগো তাহারে বিপুল আশ্বাস।
মহা শোকে যেবা করিছে রোদন,
সান্ত্বিয়া তাহার মুছাব নয়ন।
অন্ধ জনে মোরা করি বহু দয়া,
অন্ন বস্ত্র দিব বাসনা পূরিয়া।
মোরা পরিশ্রান্ত অতিথি জনারে,
সেবিব সতত হরিষ অন্তরে।
এস সবে মোরা হয়ে একমন।
জগতের কাজে সঁপি এ জীবন।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

অঞ্জলি।

বিভু!
বড় সাধ মনে, তোমার চরণে
এ ফুল ফুটাব,
এ ফুলের হাসি তোমাতে বিকাশি
তোমাতে মিশাব।
হৃদয়ভিতরে প্রতি স্তরে স্তরে
তোমার(ই) মাধুর্য্য ;
বিশাল জগতে সব সুষমাতে
তোমার(ই) সৌন্দর্য্য !
হে বচনাতীত তুমি প্রকটিত,
এ ব্রহ্মাণ্ডপটে ;
কোটিকোটি স্বরে তব চরাচরে
মহিমা রটে।
জ্যোতিষ্কমণ্ডলে বায়ু জল স্থলে
তোমার(ই) প্রভা ;
ধূলির শরীরে তোমার মন্দিরে
তোমার(ই) শোভা।
যোগী ঋষিগণ প্রেমে নিমগন
তোমার (ই) হরি !
রহে অনিবার স্বরূপ তোমার
হৃদয়ে ধরি।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

প্রয়াণ।

যথায় বহিবে স্নিগ্ধ মলয়
শীতল করিয়া প্রাণ,
যথায় ফুটিবে ফুল্ল কুসুম
তটিনী গাহিবে গান ;
যথায় বিহগ চিত্ত হরিবে
মধুর কাকলি রবে,
হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিবে
নব কিসলয় সবে ;
পাপিয়া পিকের উচ্চ রবেতে
মুখরিত হবে হিয়া,
শিখী কেকা রবে নৃত্য করিবে
প্রাণমন বিমোহিয়া।
দুকূল প্লাবিয়া শুভ্র জোছনা
যথায় যাইবে ভেসে,
হিমাদ্রিশিখর অভ্র ভেদিয়া
দাঁড়াবে মধ্য দেশে।
যথায় উদিবে দীপ্ত সবিতা,
ফুটিবে নলিনী নীরে ;
মধুর আশায় মত্ত ভ্রমর
যথায় উড়িবে ধীরে।
যথায় প্রকৃতি উগ্রস্বভাবা
নহেন একটি তিল !
যথায় সদাই ক্ষুদ্র বৃহতে
হ'য়ে আছে একমিল ;
যথায় নরের লুপ্ত বিষাদ
পৃথিবীর কোলাহল,
নাই যথা পাপ তপ্ত হৃদয়
উষ্ণ নয়ন-জল ;
স্বরগ সুষমা নিত্য মাধুরী
বিরাজ করে গো যথা,
জ্বালাময় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী
ছাড়িয়া যাইব তথা।

শ্রীজীবনবালা দেবী।
(৬৮ নং সোণারপুর, বেনারস সিটি।)

১৩১২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারীজাতিব সৎকীর্ত্তি।

৮

গ্রাহকগণের প্রতি।

চৈত্র সংক্রান্তি উপস্থিত, এ সময় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে। যাঁহাদিগের নিকট ১৩১২ সালের ও সাবেকের বাকী, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কালবিলম্ব না করিয়া মূল্য সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বামাবোধিনীর চৈত্র সংখ্যা প্রচারিত হইল, (১৩১৩ সাল) নববর্ষের বৈশাখ সংখ্যা শীঘ্র প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতেছে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ নববর্ষের অগ্রিম মূল্য অবিলম্বে পাঠাইলে পরমোপকৃত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, ১৩১২।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম।

পণ্ডিত শশিশেখর কাব্য রত্নাকর কুসুময়	১৲
হেড মাষ্টার বেলপুকুরিয়া স্কুল	।৶০
বাবু প্রমথনাথ	২৷৶০
বাবু কুঞ্জবিহারী চৌধুরী ভবানীপুর	২৷৶০
„ গোপাল চন্দ্র বসু মাদারীপুর	২৷৶০
„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যশোর	২৷৶০
„ করালী প্রসন্ন মিত্র, পোড়াদহ	১৷০
শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী দাস গুপ্ত অষ্টগ্রাম শেষার্দ্ধ (১৩১২)	১।৵০
প্রথমার্দ্ধ (১৩১৩)	১।৵০
শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দাসী পোড়াদহ	২৷৶০

সাবেক।

শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র কলিকাতা	৩৲
বাবু রাধানাথ দেব কলিকাতা	১৲
„ সাতকড়ি হালদার সাহাবাদ	২৷৶০
„ কালীপ্রসন্ন মিত্র পোড়াদহ	৷০

(ক্রমশঃ)

Bamabodhini Patrika.

INDIAN LADIES.

It is a happy sign of the times that the women of India are awaking. Gradually and steadily they are endeavouring to regain and assert their old rights and liberties. Time was when India could boast of women like Anasuya and Maitrai, Khana and Lilabati. Indian women occupied a foremost place in society and took a prominent part in the social and intellectual development of their mother land But the Mahomedan rule ushered in a dark age in India. The women of India became immersed in the darkness of ignorance, superstition, and seclusion. At present, however, there are unmistakable signs of the approaching dawn and rays of light will ere long be breaking through. There was recently an interesting gathering of Indian ladies at Benares in connection with the Indian National Social Conference. More than 300 ladies from different parts of India attended and the chair was occupied by the Rani Saheba of Purtapgarh. Many instructive and interesting papers were read :—"*The Hindu wife and what she should be*" by Mrs. Jwala Prasad Sankhadhar, "*Female Education*" by Mrs. Kalawati, "*The place of woman in modern India* by Mrs. Ramanbai B. A., "*Matri Puja*" by Mrs. Mukherji, "*Female Education*" by Mrs. Tarabai wanave and by Mrs. Deodhai, "*Responsibilities of our sex*" by Mrs. P. K. Ray.

Of late 1200 Jaina ladies held a meeting presided over by one of themselves at Pattan and passed resolutions for the spread of female education and abolition of evil customs. Similar attempts on the part of women for the amilioration of their condition are met with in other parts of India.

That Indian women are shaking off the sleep of centuries is clearly perceived and eloquently expressed by Mrs P. K Ray. "Thoughts that were foreign to us," says she " ideas and actions that were beyond our reach, hopes and aspirations that the past generations did not even dream of, are slowly and gradually coming within our knowledge and view. The need for female education and freedom, the necessity of women's help and co-operation in the affairs of common good and improvement of our social household and public life—are such well acknowledged facts that we need not try to discuss or prove !" It has been asserted times without number that the salvation of India depends on her women. Yet no great practical steps have been taken to forward the cause of women in India. It is with great justice, therefore, that Mrs. Ray sharply takes to task the mere politician who fails to see that "political meetings and passing of resolutions for the welfare and good of the country can be of very little effect so long as we continue in this utter darkness !" Mrs. Ray's address is suggestive throughout ; but

the most important suggestion which she throws out is the starting of a Philanthropic Association and Women's co-operative Training Institute Technical training, nursing, midwifery, needlework, typewriting &c. will be the main features of the Institute. Undoubtedly an Institution like this would be of immense benefit to her less fortunate sisters Mrs. Ray will, we trust, try to make it a success and ladies from different parts of India will respond to this call and carry into effect the noble purpose which Mrs. Ray has so forcibly set forth.

The annual distribution of prizes of the Bethune College came off on the 22nd February last. Her Excellency Lady Minto gave away the prizes, which were numerous and valuable. The Hon'ble H. E Richards presided. The Report of the College for 1905 showed 183 pupils on the rolls, of whom 23 were in the College and 160 in the School Department; 85 were Hindus, 87 Bramhos, 9 Christians and 2 Jews. Results of the University Examinations:—1 passed in the Entrance and 6 in the F. A., of whom 1 was placed in the 1st Division. The number of Boarders increased to 44. The Government acquired half an acre of land at a cost of Rs 45,000 for a separate hostel for Hindu girls.

The Distribution of Prizes of the Calcutta Deaf and Dumb School took place on the 10th March. The Maharajadhiraj of Burdwan presided and Mrs. Allen distributed prizes. The Maharaja promised a donation of Rs. 1000 to the fund of the School.

Princess Enna has been married to the king of Spain. Her allowance has been fixed £ 10,000 a year.

What a good news—there will be no more foreign liquor shops in the district of Barisal This is a result of the *Swadesi* movement.

The Viceroy left Calcutta privately on the 29th March for Lucknow, where he halts till the 19th April and then he visits Agra, Ajmere, Delhi and Peshwar to reach Simla on the 19th May next. Lady Minto who is at Dehradoon joins her husband at Lucknow.

The first Jaina Mohila Parisad was held at Pattan under the presidentship of Roy Koover Bai Dhadha. About 1200 ladies were present. They resolved to spread education among Jaina ladies and to remove evil customs.

The following telegram dated 24th March 1906 comes from his Royal Highness the Prince of Wales to the Viceroy :—

"On leaving last place in Indian territory we must again thank you and the people of India for all the kindness we have received and which will never fade from our memories."

We wish their Royal Highnesses a safe journey home.

অশ্বগন্ধাটনিক

প্রসবান্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক রক্তস্রাব নিবারণ, সর্ব্বাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বলাধান ও সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন হু হু করা, স্মরণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, রক্তদুষ্টি, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে কোন রোগান্তে ও প্রসবান্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সুস্থ শরীরে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম, উকীল ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠাভ্যাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। ফলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সালসা, ও মল্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জ্জন, মেজর বি, কে বসু, এম, ডি, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ কে, ডি, বসু, সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ এস, এন, বসু, এল্, এম্, এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মুজিবর রহমান, সব-জজ বাবু আর, এন, মুখার্জ্জি, মুনসেফ বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ, সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের উচ্চ কর্ম্মচারী বাবু দুর্গাপদ বসু প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য :—৪ আউন্স শিশি এক টাকা, মাশুলাদি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম।

হাঁপানি কাশির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড় শিশি দেড় টাকা। মাশুলাদি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

৮৭নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট ও ১৩৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কনসল্টিং ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।